ক
৪৪৬

দেওয়ানী আইন

অর্থাৎ

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে সকল আইনের সম্মতি প্রকাশ করেন তন্মধ্যে দেওয়ানীসম্পর্কীয় যাহা সম্প্রতি প্রচলিত হইতেছে তাহা

এই

১৮৫৯ সালের ৮ ও ৯ আইন।

গবর্ণমেন্টগেজেট হইতে সংগৃহীত করিয়া প্রকাশ করিলাম।

কলিকাতা

চিৎপুর রোড, বটতলা ২৪৬ সংখ্যক ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত।

এই আইন যাঁহারা গ্রহণাভিলাষী হইবেন তাঁহারা উক্ত যন্ত্রালয়ে অথবা শ্রীযুত বেণীমাধব দের পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান কা হইতে পারিবেন

মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

১২৬৬ শ্রাবণ।

ওঁ

ইং ১৮৫৯ সাল ৮ আইন।

অ-গে ১৩ মে।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

১৮৫৯ সাল ২৬ মার্চ্চ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার যে যে আদালত রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই সেই আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইন।

(হেতুবাদ।) দেওয়ানী মোকদ্দমায় বিচারার্থে যে যে আদালত রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত হয় নাই, সেই সেই আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করা বিহিত; এই কারণে এই এই বিধান হইল।

প্রথম অধ্যায়।

(দেওয়ানী আদালতের এলাকা।)

বিশেষ মতে নিষেধ না হইলে সকল প্রকারের মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইবার কথা।

১। পার্লিমেণ্টের কোন আক্টে, কিম্বা বাঙ্গালা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই দেশের চলিত কোন আইনেতে, কিম্বা হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ৮ আইন।

কোন আক্টে, দেওয়ানী আদালতে যে যে মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবার নিষেধ হইয়াছে, সেই সেই মোকদ্দমা ছাড়া দেওয়ানী সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

(কিন্তু পূর্ব্বে শুনা গিয়াছে ও নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত মোকদ্দমা গ্রাহ্য না হইবার কথা।)

২। যদি কোন মোকদ্দমা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে শুনা গিয়াছে ও নিষ্পত্তি হইয়াছে, তবে ঐ মোকদ্দমার উভয় পক্ষের মধ্যে, কিম্বা সেই উভয় পক্ষ যে ব্যক্তিরদের অধীন হইয়া দাওয়া করে তাহারদের মধ্যে, সেই হেতুর অন্য মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না।

(দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার।)

৩। দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার করিবার যে বিধি এই আইনেতে আছে সেই বিধিমতে যে আদালতের নিষ্পত্তি হয় সেই আদালত, কিম্বা আপীলী মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত ব্যতীত অন্যত্র দেওয়ানী আদালতের কোন বিচার সংশোধিত হইতে পারিবেক না।

(কোন ব্যক্তির জন্মস্থান কিম্বা বংশ প্রযুক্ত এলাকার বহির্ভূত না হইবার কথা।)

৪। কোন ব্যক্তি জন্মস্থান কিম্বা বংশ প্রযুক্ত দেওয়ানী সম্পর্কীয় কোন প্রকারের কার্য্যেতে কোন দেওয়ানী আদালতের এলাকার বহির্ভূত নহেন।

(দেওয়ানী আদালতের এলাকার কথা।)

৫। যে সময়ে যে আইন চলন থাকে তদনুসারে মোকদ্দমার মূল্যের কি অন্য প্রকারের যে সীমা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে কি হয় তাহা মানিয়া, এক এক শ্রেণীর দেওয়ানী আদালতে যে মোকদ্দমা এই ধারামতে বিচার্য্য হয়, সেই সকল মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারিবেক, ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। অর্থাৎ জমীর কি অন্য স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা হইলে আদালতের এলাকার সীমা বুঝিয়া, যে আদালতের এলাকার

ঐ রূপ স্বীকার হইলেও কেবল সেই কারণে তাহারদের অন্য কেহ দায়ী হইবেক না ইতি।

(সম্পত্তি যাহার নিকটে আমানৎ থাকে কি যাহাকে বোধ কি বন্ধক স্বরূপে দেওয়া যায় তাহার স্থানে কেহ খরীদ করিলে তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমার মিয়াদ নিরূপণের কথা ও বর্জ্জিত কথা।)

৫ ধারা। কোন ট্রষ্টির স্থানে কিম্বা কিছু সম্পত্তি যাহার নিকটে আমানৎ করা যায় কি যাহাকে বোধ কি বন্ধক স্বরূপে দেওয়া যায় তাহার স্থানে, কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে ও উপযুক্ত মূল্য দিয়া সেই সম্পত্তি খরীদ করিলে, সেই খরীদারের কিম্বা তাহার অধীনে দাওয়াদার কোন ব্যক্তির স্থানে ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমাতে, সেই খরীদ যে তারিখে হয় সেই তারিখ অবধি মোকদ্দমা করিবার কারণ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। পরন্তু সম্পত্তি যাহার নিকটে আমানৎ করা যায়, কিম্বা যাহাকে বোধ কি বন্ধক স্বরূপে দেওয়া যায় তাহার স্থানে ঐ সম্পত্তি খরীদ করা গেলে, তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা ১ ধারার ১৫ প্রকরণের নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত না করা গেলে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

(বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তি পাইবার জন্যে সুপ্রিমকোর্টে বন্ধক লওনীয়ার মোকদ্দমা করিবার মিয়াদ নিরূপণের কথা।)

৬ ধারা। বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির দখল বন্ধক দেওনিয়ার স্থানে পাইবার যে মোকদ্দমা ঐ বন্ধক লওনিয়া রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে করে, তাহাতে ঐ বন্ধকী কর্জের বাবৎ আসল কিছু টাকা কি সুদ শেষ যে তারিখে দেওয়া গিয়াছিল, সেই তারিখ অবধি মোকদ্দমা করিবার কারণ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

(সরকারী মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যে মহাল নীলাম হয় তাহার উপর দায় কি তাহার পেটাও

পাট্টা বাতিল করিবার মোকদ্দমার মিয়াদ নিরূপণের কথা।)

৭ ধারা। কোন মহালের সরকারের মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে ঐ মহাল বিক্রয় হইলে, তাহার উপর দায় কি তাহার পেটাও পাট্টা বাতিল করিবার, কিম্বা পত্তনিতালুক, কিম্বা বিক্রয় হইতে পারে এমত অন্য যে জমী বিক্রয় হইলে তাহার উপর দায় ও তাহার পেটাও পাট্টা বাতিল হয়, সেই জমী বাকী খাজানার নিমিত্তে বিক্রয় হইলে, তাহার উপর দায় কি তাহার পেটাও পাট্টা বাতিল করিবার মোকদ্দমাতে, ঐ মহালের কি তালুকের কি অন্য জমীর নীলাম যে সময়ে সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হয় সেই সময়াবধি ঐ মোকদ্দমা করিবার কারণ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

(সওদাগরেরদের মধ্যে চলিত হিসাবের বাকীর বাবৎ মোকদ্দমার মিয়াদ নিরূপণের কথা।)

৮ ধারা। যে সওদাগরেরদের ও ব্যবসায়িরদের পরস্পর লেনাদেনা চলে, তাহারদের মধ্যে চলিত হিসাবের বাকী পাইবার মোকদ্দমাতে, তাহারদের পরস্পর লেনাদেনা চলিতেছে এই কথা দর্শাইবার শেষ যে দফা কবুল হয় কি শেষ যে দফার প্রমাণ হয়, তাহা যে হিসাবে থাকে, ঐ হিসাব যে বৎসরের হয়, সেই বৎসরের সমাপ্তি অবধি মোকদ্দমা করিবার কারণ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক, ও সেই বৎসরের সমাপ্তি অবধি মিয়াদ গণ্য করিতে হইবেক। ঐ হিসাবে যে সন লেখা থাকে সেই সনের বৎসর ধরিয়া গণিতে হইবেক ইতি।

(প্রতারণামতে লুকাইবার কার্য্য হইলে মিয়াদ নিরূপণের কথা।)

৯ ধারা। নালিশ করিবার অধিকার যে লোকের থাকে, সে যদি কোন কাহার প্রতারণাক্রমে আপনার সেই অধিকার জানিতে পারে নাই, কিম্বা সেই অধিকার যে স্বত্বক্রমে হয় তাহা জানিতে পারে নাই, কিম্বা সেই অধিকার সাব্যস্ত করিবার

অন্যে যে কোন দলীল আবশ্যক হয়, তাহা যদি প্রতারণাক্রমে গুপ্ত করিয়া রাখা গিয়াছে, তবে ঐ প্রতারণার দোষী ব্যক্তির নামে, কিম্বা সেই কার্য্যের সহকারি ব্যক্তির নামে, কিম্বা প্রকৃত প্রস্তাবে ও উপযুক্ত মুল্য ক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে যে কোন লোক তাহারদ্বারা দাওয়া করে তাহার নামে, মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার যে মিয়াদ তাহা, ঐ প্রতারণাতে যাহার হানি হইয়াছে সেই জন ঐ প্রতারণার কথা যে সময়ে প্রথমে অবগত হইয়াছিল সেই সময়াবধি কিম্বা ঐ লুকাইয়া রাখা দলীল প্রথম যে সময়ে প্রকাশ করিবার কিম্বা প্রকাশ করাইবার উপায় তাহার হইয়াছিল সেই সময়াবধি গণ্য করিতে হইবেক ইতি।

(কোন প্রতারণার কার্য্য মোকদ্দমার কারণের মূল হইলে, মিয়াদ নিরূপণের কথা।)

১০ ধারা। কোন প্রতারণার কার্য্য মোকদ্দমার কারণের মূল হইলে, অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি ঐ প্রতারণার কথা প্রথম যে সময়ে জানিতে পাইয়াছিল, সেই সময়াবধি মোকদ্দমা করিবার কারণ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

(আইনমতে অক্ষম হইলে মিয়াদ নিরূপণের কথা।)

১১ ধারা। কোন মোকদ্দমা করিবার অধিকার প্রথম যে সময়ে হয় সেই সময়ে, ঐ অধিকার যাহার প্রতি বর্ত্তে সেইজন যদি আইন মতে অক্ষম হয়, তবে অক্ষম না হইলে মোকদ্দমার কারণ হইবার সময়াবধি মোকদ্দমা করিবার যত বৎসর মিয়াদ চলিত ঐ অক্ষমতা রহিত হইবার সময় অবধি তত বৎসর মিয়াদের মধ্যে ঐ লোক কি তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক। কিন্তু যদি ঐ অক্ষমতা রহিত হইতে তিন বৎসরের অধিক কাল লাগে, তবে ঐ অক্ষমতা রহিত হইবার সময়াবধি তিন বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হইবেক। পরন্তু মোকদ্দমা করিবার কারণ যে সময়ে কোন লোকের প্রতি বর্ত্তে সেই সময়ে যদি সে আইন মতে অক্ষম না হয়, তবে তাহার পরে তাহার কোন অক্ষমতা হইলেও, কিম্বা তাহার দ্বারা অন্য যে লোক দাওয়া করে সে

আইনমতে অক্ষম হইলেও, তৎপ্রযুক্ত কোন মিয়াদ দেওয়া যাইবেক না ইতি।

(পূর্ব্বের ধারামতে যাহারা আইনমতে অক্ষম জ্ঞান হইবেক তাহারদের কথা।)

১২ ধারা। ইংরাজী আইনমতে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হইবেক সেই মোকদ্দমাতে বিবাহিতা স্ত্রী, এবং নাবালগ ও জড় ও ক্ষেপা, ইহারদিগকে ইহার পূর্ব্বের লিখিত ধারার অর্থমতে আইনমতের অক্ষম লোক জানিতে হইবেক ইতি।

(আসামী বিদেশে থাকিলে মিয়াদ নিরূপণের কথা।)

১৩ ধারা। এই আইনমতের নির্দ্ধারিত কোন মিয়াদের হিসাব করিলে, আসামী ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে যতকাল থাকে ততকাল সেই হিসাবে ধরিতে হইবেক না। কিন্তু আসামীর বিদেশে থাকিবার কালে যদি আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়মে তাহার নামে হাজির হইবার ও মোকদ্দমার জওয়াব করিবার শমনজারি হইতে পারে, তবে তাহার বিদেশে থাকিবার কালও ধরিতে হইবেক ইতি।

(কোন মোকদ্দমা প্রকৃত প্রস্তাবে উপস্থিত করা গেলে যদি অনুপযুক্ত আদালতে করা যায়, তবে মিয়াদ নিরূপণের কথা।)

১৪ ধারা। কোন দাওয়াদার কিম্বা সে যাহার অধীনে দাওয়া করে এমত লোক, যদি কোন আদালতে মোকদ্দমার সেই কারণে সেই আসামীর, কিম্বা সে যাহার স্থলাভিষিক্ত হয় তাহার নামে, প্রকৃত প্রস্তাবে ও উপযুক্ত আয়াসক্রমে মোকদ্দমা চালায়, অথচ সেই মোকদ্দমা ঐ আদালতের এলাকার মোতাল্লেকে না থাকাতে কি অন্য কারণে যদি সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই, কিম্বা নিষ্পত্তি করিলেও আপীল হইয়া যদি সেই কারণে ঐ নিষ্পত্তি বাতিল করা যায়, তবে এই আইনের নিরূপিত কোন মিয়াদের হিসাব করিলে, সেই দাওয়াদার ঐ মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যেতে যতকাল

মধ্যে ঐ জমী কি বস্তু থাকে সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক, ও অন্য কোন মোকদ্দমা হইলে যে আদালতের সীমার মধ্যে ঐ মোকদ্দমার হেতু হইয়াছিল, কিম্বা মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার সময়ে আসামী যে আদালতের সীমার মধ্যে বাস করে কি লাভের নিমিত্তে নিজে কর্ম্ম করে, সেই আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক।

(যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার ও মোকদ্দমা খারিজদাখিল করিবার কথা।)

৬। অতি নিম্ন শ্রেণীর যে আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে, সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক। কিন্তু কোন জিলার আদালতের অধীন যে কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই আদালত হইতে ঐ মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার উপযুক্ত কারণ জানিলে, ঐ জিলার আদালতে সেই মোকদ্দমা খারিজ করিয়া আপনি তাহার বিচার করিতে পারিবেন, কিম্বা আপনার অধীন অন্য যে আদালত মোকদ্দমার মূল্য বুঝিয়া তাহার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন সেই আদালতে, তাহা অর্পণ করিতে পারিবেন। সেই প্রকারেও সদর আদালতের অধীন যে কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা কি আপীলী মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহা হইতে সেই সদর আদালত তাহা উঠাইয়া দিয়া আপনার অধীন অন্য যে আদালত ঐ মোকদ্দমা কি আপীলের মূল্য বুঝিয়া তাহার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, সেই আদালতে তাহা গ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(মোকদ্দমাতে সম্পূর্ণ দাওয়া ধরিবার কথা ও দাওয়ার এক অংশ ত্যাগ করিবার কথা।)

৭। মোকদ্দমার হেতুতে যত টাকার দাওয়া হয় সেই সম্পূর্ণ দাওয়া মোকদ্দমাতে ধরিতে হইবেক, কিন্তু ফরিয়াদী ঐ মোকদ্দমা কোন বিশেষ আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতার মধ্যে আনাইবার জন্যে ঐ দাওয়ার কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিবেক। যদি ফরিয়াদী আপনার দাওয়ার কোন অংশ ত্যাগ

করে কিম্বা সেই ভাগের বাবতে নালিশ না করে, তবে যে ভাগ ত্যাগ করা গেল কি ছাড়িয়া দেওয়া গেল তাহার বাবতে অন্য মোকদ্দমা পরে গ্রাহ্য হইবেক না।

(নালিশের নানা কারণ একি মোকদ্দমাতে সংযোগ করিবার কথা।)

৮। একি পক্ষের নামে বিপক্ষের নালিশ করিবার নানা কারণ থাকিলে, ও সেই সেই কারণ একি আদালতের বিচার হইতে পারিলে, সেই সকল কারণ একি মোকদ্দমায় ধরা যাইতে পারিবেক। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, ঐ মোকদ্দমাতে যত টাকা কি সম্পত্তির যত মূল্য লইয়া সম্পূর্ণ দাওয়া হয় সেই মূল্যের দাওয়া ঐ আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়।

(কোন কোন স্থলে নালিশের সেই নানা কারণের পৃথক পৃথক বিচার হইবার হুকুম করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।)

৯। নালিশ করিবার দুই কি অধিক কারণ যদি একি মোকদ্দমাতে ধরা যায়, ও আদালত যদি বোধ করেন যে সেই সেই কারণ একত্র ধরিয়া অক্লেশে বিচার হইতে পারে না, তবে আদালত নালিশের সেই সেই কারণের স্বতন্ত্র বিচার হইবার হুকুম করিতে পারিবেন।

(জমীর ওয়াসিলাতের দাওয়া নালিশে ভিন্ন ভিন্ন কারণ জ্ঞান হইবার কথা।)

১০। জমী উদ্ধার করিবার দাওয়া ও সেই জমীর ওয়াসিলাতের দাওয়া, ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার অর্থমতে নালিশের ভিন্ন ভিন্ন কারণ জ্ঞান হইবেক।

একি জিলার ভিন্ন২ এলাকায় যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার বাবৎ মোকদ্দমার কথা।

১১। ভূমি কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা হইলে, যদি সেই সম্পত্তি একি জিলার সীমানার মধ্যে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন

আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে, তবে সেই জমীর কি অন্য স্থাবর সম্পত্তির কোন ভাগ যেকোন আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ঐ মোকদ্দমা সমস্ত সম্পত্তির মূল্য বুঝিয়া সম্পূর্ণ দাওয়া ঐ আদালতের বিচার্য্য হয়। এমত স্থলে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার অনুমতি পাইবার জন্যে জিলার আদালতে প্রার্থনা করিবেন।

ভিন্ন ভিন্ন জিলাতে যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার মোকদ্দমার কথা।

১২। সেই প্রকারে যদি ভূমি সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন জিলার সীমানার মধ্যে থাকে, তবে যে জমী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা হয়, তাহার কোন ভাগ যে কোন আদালতের এলাকায় থাকে, সেই আদালত অন্য প্রকারে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ মোকদ্দমা তাহাতে করা যাইতে পারিবেক। এমত স্থলে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার অনুমতি সদর আদালতের নিকটে প্রার্থনা করিবেন। যদি জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তবে ঐ আদালত যে জিলার আদালতের তাবে থাকেন তাঁহার দ্বারা ঐ প্রার্থনা করিবেন।

ভিন্ন ভিন্ন সদর আদালতের অধীন জিলার আদালতের স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমা হইবার কথা।

১৩। ভূমি সম্পত্তি যে যে জিলার আদালতের সীমার মধ্যে থাকে সেই সেই জিলা যদি ভিন্ন ভিন্ন সদর আদালতের অধীন হয়, তবে যে জিলাতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহা যে সদর আদালতের অধীন থাকে সেই সদর আদালতে ঐ প্রার্থনা করিতে হইবেক, ও যে সদর আদালতে প্রার্থনা করা যায় সেই সদর আদালত, অন্য জিলা যে সদর আদালতের অধীন থাকে

তাঁহার সঙ্গে ঐক্য হইয়া, ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(জমী আদালতের এলাকার সীমাস্থানে পড়িলেও অন্য আদালতের এলাকার শামিলে আছে, আসামী এই কথা কহিলে সেই জমীর মোকদ্দমার কথা।)

১৪। জমী লইয়া কোন মোকদ্দমা হইলে, যদি সেই জমী আদালতের এলাকার সীমানার স্থানে থাকে, ও সেই জমী ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে নয় বলিয়া যদি আসামী ঐ মোকদ্দমা শুনিবার আপত্তি করে, তবে আদালত সেই কথার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। ও সেই জমী তাঁহার এলাকার শামিলে আছে ইহা জানিতে পাইলে, সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। পরন্তু সেই বিবাদের জমী অন্য আদালতের এলাকার অন্তর্গত কোন মহালের কি কিস্মতের কি ভূমির অন্য প্রসিদ্ধ ভাগের শামিল আছে, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারক পূর্ব্বে এমত নিষ্পত্তি করিয়াছেন ইহা যদি প্রকাশ হয়, তবে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গিয়াছে সেই আদালত ঐ নালিশের আরজী অগ্রাহ্য করিবেন, কিম্বা উপযুক্ত আদালতে দাখিল করিবার জন্যে ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিবেন।

(স্বত্ব নির্ণয়ের মোকদ্দমা।)

১৫। কেবল স্বত্ব নির্ণয়ার্থ ডিক্রীর কি হুকুমের প্রার্থনা হইতেছে বলিয়া, কোন মোকদ্দমার আপত্তি হইতে পারিবেক না। দেওয়ানী আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে, স্বত্বের উপলক্ষে কোন ফল প্রদান না করিয়া ও স্বত্ব নির্ণয়ের যোগ্য হুকুম আজ্ঞা করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ।

(মোকদ্দমার প্রথম কর্ম্মের বিধি।)

উভয় পক্ষের নিজে কিম্বা স্বীকৃত মোক্তারের কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার কথা।

কোন দেওয়ানী আদালতে যে সকল দরখাস্ত করিতে হয় তাহা দরখাস্তকারী আপনি কিম্বা তাঁহার স্বীকৃত মোক্তারের

দ্বারা কিম্বা তাহার তরফে কার্য্য করিতে উচিত মতে নিযুক্ত উকীলের দ্বারা দাখিল করিবেক। ও কোন দেওয়ানী আদালতে যে সকল পক্ষের হাজির হইতে হয়, তাহারা নিজে হাজির হইবেক, কিম্বা তাহারদের স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা কিম্বা তাহার দের তরফে কার্য্য করিতে উচিত মতে নিযুক্ত উকীলের দ্বারা হাজির হইবেক। কিন্তু যদি এই আইনেতে সেই বিষয়ের অন্য প্রকারের স্পষ্ট বিধান থাকে তবে সেই বিধান বহাল থাকিবেক।

(স্বীকৃত মোক্তার কাহাকে বলে তাহার কথা।)

১৭। উভয় পক্ষ যাহাদের দ্বারা দরখাস্ত দাখিল করিতে ও হাজির হইতে পারিবেক, এমত স্বীকৃত মোক্তারেরা এই২ প্রকারের লোক হইতে পারিবেক।

(যাহারা মোক্তারনামা পাইয়াছে তাহারা।)

(১) কোন পক্ষ আদালতের এলাকার মধ্যে না থাকিয়া, আপনার তরফে দরখাস্ত করিবার ও হাজির হইবার ক্ষমতা দিয়া যে লোককে আম মোক্তার নামা দেয়, সেই লোক ঐ প্রকারের মোক্তার হইতে পারে।

যাহারা অনুপস্থিত লোকেরদের জন্যে বাণিজ্য ব্যবসায় করে তাহারা।

(২) কোন পক্ষ আদালতের এলাকার মধ্যে না থাকিয়া যদি সেই প্রকারের দরখাস্ত করিবার কি হাজির হইবার কারণে অন্য কোন মোক্তারকে বিশেষ মতে ক্ষমতা না দেয় তবে যে লোক তাহার নিমিত্তে ও তাহার নামে বাণিজ্য ব্যবসায় করে সেই লোক বাণিজ্য ব্যবসায়ের সংক্রান্ত বিষয়ে তাহার মোক্তার হইতে পারে।

যাহারা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহারা।

(৩) যাহারা কোন মোকদ্দমা কিম্বা আদালতের কোন কারকারী সম্পর্কে আপনারদের পদোপলক্ষে কিম্বা অন্য প্রকারে গবর্ণমেণ্টের তরফে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহারা সেইরূপ মোক্তার হইতে পারেন।

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ৮ আইন।

কোন স্বাধীন রাজার নিমিত্তে মোকদ্দমা চালাইতে যে লোকেরা বিশেষ মতে নিযুক্ত হন তাঁহারা।

(৪) ব্রিটনীয়েদের শাসিত দেশের মধ্যে কি বাহিরে যে স্বাধীন রাজা কি স্বাধীন সরদার বাস করেন, তাঁহার আদেশ মতে যে লোকদিগকে তাঁহার পক্ষে মোকদ্দমার তদবীর করিতে কি জওয়াব করিতে গবর্ণমেন্টের হুকুমক্রমে বিশেষ মতে নিযুক্ত করা যায়, তাঁহারা সেইরূপ মোক্তার হইতে পারেন।

মোকদ্দমার যে যে কার্য্য কোন পক্ষের করিতে আজ্ঞা হয় তাহা তাহার স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা হইতে পারিবার ও স্বীকৃত মোক্তারের উপর এত্তেলা প্রভৃতি জারী করিবার কথা।

এই আইনমতে যখন মোকদ্দমার কোন পক্ষের হাজির হইবার আদেশ হয়, তখন আদালতের অন্য প্রকারের আজ্ঞা না হইলে, সেই রূপ স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা সেই পক্ষ হাজির হইতে পারিবেক। ও এই আইনমতে কোন পক্ষের দ্বারা যে কোন কর্ম্ম করা যাইবার আদেশ কি অনুমতি হয়, তাহা তাহার স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা করা যাইতে পারিবেক। ও আদালত অন্য রূপ হুকুম না করিলে, কোন মোকদ্দমা সম্পর্কে যে সকল এত্তেলা স্বীকৃত মোক্তারকে দেওয়া যায়, কি যে সকল পরওয়ানা তাহার নামে জারী হয়, তাহা সেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত সকল কার্য্যের নিমিত্তে দেওয়া নিজ সেই পক্ষকে দিবার মতে কি তাহার উপর জারী হইবার মতে সকল হইবেক। ও মোকদ্দমার কোন পক্ষের উপর এত্তেলা কি পরওয়ানা জারী করিবার বিষয়ে এই আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা সেই প্রকারের স্বীকৃত মোক্তারের উপর এত্তেলা কি পরওয়ানা জারী করিবার কার্য্যেতে খাটিবেক।

উকীলকে নিযুক্ত করিবার কথা। ও উকীলেরদের উপর এত্তেলা জারী করিবার কথা।

সেই প্রকারে দরখাস্ত করিবার কিম্বা সেই প্রকারে

হাজির হইবার জন্যে, উকীলকে লিখন ক্রমে নিযুক্ত করিতে হইবেক, ও সেই লিপি আদালতে দাখিল করিতে হইবেক। দাখিল হইলে পর, যাবৎ সেই লিপি অন্যথা করিবার অন্য লিপি আদালতে দাখিল না করা যায় তাবৎ তাহা সম্পূর্ণরূপে বলবৎ জ্ঞান হইবেক। মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন এক্তেলা কি পরওয়ানা, কোন পক্ষের স্বয়ং হাজির হইবার নিমিত্তে হইলে কি না হইলে, যদি সেই পক্ষের উকীলকে দেওয়া যায় কিম্বা তাহার উপর জারী হয়, কিম্বা সেই উকীলের দপ্তরখানায় কি নিয়ত বাসস্থানে দেওয়া যায়, তবে তাহা ঐ উকীল যে পক্ষের প্রতিনিধি হয় ঐ পক্ষকে উচিত মতে দেওয়া গেল, ও তাহাকে জ্ঞাত করা গেল এমত বোধ হইবেক, ও মোকদ্দমা সম্পর্কীয় সকল কার্য্যের নিমিত্তে তাহা নিজ সেই পক্ষকে দেওয়া যাইবার মতে, কিম্বা তাহার উপর জারী হইবার মতে সফল হইবেক। কিন্তু যদি আদালত অন্য রূপ হুকুম করেন তবে সেই হুকুম বহাল থাকিবেক।

হুদ্দাদারেরা কি সিপাহীরা ছুটী পাইতে না পারিলে আপনারদের নিমিত্তে হাজির হইতে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিবার কথা।

১৯। যখন গবর্ণমেন্টের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ হয়, ও আপনি মোকদ্দমা চালাইবার কি জওয়াব দিবার জন্যে নিয়মিত কি অন্য প্রকারের ছুটী পাইতে না পারে, তখন সে আপনার পরিবর্ত্তে আপন পরিবারের কোন লোককে কি অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে ও চালাইতে ও তদবীর করিতে কিম্বা বিষয় বিশেষে তাহার জওয়াব দিতে ক্ষমতা দিতে পারিবেক। সেই ক্ষমতা সর্ব্বদাই লিখিয়া দেওয়া যাইবেক ও সেই হুদ্দাদার কি সিপাহী আপনার অধ্যক্ষ সেনাপতি সাহেবের সাক্ষাতে তাহাতে দস্তখৎ করিবেক, ও সেই সাহেব ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ও তাহা আদালতে দাখিল করা যাইবেক। যখন সেই প্রকারে দাখিল করা গিয়াছে তখন ঐ ক্ষমতা পত্র উপযুক্ত মতে করা গিয়াছে, ও যে হুদ্দাদার কি সিপাহী তাহা

দিয়াছিল সে আপনি মোকদ্দমা চালাইবার ও জওয়াব দিবার নিমিত্তে নিয়মিত ছুটী কি অন্য প্রকারের ছুটী পাইতে পারিল না, ইহার প্রচুর প্রমাণ ঐ সেনাপতি সাহেবের হস্তগত হইবেক।

সেই প্রকারের ক্ষমতা প্রাপ্ত লোকের নিজে হাজির হইবার কি উকীলকে নিযুক্ত করিবার কথা।

২০। ইহার পূর্ব্বের ধারা মতে হুদ্দাদার কি সিপাহী আপনার নিমিত্তে যে কোন ব্যক্তিকে মোকদ্দমার তদবীর করিতে কি জওয়াব দিতে ক্ষমতা দেয়, সেই ব্যক্তি ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহী আপনি ঐ মোকদ্দমার তদবীর করিতে কি জওয়াব দিতে পারিবেক, অথবা ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর পক্ষে মোকদ্দমা চালাইবার কি জওয়াব দিবার জন্যে আদালতের এক জন উকীলকে নিযুক্ত করিতে পারিবেক। আর পূর্ব্বোক্ত হুদ্দাদার কি সিপাহীর স্থানে সেই প্রকারের ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির উপরে, কিম্বা সেই হুদ্দাদার কি সিপাহীর নিমিত্তে কি তরফে কার্য্য করিবার জন্যে সেই ব্যক্তির পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কোন উকীলের উপরে, মোকদ্দমা সম্পর্কীয় যে সকল এত্তেলা কি পরওয়ানা জারী হয়, তাহা সেই পক্ষেরই উপরে কিম্বা তাহারই নিযুক্ত উকীলের উপরে জারী হইবার মতে, ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় সকল কার্য্যের নিমিত্তে সফল হইবেক।

কোন কোন স্ত্রীলোকের নিজে হাজির না হইবার কথা।

২১। দেশের আচার ও রীতিমতে যে স্ত্রীলোকেরদিগকে প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত করাণ উচিত নয়, তাহারদিগকে আদালতে হাজির করাইতে হইবেক না।

কোন কোন লোককে হাজির না করাইতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি দিবার কথা।

২২। কোন লোকের মান বুঝিয়া যদি গবর্ণমেণ্টের বিবেচনামতে তাঁহাকে আদালতে হাজির করাণ উচিত নয়, তবে গবর্ণমেণ্ট আপনার বিবেচনামতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন,

ও আপন বিবেচনামতে সেই মুক্ত করণের অনুগ্রহ রহিত করিতে পারিবেন। যদি সেই প্রকারের কোন লোকদিগকে মুক্ত করা যায়, তবে তাঁহারা যে জিলার প্রধান দেওয়ানী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করেন সেই জিলার আদালতে স্থান বিশেষের গবর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে তাঁহাদের নামের এক ফর্দ্দ পাঠাইবেন, ও সেই প্রকারের লোকেরদের নামের এক এক ফর্দ্দ সেই আদালতে ও সেই জিলার অধঃস্থ ভিন্ন ভিন্ন আদালতে রাখিতে হইবেক।

পরওয়ানা জারী করিবার খরচের ও পরওয়ানা জারী হইবার আগে সেই খরচ আদালতে দিবার কথা।

২৩। এই আইন মতে যে সকল পরওয়ানা জারী করিতে হয় তাহার খরচ, যে পক্ষের প্রার্থনামতে জারী হয় তাহারই দিতে হইবেক। কিন্তু আদালত যদি বিশেষমতে অন্য হুকুম করেন তবে সেই হুকুম বহাল থাকিবেক। ও সেই পরওয়ানা জারী করিবার যত খরচ লাগে তাহা ঐ পরওয়ানা বাহির হইবার আগে আদালতে দিতে হইবেক।

নালিশের আরজী কি কৈফিয়ৎ প্রভৃতি সত্য আছে এই কথা মিথ্যা করিয়া লিখিবার দণ্ডের কথা।

২৪। কোন নালিশের আরজীর কি বর্ণনা পত্রের কি লিখিত এজহারের কথা সত্য আছে এই কথা যে আরজীতে কি বর্ণনা পত্রে কি এজহারে লিখিবার হুকুম এই আইনেতে হয়, সেই আরজী প্রভৃতি সত্য বলিয়া যে জন লিখে সে যদি তাহার কোন কথা মিথ্যা জানিত কি বিশ্বাস করিত, কিম্বা সত্য বটে ইহা জানিত না কি বিশ্বাস করিত না তবে তৎকালের চলিত আইনের বিধান মতে অসত্য প্রমাণ দিবার কি সাজাইয়া দিবার যে দণ্ড হয় ঐ লোকের সেই দণ্ড হইবেক।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ।

চূড়ান্ত ডিক্রী না হওয়া পর্য্যন্ত মোকদ্দমার কার্য্য ।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বিধি ।

নালিশের আরজী দাখিল করিয়া মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার কথা ।

২৫। নালিশের আরজী দাখিল করিলে মোকদ্দমা আরম্ভ হইবেক। সেই আরজী ফরিয়াদী আপনি আদালতে দাখিল করিবেক, কিম্বা তাহার স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা কিম্বা তাহার তরফে কার্য্য করিতে উচিত মতে নিযুক্ত উকীলের দ্বারা দাখিল করিবেক। কিন্তু এই আইনেতে যদি অন্য কোন প্রকারের বিধান বিশেষ মতে হইয়া থাকে, তবে সেই বিধান বহাল থাকিবেক।

নালিশের আরজীতে যে যে বৃত্তান্ত থাকিবেক তাহার কথা ।

২৬। আদালতের সম্মুখে রুবকারী কার্য্যেতে যে ভাষা রীতিমতে চলে, সেই ভাষাতে নালিশের আরজী স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক ও তাহাতে এই এই বৃত্তান্ত থাকিবেক।

(১) ফরিয়াদীর নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি ও বাসস্থান।

(২) আসামীর নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি ও বাসস্থান যে পর্য্যন্ত জানা যাইতে পারে সেই পর্য্যন্ত।

(৩) যে প্রকারের উপকার প্রার্থনা হয় তাহা, ও দাওয়ার বিবরণ, ও মোকদ্দমার মূল কারণ ও সেই কারণ যে সময়ে হইয়াছিল তাহা। ও সেই রূপ মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার জন্যে কোন আইনক্রমে রীতিমতে যে মিয়াদ দেওয়া যায়, তাহার অধিক কাল অবধি যদি মোকদ্দমার কারণ হইয়া থাকে, তবে সেই আইন হইতে মুক্ত হইবার দাওয়া যে কারণে হয় তাহা।

এই স্থলে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

যদি খৎ কি অন্য লিপিক্রমে পাওনা টাকা আদায়ের জন্যে মোকদ্দমা হয় তবে।

এত টাকা পাইবার বাবতে নালিশ। সেই টাকা এত টাকার খৎ (কি বিষয় বিশেষে অন্য লিপিক্রমে) পাওনা হয়। তাহার তারিখ অমুক। ও অমুক তারিখ টাকা আদায়ের দিবস। বিশেষতঃ।

আসল	০
সুদ	০১
কিছু আদায় হইলে তাহা	০৩
বাকী পাওনা	০২

যদি ফরিয়াদী মিয়াদের কোন আইন হইতে মুক্ত হইবার দাওয়া করে তবে এই কথা লিখিতে হইবেক।

অমুক তারিখ অবধি অমুক তারিখ পর্য্যন্ত ফরিয়াদী নাবালগ ছিল (কিম্বা অন্য যে কারণ হয় তাহা লিখিতে হইবেক।)

যদি বিক্রয় করা মালের মূল্য আদায়ের জন্যে মোকদ্দমা হয় তবে, এত টাকা পাইবার বাবতে নালিশ। অমুক সালের অমুক তারিখে এত মোন (চাউল কি নীল কি চিনি প্রভৃতি) বিক্রয় হইয়াছিল, তাহার মূল্যের বাবতে ঐ টাকা পাওনা সেই টাকা অমুক সালের অমুক তারিখে দেনা হইল। হিসাব এই।

যদি ক্ষতি পূরণের নিমিত্তে মোকদ্দমা হয় তবে, ফরিয়াদীর যে ক্ষতি হইয়াছে (যে প্রকারের ক্ষতি হইয়াছে ও টাকার ক্ষতি হইলে তাহার বিশেষ এই স্থানে লিখিতে হইবেক) তাহার জন্যে এত টাকা পাইবার বাবতে নালিশ।

(০) টাকা ভিন্ন যদি কোন সম্পত্তির দাওয়া হয় তবে তাহার আন্দাজী মূল্য লিখিতে হইবেক।

উদাহরণ এই।

যদি সরকারের খেরাজী কোন মহালের কি মহালের কোন অংশের নিমিত্তে মোকদ্দমা হয় তবে, অমুক জিলার শামিল অমুক নামের অমুক মহালের, কিম্বা মহালের অমুক অংশের দখল পাইবার বাবতে নালিশ। সেই মহালের সদর জমা এত। তাহার মূল্য অনুমান এত। তাহাতে ফরিয়াদী অমুক

সালের অমুক তারিখে বেদখল হইয়াছে (কিম্বা বিষয় বিশেষে বলপূর্ব্বক কি চাতুরীক্রমে বেদখল হইয়াছে) কিম্বা ফরিয়াদী অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে (কিম্বা বিষয় বিশেষে দান কি ক্রয় প্রভৃতির বলে) তাহার অধিকার পাইতে পারে।

(৫) যদি জমীর নিমিত্তে কি জমীতে কোন সম্পর্কের নিমিত্তে দাওয়া হয়, তবে পাট্টা কি সম্পর্ক যে প্রকারের হয় তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক। যদি কিসমতের কি অন্য প্রসিদ্ধ ভাগের শামিল কোন জমীর নিমিত্তে, কি বাগান বাড়ী প্রভৃতির নিমিত্তে দাওয়া হয়, তবে তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া, কিম্বা অন্য যে বর্ণনাতে তাহা নিশ্চয় মতে চেনা যাইতে পারে এমত বর্ণনা করিয়া তাহার স্থান নিরূপণ করিতে হইবেক।

(৬) গবর্ণমেন্টের দ্বারা কি গবর্ণমেন্টের নামে যে মোকদ্দমা হয়, কি সরকারী পদোপলক্ষে গবর্ণমেন্টের কোন কার্য্যকারকের দ্বারা কি তাঁহার নামে যে মোকদ্দমা হয়, কি চার্টর প্রাপ্ত যে সমাজের কি যে কোম্পানির কোন কার্য্যকারকের কি ট্রষ্টিরদের নাম ধরিয়া ঐ সমাজ কি কোম্পানি নালিশ করিতে পারেন কিম্বা ঐ সমাজের কি কোম্পানির নামে নালিশ হইতে পারে, সেই সমাজের কি কোম্পানির দ্বারা কি তাঁহারদের নামে যে মোকদ্দমা হয়, তাহাতে (১) ও (২) নম্বর মতে ফরিয়াদী কি আসামীর নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি নালিশ পত্রে না লিখিয়া, "গবর্ণমেন্ট" কিম্বা "অমুক স্থানের কালেক্টর" প্রভৃতি যে কার্য্যকারক হন তাঁহার খ্যাতি, কিম্বা চার্টর প্রাপ্ত সমাজের নাম কিম্বা কোম্পানির ঐ কার্য্যকারকের কি ট্রষ্টিদের নাম কি নাম সকল নালিশ পত্রে লিখিতে হইবেক। কিন্তু অন্য সকল মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষের সকল লোকের নাম বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

নালিশের আরজীতে দস্তখৎ হইবার ও সত্য হওয়ার কথা লিখিবার কথা।

নালিশের আরজীতে ফরিয়াদী দস্তখৎ করিবেক, ও

নালিশ করিবার ক্ষমতা রহিত হইয়াছে, ঐ নালিশের আরজীর পাঠে, কিম্বা ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যদি আদালতের এই মত বোধ হয়, তবে আদালত সেই আরজী অগ্রাহ্য করিবেন। পরন্তু যদি উচিত বোধ হয়, তবে আদালত সেই আরজী সংশোধন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(আদালতের এলাকার মধ্যে নয় ইহা দৃষ্ট হইলে নালিশের আরজী ফিরিয়া দিবার কথা।)

৩৩। মোকদ্দমা করিবার কারণ আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে হয় নাই, কিম্বা আসামী সেই সীমানার মধ্যে বাস করে না কি লাভের জন্যে নিজে কর্ম্ম করে না, কিম্বা জমীর কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির সম্পর্কে দাওয়া হইলে সেই জমী কি অন্য সম্পত্তি ঐ সীমানার মধ্যে নয়, ইহা যদি আদালত দেখিতে পান, তবে সেই আরজী উপযুক্ত আদালতে দাখিল হইবার জন্যে আদালত তাহা ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিবেন।

(ফরিয়াদী যদি ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে বাস করে, তবে নালিশের আরজী দাখিল করিবার সময়ে ফরিয়াদীর খরচের জামিন দিবার কথা। ও না দিলে নালিশের আরজী অগ্রাহ্য হইবার কথা।)

৩৪। ভারতবর্ষেতে ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে কোন লোক সচরাচর বাস করিয়া যদি মোকদ্দমা করে, ও যে সম্পত্তি লইয়া সেই মোকদ্দমা হয় তাহা ভিন্ন যদি সেই দেশের মধ্যে তাহার অন্য জমী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি না থাকে, তবে সেই মোকদ্দমাতে আসামীর যত খরচ হইতে পারে সেই সমুদয় খরচ দিবার জামিনী, ঐ ফরিয়াদী নালিশের আরজী দাখিল করিবার সময়ে, কিম্বা আদালত অন্য যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে না দিলে, মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবেক না। ও সেই জামিনী না দিলে আদালত নালিশের আরজী ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিবেন।

(ফরিয়াদী ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করে ইহা দৃষ্ট হইলে, মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে খরচার জামিন দিবার হুকুম হইতে পারিবার কথা।)

৩৫। ফরিয়াদী কেবল এক জন হইয়া ভারতবর্ষেতে ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে বাস করে, ইহা যদি মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে আদালত জ্ঞাত হন, তবে সেই মোকদ্দমাতে আসামীর যত খরচ হইয়াছে ও হইবেক সেই সকল খরচ দিবার জামিনী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে আদালত তাহাকে হুকুম করিবেন। সেই মিয়াদ ঐ হুকুমনামায় নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক। সেই নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে যদি সেই জামিনী দেওয়া না হয়, ও ৯৭ ধারার বিধান মতে যদি ফরিয়াদীর সেই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার অনুমতি না হয়, তবে আদালত ত্রুটি প্রযুক্ত বলিয়া ফরিয়াদীর বিপক্ষে হুকুম করিবেন।

(নালিশের আরজী অগ্রাহ্য করিবার হুকুমের উপর আপীল হইবার কথা।)

৩৬। ইহার পূর্ব্বের কোন ধারামতে নালিশের আরজী অগ্রাহ্য হইলে, সে অগ্রাহ্য করিবার হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক। ২৯ ও ৩১ ধারার লিখিত কোন কারণে ফরিয়াদীর নূতন আরজী দাখিল করিবার বাধা হইবেক না।

(ভিন্ন ভিন্ন এলাকার সামিল যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার মোকদ্দমাতে কার্য্য করিবার বিধি।)

৩৭। মোকদ্দমা যে ভূমি, কি স্থাবর অন্য যে সম্পত্তি লইয়া হয়, তাহার এক অংশ যদি আদালতের এলাকার মধ্যে ও অন্য অংশ অন্য এক কি অধিক আদালতের এলাকায় থাকে, তবে আদালত বিবেচনা বুঝিয়া ১১ কিম্বা ১২ কিম্বা ১৩ ধারার বিধিমতে কার্য্য করিবেন।

(নালিশের আরজী গ্রাহ্য হইতে পারিলে, রেজিষ্টরী যে যে কথা লিখিতে হইবেক তাহার কথা ও সেই রেজিষ্টর লিখিবার পাঠ।)

তাহার উকীল থাকিলে উকীল দস্তখৎ করিবেন। ও সেই আরজী সত্য, এই কথা ফরিয়াদী তাহার নীচে এই পাঠে কি ইহার মর্ম্মমতে লিখিবেক।

উক্ত নালিশের ফরিয়াদী অমুক আমি ইহা জানাইতেছি, ঐ আরজীতে যে কথা লিখা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

ফরিয়াদী উপস্থিত না থাকাতে যদি তাহাতে দস্তখৎ করিতে ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিতে না পারে, তবে সেই স্থানের বিধি। ও চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কি কোম্পানির মোকদ্দমায় ডৈরেক্টর কি সেক্রেটরী সাহেবের তাহা লিখিবার কথা।

২৮। ফরিয়াদী উপস্থিত না থাকিলে কি অন্য উপযুক্ত কারণে, যদি ঐ নালিশের আরজীতে দস্তখৎ করিতে ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিতে না পারে, তবে তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিতে আদালত যাহাকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমত কোন লোককে ফরিয়াদীর তরফে ঐ নালিশের আরজীতে দস্তখৎ করিতে ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিতে অনুমতি দিতে পারিবেন। কোন কার্য্যকারকের কি ট্রষ্টির নাম ধরিয়া চার্টর প্রাপ্ত যে সমাজ কি যে কোম্পানি নালিশ করিতে পারেন কিম্বা যে সমাজের কি কোম্পানির নামে নালিশ হইতে পারে সেই সমাজের কি কোম্পানি দ্বারা মোকদ্দমা হইলে, ঐ সমাজের কি কোম্পানির কোন ডৈরেক্টর কি সেক্রেটারী, কিম্বা প্রধান যে কার্য্যকারক মোকদ্দমায় ঘটিত বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে পারেন তিনি ঐ সমাজের কি কোম্পানির তরফে সেই নালিশের আরজীতে দস্তখৎ করিবেন ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিবেন।

নালিশের আরজীতে আজ্ঞামতের বিশেষ কথা প্রভৃতি লেখা না থাকিলে আদালতের তাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা।

২৯। নালিশের আরজীতে যে সকল কথা লিখিবার বিধান এই আইনে হইয়াছে তাহা যদি লেখা না থাকে, কিম্বা বিশেষ

যে কথা লিখিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহার অধিক ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কি অসম্পর্কীয় কোন কথা যদি লেখা থাকে, কিম্বা সেই সকল কথার যদি অনাবশ্যক মতে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা হয়, কিম্বা এই আইনেতে যেমন বিধান হইয়াছে তেমনি যদি ঐ নালিশের আরজীতে দস্তখৎ না হয়, ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লেখা না যায়, তবে আদালত সেই আরজী অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, কিম্বা আপনার বিবেচনামতে তাহা সংশোধন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(দাওয়া আদালতের ক্ষমতার অতিরিক্ত হইলে তাহা ফিরিয়া দিবার কথা।)

৩০। ফরিয়াদী দাওয়ার যত টাকা ব্যক্ত করে, কি তাহার আন্দাজী যে মূল্য ধরে, তাহা যদি আদালতের ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়, তবে উপযুক্ত আদালতে দাখিল হইবার জন্যে ঐ আরজী ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।

(দাওয়ার উপযুক্ত মূল্য ধরা না গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা।)

৩১। দাওয়ার অতিরিক্ত মূল্য ধরা গিয়াছে, কিম্বা মূল্য উপযুক্ত রূপে ধরা গেলে ও নালিশের আরজী অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে, আদালত যদি ইহা দেখিতে পান তবে আদালত সেই অতিরিক্ত মূল্য শুধরাইতে, কিম্বা অধিক যত ইষ্টাম্প কাগজ আবশ্যক হয় তাহা দিতে ফরিয়াদীকে আজ্ঞা করিবেন। ও ফরিয়াদী সেই আজ্ঞা না মানিলে আদালত ঐ আরজী অগ্রাহ্য করিবেন।

(ফরিয়াদীর নালিশ করিবার কারণ নাই, কিম্বা মিয়াদ অতীত হওয়াতে নালিশ করিবার ক্ষমতা রহিত হইল আদালতের এই রূপ বিবেচনা হইলে আরজী অগ্রাহ্য করিবার কথা। ও নালিশের আরজী সংশোধন করিবার কথা।)

৩২। নালিশের আরজীতে যে বিষয় লেখা আছে তাহাতে মোকদ্দমা করিবার কারণ হয় না, কিম্বা মিয়াদ অতীত হওয়াতে

দ্বারা, কিম্বা সেই সকল সওয়ালের উত্তর করিতে পারে এমত অন্য কোন লোক উকীলের সঙ্গে দিয়া সেই উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া দাওয়ার জওয়াব করে। ঐ শমন কেবল ইস্যু নির্ণয় করিবার নিমিত্তে হয়, এই কথা আদালত শমন দিবার সময়ে নির্দ্ধার্য্য করিবেন, ও তদনুসারে শমনে আদেশ থাকিবেক।

(আসামী কি ফরিয়াদী ৫০ মাইলের মধ্যে দিয়া আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে কোন স্থানে থাকিলে তাহার স্বয়ং হাজির হইবার কথা।)

৪২। আসামী নিজে হাজির হয় এমত হুকুম করিবার কারণ যদি আদালত জানেন, তবে শমনে এই হুকুম থাকিবেক যে আসামী ঐ শমনের নিরূপিত দিনে আপনি আদালতে হাজির হয়। ও সেই দিনে ফরিয়াদীও আপনি হাজির হয় এমত হুকুম করিবার কারণ আদালত জানিলে, তাহাকেও হাজির হইতে হুকুম করিতে পারিবেন। পরন্তু আদালতের বৈঠক যে স্থানে হয় তাহা হইতে পঁচিশ ক্রোশের অধিক দূর কোন স্থানে আসামী কি ফরিয়াদী সেই সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে বাস করিলে, তাহার নিজে হাজির হইবার হুকুম হইবেক না, কিন্তু আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস করিলে হইতে পারিবেক।

(আসামীকে দলীল উপস্থিত করাইবার হুকুম শমনে থাকিবার কথা।)

৪৩। আসামীর কাছে কিম্বা তাহার ক্ষমতার মধ্যে থাকা যে কোন লিখিত দলীল দৃষ্টি হইবার প্রার্থনা ফরিয়াদী করে, কিম্বা যে দলীলের দ্বারা আসামী আপনার জওয়াব সাবুদ করিতে মনস্থ করে, তাহাও উপস্থিত করিবার হুকুম আসামীর হাজির হইবার ঐ শমনে থাকিবেক।

(শমন লিখিবার পাঠের কথা।)

৪৪। এই আইনে সংলগ্ন (B) চিহ্নের যে তফসীল আছে তদনুসারে কিম্বা তাহার মর্ম্মমতে শমন লিখিতে হইবেক।

(আসামীর হাজির হইবার দিন নিরূপণ যে প্রকারে করিতে হইবেক তাহার কথা।)

৪৫। আসামী যে স্থানে বাস করে ও শমনজারী করিবার যত কাল লাগিবেক তাহা বিবেচনা করিয়া আদালত আসামী হাজির হইবার দিন নির্দ্ধার্য্য করিবেন। ও আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা আসামীর জওয়াব করিতে হাজির হইবার উপযুক্ত সময় থাকে, ইহা বুঝিয়া দিন নির্দ্ধার্য্য হইবেক।

(চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কি কোম্পানির নামে নালিশ হইলে তাহার ডৈরেক্টরে কি সেক্রেটরীর হাজির হইবার হুকুম করিবার কথা।)

৪৬। যদি চার্টর প্রাপ্ত কোন সমাজের কি কোম্পানির নামে নালিশ হয়, ও সেই সমাজের কিম্বা কোম্পানির কার্য্যকারকের কি ট্রষ্টিরদের নাম ধরিয়া ঐ সমাজ কি কোম্পানি নালিশ করিতে পারেন, কিম্বা তাঁহাদের নামে নালিশ হইতে পারে, তবে আদালত উচিত বোধ করিলে ঐ সমাজের কি কোম্পানির কোন ডৈরেক্টরের কি সেক্রেটারীর কিম্বা প্রধান অন্য যে কার্য্যকারক মোকদ্দমা সংক্রান্ত গুরুতর সকল সওয়ালের উত্তর দিতে পারিবেন তাঁহার নিজে হাজির হইবার হুকুম করিতে পারিবেন।

আসামীর উপর শমন জারী করিবার বিধি।

(আদালতের আমলার দ্বারা শমন জারী হইবার কথা)

৪৭। শমন পত্র আদালতের নাজিরকে কি উপযুক্ত অন্য আমলাকে দেওয়া যাইবেক, ও তিনি আপনি কি আপনার অধীন কোন আমলার দ্বারা তাহা জারী করাইবেন ও তাহার উপযুক্ত মতে জারী হইবার দায় ঐ নাজির প্রভৃতির প্রতি থাকিবেক।

(শমন যে রূপে জারী হইবেক তাহার কথা ও আসামী অনেক জন থাকিলে শমন জারীর কথা।)

৪৮। বিচার কর্ত্তার দস্তখত ও আদালতের মোহর যুক্ত শমন পত্রের এক কেতা নকল আসামীকে দিলে কি তাঁহাকে দেখাইয়া

৩৮। নালিশের আরজী গ্রাহ্য হইতে পারে আদালত যদি বিবেচনা করেন, তবে ২৬ ধারার কথা লিখিয়া রাখিবার এক বহীতে সেই সকল কথা লেখা যাইবেক। সেই বহীর নাম দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টর। ও প্রতি বৎসরের নালিশের সকল আরজী যে ক্রমে উপস্থিত করা যায়, সেই ক্রমানুসারে ঐ বহীর লেখা কথাতে নম্বর দিতে হইবেক। এই আইনের শেষে (A) চিহ্নিত তফসীলে যে পাঠ লেখা হইয়াছে, সেই পাঠে ঐ রেজিষ্টর লিখিতে হইবেক।

(নালিশের আরজী আদালতে দাখিল হইলে দলীলও উপস্থিত করিবার ও আরজীর সঙ্গে দলীলের এক কেতা নকল দাখিল করিবার, ও আসল দলীলে চিহ্ন দিয়া তাহা ফিরিয়া দিবার কথা ও ফরিয়াদীর ইচ্ছা হইলে নকল না দিয়া আসল দলীল দাখিল হইবার কথা। ও দলীল আটক করিয়া রাখিতে আদালতের হুকুম করিবার কথা। ও আরজী দাখিল হইবার সময়ে দলীল না দেওয়া গেলে তাহা প্রমাণে অগ্রাহ্য হইবার কথা।)

৩৯। ফরিয়াদী যদি লিখিত কোন দলীলের উপর মোকদ্দমা করে, কিম্বা তদ্রূপ কোন দলীলের প্রমাণে আপন দাওয়া সাবুদ করিবার আশা রাখে, তবে আরজী দাখিল করিবার সময়ে সেই দলীলও আদালতে উপস্থিত করিবেক, ও নালিশের আরজীর সঙ্গে নথির শামিল করিবার জন্যে ঐ দলীলের এক কেতা নকলও সেই সময়ে দাখিল করিবেক। ঐ দলীল যদি দোকানের খাতার কি অন্য বহীর লেখা কথা হয়, তবে লেখা যে কথার উপর নির্ভর করে সেই কথার এক কেতা নকল সমেত সেই বহীও ফরিয়াদী আদালতে উপস্থিত করিবেক। সেই দলীল চিনিবার নিমিত্তে আদালত তৎক্ষণাৎ তাহাতে এক চিহ্ন দিবেন ও সেই নকলের দৃষ্টি করিয়া আসলের সঙ্গে তাহা মোকাবিলা করিলে পর আদালত সেই দলীল ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিবেন। ফরিয়াদী যদি চাহে তবে নথিতে রাখিবার জন্যে

নকল না দিয়া আসল দলীল দিতে পারিবেক। লিখিত সেই প্রকারের যে কোন দলীল উপস্থিত করা যায় তাহা উপযুক্ত কারণ থাকিলে আদালত আটক করিয়া রাখিতে, ও যত কাল ও যে নিয়ম আদালতের উচিত বোধ হয় ততকাল পর্য্যন্ত সেই নিয়ম মতে আদালতের কোন আমলার জিম্মায় রাখিতে হুকুম করিতে পারিবেন। নালিশের আরজী দাখিল করিবার সময়ে ফরিয়াদী যে দলীল উপস্থিত না করে, এমত কোন দলীল মোব জমা শুনিবার সময়ে তাহার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবেক না। কেবল আদালত অনুমতি দিলে গ্রাহ্য হইবেক।

(আসামীর নিকটে যে দলীল থাকে তাহা উপস্থিত করাইতে ফরিয়াদীর প্রয়োজন হইলে তাহার কথা।)

৪০। আসামীর কাছে, কিম্বা তাহার ক্ষমতার মধ্যে থাকে কোন দলীল উপস্থিত করা যায় ফরিয়াদীর যদি এমত প্রয়োজন থাকে তবে তাহা উপস্থিত করাইবার আজ্ঞা আসামীকে দেওয় যাইতে পারে। এইকারণে ফরিয়াদী নালিশের আরজী দিবার সময়ে ঐ দলীলের বর্ণনাও আদালতে দিবেক।

আসামীকে শমন করিবার বিধি।

(নালিশের আরজী রেজিষ্টরী করা গেলে আসামীর নামে শমনজারী হইবার কথা। ঐ শমন ইস্যু নির্ণয় করিবার নিমিত্তে, কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে হইবার কথা।)

৪১। নালিশের আরজী রেজিষ্টরী হইলে পর, বিচার কর্ত্তার দস্তখত ও আদালতের মোহর যুক্ত এক শমন আসামীর নামে জারি হইবেক। তাহার মর্ম্ম এই যে, আসামী ঐ শমনের নিরূপিত দিনে আপনি হাজির হইয়া, কিম্বা আদালতের যে উকীল উপযুক্ত মতে উপদেশ পাইয়া মোকদ্দমা সম্পর্কীয় গুরুতর সকল সওয়ালের উত্তর দিতে পারে এমত উকীলের

তাহা লইতে বলিলে শমন জারী হইবেক। যদি আসামী এক জনের অধিক থাকে, তবে এক এক জন আসামীর উপর শমন জারী করিতে হইবেক।

(নিজ আসামীর উপর শমন জারী হইতে পারিলে হইবেক কিন্তু মোক্তারের উপর জারী হইলে সিদ্ধ হইবার কথা।)

৪৯। নিজ আসামীর উপর শমন জারী করিতে পারিলে করিতে হইবেক। কিন্তু তাহার সেই সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার থাকিলে, সেই মোক্তারের উপর সমন জারী হইলে সিদ্ধ হইবেক।

শমন গ্রহণ করিবার মোক্তার যাঁহারা হইতে পারে তাহারদের কথা।

৫০। ১৭ ধারাতে যে ক্ষমতাপন্ন মোক্তারদের কথা আছে তাহারা, ভিন্ন আদালতের এলাকার মধ্যে যে কোন লোক বাস করে সে শমন পত্র ও অন্য অন্য পরওয়ানা গ্রহণ করিবার আমোক্তারী পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেক।

(সেই প্রকারের মোক্তারকে লিখিত পত্র দ্বারা নিযুক্ত করিবার ও সেই লিপি আদালতে দাখিল করিবার কথা।)

৫১। সেই প্রকারের মোক্তারকে লিখিত পত্র দ্বারা নিযুক্ত করিতে হইবেক। ও তাহাকে নিযুক্ত করিবার আসল লিপি, কিম্বা আম মোক্তারনামা হইলে তাহার এক কেতা নকল, আদালতে দাখিল করিতে হইবেক।

(গবর্ণমেণ্ট মোক্তার।)

৫২। প্রত্যেক আদালতে গবর্ণমেণ্টের যে উকীল থাকেন, তিনি সেই আদালত হইতে গবর্ণমেণ্টের নামে বাহির হওয়া শমন ও আদালতের অন্য সকল পরওয়ানা গ্রহণ করিবার নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের মোক্তার স্বরূপ জ্ঞান হইবেন।

(যদি আসামীর সন্ধান না পাওয়া যায় ও তাহার মোক্তার না থাকে তবে তাহার পরিবারের কোন পুরুষের উপর শমন জারী হইবার কথা।)

৫৩। যদি আসামীর সন্ধান না পাওয়া যায়, ও শমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত তাহার মোক্তার না থাকে, তবে সেই শমন তাহার পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত যে কোন পুরুষ তাহার সঙ্গে বাস করে তাহার উপর জারী হইতে পারিবেক।

(যাহার উপর শমন জারী হইল শমন পত্রের পৃষ্ঠে তাহার দস্তখৎ করিবার কথা। কিন্তু দস্তখৎ না হইলেও শমন জারী হইলে সিদ্ধ হইবেক।)

৫৪। শমন নিজ আসামীর উপর জারী হইলে কি তাহার তরফে কোন মোক্তারের কি অন্য লোকের উপর জারী হইলে পর, ঐ শমন জারী হইয়াছে আসল শমন পত্রের কিম্বা আদালতের মোহরযুক্ত তাহার এক কেতা নকলের পৃষ্ঠে লেখা এই কথায় ঐ শমন জারী করণীয়া সেই আমলা, যাহার উপর জারী করিয়াছে তাহাকে, দস্তখৎ করিতে আজ্ঞা করিবেক। সেই লোক যদি দস্তখৎ করিতে স্বীকার না করে তবু তাহা জারী হইয়াছে ইহার প্রমাণ অন্য কোন প্রকারে আদালতের হুকুম মতে করা গেলে তাহাই সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক।

(শমন জারী হইতে না পারিলে তাহার নকল বসত বাটীর দ্বারে লাগাইবার কথা ও আসামী উল্লিখিত স্থানে বাস না করিলে জারী না হওনের কথা পৃষ্ঠে লিখিয়া ফিরিয়া দিবার কথা ও বর্জিত বিধি।)

৫৫। যদি আসামীর সন্ধান পাওয়া না যায়, ও শমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন মোক্তারও না থাকে, ও যাহার উপর শমন জারী হইতে পারে এমত অন্য লোকও না থাকে, তবে আসামী যে বাটীতে বাস করে তাহার বাহিরের দ্বারে ঐ শমন জারী করণীয়া আমলা ঐ শমনের নকল লটকাইবেক। ও আসামী শমনের লিখিত স্থানে যদি বাস না করে তবে শমন জারী করণীয়া আমলা তাহা জারী করিতে পারিল না এই কথা

পৃষ্ঠে লিখিয়া ঐ শমন যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল সেই আদালতে ফিরিয়া দিবেক। কিন্তু শমনের লিখিত স্থান ভিন্ন ঐ আদালতের এলাকার সামিল অন্য কোন স্থানে আসামীকে পাওয়া যায় কি তাহার নিবাস আছে, ঐ শমন জারী করণীয়া আমলা এমত সম্বাদ পাইলে, শমন জারী করিবার জন্যে সেই স্থানে যাইতে পারিবেক।

শমন জারী হইলে, যে সময়ে ও যে প্রকারে জারী হয় তাহা পৃষ্ঠে লিখিবার কথা।

৩৬। যদি শমন জারী হয়, তবে যে সময়ে ও যে প্রকারে জারী হইয়াছে তাহা শমন জারীকরণীয়া আমলা আসল শমনের কিম্বা আদালতের মোহরযুক্ত তাহার নকলের পৃষ্ঠে লিখিবেক।

শমন জারী না হইয়া ফিরিয়া আনা গেলে, ও আসামী ঐ শমন হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাইতেছে ইহা জদ্রোধমতে জানিলে তাহা অন্য প্রকারে জারী করিবার কথা।

৩৭। শমন যদি জারী না হইয়া আদালতে ফিরিয়া আনা যায়, ও শমন জারী না হয় এই অভিপ্রায়ে আসামী আদালতের আমলা হইতে সঙ্গোপনে থাকে এমন বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ আছে, ইহা যদি ফরিয়াদী আদালতের জদ্রোধমতে দেখাইতে পারে, তবে আদালতঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে, ও আসামী যেস্থানে শেষে বাস করিয়াছে তাহা জানা গেলে তাহার সেই শেষ বাস গৃহের দ্বারে ঐ শমন পত্রের এক কেতা নকল লটকাইয়া তাহা জারী হয়, আদালত এমত হুকুম করিতে পারিবেন। কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে উচিত বোধ করেন শমন সেই প্রকারে জারী হয়, এমত আজ্ঞা করিবেন। ও আদালতের হুকুমক্রমে অন্য যে প্রকারে শমন জারী হয়, তাহা পূর্ব্বের লিখিত প্রকারে জারী হইবার মতে সর্ব্বতোভাবে সফল হইবেক।

(শমন অন্য প্রকারে জারী হইবার আজ্ঞা হইলে হাজির হইবার সময় নিরূপণের কথা।)

৫৮। ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত শক্তিক্রমে যদি আদালতের হুকুম মতে শমন অন্য প্রকারে জারী হয়, তবে বিষয় বুঝিয়া আসামীর হাজির হইবার যে সময় নিরূপণ করিতে হয় আদালত এমত সময় নিরূপণ করিবেন।

(আসামী অন্য আদালতের এলাকায় বাস করিলেও শমন গ্রহণ করিবার তাহার মোক্তার না থাকিলে শমন যে প্রকারে জারী হইবেক তাহার কথা।)

৫৯। মোকদ্দমা যে আদালতে করা যায় তাহার এলাকা ভিন্ন যদি আসামী অন্য কোন আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করে, ও শমন গ্রহণ করিতে পারে তাহার এমত মোক্তার যদি না থাকে, তবে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই আদালত আপনার কোন আমলার দ্বারা কিম্বা ডাক যোগে, অর্থাৎ যে উপায়ে অতি সুবিধা মতে সমন জারী হয় সেই উপায়ে, আসামী যে স্থানে বাস করে সেই স্থান যে আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে সেই আদালতে ঐ শমন পাঠাইবেন, ও বিষয় বুঝিয়া আসামীর হাজির হইবার যে সময় নিরূপণ করিতে হয় এমত সময় নিরূপণ করিবেন। যে আদালতে ঐ শমন পাঠান যায় ঐ আদালত সেই শমন পাইলে উপরের বিধান মতে জারী হইবার জন্যে ঐ আদালতের নাজিরকে কি উপযুক্ত অন্য আমলাকে দিবেন, ও শমন জারীকরণীয়া আমলা তাহা ফিরিয়া আনিলে, যে আদালত হইতে প্রথমে বাহির হইল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবেক।

(আসামী ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে বাস করিলে ও শমন গ্রহণ করিবার তাহার মোক্তার না থাকিলে, শমন জারী হইবার ও হাজির হইবার সময়ের কথা, ও হাজির না হইলে কোন নিয়মাধীনে মোকদ্দমা চলিবার হুকুম করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।)

৬০। আসামী ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের বাহিরে যদি বাস করে, ও তাহার শমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন মোক্তার না থাকে, তবে আসামী যে স্থানে থাকে সেই স্থানের নাম, ও আসামীর নাম, শমনের শিরনামায় লিখিয়া তাহা ডাকযোগে তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক। তাহা হইলে আদালতঘর যে স্থানে আছে সেই স্থান হইতে ডাকযোগে আসামীর বাসস্থানে পত্র পঁহুছিবার যত দিন লাগে, তাহা বুঝিয়া আসামীর হাজির হইবার সময় নিরূপণ করিতে হইবেক, ও মোকদ্দমা শুনিবার যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে, কিম্বা তখন মুলতবী রাখিয়া অন্য যে দিনে মোকদ্দমা শুনা যায় সেই দিনে, যদি আসামী আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, তবে ফরিয়াদী আদালতে দরখাস্ত করিলে, আদালত যে প্রকারে ও যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে ও সেই নিয়মে ফরিয়াদী মোকদ্দমা চালাইতে পারে এমত হুকুম করিতে পারিবেন।

(স্থাবর সম্পত্তির নিমিত্তে মোকদ্দমা হইলে সেই সম্পত্তি যে কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকে তাহার উপর কোন কোন স্থলে শমন জারী হইবার কথা।)

৬১। মোকদ্দমা যদি জমীর কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির বাবৎ হয়, ও কোন কারণে সেই শমন নিজ আসামীর উপর জারী হইতে না পারে, ও আসামীর শমন পত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন মোক্তার না থাকে, তবে সেই জমী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি আসামীর যে কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকে তাহার উপর শমন জারী হইতে পারিবেক।

(সরকারের চাকরেরদের ও সেনাপতিরদের ও সৈন্যেরদের উপর শমন জারী করিবার বিধি।)

৬২। আসামী যদি সরকারী কর্ম্মে থাকে, তবে যে দপ্তরখানায় কর্ম্ম করে তাহার প্রধান কার্য্যকারকের নিকটে সেই শমনের এক কেতা নকল পাঠাইলে অতি সুবিধামতে জারী হইতে পারিবেক আদালত এমত বিবেচনা করিলে, ঐ শমন

তাহার উপর জারী হইবার জন্যে, সেই কার্য্যকারকের নিকটে পাঠাইবেন। আসামী যদি সেনাপতি কি সৈন্য হন, তবে যে পল্টনে থাকেন সেই পল্টনের অধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে আদালত ঐ শমনের এক কেতা নকল আসামীর উপর জারী হইবার জন্যে পাঠাইবেন। ঐ শমন সৈন্যাধ্যক্ষ যে সাহেবের কি যে কার্য্যকারকের নিকটে পাঠান যায় তিনি যদি পারেন, তবে যাহার নামে শমন দেওয়া গেল তাঁহার উপর জারী করাইবেন, ও শমন জারী হইয়াছে ঐ শমন পত্রের পৃষ্ঠের এই কথায় আসামীর দস্তখৎ করাইয়া সেই শমন পত্র আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন। শমন যাঁহার নামে দেওয়া গিয়াছে তাঁহার উপর যদি কোন কারণে জারী হইতে না পারে, তবে যে কারণে হইতে পারে নাই তাহা লিখিয়া শমন পত্র যে আদালত হইতে পাঠান গিয়াছিল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবেক। তাহা হইলে আদালত শমন জারী করিবার অন্য যে উপায় উচিত বোধ করেন সেই উপায় মতে জারী করিবেন।

(চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের কি কোম্পানির উপর জারী হইবার কথা।)

৬৩। কোন চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কি কোম্পানির নামে মোকদ্দমা হইলে ও সেই সমাজ কোম্পানি নালিশ করিলে কি তাঁহারদের নামে নালিশ হইলে যদি তাঁহার কোন কার্য কারকের কি ট্রষ্টিরদের নাম ধরিয়া নালিশ করিবার কি নালিশ হইবার অনুমতি হয়, তবে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা দপ্তরখানা থাকিলে সেই দপ্তরখানায় শমন পাঠাইলে কিম্বা পত্রের শিরনামায় সেই দপ্তরখানার ঠিকানা লিখিয়া পত্র দ্বারা ডাকযোগে পাঠাইলে, কিম্বা চার্টর প্রাপ্ত ঐ সমাজের কি কোম্পানির কোন ডৈরেক্টর কি সেক্রেটারী কি প্রধান অন্য কার্য্যকারককে দিলে, ঐ শমন জারী হইতে পারিবেক।

(শমনের পরিবর্ত্তে পত্র পাঠাইবার কথা।)

৬৪। যাঁহার হাজির হইবার প্রয়োজন হয়, তিনি যে শ্রেণীর লোক হন তাহা বুঝিয়া যদি বিশেষ সম্মানের যোগ্য হন, তবে শমন না পাঠাইয়া বিচারকর্ত্তার দস্তখত ও আদালতের মোহর-

যুক্ত পত্র কি উপযুক্ত অন্য লিপি তাঁহার নামে পাঠান যাইতে পারিবেক, ও ইহার পূর্ব্বের কোন বিধির কোন কথাতে ইহার বাধা হয় এমত অর্থ করিতে হইবেক না। শমনে যে সকল বিশেষ কথা লিখিবার আজ্ঞা হইল, তাহা সেই পত্রে কি অন্য লিপিতে লেখা থাকিবেক ও সেই পত্রাদি লইয়া সর্ব্ব প্রকারে শমনের ন্যায় কার্য্য হইবেক।

(এমন স্থলে পত্রজারী করিবার কথা।)

৬৫। ইহার পূর্ব্বের ধারার বলে যদি শমনের পরিবর্ত্তে পত্র কি অন্য লিপি পাঠাইতে হয়, তবে তাহা ডাকযোগে, কিম্বা আদালতের মনোনীত বিশেষ কোন দূতের দ্বারা, কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই প্রকারে পাঠান যাইতে পারিবেক। কিন্তু আদালতের পরওয়ানা গ্রহণ করিতে পারেন আসামীর এমত মোক্তার থাকিলে, ঐ মোক্তারকে ঐ পত্রাদি দেওয়া গেলে তাহা উপযুক্তমতে জারী হইয়াছে জ্ঞান হইবেক।

(ডাকযোগে প্রেরিত শমন ও পত্রাদির উচিত মতে জারী হইবার ও পঁহুছিবার প্রমাণের কথা।)

৬৬। কোন শমন কি পত্র কি অন্য লিপি যাঁহার নামে দেওয়া যায় তাঁহার নিকটে ডাকযোগে পাঠাইবার বিধি যে স্থলে খাটে, এমত স্থলে ঐ শমনের কি পত্রের কি অন্য লিপির উপযুক্ত মতে জারী না হইবার ও না পঁহুছিবার প্রমাণ যদি না থাকে, তবে সেই লোকের বাসস্থান উপযুক্ত রূপে শিরোনামায় লেখা গিয়াছিল ও তাহা “ডাকঘরে কর্ম্ম নির্ব্বাহের এবং ডাক মাসুলের নিয়ম করণের এবং ডাকঘরের বিপরীত দোষের দণ্ড করণের বিষয়ি আইন„ নামে ১৮৫৪ সালের ১৭ আইনের ২৮ ধারা মতে উচিত রূপে ডাকে দেওয়া গিয়াছিল ও রেজিষ্টরী করা গিয়াছিল ইহার প্রমাণ যদি হয়, তবে ঐ শমন কি পত্রাদির উপযুক্ত মতে জারী হইবার ও পঁহুছিবার প্রচুর প্রমাণ হইবেক।

গবর্ণমেণ্টের নামে সরকারী কার্য্যকারকেরদের নামে যে মোকদ্দমা হয় তাহার বিধি।

(গবর্ণমেণ্টের নামে মোকদ্দমা হইলে গবর্ণমেণ্টের উকীলের উপর শমন জারী করিবার, ও তাঁহার হাজির হইবার ও জওয়াব করিবার কথা।)

৬৭। মোকদ্দমা যদি গবর্ণমেণ্টের নামে হয় তবে গবর্ণমেণ্টের উকীলের উপর শমন জারী করিতে হইবেক, ও গবর্ণমেণ্টের তরফে ঐ নালিশের আরজীর জওয়াব করিবার দিন নিরূপণ করণ সময়ে, উপযুক্ত কার্য্যকারক সাহেবেরদের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আবশ্যক মতে লেখা পড়া হইতে পারে, ও গবর্ণমেণ্টের তরফে হাজির হইয়া জওয়াব করিবার উপদেশ গবর্ণমেণ্টের উকীলকে দেওয়া যাইতে পারে, আদালত ইহার উপযুক্ত অবকাশ দিয়া দিন নিরূপণ করিবেন, ও গবর্ণমেণ্টের উকীল প্রার্থনা করিলে আদালত আপনার বিবেচনা মতে ঐ মিয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। আরো আদালত যদি উচিত বোধ করেন তবে মোকদ্দমা সংক্রান্ত গুরুতর সকল সওয়ালের উত্তর দিতে পারে এমত কোন লোকের হাজির হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(সরকারী পদে যে কর্ম্ম হইয়াছে এমত কোন কর্ম্মের জন্যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরদের নামে নালিশ হইলে তাঁহারদের উপর শমন জারী হইবার কথা)

৬৮। গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারকের কোন কর্ম্মের নিমিত্তে ফরিয়াদী যদি তাঁহার নামে নালিশ করে, অথচ সেই কর্ম্ম তিনি আপন পদোপলক্ষে করিয়াছেন ইহা যদি বলে, তবে শমন হইবার পূর্ব্ব লিখিত বিধান মতে সেই কার্য্যকারকের উপর জারী হইবেক।

(সেই কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টে প্রস্তাব করিতে পারেন আদালতের এমত অবকাশ দিবার কথা।)

37

৬৯। সেই কার্য্যকারক শমন পাইলে পর যদি নালিশের আরজীর জওয়াব দিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টে কোন কথা প্রস্তাব করা উচিত বোধ করেন, তবে উপযুক্ত কার্য্যকারকেরদের দ্বারা সেই প্রস্তাব করিবার ও তদ্বিষয়ের হুকুম পাইবার যত সময় আবশ্যক হয় তাহা বুঝিয়া আদালত শমনের নিরূপিত মিয়াদ বৃদ্ধি করেন, তিনি এমত প্রার্থনা আদালতে করিতে পারিবেন, ও সেই প্রকারের প্রার্থনা হইলে, আদালত যত দিন আবশ্যক জ্ঞান করেন তত দিন পর্য্যন্ত মিয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(যদি গবর্ণমেণ্ট জওয়াব দিতে মনস্থ করেন তবে গবর্ণমেণ্টের উকীলের হাজির হইয়া তাঁহার হাজির হওয়ার কথা রেজিষ্টরে লেখা যায় এমত প্রার্থনা করিবার কথা।)

৭০। যদি গবর্ণমেণ্ট সেই নালিশের জওয়াব দিতে স্থির করেন, তবে গবর্ণমেণ্টের উকীলকে হাজির হইয়া সেই নালিশের আরজীর জওয়াব দিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক, ও তিনি প্রার্থনা করিলে আদালত সেই মর্ম্মের মন্তব্য কথা রেজিষ্টরী বহীতে লিখিতে হুকুম করিবেন।

(যদি সেইরূপ প্রার্থনা না হয়, তবে সাধারণ দুই পক্ষের মধ্যে মোকদ্দমা যেমন চলে তেমনি চলিবার, কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে আসামীকে কয়েদ করিয়া না রাখিবার কথা।)

৭১। আসামী হাজির হইয়া নালিশের আরজীর জওয়াব দিবার যে দিন এত্তেলাতে নিরূপিত হইল, সেই দিনে কি তাহার পূর্ব্বে যদি গবর্ণমেণ্টের উকীল সেই প্রকারের প্রার্থনা না করেন তবে সেই মোকদ্দমা সাধারণ দুই পক্ষের মধ্যে চলিবার মতে চলিবেক। কেবল এই বিশেষ যে, নিষ্পত্তি হইবার আগে আসামীকে কয়েদ করিয়া রাখা যাইতে পারিবেক না।

(কোন্ কোন স্থলে আসামীর নিজে হাজির না হইবার কথা।)

৭২। সেই প্রকারের কোন মোকদ্দমাতে যদি আদালত আসামীর স্বয়ং হাজির হইবার আজ্ঞা করেন, ও আপন কর্ম্ম ছাড়িয়া গেলে সরকারী কর্ম্মের অবশ্য ক্ষতি হইবেক ইহা যদি আসামী আদালতের হৃদ্বোধমতে দেখাইতে পারেন, তবে আদালত তাঁহার হাজির হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন, কিন্তু অনুপস্থিত সাক্ষির জোবানবন্দী যে যে প্রকারে লওয়া যাইতে পারে সেই আসামীর জোবানবন্দী সেই প্রকারেও লওয়া যাইতে পারিবেক।

যাহারদের নাম আদালতে দেওয়া যায় নাই এমত লোকদিগকে মোকদ্দমার এক পক্ষের মধ্যে গ্রহণ করিবার বিধি।

(মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া মোকদ্দমাতে যাহারদের সম্পর্ক থাকে হয় তাহারদিগকে মোকদ্দমার এক পক্ষের মধ্যে গ্রহণ করিতে, আদালতের আজ্ঞা করিবার কথা।)

৭৩। মোকদ্দমা যে বিষয় লইয়া হয় তাহার কোন অংশে কি সম্পর্কে যাহারদের স্বত্ব কি দাওয়া থাকে, কিম্বা মোকদ্দমার শেষ ফলে যাহারদের ক্ষতি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, এমত সকল লোককে মোকদ্দমার দুই পক্ষের মধ্যে ধরা গেল না, কোন মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে যদি আদালতে এমত দৃষ্ট হয়, তবে আদালত মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া মোকদ্দমা শুনিবার জন্য দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন, ও সেই সকল লোককে বিষয় বুঝিয়া ফরিয়াদী কি আসামী করা যায় এমত হুকুম করিতে পারিবেন। এমত স্থলে আসামীর উপর শমন জারী করিবার যে বিধি এই আইনেতে আছে সেই বিধি মতে আদালত সেই লোকেরদের উপর এত্তেলা জারী করাইবেন।

মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে আসামীকে আটক করিয়া রাখিবার বিধি।

(অস্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় আসামী এলাকা ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইলে, তাহার হাজিরজামিন লইবার জন্যে ফরিয়াদীর দরখাস্তের কথা।)

৭৪। জমীর কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির মোকদ্দমা না হইয়া অন্য কোন মোকদ্দমাতে, ফরিয়াদী হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি তাহার বিলম্ব করিবার জন্যে, কিম্বা আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাহা জারী করিবার বাধা কি বিলম্ব হয় এই অভিপ্রায়ে যদি আসামী আদালতের এলাকা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়, কিম্বা আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিয়া কি আদালতের এলাকা হইতে স্থানান্তর করিয়া থাকে, তবে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে, কিম্বা তাহার পরে নিষ্পত্তি হইবার অগ্রে কোন সময়ে, ফরিয়াদী আদালতে এই দরখাস্ত করিতে পারিবেক, যে মোকদ্দমাতে আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে আসামী তাহার মতে কর্ম্ম করে এই নিমিত্তে তাহার হাজির হইবার জামিন হওয়া যায়।

(আসামীর জামিন দিবার কারণ নাই ইহা দর্শাইবার জন্যে আদালত তাহাকে আনাইবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন।)

৭৫। আদালত সেই দরখাস্তকারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে পর, ও অধিক যে তদারক আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিলে পর, যদি এমত বুঝিতে পান যে, আসামী ফরিয়াদী হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যে কি তাহার বিলম্ব করিবার জন্যে, আদালতের এলাকা হইতে স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত আছে, কিম্বা কোন ডিক্রীজারীর বাধা কি বিলম্ব হয় এ জন্যে আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিয়াছে, কিম্বা আদালতের এলাকা হইতে স্থানান্তর করিয়াছে, ইহা যদি বিশ্বাস করিবার কারণ আছে তবে আসামীর উত্তম ও উপযুক্ত হাজির-জামিন দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, এমত কারণ দর্শাইবার জন্যে তাহাকে

আদালতের সম্মুখে আনাইতে আজ্ঞা করিয়া আদালত উপযুক্ত আমলাকে পরওয়ানা দিবেন।

(আসামী কারণ দর্শাইতে না পারিলে তাহার জামিন দিবার হুকুমের কথা ও আপীলের কথা।)

৭৬। যদি আসামী সেইরূপ কারণ দেখাইতে না পারে, তবে মোকদ্দমা যতকাল উপস্থিত থাকে, ও মোকদ্দমাতে তাহার বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী যতকাল জারী না হয় কি শোধ না হয় ততকাল তাহাকে কোন সময়ে তলব করা গেলে সে হাজির না হয়, এই নিমিত্তে আদালত তাহাকে জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। ও তাহার জামিন কি জামিনেরা এই করার করিবেক যে, আসামী যদি হাজির না হয় তবে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিমতে তাহার যত টাকা দিবার হুকুম হয় সেই টাকাও মোকদ্দমার খরচা আমরা দিব। এই ধারার বিধানমতে আদালত যে কোন হুকুম করেন তাহার উপর আসামী আপীল করিতে পারিবেক।

জামিনের পরিবর্ত্তে টাকা আমানৎ।

৭৭। যদি আসামী হাজিরজামিনী না দিয়া তাহার উপর যে দাওয়া আছে মোকদ্দমার খরচা সমেত সেই দাওয়া যত টাকা হয় তত টাকা কি তত মূল্যের সম্পত্তি আমানৎ করিতে চাহে, তবে আদালত সেই আমানৎ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(আসামী জামিনী না দিলে তাহাকে হাজতে রাখিবার কথা।)

৭৮। যদি আসামী জামিনী না দেয় ও উপযুক্ত টাকা আমানৎ করিতে প্রস্তাব না করে, তবে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যতকাল না হয়, কিম্বা আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাহা যতকাল জারী না হয়, ততকাল আদালত হুকুম করিয়ে তাহাকে হাজতে রাখা যাইতে পারিবেক।

(আসামীকে অনুপযুক্ত কারণে আটক করিয়া রাখা গেলে তাহার ক্ষতি পূরণের কথা ও ক্ষতি পূরণের টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।)

41

৭৯। উপযুক্ত কারণ না থাকিতেও আসামীকে আটক করিয়া রাখিবার দরখাস্ত হইয়াছে, আদালত যদি ইহা দেখিতে পান, কিম্বা যদি ত্রুটি প্রযুক্ত কি অন্য কারণে ফরিয়াদীর নালিশ ডিসমিস হয়, কি তাহার বিপক্ষে ডিক্রী হয়, ও মোকদ্দমা করিবার কোন সম্ভাবিত কারণ ছিল না, আদালতের যদি এমত বোধ হয়, তবে আসামী দরখাস্ত করিলে তাহার সেইরূপে আটক থাকা প্রযুক্ত যে কিছু ক্ষতি কি হানি হইয়া থাকিবেক তাহার পরিশোধে, আদালত হাজার টাকা পর্য্যন্ত যত উচিত বোধ করেন ফরিয়াদীর তত টাকা দিবার হুকুম ডিক্রীতে লিখিবেন। কিন্তু কেমারতের নালিশে ঐ টাকা আ[illegible] মত টাকার ডিক্রী করিতে পারেন, তাহার অধিক টাকার হুকুম এই ধারা মতে ক্ষতির পরিশোধে করিবেন না। এই ধারামতে ক্ষতি পূরণের হুকুম হইলে, সেইরূপে আটক থাকাপ্রযুক্ত খেসারতের মোকদ্দমা হইতে পারিবেক না।

(যদি আসামী দেশ ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হয় তবে আদালতে দরখাস্ত হইবার কথা।)

৮০। কোন মোকদ্দমার আসামী যদি ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশ ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হয়, ও তাহার বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী হইলে ফরিয়াদীর সেই ডিক্রীজারী কারবার বাধা কি বিলম্ব হইবেক কি হইতে পারিবেক, তাহার যদি এত কাল বিদেশে থাকিবার মানস হয়, তবে ফরিয়াদী পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মের ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দরখাস্ত আদালতে করিবেক, ও তাহা হইলে ইহার পূর্ব্বের বিধিমতে সর্ব্বপ্রকারে কার্য্য হইবেক।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে সম্পত্তি ক্রোক করিবার বিধি।

(ডিক্রীর পূর্ব্বে আসামীর স্থানে ডিক্রী মতে কার্য্য করিবার জামিনী লইবার ও তাহা না দিলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।)

৮১। আসামীর বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হইতে পারে সেই ডিক্রী

জারীর বাধা কি বিলম্ব হয় এই মানসে যদি আসামী আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিতে, কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের এলাকা হইতে তদ্রূপ কিছু সম্পত্তি স্থানান্তর করিতে উদ্যত হয় তবে ফরিয়াদী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কালে কিম্বা তৎপরে নিষ্পত্তি হইবার আগে কোন সময়ে ঐ আদালতে এই দরখাস্ত করিতে পারিবেক যে, মোকদ্দমায় আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে সে ঐ ডিক্রী মতে কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত জামিনী দেয়, ও না দিলে, আদালতের যাবৎ অন্য হুকুম না হয় তাবৎ তাহার স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকে আদালতের এমত হুকুম হয়।

দরখাস্ত যে প্রকারে করিতে হইবেক।

৮২। যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হয় তাহাও এক এক দ্রব্যের কি দফার অনুমান বত মূল্য হয় তাহা ঐ দরখাস্তে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক, ও আসামী পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিতে উদ্যত আছে, ঐ দরখাস্ত করিবার সময়ে ফরিয়াদীর এমত এজহার করিতে হইবেক।

যে পরওয়ানা জারী হইবেক তাহার পাঠ।

৮৩। ডিক্রীজারী হইবার বাধা কি বিলম্ব করিবার নিমিত্তে আসামী আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিতে উদ্যত আছে, এই কথা দরখাস্তকারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেও অধিক যে তদারক করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিলে পর যদি আদালত সুযোগ মতে জানেন, তবে আদালত উপযুক্ত আমলাকে আসামীর উপর এই হুকুম জারী করিবার পরওয়ানা দিবেন যে, আসামী উক্ত সম্পত্তি কিম্বা তাহার মূল্য, কিম্বা ডিক্রীমতে কার্য্য হইবার জন্যে তাহার যত প্রচুর হয় তত ঐ আদালতের হুকুম হইলে উপস্থিত করিবেক ও তাহা লইয়া আদালত যেমন হুকুম করেন তেমনি করিবার জন্যে অর্পণ করিবেক এই করারে, ঐ হুকুমনামাতে যত টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত টাকা জামিনী স্বরূপে আদালতের নিরূপিত সময়ে দাখিল

কস্থে, কিম্বা হাজির হইয়া সেই জামিনী দিবার প্রয়োজন না থাকার কারণ জানায়। আরো আদালত ঐ পরওয়ানাতে এই হুকুম করিতে পারিবেন যে, ঐ সমুদয় সম্পত্তি কিম্বা তাহার যত ঐ দরখাস্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত সম্পত্তি অন্য রূপ হুকুম যাবৎ না হয় তাবৎ ক্রোক করিয়া রাখা যায়।

(কারণ না জানান গেলে কি জামিন না দেওয়া গেলে সম্পত্তি ক্রোক হইবার ও ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।)

৮৪। যদি আসামী সেইরূপ কারণ না জানাইতে পারে, কি যে জামিনী দিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহা আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে না দেয়, তবে দরখাস্তে যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা আগে ক্রোক না হইলে, আদালত তাহা, কিম্বা ডিক্রীমতে কার্য্য হইবার জন্যে যত সম্পত্তি প্রচুর হয় তাহা অন্য রূপ হুকুম যত কাল না হয় ততকাল ক্রোক করিয়া রাখা যায়, এমত হুকুম করিতে পারিবেন। যদি আসামী তদ্রূপ কারণ জানায়, কিম্বা হুকুম মতে জামিনী দেয়, ও দরখাস্তের লেখা সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ যদি আগে ক্রোক হইয়া থাকে তবে আদালত সেই ক্রোক উঠাইয়া দিতে হুকুম করিবেন।

(সম্পত্তির ক্রোক যে প্রকারে হইবেক তাহার কথা ও আপীলের কথা।)

৮৫। যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবেক তাহার প্রকার বুঝিয়া, টাকার ডিক্রীজারী ক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করিবার যে বিধি ইহার পরে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, সেই বিধিমতে ক্রোক করিতে হইবেক। ইহার পূর্ব্বের ধারামতে সম্পত্তি ক্রোক করিবার যে কোন হুকুম হয় তাহার উপর আসামী আপীল করিতে পারিবেক।

(নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহার উপর দাওয়া হইলে তাহার বিচারের কথা।)

৮৬। নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায়

তাহার উপর যদি কেহ দাওয়া করে, তবে টাকার ডিক্রীদারী ক্রমে যে সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহার উপর কোন দাওয়ার বিচার করিবার যে বিধি ইহার পরে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে সেই বিধিমতে ঐ দাওয়ার বিচার হইবেক।

জামিনী দেওয়া গেলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।।

৮৭। নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে যদি সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তবে আসামী পূর্ব্বোক্তমতের জামিনী, ও ক্রোক করিবার খরচের জামিনী দিলে যে আদালত হইতে ক্রোক করিবার হুকুম হইয়াছিল সেই আদালত কোন সময়ে ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবেন।

(অনুপযুক্ত কারণপ্রভৃতিতে ক্রোক হইবার দরখাস্ত হইলে ক্ষতি পূরণের কথা ও বর্জ্জিত বিধি।)

৮৮। যে কারণে ক্রোক হইবার দরখাস্ত হইয়াছিল তাহা যদি আদালতের বিবেচনাতে মাতবর না হয়, কিম্বা যদি ফরিয়াদীর নালিশ ডিসমিস হয়, কিম্বা ত্রুটি প্রযুক্ত কি অন্য কারণে তাহার বিপক্ষে হুকুম হয়, ও আদালতের বিবেচনাতে যদি মোকদ্দমা করিবার কোন সম্ভাবিত কারণ ছিল না, তবে আসামী দরখাস্ত করিলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক হওয়া প্রযুক্ত তাহার যে খরচ কি হানি হইয়াছে তাহার পরিশোধে আদালত হাজার টাকা পর্য্যন্ত যত টাকা উচিত বোধ করেন ফরিয়াদীর তত্তু টাকা দিবার হুকুম ডিক্রীতে লিখিবেন। পরন্তু খেসারতের নালিশে ঐ আদালত যত টাকার ডিক্রী করিতে পারেন, তাহার অধিক টাকার হুকুম এই ধারা মতে করিবেন না। এই ধারামতে ক্ষতির পরিশোধে হুকুম হইলে পর সেই ক্রোক করা প্রযুক্ত খেসারতের কোন নালিশ হইতে পারিবেক না।

(সেই মোকদ্দমাতে যাহারা এক পক্ষ না হয় তাহারদের স্বত্বের হানি সেই ক্রোকেতে না হইবার কি ডিক্রীজারীর বাধা না হইবার কথা।)

৮৯। নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বে যে ক্রোক করা যায় তাহাতে মোকদ্দমার কোন পক্ষের মধ্যে যাহারা না হয় এমত লোকের-

দের স্বত্বের হানি হইবেক না. ও আসামীর বিপক্ষে যে কোন লোক পূর্ব্বে ডিক্রী পাইয়া থাকে তাহার সেই ডিক্রীজারীক্রমে ঐ ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম হইবার দরখাস্ত করিতে বাধা হইবেক না।

(প্রতারণা করিয়া যে ডিক্রী পাওয়া যায় তাহার জারী হইবার দরখাস্ত হইলে, ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম আদালতের স্থগিত করিবার কথা।)

৯০। যে ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তির নীলাম হইবার দরখাস্ত হয়, সেই ডিক্রী চাতুরীক্রমে কিম্বা অন্য প্রকারে অনুচিত মতে পাওয়া গিয়াছে এমত বোধ করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বে সম্পত্তি ক্রোক করিবার হুকুম যে আদালত করিয়াছিলেন, সেই আদালত যদি এমন বুঝিতে পান, তবে ঐ ডিক্রী সেই আদালতের ডিক্রী হইলে ঐ সম্পত্তির নীলাম হইবার অনুমতি দিতে নারাজ হইতে পারিবেন। যদি ঐ ডিক্রী অন্য আদালতের ডিক্রী হয়, তবে উপস্থিত মোকদ্দমার ফরিয়াদী সেই ডিক্রী অন্যথা করিবার কার্য্য করিতে পারে এই কারণে ঐ আদালত উপযুক্ত কালপর্য্যন্ত মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবেন।

(ভূমি লইয়া মোকদ্দমা হইলে কোন পক্ষকে অগোণে দখল দেওয়া যায় এমত বিশেষ গতিকের কথা।)

৯১। যদি সরকারের খেরাজী জমী লইয়া কিম্বা "এমত কোন অধিকার সিদ্ধ হওনের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখনের ও জমীদারদিগের ও পত্তনি তালুকদার ওগায়রহের পরস্পর স্বত্বের বিবরণ প্রভৃতির" বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান মতে যে জমীর সরাসরী নীলাম হইতে পারে এমত জমী লইয়া যদি মোকদ্দমা হয়, তবে যে ব্যক্তি ঐ মহালের কি তালুকের দখীলকার হয় সে যদি সরকারী মালগুজারী দিতে কিম্বা বিষয় বিশেষে মহালের মালিকের পাওনা খাজানা দিতে ত্রুটি করে, ও যদি তৎপ্রযুক্ত নীলাম হইবার হুকুম হয়, তবে ঐ মোকদ্দমার যে পক্ষ দখীলকার নহে সে ঐ নীলাম হইবার

পূর্ব্বের পাওনা মালগুজারী কি খাজানা দাখিল করিলে ওআদা-লতের যেমন বিবেচনা হয় তেমনি জামিনী দিলে কি না দিলে ঐ জমীর কি তালুকের দখল তাহাকে অগৌণে দেওয়া যাই-বেক, ও সেই রূপে যত টাকা দেওয়া গেল তাহা, ও তাহার উপর আদালত যে হিসাবে সুদ ধরা উচিত বোধ করেন সেই হিসাবে ঐ টাকার সুদ আসামীর দিতে হইবেক এই আজ্ঞা ডিক্রীতে লিখিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রীর মধ্যে যে কোন হিসাব চুকাইয়া দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে সেই হিসাবে, ঐ দেওয়া টাকা ও তাহার উপর আদালত যে হিসাবে সুদ ধরিবার আজ্ঞা করেন ঐ সুদও লিখিতে পারিবেন।

নিষেধের আজ্ঞা।

(অপচয় প্রভৃতি নিবারণার্থে আজ্ঞার, কিম্বা গ্রাহকের কি সরবরাহকারের নিযুক্ত হইবার কথা, ও যে স্থলে কালেক্টর সাহেব গ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন তাহার কথা।)

৯২। কোন মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় সেই সম্পত্তির ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষের দ্বারা অপচয় কি ক্ষতি হইবার কি হস্তান্তর হইবার আশঙ্কা হয়, এই কথা যদি আদালতের সন্তোষ মতে প্রকাশ করা যায়, তবে আদালত ঐ পক্ষের নামে এই হুকুম জারী করিতে পারিবেন যে, তদ্রূপ বিশেষ যে কার্য্যের নালিশ হইয়াছে তাহা করিতে ক্ষান্ত হয় কিম্বা তাহার দ্বারা সম্পত্তির অপচয় কি ক্ষতি কি হস্তান্তর করণ রহিত ও নিবারণ করিবার জন্যে আদালত অন্য যে হুকুম উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন, আর মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়, তাহা রক্ষা করিবার জন্যে কিম্বা তাহা আরো উত্তম রূপে সরবরাহ করিবার কি জিম্মায় রাখিবার জন্যে আদালত আবশ্যক বোধ করিলে ঐ সম্পত্তির গ্রাহক কি সরবরাহকার এক জনকে সর্ব্বদা নিযুক্ত করিতে পারিবেন,

ও যদি প্রয়োজন হয়, তবে ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদের দখলে কি জিম্মায় থাকে তাহারদের দখল কি জিম্মা হইতে লইয়া ঐ গ্রাহকের কি সরবরাহকারের জিম্মায় রাখিতে পারিবেন, ও সেই সম্পত্তির সরবরাহকারের জন্যে, কিম্বা তাহা রক্ষা করিবার কি আরো উত্তম করিবার জন্যে, ও তাহার খাজানা ও উপস্বত্ব আদায় করিবার জন্যে, ও সেই খাজানা ও উপস্বত্ব ব্যয়াদি করিবার জন্যে, আদালত যে সকল ক্ষমতা উচিত বোধ করেন তাহা ঐ গ্রাহককে কি সরবরাহকারকে দিতে পারিবেন। ঐ সম্পত্তি যদি সরকারের খেরাজী জমী হয়, ও কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধারণে থাকিলে যাহারদের ঐ জমীতে সম্পর্ক থাকে তাহারদের লাভ হইতে পারিবে এমত যদি বোধ হয়, তবে আদালত কালেক্টর সাহেবকে সেই জমীর গ্রাহকের ও তত্ত্বাবধারকের কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু সেই কর্ম্মেতে কালেক্টর সাহেব নিযুক্ত না হন এমত কোন সাধারণ হুকুম যদি গবর্ণমেন্ট করেন, কিম্বা যদি কোন বিশেষ স্থলে কালেক্টর সাহেবের সেই প্রকারের গ্রাহকতা পদে নিযুক্ত হইবার নিষেধ করেন, তবে কালেক্টর সাহেব নিযুক্ত হইবেন না।

(চুক্তি ভঙ্গ প্রভৃতির নিবারণ করিবার মোকদ্দমা ও চুক্তি ভঙ্গ পুনরায় করিবার কি করিতে থাকিবার নিষেধের কথা, ও বর্জ্জিত কথা।)

৯১। আসামী কোন চুক্তি ভঙ্গ কি অন্য ক্ষতি না করে ইহার নিবারণের জন্যে কোন মোকদ্দমাতে, নালিশের সঙ্গে ক্ষতি পূরণের কোন দাওয়া হউক কি না হউক, সেই মোকদ্দমার আরম্ভ হইবার পর কোন সময়েও ডিক্রী হইবার পূর্ব্বে কি পরে, ফরিয়াদী আদালতে এই দরখাস্ত করিতে পারিবেক যে, অন্যায় যে কার্য্যের কি যে চুক্তি ভঙ্গের নালিশ হইতেছে তাহা আসামী পুনরায় না করে কিম্বা করিতে না থাকে, কিম্বা সেই চুক্তি হইতে কি সেই সম্পত্তি কি স্বত্ব সম্পর্কীয় যে কোন চুক্তি ভঙ্গ কি সেই প্রকারের ক্ষতি হয় তাহা না করে, আদালত এমত নিষেধ করেন। আর ঐ নিষেধ বহুকাল বলবৎ থাকিবেক তাহার,

কিম্বা হিসাব রাখিবার, কি জামিনী দেওন প্রভৃতির যে নিয়ম সেই আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে ঐ নিষেধ করিতে পারিবেন। সেই নিষেধ যদি অমান্য হয়, তবে বিশেষ কার্য্য করিবার ডিক্রী হইলে যেমন হইতে পারে তেমনি আসামীকে কয়েদ করিয়া ঐ নিষেধ প্রবল করা যাইতে পারিবেক। পরন্তু ঐ হুকুমেতে যদি কোন পক্ষ সন্তুষ্ট না হয়, তবে সেই পক্ষ দরখাস্ত করিলে আদালত কোন নিষেধ রহিত কি পরিবর্ত্ত কিম্বা বাতিল করিতে পারিবেন।

(আপীলের কথা)

৯৪। ইহার পূর্ব্বের দুই ধারামতে যে কোন হুকুম করা যায়, তাহার উপর আসামী আপীল করিতে পারিতে পারিবেক।

(নিষেধ করিবার পূর্ব্বে বিপক্ষপক্ষকে উপযুক্ত এত্তেলা দিবার হুকুমের কথা।)

৯৫। আদালত নিষেধ করিবার পূর্ব্বে, তাহা করিবার দরখাস্ত হইয়াছে ইহার উপযুক্ত সময়ের যে এত্তেলা বিপক্ষপক্ষকে দেওয়া উচিত বোধ করেন তাহা দিবার হুকুম সর্ব্বদাই করিতে পারিবেন।

(নিষেধ আজ্ঞার আবশ্যক না হইলেও দেওয়া গেলে আসামীর ক্ষতি শোধ করিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি)

৯৬। ঐ নিষেধ করিবার দরখাস্ত অনুপযুক্ত কারণে হইয়াছে ইহা যদি আদালত বুঝিতে পারেন, কিম্বা যদি ফরিয়াদীর দাওয়া ডিসমিস হয় কিম্বা ত্রুটি প্রযুক্ত কি অন্য কারণে তাহার বিপক্ষে ডিক্রী হয়, ও মোকদ্দমা করিবার কোন সম্ভাবিত হেতু ছিল না ইহা যদি আদালত বুঝিতে পারেন, তবে সেই নিষেধ আজ্ঞা-জারী হওয়াতে তাহার যে ক্ষতি কি খরচা হইয়াছে তাহার পরিশোধে আসামীর দরখাস্তমতে আদালত হাজার টাকা পর্য্যন্ত যত টাকা উচিত বোধ করেন ফরিয়াদীর তত টাকা দিবার হুকুম ডিক্রীতে লিখিবেন। পরন্তু খেসারতের নালিশে ঐ আদালত যত টাকার ডিক্রী করিতে পারেন এই ধারামতে

আসামীর ক্ষতিপূরণের জন্যে তাহার অধিক টাকার হুকুম করিবেন না। এই ধারামতে ক্ষতিপূরণের হুকুম হইলে ঐ নিষেধ আজ্ঞাজারী হওনের সম্পর্কে খেসারতের কোন নালিশ হইতে পারিবেক না।

মোকদ্দমা উঠাইয়া দিবার ও রফা করিবার বিধি।

(ফরিয়াদীকে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া নূতন মোকদ্দমা করিবার অনুমতি দিবার কথা।)

৯৭। ফরিয়াদীকে মোকদ্দমাতে দস্তবরদার হইয়া সেই বিষয়ের নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দেওনের উপযুক্ত কারণ আছে, এই কথা যদি ফরিয়াদী শেষ নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদালতের হৃদ্বোধমতে জানাইতে পারে, তবে আদালত খরচ প্রভৃতির যে নিয়ম করা উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে ঐ অনুমতি দিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ প্রথম মোকদ্দমা না করিলে ফরিয়াদী নালিশ করিবার মিয়াদের যে বিধিতে বদ্ধ হইত, সেই বিধিমতে ঐ নূতন মোকদ্দমার কার্য্যেতে বদ্ধ হইবেক। যদি ফরিয়াদী সেই রূপ অনুমতি না পাইয়া মোকদ্দমাতে দস্তবরদার হয়, তবে সেই বিষয়ের নূতন মোকদ্দমা করিতে পারিবেক না।

(রফানামা কি রাজীনামার কথা, ও মোকদ্দমার রফা হইলে নালিশের আরজীর যে ইষ্টাম্প লাগিয়াছিল আদালতের তাহা ফিরিয়া পাইবার সর্টিফিকটের কথা ও বর্জ্জিত বিধি।)

৯৮। যদি আপোসে বন্দোবস্ত কি রফা হইয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া দেওয়া যায়, অথবা যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় সেই বিষয়ে যদি আসামী ফরিয়াদীকে খাতিরজমা করে, তবে সেই বন্দোবস্ত কি রফানামা কি সোলেনামা রিকার্ড করা যাইবেক ও তদনুসারে সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক। ফরিয়াদী সেই রাজীনামার কি রফানামার কি সোলেনামার মর্ম্ম লিখিয়া

দরখাস্ত করিলে, ও সেই রাজীনামা কি রফানামা কি মোকে-নামা নিতান্ত করা গিয়াছে কি হইয়াছে ইহা যদি আদালত নিশ্চয় মতে জানেন, তবে সেই দরখাস্ত ইসু নির্ণয় হইবার পূর্ব্বে করা গেলে, নালিশের আরজীর মত ইষ্টাম্পের মাসুল দেওয়া গিয়াছে তাহার সমুদয় কালেক্টর সাহেবের স্থানে ফিরিয়া পাইবার অনুমতির এক সর্টিফিকট আদালত ফরিয়াদীকে দিবেন। অথবা ইসু নির্ণয় হইবার পরেও কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার আগে ঐ দরখাস্ত দেওয়া গেলে ঐ ইষ্টাম্পের মাসুলের অর্দ্ধেক ফিরিয়া দিবার সর্টিফিকট দিবেন। পরন্তু যদি উভয় পক্ষের মধ্যে সেই রফা হইলেও ডিক্রী করিবার প্রয়োজন থাকে ও সেই ডিক্রীজারীর পরওয়ানাও যদি দেওয়া যাইতে পারে, তবে সেই প্রকারের সর্টিফিকট দেওয়া যাইবেক না।

বাদির কি প্রতিবাদির মরণ কি বিবাহ হইলে ও দেউলিয়া কি যোত্রহীন হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিধি।

(কোন কোন স্থলে মরণ হইলে মোকদ্দমা স্থগিত না হইবার কথা।)

৯৯। ফরিয়াদীর কি আসামীর মরণ হইলেও, যদি মোকদ্দমা করিবার কারণ প্রবল থাকে তবে মোকদ্দমা স্থগিত হইবেক না।

(অনেক ফরিয়াদী কি আসামীর মধ্যে এক জন মরিলেও যদি নালিশের কারণ প্রবল থাকে তবে মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার কথা।)

১০০। যদি দুই কি অধিক জন ফরিয়াদী কি আসামী থাকে, ও তাহারদের এক জন মরে, ও যে ফরিয়াদী কি ফরিয়াদীরা বর্ত্তমান আছে কেবল তাহারদের উপর, কিম্বা যে আসামী কি আসামীরা বর্ত্তমান আছে কেবল তাহারদের বিপক্ষে যদি নালিশের কারণ প্রবল থাকে তবে যে ফরিয়াদী কি ফরিয়াদীরা

51

মান আছে তাহারদের উদ্যোগ ক্রমে ও যে আসামী কি আসামীরা বর্ত্তমান আছে তাহারদের নামে মোকদ্দমা চলিবা।

(অনেক ফরিয়াদীর এক জন মরিলেও যদি নালিশের কারণ বর্ত্তমান ব্যক্তির উপর ও মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের উপর প্রবল হয়, তবে মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার কথা।)

১০১। দুই কি তাহার অধিক জন ফরিয়াদী হইলে যদি তাহারদের এক জন মরে, ও যদি নালিশের কারণ কেবল বর্ত্তমান ফরিয়াদীর কি ফরিয়াদীরদের উপর না বর্ত্তে কিন্তু তাহারদের সঙ্গে মৃত ফরিয়াদীর আইনমতের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সংযুক্ত হইলে বর্ত্তিতে পারে, তবে ঐ মৃত ফরিয়াদীর আইনমতের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির প্রার্থনা মতে, আদালত ঐ মৃত ফরিয়াদীর নামের পরিবর্ত্তে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নাম মোকদ্দমার রেজিষ্টরে লেখাইতে পারিবেন, ও বর্ত্তমান ফরিয়াদীর কি ফরিয়াদীরদের সঙ্গে মৃত ফরিয়াদীর আইন মতের ঐ রূপ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির উদ্যোগক্রমে মোকদ্দমা চলিবেক। মৃত ফরিয়াদির আইনমতের স্থলাভিষিক্তের কর্ম্মের দাওয়াদার কোন লোক যদি আদালতের দরখাস্ত না করে, তবে বর্ত্তমান ফরিয়াদী কি ফরিয়াদীরদের উদ্যোগক্রমে মোকদ্দমা চলিবেক, ও সেই বর্ত্তমান ফরিয়াদীর কি ফরিয়াদীরদের সঙ্গে মৃত ফরিয়াদীর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সংযুক্ত হইয়া মোকদ্দমা চালাইলে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে তাহার যে প্রকারের সম্পর্ক থাকিত ও তাহাতে সে যে প্রকারের দায়গ্রস্ত হইত, সংযুক্ত না হইলেও তাহার তত্তুল্য সম্পর্ক থাকিবেক ও সে তত্তুল্য রূপে দায়গ্রস্ত হইবেক।

(একি জন ফরিয়াদী কিম্বা অবশিষ্ট একি জন ফরিয়াদী মরিলে মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার কথা।)

১০২। যদি কেবল একি জন ফরিয়াদী হইয়া কিম্বা অবশিষ্ট একি জন থাকিয়া তাহারও মরণ হয়, তবে সেই ফরিয়াদীর আইন মতের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে, আদালত ঐ

ফরিয়াদীর নামের স্থানে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নাম মোক দ্দমার রেজিষ্টরে লেখাইতে পারিবেন, তাহা হইলে মোকদ্দমা কার্য্য চলিবেক। আদালত যাহা উপযুক্ত সময় বোধ করে এমত সময়ের মধ্যে, মৃত একি ফরিয়াদীর কিম্বা অবশিষ্ট এ ফরিয়াদীর আইনমতের স্থলাভিষিক্ত হইবার দাওয়াদার হই কোন ব্যক্তি যদি তদ্রূপ দরখাস্ত না করে, তবে আদালত মোকদ্দমা রহিত হইল এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও মোক দ্দমার জওয়াব দেওনেতে আসামীর যে সকল উপযুক্ত খর হইয়াছে তাহা তাহাকে দেওয়াইতে পারিবেন। সেই খরচ মৃত একি ফরিয়াদীর কি মৃত অবশিষ্ট একি ফরিয়াদীর সম্পত্তি হইতে আদায় হইবেক। অথবা আসামীর দরখাস্তমতে আদা লত উপযুক্ত বোধ করিলে ও খরচার যে নিয়ম উচিত বো করেন তাহা করিয়া, মৃত একি ফরিয়াদীর কি মৃত অবশিষ্ট এ ফরিয়াদীর আইন মতের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে এক পক্ষ করি বার, ও বিবাদী বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার জন্যে মোক দ্দমা চালাইবার অন্য যে হুকুম, মোকদ্দমার ভাব গতিক বুঝিয়া ন্যায্য ও উপযুক্ত বোধ করেন, তাহা করিতে পারিবেন।

(মৃত ফরিয়াদীর আইন মতের স্থলাভিষিক্ত কে হয় এই কথা লইয়া বিবাদ হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।)

১০৩। "মৃত ফরিয়াদীর আইনমতের স্থলাভিষিক্ত কে হয়" এই কথা লইয়া যদি বিবাদ হয়, তবে অন্য মোকদ্দমা করিয়া সেই কথার যে পর্য্যন্ত উচিতমতে নিষ্পত্তি না হয় সেই পর্য্যন্ত আদালত ঐ মোকদ্দমা স্থগিত করিতে পারিবেন, অথবা সেই মোকদ্দমা চালাইবার জন্যে আইনমতের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে কে গ্রাহ্য হইবেক, এই কথা ঐ মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে কি তাহার পূর্ব্বে ঐ আদালত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

(আসামীরদের এক কি অধিক জন, কি একি আসামী কি অবশিষ্ট একি আসামী মরিলে মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার কথা।)

১০৪। যদি দুই কি ততোধিক জন আসামী থাকে, ও

53

তাহারদের এক জন মরে, ও মোকদ্দমার হেতু কেবল অবশিষ্ট একি জন কি অধিক জন আসামীর উপর যদি না বর্তে; আরো যদি একি জন কি অবশিষ্ট একি জন আসামী মরে, কিন্তু নালিশের কারণ প্রবল থাকে, তবে ফরিয়াদী যাহাকে ঐ আসামীর আইনমতের স্থলাভিষিক্ত কহে, ও তাহার পরিবর্ত্তে যাহাকে আসামী করিতে চাহে, তাহার নাম ও খ্যাতিপ্রভৃতি ও বাসস্থান লিখিয়া আদালতে দরখাস্ত দিবেক। তাহা করিলে আদালত ঐ আসামীর পরিবর্ত্তে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নাম ঐ মোকদ্দমার রেজিষ্টরে লেখাইবেন, ও তাহার নামে শমন জারী করিয়া তাহাকে মোকদ্দমার জওয়াব দিবার জন্যে ঐ শমনের লিখিত দিবসে হাজির হইতে হুকুম করিবেন। তাহাতে ঐ স্থলাভিষিক্ত প্রথমে আসামী হইবার মতেও মোকদ্দমার পূর্ব্বকার্য্যেতে এক পক্ষ হইবার মতে মোকদ্দমা চলিবেক।

(আসামী কি ফরিয়াদী স্ত্রীলোক হইয়া বিবাহ করিলে মোকদ্দমা স্থগিত না হইবার কথা।)

১০৫। ফরিয়াদী কি আসামী স্ত্রীলোক হইলে যদি সে বিবাহ করে, তবে তাহাতে মোকদ্দমা স্থগিত হইবেক না, কিন্তু কিন্তু সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে পারিবেক, ও তাহার উপর যে ডিক্রী হয় তাহা কেবল ঐ স্ত্রীলোকের উপর জারী হইতে পারিবেক। আর যাহাতে স্বামী আপন স্ত্রীর কর্জ্জের জন্যে আইন মতে দায়ী হয়, মোকদ্দমা যদি সেই রূপের হয়, তবে আদালত অনুমতি করিলে ঐ ডিক্রী স্বামির উপরেও জারী হইতে পারিবেক। ও যদি স্ত্রীর পক্ষে ডিক্রী হয়, তবে যে টাকার কি দ্রব্যের ডিক্রী হয় তাহাতে যদি আইন মতে স্বামির স্বত্ব থাকে, তবে আদালতের অনুমতি হইলে স্বামির দরখাস্তমতে ঐ ডিক্রীজারী হইতে পারিবেক।

(যে স্থলে দেউলিয়া কি যোত্রহীন হইলেও মোকদ্দমা স্থগিত না হয় তাহার কথা।)

১০৬। যদি ফরিয়াদী দেউলিয়া কি যোত্রহীন হয়, ও যদি তাহার আাইনি মহাজনেরদের উপকারের জন্যে সেই মোক-

দ্দমা চালাইতে পারেন, তবে ফরিয়াদীর দেউলিয়া কি যোত্রহীন হওয়া ঐ মোকদ্দমা চলিবার বিষয়ে আপত্তি হইবেক না, কিন্তু যদি আসৈনি ঐ মোকদ্দমা চালাইতে না চাহেন, ও আদালত উপযুক্ত যে সময়ের হুকুম করেন সেই সময়ের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার খরচার জামিনী না দেন, তবে মোকদ্দমা স্থগিত হইবেক। যদি আসৈনি মোকদ্দমা চালাইতে ও সেই হুকুমের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সেই প্রকার জামিনী দিতে ত্রুটি করেন কি স্বীকার না করেন, তবে সেই ত্রুটি কি অস্বীকার হইলে পর আট দিনের মধ্যে আসামী মোকদ্দমা স্থগিত হইবার জন্যে এই কারণ জানাইতে পারিবেক, যে ফরিয়াদী দেউলিয়া কি যোত্রহীন হইয়াছে।

দলীল উপস্থিত করিবার এত্তেলার, ও তাহা জারী করিবার বিধি।

(হাতের লেখা দুই এত্তেলা আদালতের উপযুক্ত আমলাকে দিবার কথা।)

১০৭। মোকদ্দমা শুনিবার কোন সময়ে কোন দলীল কি লিপি কি অন্য দ্রব্য আদালতে উপস্থিত করা যায় মোকদ্দমার কোন পক্ষের লোক যদি এমত ইচ্ছা করে ও সেই লিপি প্রভৃতি ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষের অন্য লোকের কাছে আছে কিম্বা তাহার ক্ষমতার মধ্যে আছে তাহার যদি এইরূপ বোধহয়, ও সেই দলীল কি লিপি কি অন্য দ্রব্য ৪০ ও ৪৩ ধারা মতে উপস্থিত করাইবার আদেশ যদি পূর্ব্বে না হইয়া থাকে, তবে ঐ দলীল কি লিপি কি অন্য দ্রব্য তাহার জ্ঞানমতে যাহার কাছে কি যাহার ক্ষমতার মধ্যে থাকে তাহার নামে সেই লোক ঐ দলীল প্রভৃতি উপস্থিত করিবার দুই কেতা এত্তেলা হাতে লিখিয়া সুযোগ পাইলেই আদালতে দাখিল করিবেক। তাহার এক কেতা আদালতে নথীর শামিল করা যাইবেক। অন্য কেতা সেই লোকের উপর জারী হয় এই নিমিত্তে আদালত নাজিরকে কিম্বা উপযুক্ত অন্য আমলাকে দিবেন।

(যদি কোন পক্ষ আপনার তরফে কার্য্য করিবার জন্যে উকীলকে নিযুক্ত না করে তবে তাহার উপরে এত্তেলা ও আদালতের অন্যান্য পরওয়ানা জারী হইবার কথা।)

১০৮। মোকদ্দমার কোন পক্ষ আপনার তরফে কার্য্য করিবার নিমিত্তে যদি উকীলকে নিযুক্ত না করে, তবে তাহার উপর যে সকল এত্তেলা ও আদালতের অন্য যে সকল পরওয়ানা জারী করিতে হয় তাহা, আসামীর হাজির হইয়া জওয়াব করিবার শমন জারীর যে বিধি এই আইনেতে হইয়াছে সেই বিধিমতে জারী হইবেক।

উভয় পক্ষের হাজির হইবার বিধি, ও হাজির না হইলে তাহার ফল।

(উভয় পক্ষের নিজে কি উকীলের দ্বারা হাজির হইবার কথা।)

১০৯। আসামীর হাজির হইয়া জওয়াব করিবার যে দিন শমনে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে, সেই দিনে উভয় পক্ষের নিজে কি উকীলের দ্বারা আদালত ঘরে হাজির হইতে হইবেক, ও মোকদ্দমা তখন শুনা যাইবেক। কিন্তু যদি তখন মোকদ্দমা মুলতবী রাখা যায় তবে আদালত অন্য দিন নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

(উভয় পক্ষ হাজির না হইলে মোকদ্দমার ডিসমিস হইবার ও ফরিয়াদীর নূতন মোকদ্দমা করিবার অনুমতির কথা, কিম্বা হাজির না হইবার উপযুক্ত ওজর করিলে নূতন শমন জারী হইবার কথা।)

১১০। আসামীর হাজির হইয়া জওয়াব করিবার যে দিন নির্দ্ধার্য্য হয়, কিম্বা তখন মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া শুনিবার অন্য যে দিন নির্দ্ধার্য্য হয়, সেই দিনে যদি দুই পক্ষ আদালত হইতে তলব হইলেও নিজে কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়,

তবে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক। এই ধারামতে মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে, ফরিয়াদীর নূতন মোকদ্দমা করিবার অনুমতি হইবেক, কেবল নালিশ করিবার মিয়াদের বিধিমতে যদি বাধা হয় তবে করিতে পারিবেক না। অথবা তাহার হাজির না হইবার উপযুক্ত কারণ ছিল এই কথা যদি ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতের হৃদ্বোধমতে দর্শাইতে পারে, তবে পূর্ব্বে যে আরজী দাখিল হইয়াছিল তাহার বলে আদালত নূতন শমন জারী করিতে পারিবেন।

(কেবল ফরিয়াদী হাজির হইলে ও শমন উচিতমতে জারী হইবার প্রমাণ থাকিলে এক তরফা বিচার হইবার কথা। মোকদ্দমা শুনিবার নির্দ্ধারিত অন্য দিনে আসামী হাজির হইয়া পূর্ব্বে হাজির না হইবার উত্তম কারণ জানাইলে তাহার জওয়াব শুনিবার কথা।)

১১১। ফরিয়াদী নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হয় কিন্তু আসামী যদি নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, ও শমন উচিতমতে জারী হইয়াছে এই কথা যদি আদালতের হৃদ্বোধ মতে প্রমাণ করা যায়, তবে আদালত ঐ মোকদ্দমার এক তরফা বিচার করিবেন। মোকদ্দমা মুলতবী হইয়া তাহা শুনিবার অন্য যে দিন নির্দ্ধার্য্য হয় সেই দিনে যদি আসামী হাজির হইয়া, আপনার পূর্ব্বে হাজির না হইবার উত্তম ও যাতের কারণ জানায়, তবে খরচা প্রভৃতির যে নিয়ম আদালত আজ্ঞা করেন সেই নিয়মানুসারে তাহার জওয়াব শুনা যাইতে পারিবেক, অর্থাৎ তাহার হাজির হইবার নির্দ্ধারিত দিনে হাজির হইলে যেমন শুনা যাইত তেমনি শুনা যাইবেক।

(কেবল ফরিয়াদী হাজির হইলেও শমন উচিতমতে জারী হইবার প্রমাণ না থাকিলে দ্বিতীয়বার শমন জারীর হুকুমের কথা।)

১১২। যদি ফরিয়াদী নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হয়, ও আসামী নিজে কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, ও

57

শমন জারী হইবার যে যে বিধি পূর্ব্বে করা গিয়াছে তাহার কোন বিধিমতে শমন উচিত রূপে জারী হইল এই কথার প্রমাণ যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে না করা যায়, তবে আদালত আসামীর নামে উক্ত কোন বিধিমতে দ্বিতীয়বার শমন জারী হইবার হুকুম করিতে পারিবেন।

(কেবল ফরিয়াদী হাজির হইলে, ও শমন জারী হইবার প্রমাণ থাকিলে, কিন্তু সময়েতে জারী না হইলে, মোকদ্দমা মুলতবী রাখিবার ও আসামীকে এত্তেলা দিতে হুকুম করিবার কথা।)

১১৩। যদি ফরিয়াদী আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হয়, ও আসামী আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, ও তাহার উপর শমন জারী হইয়াছে বটে কিন্তু আসামী ঐ শমনের নিরূপিত দিনে হাজির হইয়া জওয়াব করিতে পারে এমত সময়মতে জারী হয় নাই, এই কথার প্রমাণ যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে করা যায়, তবে আদালত মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নির্দ্ধার্য্য করিয়া মোকদ্দমা মুলতবী রাখিবেন, ও আসামীকে সেই দিনের এত্তেলা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(কেবল আসামী হাজির হইয়া যদি দাওয়া কবুল না করে তবে ত্রুটি প্রযুক্ত ফরিয়াদীর বিপক্ষে ডিক্রী হইবার কথা ও সেই প্রকারের ডিক্রী হইলে পর কোন নূতন মোকদ্দমা না হইবার কথা।)

১১৪। যদি আসামী আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির হয়, কিন্তু ফরিয়াদী আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, তবে আদালত ফরিয়াদীর ত্রুটি প্রযুক্ত তাহার বিপক্ষে ডিক্রী করিবেন। কিন্তু যদি আসামী দাওয়া কবুল করে, তবে আদালত সেই কবুলমতে আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী করিবেন। যদি ত্রুটি প্রযুক্ত ফরিয়াদীর বিপক্ষে হুকুম হয়, তবে সে নালিশের সেই কারণে নূতন মোকদ্দমা করিতে পারিবেক না।

(ফরিয়াদী কি আসামী অনেক জন থাকিলে এক জন আপনার নিমিত্তে অন্যকে উপস্থিত হইবার ক্ষমতা দিতে পারিবেক।)

১১৫। যখন দুই কি তাহার অধিক জন ফরিয়াদী থাকে তখন তাহাদের কোন এক কি অধিক জনের নিমিত্তে তাহারদের অন্য এক কি অধিক জনকে উপস্থিত হইয়া সওয়াল জওয়াব করিতে ও কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবেক। সেই প্রকারেও যখন দুই কি অধিক জন আসামী থাকে, তখন তাহারদের কোন এক কি অধিক জনের নিমিত্তে তাহারদের অন্য এক কি অধিক জনকে উপস্থিত হইয়া সওয়াল জওয়াব করিতে ও কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবেক। পরন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ঐ ক্ষমতা সর্ব্বদাই লিখিয়া দেওয়া যায় ও আদালতে দাখিল করা যায়। সেই প্রকারে দাখিল করা গেলে পর যে ব্যক্তি তদ্রূপ উপস্থিত হইতে ও সওয়াল জওয়াব করিতে ও কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়, সে আদালতের উকীল হইলে ঐ ক্ষমতা পত্র যে রূপে সফল হইত সেই রূপে সর্ব্বতোভাবে সফল হইবেক।

(ফরিয়াদীরদের এক কি অধিক জনের উপস্থিত না হইবার ফল। আসামীরদের এক কি অধিক জনের উপস্থিত না হইবার ফল।)

১১৬। যদি দুই কি ততোধিক জন ফরিয়াদী থাকে, ও তাহারদের এক কি অধিক জন নিজে কি উকীলের দ্বারা কি উপযুক্তমতের ক্ষমতা প্রাপ্ত সহ ফরিয়াদীর দ্বারা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহারদের অবশিষ্ট লোক কি লোকেরা নিজে কি উকীলের দ্বারা কি উপযুক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহ ফরিয়াদীর দ্বারা উপস্থিত না হয়, তবে সকল ফরিয়াদী উপস্থিত হইলে আদালত যে প্রকার করিতে পারিতেন সেই প্রকারে উপস্থিত থাকা ফরিয়াদীর কি ফরিয়াদীরদের উদ্যোগক্রমে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন, ও মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া যেরূপ ন্যায্য ও উচিত হয় সেই রূপ হুকুম করিতে পারিবেন। যদি দুই কি ততোধিক জন আসামী থাকে, ও তাহারদের এক কি অধিক জন নিজে কি উকীলের দ্বারা কি উপযুক্ত মতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহ আসামীর দ্বারা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহারদের অবশিষ্ট লোক কি লোকেরা নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা কিম্বা

উপযুক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সক আসামীর দ্বারা, উপস্থিত না হয়, তবে আদালত মোকদ্দমার বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, ও নিষ্পত্তি করিবার সময়ে অনুপস্থিত আসামীর কি আসামীরদের বিষয়ে তিনি মোকদ্দমার ভাব গতিক বুঝিয়া যে হুকুম ন্যায্য ও উচিত জ্ঞান করেন সেই হুকুম করিবেন।

(মোকদ্দমার কোন পক্ষের স্বয়ং হাজির হইবার শমন কি হুকুম হইলে ও উপযুক্ত কারণ না জানাইয়া হাজির না হওয়ার ফল।)

১১৭। ৪২ ধারার বিধানমতে কোন ফরিয়াদীর কি আসামীর নিজে হাজির হইবার হুকুম কি শমন হইলে যদি সে আপনি হাজির না হয়, ও হাজির না হইবার উপযুক্ত কারণ আদালতের সন্তোষমতে না জানায়, তবে আসামীরা কি ফরিয়াদীরা নিজে কি উকীলের দ্বারা হাজির না হইলে, তাহারদের উপর ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধারার যে সকল বিধান খাটে সেই বিধানমতে ও ঐ ফরিয়াদীর কি আসামীর প্রতি কার্য্য হইবেক।

(যে কারণ জানান যায় তাহার প্রমাণে এজহার গ্রাহ্য করিবার কথা।)

১১৮। ফরিয়াদীর কি আসামীর নিজে হাজির না হইবার যে কারণ জানান যায় তাহার পোষকতায় আদালত ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লিখিত কোন এজহার গ্রাহ্য করিবেন, কিন্তু সেই এজহারে ঐ ফরিয়াদীর কি আসামীর দস্তখৎ করিতে হইবেক ও নালিশের আরজী সত্য হওয়ার কথা লিখিবার যে বিধি এই আইনে হইয়াছে, সেই বিধিমতে ঐ এজহার সত্য এই কথা লিখিতে হইবেক।

(এক তরফা বিচারে কি ত্রুটি প্রযুক্ত যে ডিক্রী হয় তাহার উপর আপীল না হওয়ার কথা, ও আসামীর বিপক্ষে এক তরফা ডিক্রী যখন ও যে প্রকারে অন্যথা হইতে পারে, ও ত্রুটি প্রযুক্ত ফরিয়াদীর বিপক্ষে ডিক্রী যখন ও যে প্রকারে অন্যথা হইতে

পারে তাহার কথা, ও বিপক্ষপক্ষকে এত্তেলা না দিলে ডিক্রী অন্যথা না হইবার কথা, ও ডিক্রী অন্যথা করিবার হুকুম চূড়ান্ত হইবার কথা, ও যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে তাহাতে অগ্রাহ্য করিবার হুকুমের উপর আপীলের কথা, ও বর্জ্জিত বিধি।)

১১৯। আসামী হাজির না হইলে এক তরফা বিচার হইয়া তাহার বিপক্ষে যে ডিক্রী হয়, অথবা ফরিয়াদী হাজির না হইলে ত্রুটি প্রযুক্ত তাহার বিপক্ষে যে ডিক্রী হয়, তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না। কিন্তু এক তরফা বিচার হইয়া আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রীমতে কার্য্য হইবার কোন পরওয়ানা জারী হইলে পর ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত উপযুক্ত কোন সময়ের মধ্যে আসামী ঐ ডিক্রী করণীয়া আদালতে তাহা অন্যথা করিবার হুকুম হইবার দরখাস্ত করিতে পারিবেক। তাহাতে শমন উপযুক্ত মতে জারী হয় নাই, কিম্বা মোকদ্দমা শুনিবার জন্যে যে সময়ে তলব হইয়াছিল, সেই সময়ে আসামী উপযুক্ত কোন কারণে হাজির হইতে পারিল না এই কথার প্রমাণ যদি আদালতের হৃদ্বোধ মতে করা যায়, তবে আদালত ঐ ডিক্রী অন্যথা করিবার হুকুম করিবেন ও মোকদ্দমার বিচার করিবার দিন নির্দ্ধার্য্য করিবেন। যখন ফরিয়াদীর ত্রুটি প্রযুক্ত তাহার বিপক্ষে ডিক্রী হয়, তখন সেই ডিক্রীর তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে ফরিয়াদী সেই ডিক্রী অন্যথা করিবার হুকুম হইবার দরখাস্ত করিতে পারিবেক। ও মোকদ্দমা শুনিবার জন্যে যে সময়ে তলব হইয়াছিল সেই সময়ে ফরিয়াদী কোন উপযুক্ত কারণে হাজির হইতে পারিল না এই কথার প্রমাণ আদালতের হৃদ্বোধমতে করা গেলে, আদালত ত্রুটি প্রযুক্ত উক্ত যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহা অন্যথা করিবার হুকুম করিবেন ও মোকদ্দমার বিচার করিবার অন্য দিন নির্দ্ধার্য্য করিবেন। পরন্তু বিপক্ষ পক্ষকে এত্তেলা না দেওয়া গেলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন দরখাস্ত মতে কোন ডিক্রী অন্যথা হইবেক না। আদালত যখন এই ধারামতে ডিক্রী অন্যথা

করিবার হুকুম করেন, তখন সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে এমত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালত ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন, তবে ঐ মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তির উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আদালতে ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার হুকুমের উপরে আপীল হইতে পারিবেক। কিন্তু ঐ শেষ নিষ্পত্তির উপরে আপীল করিবার যে মিয়াদ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার হুকুমের উপর আপীল করিতে হইবেক, ও যে স্থলে দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই স্থলে ঐ আদালতের নিকটে দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার বিধান আছে সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ আপীলের দরখাস্ত লিখিতে হইবেক।

বর্ণনা পত্রের বিধি।

(মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে উভয় পক্ষের লিখিত বর্ণনা দিবার কথা ও সেই বর্ণনা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার কথা।)

১২০। মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে উভয় পক্ষ কিম্বা তাহারদের উকীলেরা আপন আপন মোকদ্দমার বর্ণনা পত্র দাখিল করিতে পারিবেক, ও আদালত তাহা গ্রাহ্য করিয়া নথির শামিল করিবেন। যে স্থলে দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয়, সেই স্থলে ঐ আদালতের নিকটে দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার বিধি আছে সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ বর্ণনা লিখিতে হইবেক।

(দাওয়া কাটিবার জন্য দাওয়ার বিশেষ কথা ঐ বর্ণনা পত্রের মধ্যে লিখিবার কথা। ঐ অন্য দাওয়ার টাকা অধিক হইলে সেই অধিক টাকা ছাড়িয়া দিবার কথা।)

১২১। কর্জের বাবৎ মোকদ্দমা হইলে ফরিয়াদী আসামীর

স্থানে যত দাওয়া করে, তাহা কাটিবার জন্যে যদি আসামী ফরিয়াদীর স্থানে আপনার পাওনা কিছু টাকা দাওয়া করিতে চাহে, তবে আসামী আপনার সেই দাওয়ার বেওরা ঐ বর্ণনা পত্রে লিখিয়া দাখিল করিবেক, তাহাতে আদালত সেই কথা তদন্ত করিবেন। কিন্তু আসামী যত টাকার দাওয়া করে তাহা যদি সেই আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতার অধিক হয়, তবে যত অধিক হয় আসামী তত টাকা ত্যাগ করিতে পারিবেক। না করিলে আপনার ঐ পাওনা টাকার দাওয়া করিয়া ফরিয়াদীর দাওয়া কাটিতে পারিবেক না।

(মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার পরে আদালত হইতে তলব না হইলে ঐ বর্ণনা পত্র গ্রাহ্য না হইবার কথা ও আদালতের কোন সময়ে ঐ বর্ণনা পত্র তলব করিবার কথা।)

১২২। মোকদ্দমা প্রথমে শুনা যাইবার পরে, আদালত হইতে তলব না হইলে কোন বর্ণনা পত্র গ্রাহ্য হইবেক না। কিন্তু শেষ নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদালত কোন বর্ণনা পত্র কিম্বা পূর্ব্বের দাখিল করা বর্ণনা ছাড়া অন্য বর্ণনা কোন পক্ষের স্থানে তলব করিতে পারিবেন। আদালত সেই প্রকারের বর্ণনা তলব করিলে তাহা ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে গ্রাহ্য হইবেক।

(বর্ণনা পত্র যে পাঠে লিখিতে হইবেক তাহার কথা ও তাহাতে দস্তখৎ করিবার ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিবার কথা।)

১২৩। বিষয় বুঝিয়া যত সংক্ষেপে হয় তত সংক্ষেপ করিয়া বর্ণনাপত্র লিখিতে হইবেক, তাহা তর্ক বিতর্কের মতে কিম্বা বিপক্ষের জওয়াব দিবার মতে লিখিতে হইবেক না। কিন্তু যে পক্ষ ঐ বর্ণনা লেখে কিম্বা যাহার নিমিত্তে ঐ বর্ণনা লেখা যায় সেই পক্ষ মোকদ্দমা বুঝিয়া যে সকল কথা প্রয়োজন বোধ করে, ও আদালত হইতে তলব হইলে যে সকল কথার প্রমাণ করিতে পারিবেক বোধ করে, কেবল সেই সেই কথার সামান্য বর্ণনা

ভিন্ন সাধ্যমতে আর কিছু লিখিবেক না। আরজীতে দস্তখৎ করিবার ও তাহার কথা সত্য ইহা লিখিবার যে বিধি এই আইনেতে হইয়াছে, সেই বিধিমতে ঐ বর্ণনা পত্রেতেও দস্তখৎ করিতে হইবেক ও তাহার কথা সত্য ইহা লিখিতে হইবেক, ও সেই প্রকারে দস্তখৎ না হইলে ও তাহার লিখিত কথা সত্য ইহা না লেখা গেলে কোন বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইবেক না।

(কোন বর্ণনাতে তর্ক বিতর্কের কথা কি বহুল কথা কিম্বা অসম্পর্কীয় কথা থাকিলে আদালতের তাহার অগ্রাহ্য করিবার কথা।)

১২৪। কোন পক্ষ আপন ইচ্ছামতে কিম্বা আদালত হইতে তলব হইয়া যে বর্ণনা পত্র দাখিল করে, কিম্বা তাহার তরফে যে বর্ণনা পত্র দাখিল করা যায়, তাহাতে তর্ক বিতর্কের কথা কিম্বা অনাবশ্যক মতে বহু কথা আছে, কিম্বা মোকদ্দমার সম্পর্কীয় নহে এমত কথা তাহাতে আছে, আদালতের যদি এমত বোধ হয়, তবে আদালত সেই বর্ণনা পত্র অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, ও তাহার পিঠে অগ্রাহ্য করিবার হুকুম লিখিয়া তাহা সেই পক্ষকে ফিরিয়া দিতে পারিবেন। ও উক্ত কোন কারণে যে পক্ষের বর্ণনা পত্র অগ্রাহ্য হইয়াছে, সে অন্য বর্ণনা পত্র দাখিল করিতে পারিবেক না। কেবল যদি আদালত তলব করেন কি অনুমতি দেন, তবে দাখিল করিতে পারিবেক।

উভয় পক্ষের জোবানবন্দী লইবার বিধি।

(কোন পক্ষ প্রভৃতির বাচনিক জোবানবন্দীর, ও শপথের কথা ও জোবানবন্দীর মর্ম্ম লিখিবার কথা।)

১২৫। মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে, ও আবশ্যক হইলে তাহার পর যে কোন সময়ে মোকদ্দমা শুনা যায় সেই সময়ে, যে কোন পক্ষ স্বয়ং হাজির হয় কি আদালতে উপস্থিত থাকে তাহার, কিম্বা কোন পক্ষ উকীলের দ্বারা হাজির হইলে সেই উকীলের, কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় গুরুতর সকল জিজ্ঞাসার

উত্তর যে করিতে পারে এমত অন্য লোক যদি উকীলের সঙ্গে থাকে তবে সেই লোকের বাচনিক জোবানবন্দী আদালত লইতে পারিবেন। জোবানবন্দী সেই শপথ কি প্রতিজ্ঞাক্রমে, কিম্বা সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের যে আইন যে সময়ে চলন থাকে সেই আইনের বিধানমতে লওয়া যাইবেক, কিন্তু উকীলের জোবানবন্দী লওয়া গেলে শপথ কি প্রতিজ্ঞাক্রমে লওয়া যাইবেক না। ঐ জোবানবন্দীর মর্ম্ম লিখিয়া লওয়া যাইবেক, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজ পত্রের শামিল করা যাইবেক।

(কোন পক্ষ জওয়াব দিতে স্বীকার না করিলে তাহার ফল)

১২৬। কোন পক্ষ স্বয়ং হাজির হইলে কিম্বা আদালতে উপস্থিত থাকিলে, ও আদালত তাহাকে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন গুরুতর কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করিলে, যদি সে কোন উপযুক্ত ওজর না থাকিতে ও উত্তর দিতে স্বীকার না করে, তবে আদালত তাহার বিপক্ষে ডিক্রী করিতে পারিবেন, অথবা বিষয়ের ভাবগতিক বুঝিয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত অন্য যে হুকুম উচিত জ্ঞান করেন তাহা করিবেন।

(উকীল উত্তর দিতে স্বীকার না করিলে কি না পারিলে তাহার ফল।)

১২৭। যদি কোন পক্ষ উকীলের দ্বারা উপস্থিত হয়, ও যদি সেই উকীল মোকদ্দমা-সম্পর্কীয় কোন গুরুতর জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে স্বীকার না করে কি না পারে, ও আদালত যদি বোধ করেন যে, উকীল যে ব্যক্তির নিমিত্তে উপস্থিত আছে তাহাকেই ঐ কথা জিজ্ঞাসা করা গেলে তাহার ঐ কথার উত্তর দেওয়া উচিত হইত ও সে দিতে পারিত, তবে আদালত ঐ মোকদ্দমা শুনিবার অন্য এক দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন, ও সেই পক্ষ নিজে সেই দিনে হাজির হয় এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন। সেই প্রকারের আজ্ঞা যে পক্ষকে দেওয়া যায় সে যদি উপযুক্ত ওজর না থাকিতেক সেই প্রকারের নিরূপিত

দিবসে নিজে উপস্থিত না হয়, তবে আদালত তাহার বিপক্ষে ডিক্রী করিতে পারিবেন, অথবা বিষয়ের ভাব গতিক বুঝিয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত অন্য যে হুকুম উচিত জ্ঞান করেন তাহা করিবেন।

দলীল উপস্থিত করিবার বিধি।

(মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে দলীল উপস্থিত করিবার কথা।)

১২৮। উভয় পক্ষের যে কোন প্রকারের দলীল পূর্ব্বে আদালতে দাখিল হয় নাই তাহা, ও মোকদ্দমা শুনিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত সময় থাকিতে যে কোন এত্তেলা তাহারদের উপর জারী হইয়া থাকে তাহাতে যে সকল দলীল কিম্বা কি অন্য দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা সকলই, ঐ উভয় পক্ষ কি তাহারদের উকীলেরা সঙ্গে করিয়া আনিবেক, ও মোকদ্দমা প্রথমবার শুনিবার সময়ে আদালত আজ্ঞা করিলেই উপস্থিত করিবার জন্যে প্রস্তুত রাখিবেক। তৎপরে মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে উভয় পক্ষ কি তাহারদের কেহ কোন প্রকারের যে কোন দলীল প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করিতে চাহে তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না। কিন্তু যদি প্রথমবার শুনিবার সময়ে ঐ দলীল উপস্থিত না করিবার উপযুক্ত কারণ আদালতের সন্তোষমতে প্রকাশ করা যায় তবে পরে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

(দস্তাবেজ আদালতের গ্রাহ্য করিয়া দৃষ্টি করিবার কি অগ্রাহ্য করিবার কথা।)

১২৯। উভয় পক্ষ যে সকল দস্তাবেজ উপস্থিত করে, তাহা আদালত গ্রাহ্য করিবেন ও তাহাতে দৃষ্টি করিবেন। কিন্তু দৃষ্টি করিলে পর আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে, তাহার মধ্যে যে কোন দস্তাবেজ মোকদ্দমার অসম্পর্কীয় কি অন্য প্রকারে গ্রাহ্য হইবার অনুপযুক্ত বোধ করেন তাহা অগ্রাহ্য করেন ও অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া রিকার্ড করেন।

(দলীলে উপযুক্ত মুল্যের ইষ্টাম্প না থাকিলে ও বাকী মুল্য ও জরীমানা দিলে পর তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।)

১৩০। যে সময়ে আইন কি আক্ট চলন থাকে তদনুসারে যাহার উপর ইষ্টাম্পের মাসুল লাগে, ঐ দস্তাবেজ যদি সেই প্রকারের দলীল কি খৎ কি লিপি হয় ও তাহা ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হইলেও উপযুক্ত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় নাই ইহা যদি আদালত দেখিতে পান, তবে যে পক্ষ তাহা আদালতে আনে সে, কিম্বা যে পক্ষের আদেশ মতে তাহা আনা যায় সে, ঐ ইষ্টাম্পের বাকী মাসুল দিলে, ও সেই বাকীর দশ গুণ টাকা জরিমানা দিলে, ও সেই দলীলের অন্য কোন কারণে ন্যায়মতে কিছু আপত্তি না থাকিলে, আদালত তাহা প্রমাণে গ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু ইষ্টাম্পের আইন প্রতারণা করিয়া এড়াইবার অভিপ্রায়ে ঐ দলীলে কি খতে কি লিপিতে উপযুক্ত মুল্যের ইষ্টাম্প দেওয়া যায় নাই, আদালতের বিবেচনাতে যদি এমত বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ থাকে, তবে আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(উক্ত প্রকারে যে টাকা পাওয়া যায় তাহার হিসাব রাখিবার ও তাহার রিটর্ণ মাসে মাসে কালেক্টর সাহেবকে দিবার কথা।)

১৩১। সেই টাকা দেওয়া গিয়াছে এই কথা, ও যত টাকা দেওয়া গেল তাহা আদালতের রাখা এক বহীতে লিখিয়া রাখিতে হইবেক, ও সেই কথা সেই দলীলের কি খতের কি লিপির পিঠে লিখিতে হইবেক, ও তাহাতে আদালতের বিচার কর্ত্তা দস্তখৎ করিবেন। আদালত সেই প্রকারে মাসুল বলিয়া কি জরীমানা বলিয়া যে সকল টাকা পান, তাহার এক রিটর্ণ মাসের শেষে জিলার রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। ও মাসুল বলিয়া যত টাকা ও জরীমানা বলিয়া যত টাকা পাইয়াছেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন, ও মোকদ্দমার নম্বর ও খ্যাতি, ও যাহার স্থানে সেই টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার নাম, ও তারিখ থাকিলে সেই তারিখ, ও সেই

দলীল প্রভৃতি চিনিবার জন্যে তাহার বর্ণনাও সেই রিটর্ণে লিখিবেন। ও সেই টাকা আদালত রাজস্বের কালেক্টর সাহেবকে দিবেন, কিম্বা তিনি সেই টাকা লইবার জন্যে যাহাকে নিযুক্ত করেন তাহার হাতে দিবেন। ও পূর্ব্বোক্তমতে পিঠে দস্তখত করা সেই দলীল কি খত কি লিপি রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের কি উপযুক্ত অন্য কার্য্যকারকের নিকটে আনা গেলে, তিনি পূর্ব্বোক্তমতের দেওয়া টাকা বুঝিয়া সেই দলীলে কি খতে কি লিপিতে অধিক যত ইষ্টাম্প ছাপান আবশ্যক হয় তাহা ছাপাইবেন।

(যে দস্তাবেজ গ্রাহ্য হয় তাহাতে চিহ্ন দিয়া নথীতে রাখিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।)

১৩২। যখন কোন দস্তাবেজ আদালতে গ্রহণ করা যায় ও প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হয়, তখন তাহার পৃষ্ঠে মোকদ্দমার নম্বর ও খ্যাতি ও যে ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করে তাহার নাম ও যে তারিখে তাহা উপস্থিত করা যায় তাহা লেখা যাইবেক, ও তাহা নথীর এক কাগজ বলিয়া নথীর শামিল করা যাইবেক। পরন্তু ঐ দস্তাবেজ যদি দোকানের খাতার কি অন্য বহীর লেখা কথা হয়, তবে যাঁহার পক্ষে সেই খাতা আনা যায় তাঁহার সেই লেখা কথার এক কেতা নকল দাখিল করিতে হইবেক। সেই নকলের পিঠে পূর্ব্বোক্তমতে লেখা যাইবেক, ও তাহা নথীর এক কাগজ বলিয়া নথীর শামিল করা যাইবেক ও ঐ বহী যে জন আনিয়াছিল তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।

(দস্তাবেজ উপস্থিত করিবার কি দাখিল করিবার জন্যে ইষ্ট্যাম্পের মাসুল না লাগিবার কথা।)

১৩৩। কোন দস্তাবেজ উপস্থিত করিবার কি দাখিল করিবার জন্য কোন ইষ্ট্যাম্পের মাসুল লাগিবেক না। ইহার বিরুদ্ধ কোন কথা কোন আইনে কি আক্টে থাকিলেও লাগিবেক না।

(যে দস্তাবেজ অগ্রাহ্য হয় তাহা আদালতে না রাখিলে তাহাতে চিহ্ন দিয়া ফিরিয়া দিবার কথা।)

১৩৪। যখন কোন দস্তাবেজ আদালতে অগ্রাহ্য হয়, তখন তাহার পৃষ্ঠে ১৩২ ধারার নির্দ্দিষ্ট মতে লেখা যাইবেক, ও তদ্ভিন্ন "অগ্রাহ্য হইল" এই কথাও লেখা যাইবেক, ও পৃষ্ঠের সেই কথাতে বিচারকর্ত্তা দস্তখৎ করিবেন। তৎপরে যে জন ঐ দস্তাবেজ উপস্থিত করিয়াছিল তাহাকে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক, কিন্তু আদালত (জাল হওয়ার সন্দেহ প্রভৃতি) বিশেষ কারণে তাহা রাখা উপযুক্ত বোধ করিলে রাখিতে পারিবেন।

(আপীল করিবার মিয়াদ অতীত হইলে পর, প্রমাণে যে সকল দস্তাবেজ উপস্থিত করা গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া দিবার কথা।)

১৩৫। মোকদ্দমাতে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার উপর আপীল করিবার মিয়াদ অতীত হইলে পর, কিম্বা যদি সেই নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়া থাকে তবে সেই আপীলী মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইলে পর, মোকদ্দমার এক পক্ষ হউক বা না হউক যে কোন লোক মোকদ্দমাতে দস্তাবেজ উপস্থিত করিয়াছিল সে তাহা ফিরিয়া পাইতে চাহিলে, যে আদালতে ঐ দস্তাবেজ থাকে সেই আদালতে দরখাস্ত করিয়া তাহা তাহার ফিরিয়া লইবার স্বত্ব থাকিবেক। কিন্তু যদি ডিক্রীর লিখিত কথার দ্বারা সেই দস্তাবেজ অকর্ম্মণ্য হয় কিম্বা যদি আদালত যথার্থ বিচার কার্য্যের উপলক্ষে তাহা রাখিবার হুকুম করিয়া থাকেন, তবে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না।

(নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে বিশেষ কারণে দস্তাবেজ ফিরিয়া দিবার ও তাহার দস্তখতী নকল রাখিবার কথা।)

১৩৬। দলীল যে আদালতে আছে সেই আদালত যদি বিশেষ কারণে তাহা ফিরিয়া দিবার হুকুম করা উপযুক্ত বোধ করেন, তবে ইহার পূর্ব্বের শেষ লিখিত ধারার নিরূপিত সময়ের আগে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিবেক। কিন্তু আসল দলীলের পরিবর্ত্তে, তাহার উপযুক্ত মতে দস্তখৎ করা এক কেতা নকল সর্ব্বদাই মোকদ্দমার নথীতে দিতে হইবেক।

সেই নকল ঐ দলীল লইয়া যাইবার প্রার্থনা যে করে তাহার খরচে করা যাইবেক।

(দস্তাবেজ ফিরিয়া দেওয়া গেলে তাহার রসীদ লইবার কথা।)

১৩৭। দস্তাবেজের রসীদ বহী আদালতে রাখিতে হইবেক, ও কোন দস্তাবেজ একবার আদালতে গ্রহণ হইয়া ও প্রমাণে গ্রাহ্য হইয়া যখন ফিরিয়া দেওয়া যায়, তখন যে ব্যক্তি তাহা লইয়া যায়, সে তাহা পাইয়াছে বলিয়া ঐ বহীতে রসীদ লিখিয়া দিবেক।

(আদালতের নিজ কিম্বা সরকারী অন্য দপ্তরখানা হইতে কি অন্য আদালত হইতে রাজ্য সম্পর্কীয় কাগজপত্র ছাড়া কাগজপত্র তলব করিবার কথা।)

১৩৮। দেওয়ানী কোন আদালত যদি বোধ করেন যে অন্য কোন মোকদ্দমার কাগজ পত্র দৃষ্টি করিলে, তাঁহার সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে তাহার বৃত্তান্ত আরো স্পষ্ট করা যায় ও যথার্থ বিচারের ফলোৎপাদন হয়, তবে সেই আদালত আপনার ইচ্ছামতে কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনা মতে, আপনার সিরিশ্তা হইতে কিম্বা সরকারী অন্য কোন দপ্তরখানা হইতে কি অন্য আদালত হইতে অন্য কোন মোকদ্দমার কি বিষয়ের কাগজপত্র তলব করিতে পারিবেন। কিন্তু রাজ্য সম্পর্কীয় যে কাগজপত্র দর্শান রাজ্য নিয়মের বিরুদ্ধ হয় তাহা তলব করিতে পারিবেন না।

ইস্যু নির্ণয়ের বিধি।

(ইস্যু লিখিবার কথা।)

১৩৯। উভয় পক্ষের মধ্যে আইন ঘটিত কি বৃত্তান্ত ঘটিত যে বিশেষ কথা ধরিয়া বিবাদ হয়, তাহা আদালত মোকদ্দমার প্রথমে শুনিবার সময়ে তদন্ত করিয়া নিশ্চয় করিবেন, ও তদনু-

সারে আইন ও বৃত্তান্ত ঘটিত যে বিশেষ কথার বিচার হইলে যথার্থ নিষ্পত্তি হয়, তাহা লিখিয়া রিকার্ড করিবেন। উভয় পক্ষ কি তাহারদের উকীলেরা যদি বর্ণনা পত্র দাখিল করে, ও উভয় পক্ষের কি তাহারদের উকীলেরদের জোবানবন্দী হইতে যে বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় তাহার সঙ্গে যদি ঐ বর্ণনাপত্রের বৃত্তান্ত না মিলে, তবু আদালত সেই জোবানবন্দী হইতে যে বৃত্তান্ত বুঝেন তাহা ধরিয়া ঐ ইস্যু নির্ণয় করিতে পারিবেন।

(ইস্যু নির্ণয় করিবার আগে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার কি দলীল দৃষ্টি করিবার কথা।)

১৪০। আদালতে যাহারা হাজির থাকে তাহাদের ছাড়া অন্য কোন লোকের জোবানবন্দী না হইলে, কিম্বা তদ্রূপ কোন লোকের দাখিল যাহা করে নাই এমত কোন দলীল না পড়িলে, ইস্যু ঠিক রূপে নির্ণয় হইতে পারে না, আদালতের যদি এমত বিবেচনা হয়, তবে তৎকালে কার্য্য মুলতবী রাখিয়া ইস্যু নির্ণয় করিবার অন্য দিন নির্দ্ধার্য্য করিবেন, ও শমন কিম্বা উপযুক্ত অন্য পরওয়ানা জারী করিয়া ঐ লোককে হাজির করাইবেন, কিম্বা দলীল যাহার হাতে থাকে তাহার দ্বারা সেই দলীল আনাইবেন।

(ইস্যু সংশোধন করিবার ও অধিক ইস্যু নির্ণয় করিবার কথা।)

১৪১। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মমতে ইস্যু শুধরাইতে পারিবেন, কিম্বা অধিক ইস্যু নির্ণয় করিতে পারিবেন, ও উভয়পক্ষের মধ্যে প্রকৃত যে কথা কি বিবাদ থাকে তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবার জন্যে ইস্যুর যে সংশোধন করা আবশ্যক হয় তাহাও করিতে হইবেক।

উভয়পক্ষের সম্মতি ক্রমে ইস্যুর কথা।

(উভয় পক্ষের সম্মতি পূর্ব্বক বৃত্তান্ত কি আইন ঘটিত কোন কথা ইস্যুমতে ব্যক্ত হইবার কথা।)

১৪২। মোকদ্দমার উভয়পক্ষের মধ্যে বৃত্তান্ত কি আইন ঘটিত এক কি অনেক যে কথার নিষ্পত্তি করিতে হইবেক, তদ্বিষয়ে যদি উভয়পক্ষের অনৈক্য না থাকে তবে তাহারা সেই কথা ইস্যুর মতে ব্যক্ত করিতে পারিবেক, ও এই মর্ম্মের একরারনামাও লিখিয়া দিতে পারিবেক যে, আদালত ঐ ইস্যুর বিচার করিয়া যাহা মঞ্জুর করেন কি নামঞ্জুর করেন তদনুসারে, একরারনামাতে যত টাকা ধরা গিয়াছে তত, কিম্বা যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবার যে কথা ইস্যুর মধ্যে লিখিয়া দেওয়া গেল সেই কথাক্রমে আদালত যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন তত টাকা, আমারদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে দিবেক, কিম্বা মোকদ্দমার সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় সেই একরারনামার লিখিত কোন সম্পত্তি সেই বিচারানুসারে আমারদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে দিবেক, কিম্বা বিবাদের বিষয়ের সঙ্গে যে কোন সম্পর্ক থাকে একরারনামার লিখিত আইন সম্পর্কীয় কোন বিশেষ কার্য্য সেই বিচারানুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে এক কি অধিক লোক করিবেক কি সাধন করিবেক, কিম্বা সেই বিশেষ কার্য্য করণে কি সাধনে ক্ষান্ত হইবেক। ঐ একরারনামায় কোন ইষ্টাম্পের মাশুল লাগিবেক না।

(বিচারকর্ত্তা যদি জ্ঞানবোধমতে জানেন যে একরারনামা সরল ভাবে করা গিয়াছে তবে তিনি তদনুসারে ডিক্রী করিতে পারিবেন।)

১৪৩। উভয়পক্ষের কি তাহারদের উকীলেরদের সোয়াল-জবাবী লইয়া, ও যে প্রমাণ উচিত জ্ঞান করেন তাহা গ্রহণ করিয়া, যদি আদালত জ্ঞানবোধমতে জানেন যে, ঐ একরারনামা উভয়পক্ষ উপযুক্ত মতে লিখিয়া দিয়াছে, ও যে কথা ধরা গিয়াছে তাহার নিষ্পত্তিতে উভয়পক্ষের সরল ভাবে লাভ সম্পর্ক আছে, ও তাহা বিচার কি নিষ্পত্তি করিবার উপযুক্ত কথা বটে, তবে আদালত তাহা রিকার্ড করিয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন, ও আদালত আপনি সেই ইস্যু নির্ণয় করিলে যে প্রকারে করিতেন সেই প্রকারে সেই ইস্যুর উপর আপনার বিচার কি মত জানাইবেন, ও সেই ইস্যুর যে প্রকারে বিচার কি

নিষ্পত্তি করেন তদনুসারে উভয়পক্ষের সেই প্রকারের নির্দ্ধারিত কিম্বা আদালতের পূর্ব্বোক্তমতের নির্ণীত টাকা দিবার হুকুম, কিম্বা একরারনামায় নিয়মানুসারে অন্য হুকুম করিবেন, ও সেই প্রকারেতে সে নিষ্পত্তি হয়, তদনুসারে ডিক্রী হইবেক, ও উভয়পক্ষের বিবাদের মোকদ্দমায় ডিক্রী হইলে যে প্রকারে হইল সেই প্রকারে ঐ ডিক্রীজারী হইবেক।

মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে নিষ্পত্তি হইবার বিধি।

(আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত কোন কথা লইয়া বিবাদ না হইলে তাহার কথা।

১৪৪। উভয়পক্ষের মধ্যে আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হয় না, ইহা মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার সময়ে যদি দৃষ্ট হয়, তবে আদালত একেবারে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

(আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত কথা লইয়া বিবাদ হইলে তাহার কথা ও উপযুক্ত বোধ করিলে আদালতের ইস্যু নির্ণয় করিয়া হুকুম করিতে পারিবার কথা কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে শমন হইলে তাহার বর্জ্জিত কথা।

১৪৫। উভয়পক্ষের মধ্যে আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত কোন কথা লইয়া যদি বিবাদ হয়, ও ইহার পূর্ব্বের লিখিত বিধানমতে যদি আদালত ইস্যু নির্ণয় করিয়া থাকেন, ও আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত যে কোন ইস্যু মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রচুর ও তদ্বিষয়ে উভয়পক্ষের লোকেরা কি তাহারদের উকীলেরা তৎকালে যে তর্ক বিতর্ক করিতে পারে কি যে প্রমাণ দিতে পারে তাহার অধিকের প্রয়োজন নাই ইহা যদি আদালত হৃদ্বোধমতে জানেন, তবে সেই তর্ক বিতর্ক ও প্রমাণ শুনিবার পরে আদালত সেই এক কি অধিক ইস্যু নির্ণয় করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন, ও তাহা বিচার যাহা নির্দ্ধার্য্য হয় তাহা যদি নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রচু

হয় তবে শমন কেবল ইস্যুনির্ণয়ের নিমিত্তে জারী হইলে কি মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে জারী হইলেও আদালত তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন। নতুবা মোকদ্দমা পুনরায় শুনিবার নিমিত্তে মুলতবী রাখি ও মোকদ্দমা বুঝিবা অধিক যে প্রমাণ কি অধিক যে তর্ক বিতর্ক প্রয়োজন হয় তাহা উপস্থিত করিবার জন্যে অন্য দিন নিরূপণ করিবেন। পরন্তু যদি মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে শমন জারী হইয়া থাকে, ও মোকদ্দমার কোন পক্ষ যে প্রমাণের উপর নির্ভর করে তাহা যদি উপস্থিত না করে, তবে আদালত একেবারে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

মুলতবী রাখিবার বিধি।

(অবকাশ দিতে পারিবার কি অন্য দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা মুলতবী রাখিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।)

১৩৬। উভয় পক্ষকে কি কোন এক পক্ষকে অবকাশ দিবার উপযুক্ত কারণ প্রকাশ হইলে, আদালত মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে তদ্রূপ অবকাশ দিতে পারিবেন ও মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য সময়ে সময়ে মুলতবী রাখিতে পারিবেন। তাহা করিলে আদালত মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিনও নিরূপণ করিবেন। পরন্তু এমত সকল স্থলে মোকদ্দমা মুলতবী থাকাতে যে খরচ হয় তাহা যে পক্ষ অবকাশ প্রার্থনা করে সেই পক্ষ দিবেক। কিন্তু আদালত অন্য রূপ আজ্ঞা করিলে দিবেক না।

(যদি উভয়পক্ষ নিরূপিত দিনে হাজির না হয় তবে আদালতের যে রূপে কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার কথা।)

১৩৭। মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া তাহা শুনিবার অন্য যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে, যদি উভয় পক্ষ কি কোন পক্ষ নিজে কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, তবে আদালত ঐ মোকদ্দমা লইয়া ১১০ ধারার কিম্বা বিষয় বিশেষে ১১১ কি ১১৪ ধারার

নির্দ্দিষ্টমতে কার্য্য করিবেন, অথবা ভাবগতিক বুঝিয়া অন্য যে হুকুম ন্যায্য ও উচিত বোধ হয় সেই হুকুম করিতে পারিবেন।

(কোন পক্ষ প্রমাণ কি সাক্ষি উপস্থিত না করিলেও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিবার কথা।)

১৪৮। মোকদ্দমার কোন পক্ষকে অবকাশ দেওয়া গেল, যদি সে প্রমাণ উপস্থিত না করে কি সাক্ষিদিগকে হাজির না করায়, কিম্বা অন্য যে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে অবকাশ দেওয়া গিয়াছিল সেই কর্ম্ম না করে, তবে তাহার সেইরূপ ত্রুটি হইলেও আদালত নথীর কাগজপত্র দেখিয়া সেই মোকদ্দমার বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

সাক্ষীদিগকে তলব করিবার বিধি।

(শমনের নিমিত্তে দরখাস্তের কথা।)

১৪৯। যদি মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে শমন হয় তবে আসামীর নামে শমন জারী হইলে পর কোন সময়ে, কিম্বা আসামীর নামে যে শমন জারী হয় তাহা যদি কেবল ইসু নির্ণয়ের নিমিত্তে হয় তবে ইসু রিকার্ড হইলে পর কোন সময়ে, উভয়পক্ষ কিম্বা তাহারদের উকীলেরা আদালতে দরখাস্ত করিয়া, সাক্ষ্য দিবার কি দলীল আনিবার জন্যে সাক্ষিরদের কিম্বা অন্য ব্যক্তিরদের নামে হাজির হইবার শমন পাইতে পারিবেক। তদ্রূপ কোন শমনে যত লোকের নাম লেখাইতে চাহে তত লেখাইতে পারিবেক।

(শমনের নিমিত্তে দরখাস্তের উপর ইষ্টাম্পের মাসুল না লাগিবার কথা।)

১৫০। সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল আনাইবার জন্যে কোন সাক্ষির কি অন্য ব্যক্তির নামে হাজির হইবার শমন জারী করিবার যে দরখাস্ত হয় তাহার নিমিত্তে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক

।। ইহার বিরুদ্ধ কোন কথা কোন আইনে কি আক্টে থাকিলেও লাগিবেক না।

শমন জারী করিবার পূর্ব্বে সাক্ষিরদের খরচ দিবার কথা। খরচ যে হিসাবে ধরিতে হইবেক তাহার ও সাক্ষিকে সেই খরচ লইতে বলিবার কথা. ও খরচ না কুলাইলে তাহার কথা, ও সাক্ষিরদিগকে কিছু দিন রাখা গেলে তাহার কথা।)

১৫১। এক এক জন সাক্ষির কি শমনের লিখিত অন্য ব্যক্তির যে আদালতের উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হয়, সে আদালতে যাইবার ও তথা হইতে ফিরিয়া যাইবার ও তথায় এক দিন থাকিবার জন্যে যত পথ খরচ ও অন্যান্য খরচ আদালত উচিত বোধ করেন তত খরচ শমন জারী করিবার দরখাস্তকারি ব্যক্তির ঐ আদালতে দিতে হইবেক ঐ আদালত যদি অন্য আদালতের অধীন থাকে, তবে যাহার নিজ অধীন থাকে সেই আদালত যদি খরচের কোন বিধি করিয়া থাকেন, তবে সেই বিধি মানিয়া ঐ খরচের হার ধরিতে হইবেক। শমন যাহার নামে হয় নিজ সেই ব্যক্তির উপরে জারী হইতে পারিলে, যে টাকা সেইরূপে আদালতে দেওয়া গেল তাহাও শমন জারী হইবার সময়ে সেই সাক্ষিকে কি অন্য ব্যক্তিকে লইতে বলা যাইবেক। সাক্ষির কি অন্য ব্যক্তির আদালতে যাইবার ও ফিরিয়া যাইবার পথ খরচ ও অন্যান্য খরচের নিমিত্তে বলিয়া যত টাকা আদালতে দেওয়া যায় তাহাতে সেই খরচ কুলায় না, ইহা যদি আদালত বোধ করেন, তবে তাহার নিমিত্তে অধিক যত টাকা আবশ্যক বোধ হয় তাহা ঐ সাক্ষিকে কি অন্য ব্যক্তিকে দিতে আদালত হুকুম করিতে পারিবেন। ও সেই টাকা যদি না দেওয়া যায় তবে সেই টাকা দিতে যাহার প্রতি হুকুম হইয়াছিল তাহার মাল ক্রোক ও নীলাম করিয়া আদায় করিবার হুকুম করিতে পারিবেন, অথবা সাক্ষিকে সাক্ষ্য দিবার হুকুম না করিয়া বিদায় করিতে পারিবেন। যে সাক্ষিকে কি অন্য ব্যক্তিকে শমন করা গেল তাহাকে যদি এক দিনের অধিক রাখিবার প্রয়োজন হয়, তবে তাহার সেই অধিক কালের

খরচ যত টাকাতে কুলায়, তত টাকা আদালত যাহার প্রার্থন মতে তাহাকে শমন করাগেল তাহাকে আদালতে আমানৎ করিতে সময়ে সময়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই টাকা আমানৎ করিলে ঐ সাক্ষিকে সাক্ষ্য দিবার হুকুম না করিয়া বিদায় করিতে হুকুম করিতে পারিবেন।

(হাজির হইবার সময় ও স্থান ও অভিপ্রায় শমনে লিখিবার কথা।)

১৫২। সাক্ষির কিম্বা অন্য ব্যক্তির হাজির হইবার শমনে তাহার যে সময়ে ও স্থানে হাজির হইতে হইবেক তাহা ও সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার জন্যে, কি দুই কারণে, অর্থাৎ যে অভিপ্রায়ে তাহার হাজির হইবার আদেশ হয় তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক। ও সাক্ষিকে কি অন্য ব্যক্তিকে বিশেষ কোন দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে তলব হইলে, শমনে তাহার সুবিধা মতে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে হইবেক।

(দলীল উপস্থিত করিবার শমনের কথা।)

১৫৩। কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউক কি না হউক তাহার নামে সাক্ষ্য দিবার শমন না হইয়া ও দলীল উপস্থিত করিবার শমন হইতে পারিবেক। ও যে ব্যক্তির নামে কেবল দলীল উপস্থিত করিবার শমন করা যায়, সে যদি ঐ দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে আপনি হাজির না হইয়া ও সেই দলীল উপস্থিত করায়, তবে সে শমন মতে কার্য্য করিয়াছে জ্ঞান হইবেক।

সাক্ষির নামে শমন জারী করিবার বিধি।

(শমন যখন ও যে প্রকারে জারী করিতে হইবেক তাহার কথা।)

১৫৪। সাক্ষিকে কি অন্য ব্যক্তিকে আসল শমন দেখাইলে ও তাহার নকল দিলে কি লইতে বলিলে শমন জারী হইবেক।

আর শমনে ঐ সাক্ষির কি অন্য ব্যক্তির হাজির হইবার যে সময় লেখা আছে তাহার পূর্ব্বে, ঐ লোকের প্রস্তুত হইবার ও যে স্থানে হাজির হইতে হইবেক সেই স্থানে যাইবার তাহার উপযুক্ত অবকাশ হয় এমত উপযুক্ত সময় থাকিতে, শমন জারী করিতে হইবেক।

(সাক্ষির উপর কিম্বা তাহার পরিবারের কোন পুরুষের উপর জারী হইবার কথা।)

১৫৫। যাহার হাজির হইবার হুকুম হয় তাহারই উপর শমন জারী করা যাইতে পারিলে করা যাইবেক কিন্তু যদি তাহাকে না পাওয়া যায়, তবে তাহার পরিবারের প্রাপ্ত ব্যবহার যে কোন পুরুষ তাহার সঙ্গে বাস করে তাহার উপর জারী হইতে পারিবেক।

(যদি শমন জারী হইতে না পারে তবে আদালতে ফিরিয়া দিবার কথা।)

১৫৬। যাহার হাজির হইবার হুকুম হয় তাহার সন্ধান যদি না পাওয়া যায়, ও যাহার উপর শমন জারী হইতে পারে তাহার পরিবারের প্রাপ্ত ব্যবহার এমত কোন পুরুষ না থাকে, তবে জারীকরণীয় আমলা তাহা জারী করিতে পারিল না এই কথা শমনের পিঠে লিখিয়া, যে আদালত হইতে বাহির হইল সেই আদালতে ফিরিয়া দিবেক।

(শমন জারী হইবার সময় ও প্রকার তাহার পিঠে লিখিবার কথা।)

১৫৭। যদি শমন জারী হইয়াছে, তবে যে সময়ে ও যে প্রকারে জারী হইয়াছে তাহা শমন জারীকরণীয় আমলা আসল শমনের পিঠে সর্ব্বদাই লিখিবেক।

(সাক্ষী অন্য এলাকায় বাস করিলে তাহার উপর শমন জারী হইবার কথা।)

১৫৮। যাহার হাজির হইবার হুকুম হয় সেই জন, মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত থাকে তাহা ছাড়া যদি অন্য কোন

আদালতের এলাকায় বাস করে, তবে মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত থাকে সেই আদালত, ঐ সাক্ষির বাসস্থান যে যে আদালতের এলাকায় থাকে এমত যে কোন আদালত হইতে ঐ শমন অতি অক্লেশে জারী হইতে পারে সেই আদালতে পাঠাইবেন। ও যে আদালতে পাঠান যায় সেই আদালত তাহা পাইলেই উপরের লিখিত আজ্ঞামতে জারী হইবার জন্যে আপনার নাজিরকে উপযুক্ত অন্য আমলাকে দিবেন। ও জারীকরণীয়া আমলা ঐ শমন ফিরিয়া দিলে তাহা যে আদালত হইতে প্রথমে বাহির হইয়াছিল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবেক।

(সাক্ষী পলায়ন করিলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক হইবার কথা।)

১৫৭। প্রমাণ দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে হাজির হইবার শমন যাহার নামে বাহির হয় তাহার উপর যদি ইহার পূর্ব্বের লিখিত কোন প্রকারে জারী হইতে না পারে, তবে আদালত জারীকরণীয়া আমলার রিটর্ণের দ্বারা তাহা নিশ্চিতরূপে জানিলে, ও সেই সাক্ষির সাক্ষ্য কিম্বা সেই দলীল উপস্থিত করা গুরুতর বিষয়, ও শমন জারী না হয় এই কারণে ঐ সাক্ষী কি অন্য ব্যক্তি পলায় কি লুকাইয়া থাকে এই এই কথার প্রমাণ হইলে, আদালত তাহার ঘরের কি বাসস্থানের কোন প্রকাশ স্থানে ইশ্তিহার লটকাইয়া দেওয়াইবেন। সেই ইশ্তিহার নামাতে ঐ লোককে আজ্ঞা হইবেক যে ঐ ইশ্তিহার নামার লিখিত সময়ে ও স্থানে সাক্ষ্য দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে হাজির হয়। ও যদি ইশ্তিহারনামার লিখিত সময়ে ও স্থানে হাজির না হয়, তবে যে পক্ষ ঐ শমন বাহির হইবার দরখাস্ত করিয়াছিল সে প্রার্থনা করিলে, আদালত যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন ঐ লোকের তত টাকা পর্য্যন্তের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার হুকুম করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ ক্রোক করিবার যত খরচ হয় ও ইহার পরের ধারার বিধানমতে ঐ লোকের যত জরিমানা হইতে পারে তাহা লইয়া যত টাকা হয়, তাহার অধিক টাকার সম্পত্তি ক্রোক হইবেক না।

(সাক্ষী হাজির হইলে আদালতের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।)

১৬০। সম্পত্তি ক্রোক হইলে যদি সেই সাক্ষী কি অন্য লোক হাজির হইয়া, শমন জারী না হইবার কারণে পলায় নাই কি লুকাইয়া থাকে নাই কিন্তু ইশ্তিহারের লিখিত সময়ে ও স্থানে হাজির হইবার জন্যে উপযুক্ত অবকাশমতে সেই ইশ্তিহারের সম্বাদ পায় নাই, এই কথা আদালতের হৃদ্বোধমত জানায়, তবে আদালত ঐ ক্রোক হইতে সম্পত্তি খালাস করিবার হুকুম করিবেন, ও ক্রোক করিবার খরচের বিষয়ে যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি হুকুম করিবেন। যদি সেই সাক্ষী কি অন্য লোক হাজির না হয়, কিম্বা যদি হাজির হইয়া, শমন জারী না হইবার কারণে পলায় নাই কি লুকাইয়া থাকে নাই ও পূর্ব্বোক্তরূপে অবকাশমতে ইশ্তিহারের সম্বাদ পায় নাই, এই এই কথা আদালতের খাতিরজমা মতে জানাইতে না পারে, তবে ঐ ক্রোক করার যত খরচ হয় তাহা শোধ করিবার জন্যে, ও কোন সাক্ষী শমন জারী না হইবার কারণে পলাইলে কি লুকাইয়া থাকিলে তাহার দণ্ডের যে আইন সে সময়ে চলিত থাকে সেই আইনের বিধানমতে আদালত ঐ সাক্ষির কি অন্য লোকের যত জরিমানা দিতে হুকুম করেন সেই জরিমানার টাকা আদায় করিবার জন্যে, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি কি তাহার কোন ভাগ নীলাম করিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি সেই সাক্ষী কি অন্য লোক ঐ খরচ কি জরিমানার টাকা আদালতে দাখিল করে, তবে আদালত ক্রোক হইতে সম্পত্তি খালাস করিতে হুকুম করিবেন।

সাক্ষীস্বরূপে উভয়পক্ষের জোবানবন্দী হইবার বিধি।

(মোকদ্দমার কোন পক্ষ স্বয়ং হাজির হইলে তাহার নিজ তরফে কি অন্য কোন লোকের তরফে জোবানবন্দী হইবার কথা।)

১৬১। যখন মোকদ্দমার কোন পক্ষ মোকদ্দমা শুনিবার কোন সময়ে নিজে হাজির হয়, তখন তাহার সেই মোকদ্দমার এক পক্ষ না হইবার মতে তাহার নিজ তরফে কি মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষের তরফে সাক্ষীস্বরূপে তাহার জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিবেক।

(সাক্ষী স্বরূপে কোন পক্ষের জোবানবন্দী লইবার বিশেষ দরখাস্ত হইবার কথা।)

১৬২। যদি মোকদ্দমার কোন পক্ষ ঐ মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষকে সাক্ষীস্বরূপে বলপূর্ব্বক হাজির করাইতে চাহে, তবে সে আপনি কি উকীলের দ্বারা ঐ পক্ষের হাজির হইবার হুকুম করিতে আদালতে বিশেষ দরখাস্ত করিবেক, ও ঐ দরখাস্তের পোষকতায় আদালতের হৃদ্‌বোধমতে উপযুক্ত কারণ দর্শাইবেক, নতুবা শমন জারী হইবেক না।

(প্রথমে কারণ দর্শাইবার এত্তেলা জারী হইবার কথা।)

১৬৩। যদি আদালত উচিত বোধ করেন, তবে সেই রূপ হুকুম করিবার পূর্ব্বে, সেই ব্যক্তির হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে না হয় ইহার কারণ দর্শাইবার জন্যে দিন নিরূপণ করিয়া, ঐ ব্যক্তি-কে কি তাহার উকীলকে এত্তেলা দেওয়াইবেন, আরো যদি আবশ্যক হয় তবে উত্তম ও উপযুক্ত কারণ থাকিলে ঐ হেতু দর্শাইবার মিয়াদ সময়ে সময়ে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(যে হেতু দর্শান যায় তাহার পোষকতায় লিখিত এজ-হার গ্রাহ্য করিবার কথা।)

১৬৪। যে হেতু দর্শান যায় তাহার পোষকতায়, আদালত ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লেখা ঐ ব্যক্তির কোন এজহার গ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু তাহাতে ঐ ব্যক্তির দস্তখৎ করিতে হইবেক, ও আরজীর কথা সত্য ইহা লিখিবার যে বিধান এই আইনে হইয়াছে, সেই বিধান মতে ঐ এজহারের কথা সত্য ইহা লিখি-বেক, ও আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা সেই এজহার আদালতে দিবেক।

(প্রচুর কারণ দর্শান না গেলে শমন জারী হইবার কথা।)

১৬৫। নিরূপিত দিবসে, কিম্বা তাহার পর পরে যে কোন দিন পর্য্যন্ত আদালত ঐ কার্য্যের নিমিত্তে অবকাশ দিয়া থাকিবেন, সেই দিনে যদি উপযুক্ত কারণ দর্শান না যায়, তবে আদালত ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার হুকুম জারী করিবেন।

(কোন সময়ে আদালতের স্বেচ্ছামতে সাক্ষির শমন হইবার কথা।)

১৬৬। আদালত যদি যথার্থ বিচার হইবার নিমিত্তে মোকদ্দমার কোন পক্ষের জোবানবন্দী লওয়া, কিম্বা তাহার কাছে কি তাহার ক্ষমতায় থাকা কোন দলীল দৃষ্টি করা আবশ্যক বোধ করেন, তবে মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে স্বেচ্ছামতে ঐ পক্ষের নামে শমন জারী করাইয়া, ঐ শমনের নিরূপিত দিনে হাজির হইয়া সাক্ষির মতে সাক্ষ্য দিতে, কিম্বা সেই দলীল তাহার কাছে কি তাহার ক্ষমতায় থাকিলে তাহা দেখাইতে, শমন করিতে পারিবেন। ও খোলা কাছারীতে সাক্ষির মতে ঐ পক্ষের জোবানবন্দী লইতে পারিবেন, কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে হুকুম করেন সেই প্রকারে ঐ পক্ষের জোবানবন্দী লইবেন।

সাক্ষিরদের হাজির হওনের বিধি ও হাজির না হইলে তাহার ফল।

(যাহারদের নামে সাক্ষ্য দিবার শমন হয় তাহাদের হাজির হইতে হইবার কথা।)

১৬৭। কোন মোকদ্দমায় যে কোন ব্যক্তিকে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে শমন হয়, সেই ব্যক্তির ঐ কার্য্যের নিমিত্তে শমনের লিখিত সময়ে ও স্থানে হাজির হইতেই হইবেক।

(কোন সাক্ষির হাজির না হইবার ফল।)

১৬৮। যদি সাক্ষ্য দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার কোন শমন কোন ব্যক্তির উপরে ১৫৫ ধারার লিখিত কোন এক প্রকারে জারী করা যায়, ও সে যদি ন্যায্যমতের ওজর না থাকিতে ও সেই শমন মতে কার্য্য না করে, তবে আদালত তাহাকে ধরিয়া আদালতে আনিতে হুকুম দিতে পারিবেন। যদি সে পলায় কি লুকাইয়া থাকে ও তাহাতে ধরা যাইতে কি আদালতের সম্মুখে আনা যাইতে না পারে, তবে সাক্ষির কি অন্য ব্যক্তির উপর শমন জারী হইতে না পারিলে তাহার সম্পত্তি লইয়া ১৫৯ ও ১৬০ ধারাতে যে রূপে ও যে বিধিমতে করিবার বিধান আছে সেই রূপে ও সেই বিধিমতে ঐ ব্যক্তির ও সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবেক।

(সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করিবার ফল।)

১৬৯। যদি কোন সাক্ষী আদালতে হাজির হইয়া কি বর্ত্তমান থাকিয়া, ও আদালত হইতে হুকুম পাইলে ন্যায্যমতের ওজর না থাকিতে ও সাক্ষ্য দিতে, কিম্বা তাহার জিম্মায় কি তাহার ক্ষমতায় থাকা যে কোন দলীল পূর্ব্বোক্ত প্রকারের শমনে নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা উপস্থিত করিতে স্বীকার না করে, তবে আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন, উপযুক্ত ততকাল পর্য্যন্ত সেই সাক্ষিকে কয়েদ করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি ইতি মধ্যে সে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে কিম্বা দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হয়, তবে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। পরন্তু সেই সময় গত হইলেও যদি সে অস্বীকার করিতে থাকে, তবে সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করিবার দণ্ডের যে আইন যে সময়ে চলন থাকে সেই আইনের বিধানমতে আদালত তাহাকে লইয়া কার্য্য করিবেন।

(কোন পক্ষের হাজির না হইবার কি সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করিবার ফল।)

১৭০। মোকদ্দমার একপক্ষ হইয়া কোন লোককে সাক্ষ্য দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে হাজির হইবার হুকুম

হইলে, সে যদি ন্যায্য মতের ওজর না থাকিতে ও সেই হুকুম মতে কার্য্য না করে, কিম্বা হাজির হইয়া কি আদালতে বর্ত্তমান থাকিয়া, ও আদালত হইতে হুকুম পাইলে ন্যায্য মতের ওজর না থাকিতে ও সাক্ষ্য দিতে, কিম্বা তাহার জিম্মায় কি তাহার ক্ষমতায় থাকা যে কোন দলীল পূর্ব্বোক্ত মতের শমনে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা উপস্থিত করিতে স্বীকার না করে তবে যে পক্ষ সেই প্রকারের কর্ম্ম না করে কি করিতে স্বীকার না করে তাহার বিরুদ্ধে আদালত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া যেমন উপযুক্ত বোধ করেন তেমনি ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য হুকুম করিতে পারিবেন।

(আদালতে যে কেহ বর্ত্তমান থাকে তাহার নামে শমন না হইলেও তাহাকে সাক্ষ্য দিতে হুকুম হইবার কথা।)

১৭১। মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে কি না হইলেও যে কোন ব্যক্তি আদালতে থাকে, তাহাকে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে, কিম্বা দলীল উপস্থিত করিতে শমন করা গেলে, তাহার যে প্রকারে ও যে বিধিমতে সাক্ষ্য প্রভৃতি দিতে হইত সেই প্রকারে ও সেই বিধিমতে আদালত তাহাকে সাক্ষ্য দিতে, ও তৎকালে ও তৎস্থানে নিতান্ত তাহার নিকটে কি তাহার ক্ষমতায় যে দলীল থাকে তাহা দেখাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও আদালতের হুকুম মতে কার্য্য করিতে স্বীকার না করিলে মোকদ্দমার এক পক্ষের কিম্বা বিষয় বিশেষে সাক্ষির প্রতি পূর্ব্বের লিখিত কোন বিধিমতে যে রূপে কার্য্য হইতে পারে, তাহার ও প্রতি আদালত সেইরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন।

সাক্ষিরদের জোবানবন্দী যে সময়ে ও যে প্রকারে লইতে হইবেক তাহার বিধি।

(খোলা কাছারীতে মোকদ্দমা শুনিবারকালে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার কথা, ও যে মোকদ্দমার উপর

আপীল হইতে পারে তাহাতে সাক্ষ্য যে প্রকারে লইতে হইবেক, ও যে স্থলে সাক্ষির জোবানবন্দীর তরজমা তাহার নিকটে পাঠ করিতে হইবেক ও যে স্থলে ইংরাজী ভাষাতে লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা, ও কোন কোন সওয়ালের আপত্তির কথা, ও এক এক সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার সময়ে বিচার কর্ত্তার তাহা টুকিয়া রাখিবার কথা, ও যে মোকদ্দমার উপর আপীল নাই তাহাতে সাক্ষ্য যে রূপে লইতে হইবেক তাহার কথা, ও বিচারকর্ত্তা সাক্ষ্যের সারাংশ টুকিয়া রাখিতে না পারিলে তাহার কারণ লিখিবার কথা।)

১৭২। মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা যখন মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া অন্য যে দিনে শুনা যায় সেই দিনে, যত জন সাক্ষী হাজির থাকে তাহারদের বাচনিক জোবানবন্দী খোলা কাছারীতে, বিচারকর্ত্তার সাক্ষাতে ও কর্ণগোচরে ও তাঁহার নিজ হুকুম মতে ও তত্ত্বাবধানে লইতে হইবেক। যে মোকদ্দমার উপর উপরিস্থ আদালতে আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমাতে ঐ জোবানবন্দী লওন সময়ে এক এক জন সাক্ষী যে সাক্ষ্য দেন তাহা, আদালতের কার্য্যেতে যে ভাষা চলন থাকে সেই ভাষাতে, বিচার কর্ত্তার দ্বারা কিম্বা তাঁহার সাক্ষাতে ও তাঁহার নিজ হুকুম মতে ও তত্ত্বাবধানে লিখিয়া লওয়া যাইবেক। কিন্তু সাধারণ মতে প্রশ্ন ও উত্তর করিয়া লিখিতে হইবেক না, বিবরণের পাঠে লিখিতে হইবেক। ও তাহা সমাপ্ত হইলে বিচারকর্ত্তার, ও সেই সাক্ষির, ও মোকদ্দমার উভয়-পক্ষের, কিম্বা তাহারদের উকীলেরদের, কিম্বা তাহারদের যত জন হাজির থাকে তাহারদের গোচরে পাঠ করা যাইবেক, ও আবশ্যক হইলে সংশোধন হইবেক ও বিচারকর্ত্তা তাহাতে দস্তখত করিবেন। সাক্ষী যে ভাষা কহিয়া সাক্ষ্য দিল তদ্ভিন্ন অন্য ভাষাতে যদি লিখিয়া লওয়া যায় ও সাক্ষী সেই অন্য ভাষা যদি না বুঝে, তবে তাহার লিখিয়া লওয়া সেই জোবানবন্দী যে ভাষাতে কহিয়াছিল সেই ভাষাতে তরজমা হইয়া তাহার নিক-

টে শুনান যায় ঐ সাক্ষী একত্র নিদর্শন করিতে পারিবেক। ইংরাজী ভাষাতে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা ইংরাজী ভাষাতেই লেখা যায়, ইহাতে মোকদ্দমার উভয়পক্ষের যে সকল লোক উপস্থিত থাকে তাহারা ও যাহারা উপস্থিত না থাকে তাহারদের উকীলেরা সম্মত হইলে, বিচারকর্ত্তা আপন হাতে ঐ সাক্ষ্য সেই ভাষাতে লিখিয়া লইবেন। কোন বিশেষ প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কোন বিশেষ কারণ দৃষ্ট হইলে, কিম্বা কোন পক্ষ কি তাহার উকীল এমত প্রার্থনা করিলে, আদালত স্বীয় বিবেচনামতে সেই প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া কি লেখাইয়া লইবেন। কোন সাক্ষির নিকটে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহাতে কোন পক্ষ কি তাহারদের উকীলেরা আপত্তি করিলেও যদি আদালত সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি দেন তবে সেই প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া দেওয়া যাইবেক, ও সেই আপত্তি ও যে জন তাহা করিয়াছিল তাহার নাম, ও সেই আপত্তির বিষয়ে আদালতের যে নিষ্পত্তি হয় তাহার কথাও জোবানবন্দীর লিখন কাগজে লেখা যাইবেক। জোবানবন্দী দিবার সময়ে সাক্ষির যে চাহনি হয় তদ্বিষয়ে যদি আদালত কিছু কথা লেখা গুরুতর জ্ঞান করেন তবে তাহাও লিখিবেন। যে যে মোকদ্দমাতে বিচারকর্ত্তা আপন হাতে জোবানবন্দী না লেখেন, সেই সেই মোকদ্দমায় এক এক জন সাক্ষী জোবানবন্দী দিবার সময়ে যাহা কহে তাহার সারাংশ বিচারকর্ত্তার টুকিয়া রাখিতে হইবেক। তাহা আপন হাতে লিখিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ও সেই লিখন নথীতে দেওয়া যাইবেক। যে যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে না পারে সেই সেই মোকদ্দমায় সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর কথা বিস্তারিত রূপে লিখিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু এক এক জন সাক্ষী, জোবানবন্দী দিবার সময়ে যাহা কহে তাহার সারাংশ বিচারকর্ত্তা টুকিয়া রাখিবেন। তাহা আপন হাতে লিখিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। ও তাহা নথির এক কাগজ হইবেক, বিচারকর্ত্তা ঐ বিধানমতে টুকিয়া রাখিতে না পারিলে যে কারণে লিখিতে পারিলেন না তাহা লিখিবেন, ও যাহার উপর আপীল নাই এমত মোকদ্দমা হইলে ঐ সারাংশ খোলা কাছারীতে আপ

নাম্ন কহনমতে অন্যের দ্বারা লেখাইয়া লইবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ও সেই লিখন নথীর এক কাগজ হইবেক।

(বিশেষ কারণ থাকিলে সাক্ষির জোবানবন্দী অগৌণে লইবার কথা।)

১৭৩। যদি কোন সাক্ষী আদালতের এলাকা ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হয়, অথবা তাহার জোবানবন্দী অগৌণে লওয়া যাইবার উত্তমরূপ কি উপযুক্ত অন্য কারণ আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রকাশ হইতে পারে, তবে কোন পক্ষের কিম্বা ঐ সাক্ষীর প্রার্থনামতে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পর কোন সময়ে, আদালত ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী অগৌণে লইতে পারিবেন, কিম্বা তাহা লইবার কোন দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনে লইতে পারিবেন। যদি উভয়পক্ষে অনুপস্থানে ঐ দিন নিরূপণ করা যায়, তবে তাহার উপযুক্ত সংবাদ তাহারদিগকে দিতে হইবেক। ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী ইহার পূর্ব্বের বিধানমতে লওয়া যাইবেক ও লিখিয়া লওয়া যাইবেক ও মোকদ্দমা শুনিবার কোন সময়ে সেই প্রকারের লিখিয়া লওয়া জোবানবন্দী সাক্ষ্যমতে পাঠ করা যাইতে পারিবেক।

(সাক্ষিরদিগকে শপথ কি প্রতিজ্ঞা করাইয়া, কিম্বা চলিত আইনের বিধান মতে তাহারদের জোবানবন্দী লওয়ার কথা।)

১৭৩। সাক্ষিরদিগকে শপথ কি প্রতিজ্ঞা করাইয়া কিম্বা প্রকারান্তরে, সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের যে আইন যে সময়ে চলন থাকে সেই আইনের বিধান মতে তাহারদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক।

অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়ার আমীন পাঠাইবার ও সরেজমীনের তদারক করিবার বিধি।

(সাক্ষী আদালতের এলাকার মধ্যে থাকিলে, ও আদালতের এলাকার বাহিরে কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকিয়া সদর আদালতের এলাকার

মধ্যে থাকিলে, তাহার জোবানবন্দী লইবার নিমিত্তে কমিস্তন দিবার কথা।)

১৭২। যাহার সাক্ষ্য লইবার প্রয়োজন হয় এমত সাক্ষী আদালত যে স্থানে আছে সেই স্থান হইতে এক শত মাইলের অধিক দূর কোন স্থানে যদি বাস করে, কিম্বা যদি পীড়া কি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আপনি জোবানবন্দী দিবার জন্যে আদালতে উপস্থিত হইতে না পারে, কিম্বা যদি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কি স্ত্রীলোক হওয়াতে আদালতে তাহার স্বয়ং হাজির হইবার ক্ষমা হয়, তবে আদালত স্বেচ্ছামতে, কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, কিম্বা সেই সাক্ষির আবেদন মতে, জিজ্ঞাসাক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার জন্যে কমিসান অর্থাৎ ক্ষমতাপত্র দিবার হুকুম করিতে পারিবেন, ও সেই প্রকার জোবানবন্দী লইবার জন্যে যে সকল আজ্ঞা উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ হয় সে সকল আজ্ঞা, ঐ হুকুম কি তাহার পর কোন হুকুম করিবার সময়ে, করিতে পারিবেন। যে আদালত হইবে কমিস্যান দেওয়া যায় তাহার এলাকার মধ্যে যদি ঐ সাক্ষী বাস করে, তবে ঐ আদালতের কোন আমলাকে, কিম্বা অধীন কোন আদালতের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে ঐ আদালত নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাহাকে কি তাহারদিগকে ঐ কমিসান দেওয়া যাইতে পারিবেক। যে আদালত হইতে কমিসান দেওয়া যায় তাহার এলাকার বাহিরের কোন স্থানে যদি সাক্ষী বাস করে, ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টের এলাকার সীমা সরহদ্দের মধ্যে নহে কিন্তু সদর আদালতের এলাকর মধ্যে বাস করে, তবে যাহার এলাকার মধ্যে সাক্ষী বাস করে এমত যে আদালত অতি অক্লেশে ঐ কমিসান মতে কার্য্য করিতে পারেন সেই আদালতে ঐ কমিসান সাধারণ মতে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু বিশেষ কোন কোন গতিকে, যে আদালত হইতে ঐ কমিসান বাহির হয় সেই আদালত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাহাকে কি তাহারদিগকে ঐ কমিসান দিতে পারিবেন।

(সাক্ষী সুপ্রিমকোর্টের এলাকার সীমা সরহদ্দের মধ্যে থাকিলে তাহার কথা।)

১৭৬। যদি সাক্ষী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টের এলাকার সীমানার মধ্যে বাস করে, তবে ঐ কমিসান (কলিকাতায় ও মান্দ্রাজে ও বোম্বাইয়ে অল্প কর্জ্জ ও দাওয়া আরো সহজ রূপে আদায় করিবার জন্যে) ১৮৫০ সালের ৯ আইন মতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার যে আদালত স্থাপন হয় সেই আদালতে সামান্যতঃ পাঠাইতে হইবেক। কিন্তু বিশেষ কোন গতিকে, যে আদালত হইতে ঐ কমিসান বাহির হয় সেই আদালত যে কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাহার কি তাহারদের নামে ঐ কমিসান দেওয়া যাইতে পারিবেক।

(সাক্ষী সদর আদালতের কি সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকিলেও ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের মধ্যে কিম্বা ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ এদেশীয় কোন রাজ্যের কি দেশের মধ্যে বাস করিলে তাহার কথা।)

১৭৭। সদর আদালতের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে বাস না করে, কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের মধ্যে, কিম্বা ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ এদেশীয় কোন রাজার রাজ্যের কি দেশের মধ্যে বাস করে, এমত কোন সাক্ষির প্রমাণ লইতে হইলে, আদালত সেই সাক্ষির প্রমাণ আবশ্যক ইহা বোধ মতে জানিলে, স্বেচ্ছামতে কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের আবেদন মতে ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার কমিসান দিতে পারিবেন। পরন্তু মোকদ্দমা যদি জিলার প্রধান দেওয়ানী আদালতের অধীন কোন আদালতে উপস্থিত থাকে, তবে সেই অধীন আদালত ঐ কমিসান জারী করিবেন না, কিন্তু ঐ অধীন আদালতের দরখাস্ত মতে জিলার প্রধান দেওয়ানী আদালত ঐ কমিসান জারী করিবেন।

(সাক্ষী উক্ত দেশের বাহিরে ও ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ এ দেশীয় কোন রাজার রাজ্যের কি দেশের মধ্যেও না থাকিলে তাহার কথা।)

১৭৮। উক্ত দেশের বাহিরে কোন স্থানে বাস করে ও ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ এতদ্দেশীয় কোন রাজার রাজ্যের কি দেশের মধ্যে বাস না করে এমত সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে হইলে, যে মোকদ্দমাতে ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য লইবার প্রয়োজন হয় তাহা যদি সদর আদালতে উপস্থিত থাকে, ও সেই প্রমাণ আবশ্যক ইহা যদি সেই আদালত জ্ঞানমতে জানেন, তবে সেই সদর আদালতে স্বেচ্ছামতে কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার কমিসান জারী করিতে পারিবেন। যদি মোকদ্দমা সদর আদালতে উপস্থিত না থাকে, তবে যে আদালতে উপস্থিত থাকে সেই আদালতের প্রার্থনামতে সদর আদালত ঐ কমিসান জারী করিতে পারিবেন। এমত সকল স্থলে সদর আদালত যে কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহাকে কি তাঁহার-দিগকে কমিসান দিতে পারিবেন।

(সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর সহিত ঐ কমিসান ফিরিয়া পাঠাইবার কথা ও জোবানবন্দী সাক্ষ্য স্বরূপে পাঠ হইবার কথা।

১৭৯। সেই কমিসানমতে কার্য্য উপযুক্ত রূপে করা গেলে পর, যে সাক্ষির জোবানবন্দী তদ্রূপে লওয়া গিয়াছে তাহার সেই জোবানবন্দীর সঙ্গে ঐ কমিসান যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবেক। কিন্তু যদি কমিসান বাহির করিবার হুকুমেতে অন্য রূপ আজ্ঞা থাকে তবে ঐ আজ্ঞামতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইতে হইবেক। সেই কমিসান ও তদনুসারে যে রিটর্ণ হয় তাহাও যে সাক্ষির জোবানবন্দী সেই কমিসানমতে লওয়া গিয়াছে তাহার সেই জোবানবন্দী সর্ব্বদা ঐ মোকদ্দমার নথীর কাগজ পত্রের মধ্যে থাকিবেক। পরন্তু কমিসানমতে যে কোন জোবানবন্দী লওয়া যায় তাহা কে-

পক্ষের বিরুদ্ধে দেওয়া গিয়াছে সেই পক্ষের অনুমতি না হইলে সাক্ষ্য স্বরূপে পাঠ করা যাইবেক না। কিন্তু যাহার জোবানবন্দী হয় সেই ব্যক্তি আদালতের এলাকার বাহিরে আছে, কি মরিয়াছে, কিম্বা পীড়া কি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত জোবানবন্দী দিবার জন্যে আপনি হাজির হইতে অপারক আছে, কিম্বা আদালত যে স্থানে আছে সেই স্থান হইতে প্রতারণা বিনা নিতান্ত এক শত মাইলের অধিক দূর স্থানে বাস করিতেছে, কিম্বা সম্ভ্রান্ত লোক কি স্ত্রীলোক হওয়া প্রযুক্ত আদালতে তাহার স্বয়ং হাজির হওয়ার ক্ষমতা হয়, এই এই কথার যদি প্রমাণ করা যায়, অথবা আদালত আপনার বিবেচনামতে পূর্ব্বোক্ত কথার মধ্যে কোন কথার প্রমাণ না লন, অথবা সেই জোবানবন্দী পাঠ করিবার সময়েতে জোবানবন্দী সেইরূপে লইবার কারণ রহিত হইয়াছে এমত প্রমাণ হইলেও যদি আদালত সেই জোবানবন্দী সাক্ষ্য স্বরূপে পাঠ করিবার আজ্ঞা করেন, তবে পাঠ করা যাইবেক।

(সরেজমীনে তদারকের কমিস্যনের কথা, ও রিপোর্ট ও জোবানবন্দী মোকদ্দমার প্রমাণ স্বরূপে লইবার কথা কিন্তু আমীনের নিজ জোবানবন্দী লইতে পারিবার কথা।)

১৮০। কোন মোকদ্দমাতে কি আদালতের অন্য কার্য্যেতে যদি আদালত বিবাদের বিষয় আরো পরিষ্কার করিবার জন্যে, কিম্বা কোন ওয়াসিলাতের কি খেসারতের টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবার জন্যে, সরেজমীনের তদারক আবশ্যক কি উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তবে সেই প্রকারের কমিস্যানমতে কার্য্য করিতে নিযুক্ত ঐ আদালতের কোন আমলার নামে আদালত কমিস্যন জারী করিতে পারিবেন, অথবা সেই প্রকারের কোন আমলা না থাকিলে, উপযুক্ত কোন লোকের নামে কমিস্যন দিয়া তাহাকে সেই প্রকারের তদারক করিয়া সেই বিষয়ের রিপোর্ট আদালতে করিতে হুকুম করিবেন। এমন সকল স্থলে, আমীনকে নিযুক্ত করিবার হুকুমেতে যদি প্রকারান্তরের আজ্ঞা না থাকে, তবে ঐ উভয়পক্ষ কি তাহারদের কোন লোক ঐ আমীনের নিকটে যে সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করে তাহারদের, ও সেই উভয়-

পক্ষের, ও অন্য যে কোন লোকদিগকে তাঁহার প্রতি অর্পিত বিষয়ের প্রমাণ দিবার জন্যে ঐ আমীন তলব করা উচিত বোধ করে, তাহারদের জোবানবন্দী লইতে ঐ আমীনের ক্ষমতা থাকিবেক, ও তদারকের বিষয় সম্পর্কীয় দলীল ও অন্য২ কাগজপত্র তলব করিয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেক। ও যদি আমীন তলব করিলে ও যদি কেহ হাজির না হয়, কিম্বা জোবানবন্দী দিতে কিম্বা দলীল কি অন্য কাগজপত্র দেখাইতে স্বীকার না করে, তবে আমীন রিপোর্ট করিলে আদালতের হুকুমক্রমে তাহারদের ক্ষতি ও জরীমানা ও দণ্ড হইতে পারিবেক, অর্থাৎ আদালতে বিচার করা মোকদ্দমাতে সেই রূপ অপরাধ করিলে তাহারদের যে দণ্ড প্রভৃতি হইত তাহাই হইতে পারিবেক। ঐ আমীন সরেজমীনে যে তদারক আবশ্যক জ্ঞান করে তাহা করিলে পর, ও যে সকল জোবানবন্দী লইয়াছে তাহা বিচার কর্ত্তার গোচরে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার যে বিধি এই আইনে হইয়াছে সেই বিধিমতে লিখিয়া লইলে পর, ঐ জোবানবন্দী ও আপনার নামে দস্তখত করা আপন লিখিত রিপোর্ট আদালতে দাখিল করিবেক। ঐ রিপোর্ট ও জোবানবন্দী মোকদ্দমাতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবেক ও তাহা নথীর কাগজপত্রের মধ্যে থাকিবেক। পরন্তু ঐ আমীনের প্রতি অর্পিত কোন কার্য্য বিষয়ে, কিম্বা তাহার রিপোর্ট লেখা কোন কথার বিষয়ে, কিম্বা ঐ তদারক যে প্রকারে করিয়াছে তদ্বিষয়ে, আদালত খোলা কাছারীতে ঐ আমীনের নিজ জোবানবন্দী লইতে পারিবেন, কিম্বা আদালতের অনুমতি লইয়া মোকদ্দমার উভয় পক্ষ কি তাহারদের কোন লোক তাহার জোবানবন্দী লইতে পারিবেক।

(হিসাব তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিবার জন্যে আমীনকে নিযুক্ত করিবার কথা।)

১৮১। কোন মোকদ্দমায় কি আদালত সম্পর্কীয় কোন কার্য্যেতে যদি হিসাবের তদন্ত কি নিষ্পত্তি করা আবশ্যক হয়, তবে সেই তদন্ত কি নিষ্পত্তি করিবার জন্যে, আদালত পূর্ব্বোক্ত

প্রকারের আমলাকে কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে আমীন স্বরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, আর সেই তদন্ত কি নিষ্পত্তি করিবার সময়ে উভয় পক্ষকে কি তাহারদের টর্ণিদিগকে কি উকীলদিগকে আমীনের নিকটে হাজির থাকিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এমত সকল স্থলে ঐ আমীনের জ্ঞাত হইবার জন্যে ও উপদেশের জন্যে মোকদ্দমার কাগজপত্রের যে অংশ ও বিস্তারিত যে উপদেশ আবশ্যক বোধ হয় তাহা আদালত ঐ আমীনকে দিবেন। আর ঐ আমীন তদন্ত করিবার কালে যে কার্য্য করে কেবল তাহার কাগজপত্র পাঠাইবে, কিম্বা তদ্ভিন্ন তাহার তদন্ত করিবার জন্যে যে বিষয় অর্পণ করা যায় সেই বিষয়ে তাহার যে বিবেচনা হয় তাহাও জানাইবেক, ইহার বিশেষ আজ্ঞা ঐ উপদেশের মধ্যে স্পষ্টরূপে লেখা থাকিবেক। আমীনের ঐ কাগজপত্র মোকদ্দমাতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবেক। কিন্তু যদি তাহাতে বিচারকর্ত্তা কোন কারণে অসন্তুষ্ট হন, তবে তিনি আবশ্যকমতে অধিক তদন্ত করিবেন, ও বিষয়ের ভাবগতিক বুঝিয়া তাঁহার যে রূপ ন্যায্য ও উচিত বোধ হয় সেই রূপে শেষ নিষ্পত্তি কি হুকুম করিবেন।

(কমিসান জারী হইবার পূর্ব্বে তাহার খরচ আদালতে দাখিল হইবার কথা।)

১৮২। যখন প্রমাণ লইবার কি সরেজমীনে তদারক করিবার কি হিসাব তদন্ত করিবার জন্যে কমিসান জারী করিতে হয়, তখন আদালত সেই কমিসান দিবার আগে, তাহার যত খরচ উপযুক্ত বোধ হয় তাহা, যে পক্ষের প্রার্থনামতে কি যাহার উপকারের জন্যে ঐ কমিসান দেওয়া যায় তাহাকে আদালতে দাখিল করিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নিষ্পত্তির ও ডিক্রীর বিধি।

(নিষ্পত্তি যে দিনে জানাইতে হইবেক তাহার কথা।)

১৮৩। যখন দলীল দস্তাবেজ পাঠ করা গিয়াছে ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া গিয়াছে ও উভয় পক্ষের নিজেরকি

তাহারদের উকীলের দ্বারা কথা শুনা গিয়াছে তখন আদালত আপনার নিষ্পত্তি জানাইবেন। ঐ নিষ্পত্তি অবিলম্বেই, কিম্বা অন্য কোন দিনে, খোলা কাছারীতে প্রকাশ করা যাইবেক। সেই অন্য দিনের উপযুক্ত সম্বাদ উভয়পক্ষকে কি তাহারদের উকীলদিগকে দিতে হইবেক।

(ঐ নিষ্পত্তি বিচারকর্ত্তার চলন ভাষাতে লিখিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।)

১২৪। ঐ নিষ্পত্তি বিচারকর্ত্তার স্বদেশের চলন ভাষাতে লিখিতে হইবেক। পরন্তু ইংরাজী ভাষা সেই বিচারকর্ত্তার নিজ ভাষা না হইয়া, সেই ভাষা উপযুক্ত মতে জানিয়া যদি তিনি সেই ভাষাতে পরিষ্কার ও বোধগম্য রূপে নিষ্পত্তি লিখিতে পারেন ও সেই ভাষাতে নিষ্পত্তি লিখিতে চাহেন, তবে তাঁহার নিষ্পত্তির ইংরাজী ভাষাতে লিখিতে পারিবেন।

(ডিক্রীতে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা ও তরজমা হইবার কথা।)

১২৫। বিচারকরণীয় যে এক কি অধিক বিষয় থাকে তাহা, ও তাহাতে যে নিষ্পত্তি হয় ও সেই নিষ্পত্তির কারণ নিষ্পত্তিপত্রে ও লিখিতে হইবেক, ও বিচারকর্ত্তা ঐ নিষ্পত্তি প্রকাশ করিবার সময়ে খোলা কাছারীতে সেই নিষ্পত্তিতে তারিখ লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। যদি সেই নিষ্পত্তি আদালতের চলন ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় লেখা যায়, তবে তাহা আদালতের চলন ভাষাতে তরজমা করিতে হইবেক, ও সেই তরজমাতে ও বিচারকর্ত্তা দস্তখৎ করিবেন।

(এক এক ইস্যুর উপর আদালতের নিষ্পত্তি জানাইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।)

১২৬। যে যে মোকদ্দমাতে ইস্যু নির্ণয় হয় সেই সেই মোকদ্দমায়, এক কি অধিক কোন ইস্যুর উপর যে রায় হয় তাহা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রচুর না হইলে, আদালত এক এক ইস্যুর বিষয়ে আপনার রায় কি নিষ্পত্তি জানাইবেন।

(খরচা যাহার দিতে হইবেক সেই কথা ও নিষ্পত্তিতে লিখিবার কথা।)

১৮৭। এক এক পক্ষের খরচা যাহার দিতে হইবেক, অর্থাৎ সেই সেই পক্ষের কি অন্য পক্ষের দিতে হইবেক, ও সমুদয় কি এক অংশ ও যাহার যত দিতে হইবেক, এই সকল কথার আদেশ সর্ব্বদাই নিষ্পত্তিতে দেওয়া যাইবেক। ও আদালত যেমতে উপযুক্ত বোধ করেন সেই মতে খরচা যাহার দিতে হইবেক ও যাহাকে যত করিয়া দিতে হইবেক তাহার হুকুম করিতে আদালতের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবেক।

(খরচা এই শব্দেতে যাহা জানা যায় তাহার কথা।

১৮৮। ইষ্টাম্পের, ও আসামীদিগকে ও সাক্ষিদিগকে তলব করিবার, ও অন্য অন্য পরওয়ানার, কিম্বা দলীলের নকল করাইবার খরচ, উকীলেরদের রসুম, ও সাক্ষিদের খরচ ও প্রমাণ লইবার কি সরেজমীনে তদারক করিবার কিম্বা হিসাব তদন্ত করিবার নিমিত্তে আমীনেরদের খরচ প্রভৃতি, মোকদ্দমার নিমিত্তে, ও তাহাতে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী করিবার নিমিত্তে এক এক পক্ষের যত টাকা আবশ্যকমতে ব্যয় হয়, তাহা সমুদয় খরচা বলিয়া গণ্য হয়।

(ডিক্রীর কথা।)

১৮৯। নিষ্পত্তি যে দিনে করা যায় সেই দিনের তারিখ ডিক্রীতে লিখিতে হইবেক। তাহাতে মোকদ্দমার নম্বর ও উভয়পক্ষের নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি ও দাওয়ার যে বেওরা মোকদ্দমার রেজিষ্টরে লেখা আছে তাহা লিখিতে হইবেক, ও যে উপকার করা গেল কিম্বা মোকদ্দমার অন্য যে নিষ্পত্তি হয় তাহা পরিষ্কার মতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক। ও মোকদ্দমাতে যত খরচ হইয়াছে ও যে যে পক্ষের ও যাহার যত দিতে হইবেক এই কথা ও ডিক্রীতে লিখিতে হইবেক, ও তাহাতে বিচারকর্ত্তা দস্তখৎ করিবেন ও আদালতের মোহরে মোহর করিবেন।

(স্থাবর সম্পত্তির এক ভাগ পাইবার ডিক্রীর কথা।)

১৯০। মোকদ্দমা যদি নির্দ্দিষ্ট সীমার জমীর কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির নিমিত্তে হয় ও সেই সম্পত্তির কেবল এক অংশ

পাইবার যদি ডিক্রী হয় তবে সেই ডিক্রী দ্বারা জমীর কি সম্পত্তির সীমা ডিক্রীতে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক।

(অস্থাবর সম্পত্তি দিবার ডিক্রীর কথা।)

১৯১। মোকদ্দমা যদি অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্তে হয় ও সেই সম্পত্তি দিবার ডিক্রী হয়, তবে সেই সম্পত্তি পাওয়া যাইতে না পারিলে তাহার পরিবর্ত্তে যত টাকা দিতে হইবেক তাহাও সেই ডিক্রীতে নির্ণয় হইবেক।

(চুক্তি ভঙ্গ হইলে খেসারতের ডিক্রীর কথা।)

১৯২। চুক্তি ভঙ্গ করিলে খেসারতের মোকদ্দমা যদি হয়, ও আসামী সেই চুক্তিমতে কর্ম্ম করিতে পারে ইহা যদি দৃষ্ট হয়, তবে আদালত ফরিয়াদীর অনুমতি লইয়া আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ চুক্তির নির্দিষ্ট কর্ম্ম হইবার হুকুম করিতে পারিবেন। তাহা করিলে, সেই চুক্তিমতে কর্ম্ম না হইলে তাহার পরিবর্ত্তে খেসারতের যত টাকা দিতে হইবেক তাহারও হুকুম করিবেন।

(টাকার বাবৎ মোকদ্দমা হইলে আসল যত টাকার ডিক্রী হয় তাহার উপর সুদ দিবার হুকুমের কথা।)

১৯৩। যদি ফরিয়াদীর পাওনা টাকার নিমিত্তে মোকদ্দমা হয়, তবে আদালত মোকদ্দমার তারিখ অবধি ঐ টাকা আদায়ের দিবস পর্য্যন্ত যে হিসাবে উচিত বোধ করেন সেই হিসাবে আসল টাকার উপর সুদ দিবার হুকুম ঐ ডিক্রীতে করিতে পারিবেন।

(কিস্তীবন্দী করিয়া টাকা দিবার কথা।)

১৯৪। টাকা দিবার ডিক্রী হইলে আদালত উপযুক্ত কোন কারণ থাকিলে সুদ সমেত কি সুদ ছাড়া ঐ টাকা কিস্তি করিয়া দিবার হুকুম করিতে পারিবেন।

(দাওয়া কাটিবার জন্যে অন্য দাওয়া করিবার অনুমতি হইলে তাহার কথা ও ডিক্রীর ফল।)

১৯৫। ফরিয়াদীর দাওয়া কাটিবার জন্যে যদি আসামীর

কোন দাওয়া করিবার অনুমতি হয়, তবে ফরিয়াদীর যত পাওনা হয়, ও আসামীর কিছু পাওনা হইলে তাহার যত পাওনা হয় তাহা ডিক্রীতে লিখিতে হইবেক, ও আসামীর কি ফরিয়াদীর অর্থাৎ যাহার যত টাকা পাওনা দৃষ্ট হয় তাহা আদায়ের জন্যে ঐ ডিক্রী হইবেক। আসামীকে কোন টাকা দিবার যে ডিক্রী আদালত হইতে হয়, ফরিয়াদীর নামে আসামী স্বতন্ত্র মোকদ্দমা করিয়া সেই টাকা দাওয়া করিলে সেই ডিক্রীর যে ফল হইত ও তাহার উপর যে বিধি খাটিত, ঐ ডিক্রীর সেই ফল হইবেক ও তাহার উপর সেই বিধি খাটিবেক।

(মোকদ্দমা জমী নিমিত্তে হইলে ডিক্রীতে ওয়াসিলাত সুদ সমেত দিবার বিধানের কথা।)

১৯৬। মোকদ্দমা জমীর নিমিত্তে, কিম্বা যাহার ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে এমত অন্য সম্পত্তির নিমিত্তে যদি হয়, তবে মোকদ্দমার তারিখ অবধি ডিক্রীদারকে দখল না দিবার তারিখ পর্য্যন্ত সেই জমীর কি অন্য সম্পত্তির ওয়াসিলাত কি খাজানা কি ভাড়া ও আদালত যে হিসাবে সুদ ধরা উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই হিসাবে সুদও দিবার বিধান ডিক্রীতে করিতে পারিবেন।

(ডিক্রী করিবার আগে ওয়াসিলাতের টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবার কিম্বা পরে তদন্ত করিবার কথা।)

১৯৭। জমীর নিমিত্তে, ও মোকদ্দমার তারিখের আগে কতক কাল পর্য্যন্ত ঐ জমীর উপর যে ওয়াসিলাত পাওয়ানা হয় তাহার নিমিত্তে যদি মোকদ্দমা হয়, ও সেই ওয়াসিলাত যত টাকা হয় এই কথা লইয়া যদি বিবাদ হয়, তবে আদালত জমীর ডিক্রী করিবার আগে ঐ টাকা নির্ণয় করিতে পারিবেন। কিম্বা সুবিধা বোধ হইলে জমীর নিমিত্তে ডিক্রী করিয়া ওয়াসিলাত যত টাকা হয় তাহা ডিক্রীজারী করিবার সময়ে তদন্ত করিতে পারিবেন।

(ডিক্রীর ও নিষ্পত্তির দস্তখতির নকল দিবার কথা।)

১৯৮। মোকদ্দমার কোন পক্ষ কি তাঁহারদের উকীলেরা

আদালতে প্রার্থনা করিবে, ও যে সময়ে যে আইন চলন থাকে তদনুসারে যদি ইষ্টাম্প কাগজের প্রয়োজন হয় তবে আবশ্যক মতের ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করিলে, ডিক্রীর ও নিষ্পত্তির দস্তখতী নকল তাহারদিগকে দেওয়া যাইবেক, সে প্রার্থনা মুখে করা যাইতে পারিবেক, কিম্বা ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবেক।

চতুর্থ অধ্যায়।

(ডিক্রীজারীর বিধি।

(স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রীর কথা।)

১৯৯। জমীর কি স্থানের অন্য সম্পত্তির ডিক্রী হইলে, যাহার পক্ষে ডিক্রী হয় তাহাকে ঐ সম্পত্তি দিতে হইবেক।

(অস্থাবর সম্পত্তির, কিম্বা চুক্তিমতে কার্য্য হইবার ডিক্রীর, কি তাহার পরিবর্ত্তে টাকা দিবার ডিক্রীর কথা।)

২০০। ডিক্রী যদি কোন বিশেষ অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্তে হয়, কিম্বা কোন চুক্তিমতের বিশেষ কার্য্য সাধনের নিমিত্তে, কিম্বা অন্য কোন বিশেষ কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে হয়, তবে সেই বিশেষ অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যাইতে পারিলে তাহা ক্রোক করিয়া যাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে দেওয়াইয়া ঐ ডিক্রীজারী হইবেক, কিম্বা যাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে কয়েদ করিয়া, কিম্বা তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আদালত যাবৎ অন্য হুকুম না করেন তাবৎ ক্রোকে রাখিয়া, কিম্বা আবশ্যক হইলে তাহাকে কয়েদ করিয়া ও তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া ঐ ডিক্রীজারী হইবেক। কিম্বা যদি ঐ সম্পত্তির কি ঐ ঐ কার্য্যের পরিবর্ত্তে ক্ষতির টাকা দিবার ডিক্রী হয়, তবে টাকার ডিক্রীজারী করিবার যে বিধি এই আইনে করা যাইতেছে সেই বিধিমতে ঐ টাকা আদায় হইবেক।

(টাকার নিমিত্তে ডিক্রীর কথা।)

২০১। ডিক্রী যদি টাকার নিমিত্তে হয়, তবে যে লোকের বিপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে কয়েদ করিয়া, কিম্বা তাহার সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া, কিম্বা আবশ্যক হইলে ঐ উভয় কার্য্য করিয়া ঐ ডিক্রীজারী হইবেক। ও সেই লোক যদি আসামী ছাড়া অন্য লোক হয়, তবে এই অধ্যায়ের বিধান মতে আসামীর উপর যে রূপে ডিক্রীজারী হইতে পারে তাহারও উপর সেই রূপে ডিক্রীজারী হইতে পারিবেক। ঐ ডিক্রী যদি গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে হয়, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের তরফের কর্ম্মকারি কোন লোকের বিপক্ষে হয়, তবে সেই ডিক্রী যে কার্য্যকারকের শোধ করিতে হয়, তিনি তাহা শোধ করিতে শৈথিল্য করিলে, কি স্বীকার না করিলে, ঐ আদালত গবর্ণমেণ্টের হুকুম পাইবার জন্যে সদর আদালতের দ্বারা সেই কথার রিপোর্ট করিবেন, ও সেই রিপোর্টের তারিখ অবধি তিন মাস পর্য্যন্ত যদি ডিক্রী শোধ না হইয়া থাকে, তবে ডিক্রীজারী করিবার হুকুম জারির হইবেক, নতুবা নয়।

(হস্তান্তরকরণ পত্র করিবার, কিম্বা যে নিদর্শনের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহার পিঠে লিখিবার ডিক্রীর কথা।)

২০২। ডিক্রী যদি হস্তান্তর করণ পত্র করিবার নিমিত্তে হয়, কিম্বা যে নিদর্শন পত্রের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত নিদর্শন পত্রের পৃষ্ঠে লিখিবার নিমিত্তে হয়, ও যাহাকে সেই হস্তান্তর করণ পত্র করিতে হুকুম হয়, কিম্বা যে নিদর্শনের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহার পিঠে লিখিতে যাহাকে হুকুম করা যায়, সে যদি ঐ কর্ম্ম না করে কিম্বা করিতে স্বীকার না করে, তবে সেই পত্র করণেতে কিম্বা সেই নিদর্শনের পৃষ্ঠে লিখনে যে কোন পক্ষের লাভ সম্পর্ক থাকে, সে ঐ ডিক্রীর কথানুসারে হস্তান্তর করণ পত্র কি ঐ নিদর্শনের পৃষ্ঠে লিখনীয় কথা প্রস্তুত করিয়া (আইনমতে ইষ্টাম্প কাগজের প্রয়োজন হইলে) তাহা উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে করা যাইবার জন্যে, আদালতে

দাখিল করা যাইতে পারিবেক। ও বিচারকর্ত্তা তাহাতে দস্তখত করিলে, যাহার প্রতি সেই কর্ম্ম করিতে হুকুম হয়, তাহার নিজে করিবার কি পৃষ্ঠে লিখিবার মতে সিদ্ধ হইবেক।

(মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রীর কথা।)

২০৩। মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কোন লোকের বিপক্ষে যদি ডিক্রী হয়, ও সেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে যদি টাকা দিবার সেই ডিক্রী হয়, তবে সেই প্রকারের কোন সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া সেই ডিক্রী জারী হইতে পারিবেক, কিম্বা যদি সেই প্রকারের কোন সম্পত্তি পাওয়া না যায়, ও মৃত ব্যক্তির যে সম্পত্তি আসামীর হস্তগত হইল প্রমাণ হয় তাহা লইয়া আসামী উপযুক্ত মতে কার্য্য করিয়াছে এই বিষয়ে যদি আসামী আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারে তবে যত সম্পত্তি লইয়া তাহার উপযুক্ত মতে কর্ম্ম না হইয়াছে তাহার তত সম্পত্তি পর্য্যন্ত ঐ ডিক্রী আসামীর বিপক্ষে জারী হইতে পারিবেক, অর্থাৎ সেই আসামীর নিজ বিপক্ষে ডিক্রী হইলে যেমন জারী হইতে পারিত এমনি জারী হইবেক।

(জামিনেরদের উপর ডিক্রীর কথা।)

২০৪। যদি কোন ব্যক্তি ডিক্রীমতে কিম্বা তাহার কোন অংশ মতে কার্য্য হইবার জামিন হইয়া দায়ী হয়, তবে আসামীর উপর ডিক্রী যে মতে জারী হইতে পারে সেই মতে ঐ জামিন যে পর্য্যন্ত আপনাকে দায়ী করিয়াছে সেই পর্য্যন্ত তাহার উপর ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারিবেক।

(ডিক্রী জারীক্রমে যে যে সম্পত্তির ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে তাহার কথা।)

২০৫। ডিক্রী জারীক্রমে এই এই সম্পত্তির ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে, অর্থাৎ জমী ও ঘর ও মাল ও নগদ টাকা ও ব্যাঙ্ক নোট ও চ্যাক ও হুণ্ডী ও প্রমিসরি নোট ও গবর্ণমেন্টের নিদর্শন পত্র ও তমসুক কিম্বা টাকার জন্যে অন্য নিদর্শন পত্র ও পাওনা টাকা, ও কোন রেলরোডের কি ব্যাঙ্কের কিম্বা সাধারণ কোন কোম্পানির কি চার্টর প্রাপ্ত সমাজের মূল ধনের কি অংশের,

ষ্টকের শেয়ার, ও আসামীর স্থাবর কি অস্থাবর অন্য যে কিছু সম্পত্তি তাহার নিজ নামে থাকে কিম্বা তাহার নিমিত্তে কি তাহার পক্ষে জিম্মাস্বরূপ অন্য লোকের দখলে থাকে, সেই সকল সম্পত্তি।

(ডিক্রী প্রভৃতি মতে টাকা দিবার কথা ও আদালতের দ্বারা রফা হইবার কথা।)

২০৬। ডিক্রী মতে যে সকল টাকা দিতে হয় তাহা ঐ ডিক্রী যে আদালতের জারী করিতে হয় সেই আদালতে দাখিল করিতে হইবেক। কিন্তু সেই আদালত, কিম্বা ঐ ডিক্রী যে আদালত করিয়াছিলেন সেই আদালত, যদি অন্য প্রকারের হুকুম করেন তবে সেই হুকুম মতে কার্য্য হইবেক। সমুদয় ডিক্রীর কি তাহার কোন অংশের রফা হইলে, যদি আদালতের দ্বারা রফা না করা যায় কিম্বা যাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে কিম্বা ডিক্রী যাহাকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেল সেই জন যদি ঐ রফা হইবার কথা আদালতে জ্ঞাত না করে, তবে আদালত সেই রফা স্বীকার করিবেন না।

ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্তের বিধি।

(ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্ত যে রূপে করিতে হইবেক তাহার কথা।)

২০৭। যে লোকের পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সে যদি ঐ ডিক্রী জারী করাইতে চাহে, তবে সেই ডিক্রী জারী করা যে আদালতের কর্ত্তব্য হয় সেই আদালতে ঐ লোক আপনি, কিম্বা মোকদ্দমাতে যে লোক তাহার উকীল ছিল তাহার দ্বারা, কিম্বা সেই বিষয়ে আপনার তরফে কর্ম্ম করিতে উচিত মতে নিযুক্ত অন্য কোন উকীলের দ্বারা, দরখাস্ত করিবেক। দুই কি অধিক জন ডিক্রীদার হইলে, যদি আদালত সেই রূপ দরখাস্ত করিতে তাহারদের এক কি অধিক জনকে অনুমতি দিবার উপযুক্ত কারণ বুঝেন, তবে সেই এক কি অধিক জন ঐ দরখাস্ত করিতে

পারিবেক। এমত স্থলে আদালত অন্য ডিক্রীদারেরদের লাভ রক্ষার জন্যে যে রূপ হুকুম আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিবেন।

(ডিক্রী আসল ডিক্রীদার হইতে অন্য লোককে দেওয়া গেলে যাহার ঐ দরখাস্ত করিতে হইবেক তাহার কথা।)

২০৮। ডিক্রী যদি বরাত ক্রমে কিম্বা আইনমতের কার্য্যগতে আসল ডিক্রীদার হইতে অন্য কোন লোককে দেওয়া যায়, তবে যাহার হস্তগত হইলে সেই লোক, কিম্বা তাহার উকীল ডিক্রীজারী হইবার ঐ দরখাস্ত করিতে পারিবেক; ও আদালত যদি সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য করা উচিত বোধ করেন, তবে আসল ডিক্রীদারের সেই দরখাস্ত হইবার মতে ঐ ডিক্রীজারী হইতে পারিবেক।

(ডিক্রীর বিপক্ষ ডিক্রীর কথা।)

২০৯। যদি কোন মোকদ্দমার উভয়পক্ষ পরস্পরের স্থানে টাকা পাইবার ডিক্রী পাইয়া থাকে, তবে অধিক টাকার ডিক্রী যে পক্ষ পাইয়াছে কেবল সেই পক্ষ ডিক্রীজারী করাইতে পারিবেক ও অল্প টাকার ডিক্রীর টাকা বাদ দিয়া বাকী টাকার ডিক্রীজারী করাইবেক, ও অল্প টাকার ডিক্রী শোধ হইল এই কথা অধিক টাকার ডিক্রীর উপর ও অল্প টাকার ডিক্রীর উপর লিখিতে হইবেক, ও যদি দুই ডিক্রী সমান টাকার নিমিত্তে হয় তবে শোধ হইল এই কথা উভয় ডিক্রীতে লিখিতে হইবেক।

ডিক্রী যে আদালতের হয় সেই আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়ে উক্ত বিধান যেমন খাটে, তেমনি সেই আদালতে জারী হইবার নিমিত্তে যে ডিক্রী পাঠান যায় সেই ডিক্রী জারীর বিষয়েও খাটিবেক। কোন আদালতের ডিক্রী যাহার কি যাহারদের বিপক্ষে হইয়াছে সেই লোকের কি সেই লোকেরদের যদি সেই আদালতে সেই ডিক্রীদারের নামে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে, তবে আদালত ন্যায্য ও উপযুক্ত জ্ঞান করিলে, ঐ উপস্থিত থাকা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যত কাল না হয় তত কাল

কোন নিয়ম না করিয়া, কিম্বা যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া, ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

(যাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সে ডিক্রী জারী হইবার পূর্ব্বে মরিলে তাহার আইন মতের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির কি সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারী হইবার প্রার্থনার কথা।)

২১০। যাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে এমত কোন লোক যদি সেই ডিক্রী মতের কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত না হইলে মরে তবে সেই মৃত ব্যক্তির আইনমতের স্থলাভিষিক্ত লোকের উপর কিম্বা সেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী হইবার দরখাস্ত হইতে পারিবেক। ও আদালত যদি সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য করা উচিত বোধ করেন তবে তদনুসারে ডিক্রী জারী হইতে পারিবেক।

(আইন মতের স্থলাভিষিক্তের উপর ডিক্রী জারী হইবার কথা।)

২১১। যদি সেই ডিক্রী আইন মতের স্থলাভিষিক্তের উপর জারী হইবার আজ্ঞা হয়, তবে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে টাকা দিবার ডিক্রী জারীর যে বিধি ২০৩ ধারাতে আছে সেই বিধানমতে ঐ ডিক্রী জারী হইবেক।

(ডিক্রী জারীর দরখাস্ত লিখিবার পাঠ।)

২১২। ডিক্রী জারীর নিমিত্তে যে দরখাস্ত হয় তাহা লিখিয়া দিতে হইবেক, ও তাহাতে টেবিলের নক্সা করিয়া এই২ কথা লিখিতে হইবেক, অর্থাৎ মোকদ্দমার নম্বর, ও উভয়পক্ষের নাম, ও ডিক্রীর তারিখ, ও সেই ডিক্রীর উপর কোন আপীল হইয়াছে কি না, ও ডিক্রী হইবার পরে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদের বিষয়ের কিছু রফা হইয়াছে কি না, ও হইলে কি রফা হইয়াছে, ও সেই ডিক্রী মতে কর্জ্জের কি খেসারতের যত টাকা পাওনা হয় কিম্বা অন্য যে প্রকারের উপকারের হুকুম হয়, ও কিছু খরচার হুকুম হইলে যত খরচা, ও যাহার উপর ডিক্রী জারী হইবার প্রার্থনা হয় তাহার নাম, ও আদালত হইতে যে প্রকারের স-

দাখা হইবার প্রার্থনা হয়, অর্থাৎ বিশেষ যে সম্পত্তির ডিক্রী হইয়াছে তাহা দেওয়াইবার, কিম্বা উক্ত লোককে ধরিয়া কয়েদ করিবার, কিম্বা তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার, কিম্বা অন্য যে প্রকারের সাহায্য হইবার প্রার্থনা হয় তাহা।

(যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার দরখাস্ত হয় তবে অধিক বেওরা লিখিবার কথা।)

২১৩। যদি আসামীর কিছু ভূমি কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইবার নিমিত্তে দরখাস্ত হয়, তবে ঐ দরখাস্তের সঙ্গে ঐ সম্পত্তির এক তালিকা কি ফর্দ্দ দিতে হইবেক, তাহাতে ঐ সম্পত্তি নিশ্চয় রূপে চেনা যাইতে পারে এমত উপযুক্ত বেওরা লেখা থাকিবেক, ও দরখাস্তকারির বিশ্বাস মতে ও সে যে পর্য্যন্ত নিশ্চয় রূপে জানিতে পারিয়াছে সেই পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তিতে আসামীর যে অংশ কি সম্পর্ক থাকে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক। আর যদি সেই সম্পত্তি সরকারের খেরাজী মহাল কি সেই রূপ মহালের কোন অংশ হয়, তবে ক্রোক করিবার ঐ দরখাস্তের সঙ্গে কালেক্টর সাহেবের দপ্তরখানার রেজিষ্টর হইতে গৃহীত ও তাঁহার দস্তখৎ করা এই এই কথা দিতে হইবেক অর্থাৎ ঐ মহালের জমা ও মালিকেরদের নাম, ও রেজিষ্টরী করা মালিকেরদের অংশ রেজিষ্টরী হইলে তাহা।

(অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার দরখাস্ত সাধারণ মতে হইবার, কিম্বা যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবেক তাহার তালিকা দরখাস্তের সঙ্গে দিবার কথা।)

২১৪। যদি আসামীর অস্থাবর সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ ক্রোক হইবার দরখাস্ত হয়, তবে যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবেক তাহার এক তালিকা কি ফর্দ্দ ঐ দরখাস্তের সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারিবেক। ঐ ফর্দ্দেতে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত মতে ঠিক বর্ণনা থাকিবেক। অথবা ফরিয়াদী এইরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেক যে, ডিক্রীর টাকা ও খরচা সমেত যত হয় তত টাকা পর্য্যন্ত আসামীর অস্থাবর সম্পত্তি যে কোন্ স্থানে পাওয়া যায় তাহা সাধারণ মতে ক্রোক করা যায়।

(দরখাস্ত পাইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা)

২১৫। আদালত পূর্ব্বোক্ত বিশেষ কথা সম্বলিত, কিম্বা মোকদ্দমাতে তাহার যত কথা ঘটিতে পারে সেই কথা সম্বলিত ডিক্রী জারী করিবার কোন দরখাস্ত পাইলে, ঐ দরখাস্তের কথা মোকদ্দমার নথীর শামিল করা আসল ডিক্রীর কথার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবেন। ও যদি মিলে তবে ঐ দরখাস্ত হওয়ার কথা ও যে তারিখে করা গেল তাহা মোকদ্দমার রেজিষ্টরে লিখিবেন। যদি সেই সকল বিশেষ কথা আসল ডিক্রীর সঙ্গে না মিলে, তবে আদালত তাহা সংশোধন করিবার জন্যে দরখাস্তকারিকে ফিরাইয়া দিবেন, কিম্বা তাহার অনুমতি লইয়া তাহা আবশ্যক মতে সংশোধন করাইবেন। সেই দরখাস্ত যদি গ্রাহ্য হয়, তবে আদালত ঐ দরখাস্তের মর্ম্ম মতে ডিক্রী জারী হইবার হুকুম করিবেন।

পরওয়ানা জারী করিবার পূর্ব্বে কোন কোন
স্থলে যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহার বিধি।

(বিশেষ কোন২ স্থলে ডিক্রী জারী না হয় ইহার কারণ দর্শাইবার এত্তেলা জারী হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।)

২১৬। ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি ডিক্রী জারীর দরখাস্ত দিবার তারিখ পর্য্যন্ত যদি এক বৎসরের অধিক কাল গত হয়, অথবা যে জন প্রথমে মোকদ্দমার একপক্ষ ছিল তাহার উত্তরাধিকারি কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির উপর যদি সেই ডিক্রী জারী হইবার দরখাস্ত হয়, তবে যাহার উপর ডিক্রী জারী হইবার প্রার্থনা হয় সেই পক্ষের নামে আদালত এত্তেলা জারী করিয়া সেই ডিক্রী তাহার উপর জারী না হয় ইহার কারণ, মিয়াদ নিরূপণ করিয়া সেই মিয়াদের মধ্যে দর্শাইতে আজ্ঞা করিবেন। পরন্তু ডিক্রী জারী হইবার কোন দরখাস্ত পূর্ব্বে হইয়া তাহার উপর শেষ যে হুকুম হয়, সেই হুকুমের তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে যদি ঐ দরখাস্ত করা যায়, তবে ডিক্রীর তারিখ অবধি

105

ডিক্রী জারীর ঐ দরখাস্ত হইবার কাল পর্য্যন্ত এক বৎসরের অধিক কাল গত হইয়াছে, এই প্রযুক্ত সেই প্রকারের এত্তেলা দিবার আবশ্যক হইবেক না। আরো উত্তরাধিকারির কি স্থলাভিষিক্তের উপর ডিক্রী জারী হইবার দরখাস্ত পূর্ব্বে হইয়া, যদি আদালত তাহার উপর ডিক্রী জারী হইবার হুকুম করিয়া থাকেন, তবে সেই উত্তরাধিকারির কি স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ দরখাস্ত হইয়াছে এই প্রযুক্ত সেই প্রকারের কোন এত্তেলার আবশ্যক হইবেক না।

(এত্তেলা জারীর পরে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।)

২১৭। সেই প্রকারের এত্তেলা জারী হইলে যদি ঐ পক্ষ আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, কিম্বা ঐ ডিক্রী অগৌণে জারী করা উচিত নয় ইহার উপযুক্ত কারণ যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রকাশ না করে, তবে আদালত তদনুসারে ডিক্রী জারী হইবার হুকুম করিবেন। যদি সেই পক্ষ নিজে কি উকীলের দ্বারা হাজির হয় ও ডিক্রী জারী হইবার কোন আপত্তি জানায়, তবে আদালত তাবৎগতিক বুঝিয়া যে হুকুম ন্যায্য ও উচিত বোধ হয় এমত হুকুম করিবেন।

(অস্থাবর সম্পত্তির সাধারণমতে ক্রোক হইবার দরখাস্তের কথা।)

২১৮। যদি আসামীর অস্থাবর সম্পত্তির সাধারণ মতে ক্রোক হইবার দরখাস্ত হয়, তবে আদালত উচিত বোধ করিলে ঐ রূপ ক্রোক হইবার হুকুম জারী করিবার আগে দরখাস্তকারিকে জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন, অর্থাৎ ঐ ক্রোক করিবার সময়ে আসামী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে যে কিছু ক্ষতি হইতে পারে, তাহার পরিশোধের জন্যে যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন আদালতের হৃদ্বোধমতে দরখাস্তকারিকে তত টাকার জামিন দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(হুকুম দিবার আগে যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবেক তদ্বিষয়ে আদালতের কোন কোন তদন্ত করিবার কথা।)

২১৯। সাধারণ মতে ক্রোক করিবার হুকুম দিবার আগে, কিম্বা ফরিয়াদী প্রার্থনা করিলে, নিষ্পত্তি হইবার পর ও ডিক্রী সম্পূর্ণমতে জারী হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদালত যাহার বিপক্ষে ঐ দরখাস্ত হইয়াছে তাহাকে শমন করিয়া, নিষ্পত্তির পরিশোধে যে সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে তদ্বিষয়ের জিজ্ঞাসা বাদ তাহাকে করিতে পারিবেন। আরো আদালত স্বেচ্ছামতে কিম্বা সেই তদন্ত কার্য্যেতে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রার্থনা মতে, অন্য যে লোককে আবশ্যক বুঝেন তাহাকে শমন করিয়া ঐ সম্পত্তির বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন, ও যাহাকে শমন করেন তাহার কাছে কি তাহার ক্ষমতার মধ্যে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কীয় যে সকল দলীল ও কাগজ পত্র থাকে তাহাও আনিয়া দেখাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(নিষ্পত্তির পরে উভয় পক্ষের ও সাক্ষিরদের তলব করিবার ও জোবানবন্দী লইবার যে বিধি খাটে তাহার কথা।)

২২০। নিষ্পত্তি হইবার পর কোন সময়ে, যখন মোকদ্দমার কোন পক্ষের কি অন্য কোন ব্যক্তির হাজির হইবার শমন জারী হয়, তখন ইস্তুরিকার্ড হইলে পর উভয় পক্ষকে ও সাক্ষিরদিগকে শমন করিবার ও তাহারদের জোবানবন্দী লইবার যে যে বিধি খাটে, সেই প্রকারের শমন করা কোন পক্ষের কি সাক্ষিরদের উপর সেই সেই বিধি খাটিবেক।

পরওয়ানা জারী করিবার বিধি।

(পরওয়ানা জারী করিবার সময়ের কথা।)

২২১। অগ্রিম যে সকল কার্য্যের আবশ্যক হয় তাহা প্রয়োজন মতে করা গেলে পর, আদালত ডিক্রীজারী করিবার প

১০/-

ওয়ানা না দিবার কারণ না দেখিলে উপযুক্ত পরওয়ানা জারী করিবেন।

(জারী করিবার শেষ দিন পরওয়ানাতে লিখিবার ও যে প্রকারে ও যে সময়ে জারী হয় তাহা পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার কথা।)

২২২। ডিক্রীজারী করিবার পরওয়ানা যে তারিখে জারী হয় সেই তারিখ তাহাতে লিখিতে হইবেক, ও তাহাতে বিচারকর্ত্তার দস্তখত থাকিবেক, ও আদালতের মোহর করা যাইবেক, ও সেই পরওয়ানা নাজিরকে কি আদালতের উপযুক্ত অন্য আমলাকে দেওয়া যাইবেক। ও যে তারিখে কি যাহার পূর্ব্বে পরওয়ানা জারী করিতে হইবেক তাহা পরওয়ানাতে লিখিত থাকিবেক, ও যে তারিখে ও যে প্রকারে তাহা জারী হয় তাহার কথা নাজির কি উপযুক্ত অন্য আমলা ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবেক, কিম্বা যদি জারী হয় নাই তবে না হইবার কারণ লিখিবেক, ও ঐ পরওয়ানা যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল সেই আদালতে ঐ পৃষ্ঠের লিখিত কথা সমেত ফিরিয়া দিবেক।

স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রীজারী করিবার বিধি।

(স্থাবর সম্পত্তি আসামীর দখলে কি তাহার অধীন কোন ব্যক্তির দখলে থাকিলে তাহা দেওয়াইবার কথা।)

২২৩। ঘর কি জমী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির ডিক্রী হইলে, তাহা যদি আসামীর কি তাহার তরফে কোন লোকের দখলে থাকে, কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পরে আসামীর করা কোন স্বত্ব ক্রমে দাওয়াদার অন্য ব্যক্তির দখলে থাকে, তবে ডিক্রী মতে যে পক্ষ ঐ ঘর কি জমী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি পাইবেক তাহাকে দখল দেওয়াইয়া, কিম্বা তাহার পক্ষে ঐ

সম্পত্তি গ্রহণ করিতে যাহাকে নিযুক্ত করে তাহাকে দখল দেওয়াইয়া, ও যদি কোন লোক সেই সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে স্বীকার না করে তবে আবশ্যক হইলে তাহাকে উঠাইয়া দিয়া, আদালত ঐ জমী প্রভৃতি ডিক্রীদারকে দিতে হুকুম করিবেন।

(জমীপ্রভৃতি রাইয়তেরদের দখলে থাকিলে তাহা ডিক্রীদারকে দিবার কথা।)

২২৪। জমী কি স্থাবর অন্য যে সম্পত্তির ডিক্রী হয় তাহা রাইয়তের দখলে থাকিলে, কিম্বা দখল করিবার স্বত্ববান অন্য ব্যক্তিরদের দখলে থাকিলে আদালত সেই জমীর কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির কোন প্রকাশ স্থানে ঐ পরওয়ানার এক কেতা নকল লটকাইয়া ও উপযুক্ত কোন এক কি অধিক স্থানে ঢেঁড়রা দিয়া, কিম্বা অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে, ঐ সম্পত্তি সম্পর্কীয় ডিক্রীর মর্ম্ম ঐ সম্পত্তির দখীলকারদিগের নিকটে ঘোষণা করাইয়া, তাহা ডিক্রীদারকে দিতে হুকুম করিবেন

(মহালের বিভাগ করিবার কি অংশ স্বতন্ত্র করিয়া দিবার কথা।)

২২৫। ঐ ডিক্রী যদি সরকারের খেরাজী মহাল ভাগ করিবার নিমিত্তে হয়, কিম্বা তদ্রূপ অবিভক্ত মহালের এক অংশের স্বতন্ত্র দখলের নিমিত্তে হয়, তবে সরকারের খেরাজী মহাল ভাগ করিয়া দিবার যে বিধি চলন থাকে সেই বিধিমতে কালেক্টর সাহেব আদালতের হুকুম অনুসারে ঐ মহাল ভাগ করিয়া দিবেন, কিম্বা ঐ অংশ স্বতন্ত্র করিয়া দিবেন।

(স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রীজারীর বাধা হইবার কথা।)

২২৬। জমীর কি অন্য স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রী জারী করিবার সময়ে, যদি কোন লোক ডিক্রী জারীকরণীয়া আমলাকে নিবারণ করে কি বাধা দেয়, তবে যাহার পক্ষে ঐ ডিক্রী হইয়াছে সেই লোক ঐ নিবারণ কি বাধা হইবার সময়াবধি এক মাসের মধ্যে কোন সময়ে আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেক। তাহাতে আদালত ঐ নালিশের বিলম্ব করি-

নার দিন নিরূপণ করিবেন ও যাহার নামে নালিশ হইয়াছে তাহাকে জওয়াব করিতে শমন করিবেন।

(ঐ বাধা আসামী হইতে হইলে তাহার কথা।)

২২৭। জমী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি ঐ ডিক্রীর মধ্যে পরা গেল না বলিয়া, কিম্বা অন্য কোন কারণে, আসামী কিম্বা তাহার প্রবৃত্তিমতে অন্য লোক নিবারণ কি বাধা করে, এই কথা যদি আদালতের সন্তোষমতে প্রকাশ হয়, তবে আদালত ঐ নালিশের কথা তদন্ত করিয়া ভাবগতিক বুঝিয়া যে হুকুম উচিত হয় তাহা করিবেন।

(আসামী ফরিয়াদীর বাধা করিতে না ছাড়িলে তাহার প্রতি কার্য্য হইবার কথা।)

২২৮। আদালত ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্তের যে রূপে তদারক করা উচিত বোধ করেন তাহা করিলে পর যদি সন্তোষমতে জানেন যে, ঐ নিবারণ ন্যায্য কারণে হয় নাই, ও ডিক্রীমতে ফরিয়াদীর যে সম্পত্তির দখল পাইতে হয় তাহা তাহার সফলরূপে না পাইবার নিমিত্তে আসামী কিম্বা তাহার প্রবৃত্তিমতে অন্য লোক নিবারণ কি বাধা করিতে থাকে, তবে আদালত ফরিয়াদীর প্রার্থনামতে সেই নিবারণ কি বাধা না হইতে থাকিবার জন্যে, ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত যত কাল আবশ্যক হয় ততকাল সেই আসামীকে কি অন্য ব্যক্তিকে কয়েদ করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহাতে সেই নিবারণের কি বাধার দণ্ড করিবার যে সময়ে যে আইন চলন থাকে, সেই আইনমতে ঐ আসামীর কি অন্য ব্যক্তির নামে যে কোন নালিশ প্রভৃতি হইতে পারে তাহার কিছু ব্যাঘাত হইবেক না।

(আসামী ছাড়া প্রকৃত ভাবের দাওয়াদার হইতে বাধা হইবার কথা।)

২২৯। ঐ সম্পত্তি আসামী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির দখলে আপনার নিমিত্তে কিম্বা আসামী ভিন্ন কোন লোকের নিমিত্তে আছে, প্রকৃত ভাবের এমত কোন দাওয়াদার ঐ ডিক্রীজারীর নিবারণ কি বাধা করে, ইহা যদি আদালতের

অবোধমতে প্রকাশ হয়, তবে ডিক্রীদারকে ফরিয়াদী করিয়া ও দাওয়াদারকে আসামী করিয়া সেই দাওয়া মোকদ্দমামতে নম্বর ভুক্ত হইবেক ও রেজিষ্টরী করা যাইবেক। ও সেই সম্পত্তির নিমিত্তে ডিক্রীদার এই আইনের বিধানমতে ঐ দাওয়াদারের নামে মোকদ্দমা করিলে, আদালত যে রূপ ও যে ক্ষমতামতে করিতে পারিতেন সেইরূপে ও সেই ক্ষমতাক্রমে ঐ দাওয়ার তদন্ত করিবেন, ও তাবৎগতিক বুঝিয়া যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত করিবার কিম্বা ঐ ডিক্রী জারী করিবার হুকুম করিবেন। কিন্তু ইহাতে সেই নিবারণের কি বাধার দণ্ড করিবার যে সময়ে যে আইন চলন থাকে, সেই আইনমতে ঐ দাওয়াদারের নামে যে কোন নালিশ প্রভৃতি হইতে পারে তাহার কিছু ব্যাঘাত হইবেক না।

(যাহাকে বেদখল করা যায় সেই জন যদি ডিক্রীদারের সেই স্থাবর সম্পত্তির দখল পাইবার অধিকারের বিবাদ করে, তবে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।)

২৩০। ডিক্রী জারী ক্রমে যদি আসামী ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে কিছু জমী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি হইতে বেদখল করা যায়, ও সেই সম্পত্তি আপনার নিমিত্তে কিম্বা আসামী ছাড়া অন্য লোকের নিমিত্তে প্রকৃতভাবে তাহার দখলে ছিল, ও সেই সম্পত্তি ডিক্রীর মধ্যে ধরা যায় নাই, কিম্বা যদি ডিক্রীতে ধরা গিয়াছিল তবু যে মোকদ্দমাতে ঐ ডিক্রী হইয়াছিল সেই মোকদ্দমাতে তাহাকে একপক্ষ করা যায় নাই বলিয়া, তাহাকে সেই ডিক্রী মতে বেদখল করিতে ঐ ডিক্রীদারের অধিকারের বিষয়ে যদি সেই লোক বিবাদ করে, তবে সেই বেদখল হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে ঐ লোক আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেক। ও সেই দরখাস্তকারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে পর, সেই দরখাস্ত করিবার সম্ভাবিত কারণ আছে আদালত যদি এমত বোধ করেন, তবে দরখাস্ত-কারিকে ফরিয়াদী করিয়া ও ডিক্রীদারকে আসামী করিয়া সেই দরখাস্ত

মোকদ্দমার মতে নম্বরভুক্ত ও রেজিষ্টরী করা যাইবেক। ও সেই সম্পত্তির নিমিত্তে দরখাস্তকারী ঐ ডিক্রীদারের নামে মোকদ্দমা করিলে আদালত যেরূপে ও যে ক্ষমতামতে করিতে পারিতেন সেইরূপে ও সেই ক্ষমতাক্রমে ঐ বিবাদের বিষয়ের তজবীজ করিবেন।

(পূর্ব্বের দুই ধারামতে যে নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর আপীলের কথা।)

২৩১। ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার কোন ধারামতে আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা সামান্য মোকদ্দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবেক, ও ডিক্রীর উপর আপীলের যে বিধি খাটে সেই বিধিমতে ঐ নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবেক, ও নালিশের সেই হেতুতে সেই সেই পক্ষের কি তাহারদের অধীনে দাওয়াদার অন্য ব্যক্তিরদের মধ্যে কোন নূতন মোকদ্দমা কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না।

সম্পত্তি ক্রোক করিয়া টাকার ডিক্রী জারী করিবার বিধি।

(টাকার ডিক্রীজারী ক্রমে সম্পত্তি যে রূপে ক্রোক করিতে হইবেক তাহার কথা।)

২৩২। ডিক্রী যদি টাকার নিমিত্তে হয়, ও যাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইল তাহার সম্পত্তি হইতে যদি সেই টাকা আদায় করিতে হয়, তবে আদালত এই প্রকারে সেই সম্পত্তি ক্রোক করাইবেন।

(আসামীর নিকটে যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা হস্তগত করিয়া ক্রোক করিবার কথা।)

২৩৩। সেই সম্পত্তি যদি আসামীর নিকটে থাকা মাল কি জিনিস কি অস্থাবর অন্য দ্রব্য হয়, তবে তাহা নিতান্ত হস্তগত করিয়া সেই ক্রোক করা যাইবেক, ও নাজির কিম্বা

অন্য আমলা আপনার জিম্মায় কিম্বা আপনার তাবেদার লোকের জিম্মায় সেই দ্রব্য রাখিবেক, ও তাহা উচিতমতে রক্ষা করিবার বিষয়ে দায়ী হইবেক।

(বন্ধকাদি দাওয়ার বশতঃ যে অস্থাবর দ্রব্যেতে আসামীর স্বত্ব থাকে তাহা নিষেধক্রমে ক্রোক হইবার কথা।)

২৩৪। ঐ সম্পত্তি মাল কি জিনিস কি অন্য অস্থাবর দ্রব্য হইয়া তাহাতে অন্য ব্যক্তির বন্ধকাদিক্রমে যে দাওয়া আছে কিম্বা নিজহস্তে রাখিবার যে অধিকার আছে তাহার বশে যদি আসামীর তাহাতে স্বত্ব থাকে, তবে যাহার নিকট থাকে তাহাকে সেই দ্রব্য আসামীর হাতে না দিবার হুকুম লিখিয়া ঐ ক্রোক করা যাইবেক।

(নিষেধক্রমে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।)

২৩৫। ঐ সম্পত্তি যদি জমী কি ঘর বাড়ী কি স্থাবর অন্য বিষয় হয়, তবে আসামীকে সেই বিষয় বিক্রয় কি দান না করিবার, কিম্বা অন্য প্রকারে হস্তান্তর না করিবার হুকুম লিখিয়া দিয়া, ও অন্য সকল লোককে বিক্রয় কি দানক্রমে কি প্রকারান্তরে গ্রহণ না করিবার হুকুম লিখিয়া দিয়া ঐ ক্রোক করা যাইবেক।

(যে নিদর্শন পত্রের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তদ্ভিন্ন পাওনা টাকা ও সাধারণ কোম্পানি প্রভৃতির স্যার নিষেধ ক্রমে ক্রোক হইবার কথা।)

২৩৬। যে নিদর্শন পত্রের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহা ছাড়া অন্য প্রকারের পাওনা টাকা লইয়া, কিম্বা কোন রেল রোডের কি ব্যাঙ্কের কি অন্য সাধারণ কোম্পানির কি চার্টর প্রাপ্ত সমাজের স্যার লইয়া যদি সম্পত্তি হয়, তবে আদালত যাবৎ হুকুম না করেন তাবৎ মহাজনকে ঐ কর্জের শোধ গ্রহণ না করিবার ও খাতককে ঐ পাওনা টাকা কোন কাহাকে না দিবার হুকুম লিখিয়া দিয়া, কিম্বা ঐ স্যার যাহার নামে

থাকে তাহাকে আদালত যাবৎ হুকুম না করেন, তাবৎ কোন প্রকারের খারিজ দাখিল না করিবার, কিম্বা তাহার ডিবিডেণ্ডের কোন টাকা না লইবার ও সেই কোম্পানির কি চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কর্ত্তা সাহেবকে কিম্বা সেক্রেটারী কি উপযুক্ত অন্য কার্য্যকারককে ঐ সার খারিজ দাখিল করিতে ও সেই রূপ কোন টাকা দিতে অনুমতি না দিবার হুকুম লিখিয়া দিয়া ঐ ক্রোক করা যাইবেক।

(আদালতে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকের হাতে আমানৎ করা টাকা কি নিদর্শন পত্র এত্তেলা ক্রমে ক্রোক করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।)

২৩৭। কোন আদালতে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারকের হাতে আমানৎ করা যে টাকা কি নিদর্শন পত্র আসামীর কিম্বা তাহার পক্ষে অন্য লোকের নিকটে দেনা হয় কি হইতে পারিবেক, এমত টাকা কি নিদর্শনপত্র লইয়া যদি সেই সম্পত্তি হয়, তবে সেই আদালতকে কি কার্য্যকারককে এই মর্ম্মের এত্তেলা দিয়া ঐ ক্রোক করা যাইবেক অর্থাৎ এত্তেলা যে আদালত জারী করেন সেই আদালত হইতে যাবৎ হুকুম না হয় তাবৎ সেই টাকা কি নিদর্শন পত্র আটকাইয়া রাখা যায়। পরন্তু যদি সেই টাকা কি নিদর্শন পত্র কোন আদালতে আমানত থাকে, তবে কোন বরাৎ কি ক্রোকের বলে কি প্রকারান্তরে সেই টাকাতে কি নিদর্শন পত্রেতে সম্পর্কের দাওয়া যে করে, আসামী ছাড়া এমত অন্য ব্যক্তির সঙ্গে ডিক্রীদারের অধিকারের কি অগ্রগণ্যতার কোন বিবাদ হইলে, যে আদালতে ঐ টাকা কি নিদর্শন পত্র আমানত থাকে সেই আদালত ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন।

(যে নিদর্শনের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহা হস্তগত করিয়া ক্রোক করিবার কথা।)

২৩৮। যাহার ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত নিদর্শন পত্র লইয়া যদি সম্পত্তি হয়, তবে তাহা নিতান্ত হস্তগত করিয়া ক্রোক করা যাইবেক, ও নাজির কিম্বা অন্য আমলা সেই নি-

র্শন পত্র আদালতে আনিবেক, ও আদালতের যাবৎ হুকুম না হয় তাবৎ সেই নিদর্শন পত্র আটক থাকিবেক।

(নিষেধ ক্রমে ক্রোক হইলে হুকুম যে প্রকারে প্রকাশ করা যাইবেক তাহার কথা।)

২৩৯। মাল কি জিনিস কি অন্য অস্থাবর দ্রব্য আসামীর নিকটে না থাকিলে, ঐ লেখা হওয়া হুকুম আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়া যাইবেক, ও সেই দ্রব্য যাহার কাছে থাকে তাহাকে ঐ হুকুমের এক কেতা নকল দিতে হইবেক, কিম্বা রেজিষ্টর করিয়া ডাকযোগে তাহার নিকটে পাঠাইতে হইবেক। জমী কি ঘর বাড়ী কি অন্য স্থাবর বিষয় হইলে, ঐ লেখা হওয়া হুকুম সেই জমীর কি ঘর বাড়ীর কি অন্য সম্পত্তির কোন স্থানে কি তাহার কাছে উচ্চ শব্দে পাঠ করিতে হইবেক, ও আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দিতে হইবেক। ও সেই সম্পত্তি যদি জমী হয় কিম্বা জমীতে কোন সম্পর্ক হয়, তবে জমী যে জিলাতে থাকে সেই জিলার কালেক্টরী কাছারীতেও ঐ লেখা হওয়া হুকুম পাঠাইয়া দিতে হইবেক। যদি পাওনা টাকা হয়, তবে ঐ লেখা হওয়া হুকুম আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দিতে হইবেক, ও সেই লেখা হওয়া হুকুমের এক এক কেতা নকল এক এক জন খাতককে দিতে হইবেক, কিম্বা রেজিষ্টর করিয়া ডাকযোগে তাহারদের কাছে পাঠাইতে হইবেক। ও কোন রেলরোডের কি ব্যাঙ্কের কি অন্য সাধারণ কোম্পানির কি চার্টর প্রাপ্ত সমাজের মূল ধনের কি জাইন্ট ষ্টকের স্যার লইয়া সম্পত্তি হইলে, ঐ লেখা হওয়া হুকুম সেই প্রকারে আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দিতে হইবেক, ও সেই হুকুমের এক কেতা নকল ঐ কোম্পানির কি চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কর্ত্তা সাহেবকে কি সেক্রেটারীকে কি উপযুক্ত অন্য কার্য্যকারককে দিতে হইবেক, কিম্বা রেজিষ্টর হইয়া ডাকযোগে তাঁহার কাছে পাঠাইতে হইবেক।

(ক্রোক হইলে পর সম্পত্তি আপোসে হস্তান্তর করা গেলে তাহা বাতিল হইবার কথা।)

115

২৪০। কিছু সম্পত্তি নিতান্ত হস্তগত করিয়া, কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের লেখা হওয়া হুকুম ক্রমে, ক্রোক হইলে পর, ও লেখা হওয়া হুকুম ক্রমে ক্রোক হইলে সেই হুকুম পূর্ব্বোক্তমতে উপযুক্তরূপে প্রকাশ হইলে ও জ্ঞাত করা গেলে পর, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় কি দান করিয়া কি প্রকারান্তরে আপোষে হস্তান্তর করা গেলে সেই হস্তান্তর করণ বাতিল ও অসিদ্ধ হইবেক। ও ক্রোক যাবৎ থাকে তাবৎ কর্জ্জা টাকা কিম্বা সার কিম্বা ডিবিডেণ্ডের টাকা আসামীকে দেওয়া গেলে তাহা বাতিল ও অসিদ্ধ হইবেক।

(মহাজনকে টাকা দিতে খাতককে নিষেধ হইলে সেই টাকা শোধ করিবার কথা।)

২৪১। খাতকের দেনা টাকা মহাজনকে দিতে নিষেধ হইলে ঐ খাতক সেই টাকা আদালতে দাখিল করিতে পারিবেক। তাহা করিলে ঐ টাকা পাওনিয়া মহাজনকে দিবার তুল্য হইবেক।

(টাকা কি ব্যাঙ্ক নোট ফরিয়াদীকে দিতে কিম্বা ক্রোক করা অন্য সম্পত্তির বিক্রয় হইয়া তাহার টাকা তাহাকে দিতে আদালতে হুকুমের কথা।)

২৪২। ইহার পূর্ব্বের কোন ধারামতে যখন ক্রোক করা যায়, তখন আদালত ঐ ক্রোক থাকিবার কোন সময়ে সেই প্রকারের ক্রোক করা দ্রব্যের মধ্যে যে টাকা কি ব্যাঙ্ক নোট থাকে তাহা কি তাহার উপযুক্ত ভাগ, ডিক্রীজারী হইবার দরখাস্ত যে জন করিয়াছিল তাহাকে দিবার হুকুম করিতে পারিবেন। কিম্বা সেই প্রকারের ক্রোক করা দ্রব্যের মধ্যে টাকা কি ব্যাঙ্ক নোট না হইয়া যত দ্রব্য সেই ডিক্রীর টাকা শোধ করিবার জন্যে আবশ্যক হয়, তত দ্রব্য নীলাম হইবার ও সেই নীলামে যত টাকা আদায় হয় তাহা কি তাহার উপযুক্ত ভাগ সেই লোককে দিবার হুকুম করিতে পারিবেন।

(যদি ঐ সম্পত্তি পাওনা টাকা কি স্থাবর বিষয় হয়, তবে সরবরাহকারকে নিযুক্ত করিবার কথা। বন্ধক প্রভৃতি

দিলে ডিক্রীর টাকা আদায় হইতে পারিবেক আদালতের এমত হৃদ্বোধ হইলে, জমীর নীলাম স্থগিত হইবার কথা, ও সরবরাহকারের হিসাব দিবার কথা।)

২৪৩। যে পক্ষ ডিক্রীর টাকা দিবার দায়ী হয় তাহার পাওনা টাকা কিম্বা কোন জমী কি, ঘর কি অন্য স্থাবর বিষয় লইয়া যদি ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি হয়, তবে ঐ বিষয়ের এক জন সরবরাহকারকে নিযুক্ত করিতে আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক। সেই সরবরাহকারের এই২ ক্ষমতা থাকিবেক, তিনি ঐ পাওনা টাকার বাবৎ নালিশ করিতে পারিবেন, ও ভূমির কিম্বা অন্য স্থাবর সম্পত্তির খাজনা কি অন্য পাওনা টাকা ও উপস্বত্ব আদায় করিতে পারিবেন, ও সেই কার্য্যের নিমিত্তে যে সকল দলীলের কি লিপির আবশ্যক হয় তাহাও করিয়া দস্তখৎ করিতে পারিবেন, ও সেই প্রকারে যে সকল খাজানা কি উপস্বত্ব কি টাকা পান তাহা সেই ডিক্রীর টাকার ও খরচার শোধে দিতে পারিবেন। কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তি যদি ভূমি হয়, তবে ঐ ভূমি বন্ধক দিলে, কিম্বা তাহার পাট্টা করিয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ঐ জমীর এক ভাগ কিম্বা ডিক্রীদেনের খাতকের অন্য কোন সম্পত্তি আপোসে বিক্রয় করিলে ঐ ডিক্রীর টাকা উৎপন্ন হইতে পারিবেক এমত বুঝিবার কারণ আছে, এই কথা যদি ঐ খাতক আদালতের খাতিরজমা মতে দেখাইতে পারে, তবে ঐ ডিক্রীর খাতকের স্থানে দরখাস্ত পাইলে, আদালত ঐ ডিক্রীর খাতকের ঐ টাকা আদায় করিবার জন্যে যতকাল উপযুক্ত বোধ করেন ততকাল পর্য্যন্ত ঐ নীলাম স্থগিত করিতে পারিবেন। আর যে কোন স্থলে এই ধারামতে সরবরাহকারকে নিযুক্ত করা যায়, সেই স্থলে ঐ সরবরাহকার, আদালত যেমন হুকুম করেন সেই প্রকারে, সময়ে সময়ে আপনার জমা ও খরচ করা টাকার উপযুক্ত হিসাব দিতে বদ্ধ হইবেন।

(জামিন দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেবদিগকে জমীর

117

নীলাম স্থগিত করিতে আদালতের ক্ষমতা দিবার কথা।)

২৪৪। যে জিলার মধ্যে সরকারের পেষ্কাষী জমী ২৩৮ ধারা মতে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নীলাম হইয়া থাকে, এমত কোন জিলাতে যদি ক্রোক করা সম্পত্তি সেই প্রকারের জমী হয়, কিম্বা সেই প্রকারের জমীর কোন অংশ হয়, ও সেই জমী কিম্বা তাহার সেই অংশ নীলাম করা উচিত নয়, ও সেই জমী কি অংশ কিঞ্চিৎ কাল হস্তান্তর করা গেলে উপযুক্ত কালের মধ্যে ডিক্রীর টাকা শোধ হইতে পারিবেক, এই এই কথা যদি কালেক্টর সাহেব আদালতকে জ্ঞাত করেন, তবে আদালত কালেক্টর সাহেবকে এই ক্ষমতা দিতে পারিবেন যে, ঐ ডিক্রীর টাকার, কিম্বা ঐ জমীর কি সেই অংশের মূল্যের জামিন দেওয়া গেলে তিনি ঐ জমী কি অংশ নীলাম না করিয়া, যেমন প্রস্তাব করিয়াছেন তেমনি ঐ ডিক্রীর টাকা শোধ হইবার নিয়ম করেন।

(ডিক্রীর টাকা শোধ হইলে পর ক্রোক উঠাইয়া দিবার হুকুমের কথা।)

২৪৫। ডিক্রীতে যত টাকার হুকুম হয় তাহা খরচা সমেত, ও ক্রোক করিবার যত খরচ খরচা হয় তাহা সমুদয় আদালতে দাখিল করা গেলে, কিম্বা অন্য প্রকারে ডিক্রীর টাকা শোধ করা গেলে সেই ক্রোক উঠাইয়া দিবার হুকুম জারী হইবেক। ও সেই ক্রোক হইবার ঘোষণা কি সম্বাদ দিবার বিধি যে প্রকারে পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রকারে ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার হুকুম প্রচার হয় কি জ্ঞাত করা যায়, আসামী যদি এমত ইচ্ছা করে, ও তাহা করিবার উপযুক্ত খরচ আদালতে আমানৎ করে, তবে সেই হুকুম সেই বিধিমতে প্রচার হইবেক কি জ্ঞাত করা যাইবেক। ও ডিক্রীজারী করিবার অধিক কার্য্য রহিত করিবার যে উপায় আবশ্যক হয় তাহা করা যাইবেক।

(ক্রোককরা সম্পত্তির উপর দাওয়ার বিধি।

(ক্রোককরা সম্পত্তির উপর দাওয়া হইলে ও নীলামের আপত্তি হইলে তাহা তদারক করিবার কথা।)

২৪৬। ডিক্রীজারী ক্রমে, কিম্বা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ক্রোক করিবার কোন হুকুম হইয়া যে কিছু জমী কি অন্য কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকে, তাহার উপর যদি কোন দাওয়া করা যায়, কিম্বা আসামীর বিপক্ষের ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইবার যোগ্য নহে বলিয়া, যদি সেই সম্পত্তির নীলাম হইবার কোন আপত্তি করা যায়, তবে আদালত ইহার পর ধারায় বর্জিত বিধি মানিয়া, সেই আপত্তির তজবীজ করিবেন, অর্থাৎ ঐ দাওয়াদার প্রথমে মোকদ্দমার আসামী হইলে যে ক্ষমতাক্রমে করিতে পারিতেন, সেই ক্ষমতাক্রমে ঐ বিষয়ের তজবীজ করিবেন, ও প্রথম আসামীকে শমন করিবার যে ক্ষমতা ২২০ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন। আর যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে দৃষ্ট হয় যে, ঐ ভূমি কি অন্য স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি যে সময়ে ক্রোক হইয়াছিল সেই সময়ে যাহার বিপক্ষে ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনা হয় তাহার দখলে, কিম্বা তাহার নিমিত্তে জিম্মা স্বরূপে অন্য কোন লোকের দখলে ছিল না, কিম্বা তাহার নিকটে খাজানা দায়ী রাইয়তেরদের কি চাষিরদের কি অন্য ব্যক্তিরদের দখলে ছিল না, কিম্বা সেই সময়ে ঐ পক্ষের দখলে থাকিলেও তাহার নিজের নিমিত্তে কি তাহার নিজ সম্পত্তি বলিয়া তাহার দখলে ছিল না, কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে কিম্বা অন্য ব্যক্তির জন্যে জিম্মার স্বরূপে তাহার দখলে ছিল, তবে আদালত ঐ সম্পত্তির ক্রোক উঠাইয়া দিবার হুকুম করিবেন। পরন্তু যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে দৃষ্ট হয় যে, ঐ ভূমি কি অন্য স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইবার সময়ে, যাহার বিপক্ষে ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনা হয় তাহারি নিজ সম্পত্তি বলিয়া তাহার দখলে ছিল অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে নহে, কিম্বা তাহার নিমিত্তে জিম্মা স্বরূপে অন্য কোন ব্যক্তির দখলে ছিল কিম্বা তাহার নিকটে খাজানা দায়ী রাইয়তেরদের কি চাষিরদের কি অন্য ব্যক্তিরদের দখলে ছিল, তবে আদালত ঐ দাওয়া অগ্রাহ্য করিবেন। এই ধারাক্রমে আদালত যে হুকুম করেন তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না। কিন্তু যাহার বিপক্ষে ঐ হুকুম হইয়া থাকে সেই ব্যক্তি ঐ হুকুমের তারিখের

পর এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে আপনার স্বত্ব সাবুদ করিবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক।

(দাওয়া ও আপত্তি প্রথম অবকাশেই উপস্থিত করিবার কথা।)

২৪৭। ঐ দাওয়া কি আপত্তি যে আদালত হইতে ক্রোক হইবার হুকুম হয় সেই আদালতে প্রথম অবকাশেই করিতে হইবেক। ও যে সম্পত্তি লইয়াও দাওয়া কি আপত্তি হয় তাহার নীলাম হইবার ইশ্তিহার যদি হইয়া থাকে, তবে আবশ্যক বোধ হইলে ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত তজবিজ করিবার জন্যে ঐ নীলাম স্থগিত হইতে পারিবেক। পরন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে, যথার্থ বিচারের বাধা করিবার অভিপ্রায়ে ঐ দাওয়া উপস্থিত করিতে কি আপত্তি করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ও অনাবশ্যকমতে বিলম্ব হইয়াছিল, তবে সেই প্রকারের কোন তজবীজ হইবেক না, ও সেই তজবীজ না হইবার যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না। ও দাওয়াদার আলাহিদা মোকদ্দমা করিয়া আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করিতে পারিবেক।

ডিক্রী জারীক্রমে নীলামের বিধি।

(নীলামে বিক্রয় হইবার কথা, ও যে নিদর্শনপত্রের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহার ও সাধারণ কোম্পানির শ্যারের বর্জ্জিত কথা, ও সরকারের খেরাজী জমীর নীলাম কালেক্টর সাহেবের করিবার কথা।)

২৪৮। ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তির যে বিক্রয় হয় তাহা আদালতের কোন আমলার দ্বারা কিম্বা অন্য যে কোন লোককে আদালত নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা হইবেক, ও তাহা ইহার পরের লিখিত মতে সর্ব্বদাই নীলাম করিয়া হইবেক। পরন্তু যে নিদর্শনপত্রের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহা, কিম্বা কোন রেলরোডের কি ব্যাঙ্কের কি সাধারণ অন্য কোম্পানির কি চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কোন শ্যার যদি সেই রূপে বিক্রয় করিতে

হয়, তবে আদালত তাহা নীলাম করিবার অনুমতি না দিয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট পত্র কি স্যার দালালের দ্বারা তৎকালীন বাজারের দরে বিক্রয় হয় এমত হুকুম করিতে পারিবেন। যে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হয় তাহা যদি সরকারের খেরাজী জমী হয়, ও গবর্ণমেন্ট যদি আজ্ঞা করেন, তবে আদালতের আদেশ মতে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা ঐ নীলাম হইবেক।

(নীলামের ইশ্‌তিহারের ও সময়ের কথা।)

২৫৯। ডিক্রী জারীক্রমে স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় করিতে হইলে, সেই প্রস্তাবিত নীলামের কথা অর্থাৎ যে সময়ে ও যে স্থানে ও যে সম্পত্তি নীলাম হইবেক, ও সেই সম্পত্তি সরকারের খেরাজী মহাল কি তদ্রূপ মহালের এক অংশ হইলে তাহার যে জমা ধার্য্য আছে, ও যত টাকা আদায়ের জন্যে নীলামের হুকুম হয়, ও অন্য যে বয়ান আদালত আবশ্যক বোধ করেন, এই সকল কথা জিলার চলন ভাষাতে ঘোষণা করিতে হইবেক। ঐ ঘোষণা পত্রেতে যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক থাকে কেবল তাহাই নীলাম হইবেক এই কথাও প্রকাশ করিতে হইবেক। সম্পত্তি যে স্থানে ক্রোক করা যায় সেই স্থানে ঢেঁড়রা দিয়া কিম্বা অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে ঐ ঘোষণা করিতে হইবেক। ও সেই মর্ম্মের এক ইশ্‌তিহার নামা ঐ নীলাম করিবার হুকুম যে বিচার কর্ত্তা করিয়াছিলেন তাঁহার আদালত ঘরে ও যে নগরে কি গ্রামে ক্রোক হইয়াছে তাহার কোন প্রকাশ স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবেক। যে সম্পত্তি নীলাম করিবার হুকুম হইয়াছে তাহা যদি জমী হয়, কি জমীতে কোন স্বত্ব কি সম্পর্ক হয়, তবে জমী যে জিলাতে থাকে সেই জিলার কালেক্টরী কাছারীতে ও ঐ ইশ্‌তিহারনামা লটকাইতে হইবেক, ও নীলাম হইবার হুকুম যে আদালত হইতে হইয়াছিল তাহা যদি জিলার প্রধান দেওয়ানী আদালতের অধীন হয়, তবে সেই প্রধান দেওয়ানী আদালত ঘরে ও ঐ ইশ্‌তিহারনামা লটকাইতে হইবেক। যে বিচারকর্ত্তা নীলামের হুকুম করেন তাঁহার আদালত ঘরে ঐ ইশ্‌তিহারনামা যে তারিখে লটকান যায়, সেই তারিখ অবধি গণিয়া অতি কম ত্রিশ দিন

গত না হইলে স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইবেক না, ও পনের দিন গত না হইলে অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইবেক না।

(কোন কোন স্থলে ক্রোক ও নীলাম করিবার পরওয়ানা একি সময়ে জারী হইবার কথা।)

২৫০। যখন মাল কি জিনিস পত্র কিম্বা পাওনার টাকা ছাড়া অস্থাবর অন্য বিষয় ক্রোক করিতে হয়, তখন আদালতের যে স্থলে যেমন উচিত বোধ হয় তেমনি ক্রোক করিবার ও নীলাম করিবার রীতিমতের পরওয়ানা একি সময়ে কিম্বা একের পর অন্য পরওয়ানা জারী হইতে পারিবেক।

(অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইলে টাকা দিবার নিয়মের কথা।)

২৫১। অস্থাবর সম্পত্তির নীলাম হইলে, প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলাম হইবার সময়ে দিতে হইবেক, কিম্বা তাহার পর নীলাম করণীয়া কার্য্যকারক যখন দিতে হুকুম করে তখনই দিতে হইবেক। ঐ টাকা না দেওয়া গেলে ঐ দ্রব্য অবিলম্বে পুনরায় নীলাম হইবেক। খরীদের টাকা দেওয়া গেলে নীলাম করণীয়া কার্য্যকারক ঐ টাকা রসীদ দিবেক ও নীলাম সিদ্ধ হইবেক।

(বেদাঁড়ার কার্য্যেতে অস্থাবর সম্পত্তির নীলাম অসিদ্ধ না হইবার কথা, কিন্তু যাহার ক্ষতি হয় তাহার নালিশ করিয়া খেসারৎ পাইতে পারিবার কথা।)

২৫২। ডিক্রীজারী ক্রমে অস্থাবর সম্পত্তির যে নীলাম হয় তাহাতে বেদাঁড়ার কোন কার্য্য হইলেও নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু সেই বেদাঁড়ার কার্য্যেতে যদি কোন লোকের কিছু ক্ষতি হইয়া থাকে, তবে সে আদালতে নালিশ করিয়া খেসারৎ পাইতে পারিবেক।

(স্থাবর সম্পত্তির নীলামে খরীদারের বায়না আমানৎ করিবার কথা।)

২৫৩। স্থাবর সম্পত্তির নীলাম হইলে যাহাকে খরীদার বলিয়া প্রকাশ করা যায় সে যত টাকা ডাকিয়াছে তাহার উপর তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার হিসাবে তৎক্ষণাৎ আমানৎ করিতে হইবেক। ও সেই টাকা আমানৎ না করিলে ঐ সম্পত্তি অবিলম্বে পুনরায় নীলাম হইবেক।

(খরীদের সমুদয় টাকা যে সময়ে দিতে হইবেক তাহার কথা, ও না দিলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা ও পুনরায় নীলাম হইয়া কিছু ক্ষতি হইলে ঐ বাকীদার খরীদারের শিরে পড়িবার কথা।)

২৫৪। সম্পত্তি যে দিনে নীলাম হয় সেই দিন অবধি পনের দিনের দিনে সূর্য্য অস্ত হইবার পূর্ব্বে, খরীদের সমুদয় টাকা খরীদারের দিতে হইবেক। সেই পনের দিনের দিন যদি রবিবার হয়, কিম্বা কোন পর্ব্বের নিমিত্তে বন্দের দিন হয়, তবে সেই পঞ্চদশ দিনের পর প্রথম যে দিনে কাছারী হয় সেই দিনে দিতে হইবেক। ও সেই মিয়াদের মধ্যে না দেওয়া গেলে ঐ আমানতের টাকা হইতে নীলামের খরচ শোধ হইয়া বাকী টাকা সরকারে জব্দ হইবেক। ও সেই সম্পত্তির পুনরায় নীলাম হইবেক, ও সেই সম্পত্তির উপর কিম্বা পরে তাহা যত টাকাতে নীলাম হয় তাহার কোন ভাগের উপর, ঐ বাকীদার খরীদারের কোন দাওয়া হইতে পারিবেক না। অবশেষে নীলাম সমাপ্ত হইয়া ঐ সম্পত্তি যে মূল্যেতে বিক্রয় হয় তাহা, ঐ বাকীদার খরীদার যত টাকা ডাকিয়াছিল তাহার কম হইলে, যত টাকা কম হয় তত টাকা ঐ বাকীদারের স্থানে, আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে টাকা আদায় করিবার যে বিধি আছে সেই বিধিমতে, আদায় হইবেক।

(স্থাবর সম্পত্তির পুনশ্চ নীলামের ইশ্‌তিহারের কথা।)

২৫৫। খরীদের টাকা না দেওয়াতে স্থাবর সম্পত্তির পুনশ্চ যে নীলাম হয় তাহা, প্রথম নীলামের যে প্রকারের ও যে মিয়াদের ইশ্‌তিহার করিবার বিধি আছে, সেই প্রকারের ও সেই মিয়াদের নূতন ইশ্‌তিহার জারী হইলে পর, হইবেক।

(নীলাম মঞ্জুর করিবার কথা।)

২৫৬। স্থাবর সম্পত্তির নীলাম যাবৎ আদালত হইতে মঞ্জুর না হয়, তাবৎ সিদ্ধ হইবেক না। ঐ নীলামের সম্বাদ দেওনেতে কিম্বা নীলামের কার্য্যেতে গুরুতর কোন বেদাঁড়ার কার্য্য হইয়াছে বলিয়া, ঐ নীলামের তারিখের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই নীলাম অসিদ্ধ করিবার দরখাস্ত আদালতে হইতে পারিবেক। কিন্তু সেই বেদাঁড়ার কার্য্য দ্বারা দরখাস্তকারির প্রকৃত ক্ষতি হইয়াছে এই কথার প্রমাণ আদালতের হৃদ্বোধ-মতে না করিলে সেই বেদাঁড়ার কার্য্য প্রযুক্ত নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না।

(বেদাঁড়ার কার্য্য হেতুক কোন আপত্তি না হইলে কিম্বা সেই আপত্তি গ্রাহ্য হইলে নীলাম সিদ্ধ হইবার কথা ও নীলাম অসিদ্ধ করিবার হুকুমের উপর আপীলের কথা।)

২৫৭। ইহার পূর্ব্বের ধারাতে যে দরখাস্তের কথা আছে সেই রূপ কোন দরখাস্ত যদি না করা যায়, কিম্বা করা গেলেও যদি আপত্তি অগ্রাহ্য হয়, তবে আদালত ঐ নীলাম মঞ্জুর করিবার হুকুম করিবেন। তদ্রূপে যদি সেই প্রকারের দরখাস্ত করা যায় ও আপত্তি গ্রাহ্য হয়, তবে আদালত বেদাঁড়ার কার্য্য প্রযুক্ত ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার হুকুম করিবেন। আপত্তি যদি গ্রাহ্য হয় তবে নীলাম অসিদ্ধ করিবার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। যদি আপত্তি অগ্রাহ্য হয় তবে নীলাম মঞ্জুর করিবার হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক। সেই হুকুমের উপর আপীল না হইলে সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক, আপীল হইলে ঐ আপীলে যে হুকুম হয় তাহা চূড়ান্ত হইবেক। ও যাহার বিপক্ষে সেই হুকুম হয়, সেই লোক আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করিবার মোকদ্দমা করিতে পারিবেক না।

(যদি নীলাম অসিদ্ধ হয় তবে খরীদারকে টাকা ফিরিয়া দিবার কথা।)

২৫৮। স্থাবর সম্পত্তির নীলাম যদি অসিদ্ধ হয় তবে খরীদার

সুদসমেত কি সুদ ছাড়া, অর্থাৎ আদালত যে স্থলে যে প্রকারের হুকুম করা উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে, আপনার টাকা ফিরিয়া পাইতে পারিবেক।

(জমীর খরীদারদিগকে সর্টিফিকট দিবার কথা।)

২৫৯। স্থাবর সম্পত্তির নীলাম পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সিদ্ধ হইলে পর, সেই নীলামে যাহাকে খরীদার বলিয়া প্রকাশ করা গেল তাহাকে আদালত এই মর্ম্মের সর্টিফিকট দিবেন, অর্থাৎ সেই নীলাম করা সম্পত্তিতে আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক ছিল তাহা খরীদার খরীদ করিয়াছে। ও সেই সর্টিফিকট ঐ স্বত্বের ও অধিকারের ও সম্পর্কের মাতবর হস্তান্তরকরণ পত্র স্বরূপ জ্ঞান হইবেক।

(সর্টিফিকটে প্রকৃত খরীদারের নাম লিখিবার কথা।)

২৬০। নীলামের সময়ে যাহাকে প্রকৃত খরীদার বলিয়া প্রকাশ করা যায় তাহারই নাম সেই সর্টিফিকটে লিখিতে হইবেক। ও যে খরীদারের নাম সর্টিফিকটে লেখা আছে সেই লোক ছাড়া অন্য ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ জমী খরীদ হইয়াছিল ও সর্টিফিকটে যাহার নাম লেখা গেল তাহার সঙ্গে পূর্ব্বে কোন বন্দোবস্ত করিয়া তাহার নামে লেখা হইয়াছে বলিয়া, যদি সর্টিফিকটে লেখা খরীদারের নামে কোন মোকদ্দমা করা যায়, তবে তাহা খরচা সমেত ডিসমিস হইবেক।

(আসামীর নিকটে যে অস্থাবর দ্রব্য থাকে তাহা দিবার কথা।)

২৬১। ঐ নীলাম করা সম্পত্তি যদি আসামীর নিকটে থাকা কিম্বা যাহা আপনার নিকটে রাখিতে আসামীর যদি স্বত্ব থাকে এমত, মাল কি জিনিসপত্র কি অন্য অস্থাবর দ্রব্য হয়, ও তাহা যদি নিতান্ত হস্তগত করিয়া লওয়া গিয়াছিল, তবে সেই সম্পত্তি খরীদারকে দিতে হইবেক।

(বন্ধকাদি দাওয়ার বশতঃ যে অস্থাবর দ্রব্যেতে আসামীর স্বত্ব থাকে তাহা দিবার কথা।)

২৬২। ঐ নীলামকরা সম্পত্তি মাল কি জিনিস কি অন্য অস্থাবর দ্রব্য হইয়া, তাহাতে অন্য ব্যক্তির বন্ধকাদিক্রমে যে দাওয়া আছে কিম্বা নিজ হস্তে রাখিবার যে অধিকার আছে তাহার বশে যদি আসামীর তাহাতে স্বত্ব থাকে, তবে যাহার নিকটে ঐ দ্রব্য থাকে তাহাকে ঐ খরীদার ছাড়া অন্য কোন লোককে ঐ দ্রব্য না দিবার এত্তেলা দিয়া ঐ দ্রব্য খরীদারকে সাধ্যমতে দেওয়া যাইবেক।

(আসামী প্রভৃতির দখলে থাকা স্থাবর সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা।)

২৬৩। যে সম্পত্তির নীলাম হয় তাহা যদি ঘর কি জমী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি হইয়া আসামীর দখলে, কিম্বা তাহার পক্ষে অন্য লোকের দখলে, কিম্বা সেই সম্পত্তি ক্রোক হইলে পর আসামীর করা কোন স্বত্বক্রমে দাওয়াদার অন্য ব্যক্তির দখলে থাকে, তবে আদালত ঐ ঘর কি জমী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি যাহার নিকটে বিক্রয় হইয়াছে তাহাকে, কিম্বা সেই লোক আপনার নিমিত্তে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে অন্য যাহাকে নিযুক্ত করে তাহাকে দখল দেওয়াইয়া, ও কোন ব্যক্তি তাহা ছাড়িয়া দিতে স্বীকার না করিলে তাহাকে আবশ্যক হইলে উঠাইয়া দিয়া, ঐ সম্পত্তি খরীদারকে দিতে হুকুম করিবেন।

(রাইয়ত প্রভৃতিরদের দখলে থাকা স্থাবর সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা।)

২৬৪। যে সম্পত্তির নীলাম হয় তাহা যদি জমী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি হইয়া রাইয়তেরদের দখলে, কিম্বা তাহা দখল করিবার স্বত্ববান অন্য লোকেরদের দখলে থাকে, তবে আদালত বিক্রয়ের সর্টিফিকটের এক কেতা নকল ঐ জমীর কি অন্য স্থাবর সম্পত্তির কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া, ও আসামীর স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক খরীদারকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গিয়াছে এই কথা উপযুক্ত কোন এক কি অধিক স্থানে ঢেঁড়রা দিয়া কিম্বা অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে ঐ সম্পত্তির রাইয়ত প্রভৃতির নিকটে ঘোষণা করিয়া তাহা খরীদারের দখলে দিবার হুকুম করিবেন।

(যাহার ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত নিদর্শন পত্র না হইয়া, কোন পাওনা টাকা ও সাধারণ কোম্পানির স্যার দিবার কথা।)

২৬৫। যাহার ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত নিদর্শন পত্র ভিন্ন কোন পাওনা টাকা কিম্বা কোন রেলরোডের কি ব্যাঙ্কের কি অন্য সাধারণ কোম্পানির কি চার্টর প্রাপ্ত সমাজের স্যার যদি সেইরূপে বিক্রয় হয় তবে আদালত, মহাজনকে সেই পাওনা টাকা না লইবার ও খাতককে সেই খরীদার ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে ঐ টাকা না দিবার, কিম্বা ও স্যার যাহার নামে থাকে তাহাকে খরীদার ছাড়া অন্য কোন লোকের হাতে ঐ স্যার না দিবার কিম্বা তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড না লইবার ও সেই কোম্পানির কি চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কর্ত্তা সাহেবকে কি সেক্রেটারীকে কিম্বা উপযুক্ত অন্য কর্ম্মকারককে খরীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির হাতে সেইরূপ হস্তান্তর করণের কিম্বা সেইরূপ কোন টাকা দেওনের অনুমতি না দিবার হুকুম লিখিয়া দিয়া, সেই কর্জ্জ কি স্যার খরীদারকে দেওয়াইবেন।

(ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত যে নিদর্শন পত্র নিতান্ত হস্তগত করা গিয়াছে তাহা দিবার কথা।)

২৬৬। ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত যে নিদর্শন পত্র নিতান্ত লওয়া গিয়াছে, তাহা যদি বিক্রয় হয় তবে তাহা খরীদারকে দিতে হইবেক।

(নিদর্শন পত্র ও স্যার হস্তান্তর করিবার কথা।)

২৬৭। যাহার ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে এমত নিদর্শন পত্র কিম্বা সাধারণ কোম্পানির কি চার্টর প্রাপ্ত সমাজের কোন স্যার খরীদারকে দিবার জন্যে, ঐ স্যার প্রভৃতি যাহার নামে থাকে তাহার যদি ঐ নিদর্শন পত্রের কি স্যারের পিঠে লেখা কি হস্তান্তর করণপত্র করা প্রয়োজন হয়, তবে বিচারকর্ত্তা ঐ নিদর্শন পত্রের কি স্যারের সর্টিফিকটের পিঠে লিখিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা হস্তান্তর করিবার জন্যে অন্য যে দলীলের আবশ্যক

177

হয় তাহা করিয়া দস্তখৎ করিতে পারিবেন। সেই পিঠের লিখন কি দস্তখৎ করণ এই প্রকারে কিম্বা ইহার মর্ম্মমতে হইবেক, "যে মোকদ্দমাতে ক গ করিয়াদী ও খ ঘ আসামী সেই মোকদ্দমাতে অমুক স্থানের আদালতের জজ চ জর দ্বারা ছ ঝ সেই নিদর্শন পত্র কি যাবৎ তত কাল হস্তান্তর না করা যায় তত কাল তাহার উপর পাওনা কোন সুদ কি ডিবিডেণ্ড লইবার ও তাহার রসীদে দস্তখৎ করিবার জন্যে বিচারকর্ত্তা হুকুম করিয়া কোন লোককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও সেই প্রকারে পিঠে যে কোন কথা লেখা যায় ও যে কোন দলীলে কি যে কোন রসীদে দস্তখৎ হয় তাহা সেই পক্ষের নিজ হাতে করিবার কি দস্তখৎ করিবার তুল্য সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ ও সফল হইবেক।

(খরীদারেরদের ঐ সম্পত্তি দখল করিবার নিবারণের কি বাধার কথা।)

২৬৮। ডিক্রীজারী ক্রমে যে কিছু স্থাবর সম্পত্তির নীলাম হয় তাহার খরীদারের দখল পাইবার নিবারণ কি বাধা হইলে, কোন মোকদ্দমাতে যাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সেই জন ডিক্রীমতে যে সম্পত্তি পাইতে পারে তাহার দখল পাইবার নিবারণের কি বাধার সম্পর্কীয় ২২৬ ও ২২৭ ও ২২৮ ধারাতে যে বিধান হইয়াছে সেই বিধান ঐ নিবারণের কি বাধার উপর খাটিবেক।

(আসামী ছাড়া অন্য দাওয়াদারেরদের হইতে বাধার কথা।)

২৬৯। আসামী ছাড়া মালিক কি বন্ধক লওনীয়া কি পাট্টাদার বলিয়া কিম্বা অন্য কোন দলীলক্রমে ঐ নীলাম করা সম্পত্তিতে স্বত্বের দাওয়াদার অন্য কোন ব্যক্তি হইতে খরীদারের দখল পাইবার ঐ নিবারণ কি বাধা হইয়াছে ইহা যদি দৃষ্টি হয়, কিম্বা খরীদারকে দখল দেওয়াইবাতে যদি সেই প্রকারের দাওয়াদার কোন ব্যক্তিকে বেদখল করা যায়, তবে সেই নিবারণ কি বাধা হইবার কিম্বা বিষয় বিশেষে সেইরূপে বেদখল হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে ঐ খরীদার কিম্বা পূর্ব্বোক্ত

স্বত্বের দাওয়াদার নালিশ করিলে, আদালত ঐ নালিশের কথা তদন্ত করিয়া ভাবগতিক বুঝিয়া যে হুকুম উচিত হয় তাহাই করিবেন। সেই হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক না, কিন্তু যাহার বিপক্ষে ঐ হুকুম হইয়াছে সেই জন ঐ হুকুমের তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে আপনার স্বত্ব সাবুদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক।

(নীলামকরা সম্পত্তিহইতে ক্রোককরণীয়া মহাজনের টাকা প্রথমে দিবার কথা)

২৭০। যখন ডিক্রী জারীক্রমে কোন সম্পত্তির নীলাম হয়, তখন যে লোকের প্রার্থনামতে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যায় সেই লোকের ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে আপনার প্রাপ্য টাকা প্রথমে পাইবার স্বত্ব থাকিবেক, ও তাহার পূর্ব্বের কোন ডিক্রী জারীক্রমে অন্য লোকের দ্বারা সেই সম্পত্তি পরে ক্রোক হইলেও ঐ পূর্ব্বোক্ত লোক প্রথমে টাকা পাইবেক।

(টাকা বাঁটিয়া দিবার হুকুম হইবার আগে যে ডিক্রীদারেরা ডিক্রীজারীর হুকুম বাহির করিয়াছে তাহারদের মধ্যে অবশিষ্ট টাকা হারহারিমতে দিবার কথা ও সম্পত্তি বন্ধকের দায়যুক্ত হইয়া নীলাম হইলে তাহার বর্জ্জিত কথা)

২৭১। যাহার দরখাস্তমতে সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে তাহার দাওয়ার সমুদয় টাকা ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে দেওয়া গেলে পর, যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট টাকা বাঁটিয়া দেওয়া যাইবেক অর্থাৎ ঐ বাঁটিয়া দিবার হুকুম হইবার পূর্ব্বে অন্য যে কোন লোকেরা ঐ আসামীর উপরে ডিক্রী জারীর হুকুম বাহির করিয়াছে কিন্তু তাহার টাকা আদায় করিতে পারে নাই, তাহারদের মধ্যে ঐ অবশিষ্ট টাকা হারহারিমতে বাঁটিয়া দেওয়া যাইবেক। পরন্তু যে সম্পত্তির নীলাম হয় তাহার উপর যদি বন্ধকের দায় থাকে, তবে ঐ নীলামের উৎপন্ন অবশিষ্ট টাকার কোন ভাগ পাইতে ঐ বন্ধক লওনীয়ার অধিকার থাকিবেক না।

(প্রতারণাক্রমে যে ডিক্রী পাওয়া গেল তদনুসারে ক্রোক করা সম্পত্তির নীলামের টাকাহইতে অন্য ডিক্রীদারের পাওনা টাকা দিবার হুকুমের কথা।)

২৭২। অন্য যে ডিক্রীর দ্বারা সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে তাহা প্রতারণা ক্রমে কিম্বা অনুপযুক্ত অন্য উপায়ে পাওয়া গিয়াছে, ইহা যদি আদালত কোন ডিক্রীদারের দরখাস্তমতে বুঝিতে পান, তবে সেই অন্য ডিক্রী ঐ আদালতের ডিক্রী হইলে, ঐ ক্রোককরা সম্পত্তির নীলামেতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা হইতে আদালত দরখাস্তকারির পাওনা টাকা শোধ করিতে যত কুলায় তত দিবার হুকুম করিতে পারিবেন। কিম্বা অন্য আদালতের ডিক্রী হইলে যে আদালতে ঐ ডিক্রী করা যায় সেই আদালতের স্থানে দরখাস্তকারী সেই প্রকারের হুকুম পাইতে পারে, এই নিমিত্তে আদালত ডিক্রীজারীর কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

টাকার ডিক্রীজারী করিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার বিধি।

(মুক্ত হইবার দরখাস্ত যে কারণে হইতে পারে তাহার কথা, ও দরখাস্ত লিখিবার পাঠ ও তাহার সত্য হওয়ার কথা লিখিবার কথা।)

২৭৩। টাকার ডিক্রীজারীর পরওয়ানাক্রমে যদি কোন লোককে গ্রেপ্তার করা যায়, তবে আদালতের সম্মুখে আনা গেলে, তাহার তৎকালে প্রতুলনা থাকাতে সে সমুদয় টাকা কি তাহার কোন অংশ দিতে পারে না বলিয়া, কিম্বা তাহার কিছু সম্পত্তি থাকিলে যত সম্পত্তি আছে তাহা সমুদয় আদালতের হাতে অর্পণ করিতে চাহে বলিয়া, মুক্ত হইবার দরখাস্ত করিতে পারিবেক। সেই দরখাস্তে দরখাস্তকারির যে প্রকারের যত সম্পত্তি থাকে সে সমুদয়ের বেওরা লিখিতে হইবেক, অর্থাৎ তাহার নিজের ও তাহার পরিবারের আবশ্যক পরিবার

বস্ত্র ও তাহার ব্যবসায়ের আবশ্যক হাতিয়ার ছাড়া, তাহার যত সম্পত্তি পাইবার সম্ভাবনা ও যত দখলে আছে ও তাহা আপনি একলা রাখে কি অন্যেরদের সঙ্গে যৌতায় রাখে, কি তাহার নিমিত্তে অন্যেরদের জিম্মায় আছে, ও তাহার মধ্যে যে বিষয় যে স্থানে থাকে তাহাও সেই দরখাস্তে লিখিবেক, অথবা উক্ত বস্ত্র ও হাতিয়ার ছাড়া দরখাস্তকারির কিছু সম্পত্তি নাই এই কথা দরখাস্তে লিখিবেক। ও আরজীতে দস্তখৎ করিবার ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিবার যে বিধি এই আইনেতে করা গিয়াছে, সেই বিধিমতে দরখাস্তকারী ঐ দরখাস্তেতে দস্তখৎ করিবেক ও তাহা সত্য এই কথা লিখিবেক।

(দরখাস্ত পাইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।)

২৭৪। সেই প্রকারের দরখাস্ত করা গেলে, আদালত ঐ দরখাস্তকারির তৎকালীন অবস্থার, ও পরে তাহার সেই টাকা দিবার সঙ্গতির যে সম্ভাবনা থাকে সেই কথা ফরিয়াদীর কি তাহার উকীলের সাক্ষাতে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন, ও আসামীর যে সম্পত্তি আছে তাহার উপর ফরিয়াদী ডিক্রী জারী করে না ইহার কারণ জানাইতে, ও আসামীকে ছাড়িয়া দিতে না হয়, ইহার কারণ জানাইতে ফরিয়াদীকে হুকুম করিবেন। যদি ফরিয়াদী এমত কারণ জানাইতে না পারে তবে আদালত আসামীকে হাজতে না রাখিয়া ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিবেন। যদি আদালত কোন পক্ষের কথা তদন্ত করা আবশ্যক বোধ করেন, তবে ঐ পরওয়ানা জারী করিবার ভার আদালতের যে আমলার প্রতি অর্পিত হইয়াছে সেই আমলার রসুমের জন্যে আসামী আবশ্যকমতের টাকা আমানৎ করিলে, আদালত যাবৎ সেই তদন্ত না করেন তাবৎ আসামীকে সেই আমলার জিম্মায় রাখিতে পারিবেন। কিম্বা যদি আসামী সেইরূপ তদন্ত হইবার সময়ে কোন কালে তলব হইলে হাজির হইবার উত্তম ও মাতবর জামিন দেয়, ও সে হাজির না হইলে যদি তাহার জামিন কি জামিনেরা পরওয়ানার লিখিত টাকা দিবার করার করে, তবে আদালত সেই জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

(আসামী প্রতারণা করিয়া সম্পত্তি প্রভৃতি লুকাইয়া রাখিয়াছে প্রমাণ হইলে, তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিবার কথা।)

২৭৪। আসামী যে দরখাস্ত দাখিল করে তাহাতে আপনার কোন সম্পত্তি অর্থাৎ তাহার দখলে থাকা সম্পত্তি কি তাহার যে সম্পত্তি পাইবার সম্ভাবনা আছে তাহার কিম্বা তাহার নিমিত্তে অন্যের জিম্মায় থাকা সম্পত্তির কিছু কথা গোপনে রাখিবার কিম্বা জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা কহিবার দোষী আছে, কিম্বা প্রতারণা করিয়া কিছু সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে, কি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিয়াছে কিম্বা নষ্টভাবের অন্য কোন কর্ম্ম করিয়াছে, ইহা যদি দর্শান যায় তবে ইহার পূর্ব্বের ধারামতে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার পুনরায় ধরা যাইবার ও কয়েদ হইবার আটক হইবেক না। কিম্বা সেই প্রকারে মুক্ত করা গিয়াছিল বলিয়া আসামীর যে কিছু সম্পত্তি তৎকালে তাহার দখলে থাকে কি পরে দখলে আসিবেক তাহা ক্রোক ও নীলাম হইবার বাধা হইবেক না।

কয়েদ করণের দ্বারা ডিক্রী জারীর বিধি।

(জেলখানায় আসামীর খোরাকী যে প্রকারে নির্ণয় হইবেক ও দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।)

২৭৫। যখন আসামীকে ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদ করা যায়, তখন আদালত তাহার খোরাকের জন্যে মাসে২ যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন তাহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু তাহা প্রতিদিন চারি আনার অধিক না হয়। যে পক্ষের প্রার্থনামতে ডিক্রীজারী হইয়াছে সেই পক্ষ আদালতের উপযুক্ত আমলাকে, কিম্বা আসামী যে জেলখানায় কয়েদ থাকে তাহার উপযুক্ত আমলাকে প্রতিমাসের প্রথম তারিখের আগে ঐ খোরাকী মাসে মাসে আগাম দিবেক। যে দিনে আসামী কয়েদ

হয় সেই দিন ধরিয়া চলিত মাসের যত দিন বাকি থাকে তত দিনের খোরাকী প্রথমবার দিবেক।

(পীড়া হইলে কি অন্য বিশেষ কারণে খোরাকী পরিবর্ত্তন করিবার কথা।)

২৭৭। আসামীর পীড়া হইলে কিম্বা অন্য বিশেষ কারণে, আদালত দিন প্রতি ।৵০ ছয় আনার অধিক না হয় এমত হিসাবে মাসেরখরচ খোরাকী আবশ্যক বোধ করেন তত নির্দ্ধার্য্য করিবেন। উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে ঐ খোরাকী নির্দ্ধার্য্য করিবার হুকুম সময়ে সময়ে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন হইতে পারিবেক।

(ডিক্রীর নিমিত্তে ৬ মাসের ও ৫০ টাকা পর্য্যন্তের ডিক্রীর নিমিত্তে ৩ মাসের অধিক মিয়াদে কয়েদ না হইবার কথা।)

২৭৮। ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণমতে আদায় হইলে পর, কিম্বা যাহার প্রার্থনামতে আসামী কয়েদ হইয়াছিল আজ্ঞা তাহার প্রার্থনা হইলে, কিম্বা সেই লোক উপরের লিখিত মতের খোরাকী দিতে ত্রুটি করিলে, আসামীকে কোন সময়ে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক। ডিক্রীর নিমিত্তে কোন লোক দুই বৎসরের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না। কিম্বা যদি পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত দিবার ডিক্রী হয় ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না। ও যদি পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দিবার ডিক্রী হয় তবে তিন মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না।

(খোরাকী ডিক্রীর টাকার সঙ্গে ধরিবার কথা।)

২৭৯। আসামী জেলখানায় থাকিতে তাহার খোরাকের জন্যে ফরিয়াদীর যত টাকা খরচ হয়, তাহা ডিক্রীর খরচার সঙ্গে ধরিতে হইবেক, ও তাহা পূর্ব্ব লিখিত বিধি মতে আসামীর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া আদায় হইতে পারিবেক। কিন্তু সেই প্রকারের খরচ করা কোন টাকার নিমিত্তে আসামীকে হাজতে রাখিতে কি গ্রেপ্তার করিতে হইবেক না।

(খাতকের সমুদয় সম্পত্তি অর্পণ করা গেলে মুক্ত হইবার দরখাস্ত কথা ও সত্য হইবার কথা।)

২৮০। ডিক্রীমতে কোন ব্যক্তি কয়েদ থাকিলে, মুক্ত হইবার দরখাস্ত আদালতে করিতে পারিবেক। দরখাস্তকারির যে কোন প্রকারের যে সকল সম্পত্তি থাকে তাহার সম্পূর্ণ দেওয়া, অর্থাৎ তাহার নিজের ও তাহার পরিবারের আবশ্যক পরিধান বস্ত্র ছাড়া ও তাহার ব্যবসায়ের হাতিয়ার ছাড়া, যে সম্পত্তি তাহার দখলে থাকে কি পরে তাহার পাইবার সম্ভাবনা আছে, ও আপনি একেলা তাহা রাখে কিম্বা অন্যেরদের সঙ্গে যৌতায় রাখে, কিম্বা তাহার নিমিত্তে অন্যেরদের জিম্মায় থাকে, ও যে বিষয় যে স্থানে থাকে, এই সকল কথা তাহার দরখাস্তে লিখিতে হইবেক। ও নালিশের আরজীতে দস্তখৎ করিবার ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিবার যে বিধি এই আইনে করা গিয়াছে, সেই বিধি মতে দরখাস্তকারির সেই দরখাস্তে দস্তখৎ করিতে হইবেক, ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিতে হইবেক।

(সেইরূপ দরখাস্ত হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা, ও আসামী প্রতারণা করিয়াছে কি কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছে করিয়াদী ইহার প্রমাণ করিতে না পারিলে আসামীর মুক্ত হইবার কথা, খাতক সেইরূপে দোষী হইলে তাহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার ও ফৌজদারী আদালতে তাহার অধিক দণ্ড হইবার কথা।)

২৮১। সেই প্রকারের দরখাস্ত করা গেলে, আদালত আসামীর সম্পত্তির বেওরা ফর্দ্দের এক কেতা নকল করিয়াদীকে দেওয়াইবেন। ও করিয়াদী সেই সমুদয় সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করাইয়া নীলাম করাইতে পারে এই নিমিত্তে কিম্বা আসামী ডিক্রী মতের টাকা না দিয়া মুক্তি পায় এই জন্যে জানিয়া শুনিয়া কিছু সম্পত্তি গুপ্ত রাখিয়াছে, কিম্বা সম্পত্তিতে তাহার সত্য কি সম্পর্ক গুপ্ত রাখিয়াছে কিম্বা প্রতারণা করিয়া কিছু সম্পত্তি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিয়াছে,

কিম্বা বক্রভাবের অন্য কোন কর্ম্ম করিয়াছে ফরিয়াদী ইহার প্রমাণ করিতে পারে এই নিমিত্তে, উপযুক্ত মিয়াদ নিরূপণ করিবেন। যদি ফরিয়াদী সেই মিয়াদের মধ্যে সেই রূপ প্রমাণ করিতে না পারে, তবে আদালত আসামীকে মুক্ত করিতে হুকুম করিবেন। আসামী পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যের দোষী হইয়াছে ইহার প্রমাণ যদি ফরিয়াদী ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কিম্বা তাহার পরে কোন সময়ে আদালতের হৃদ্বোধ মতে করে, তবে আদালত ফরিয়াদীর প্রার্থনামতে আসামীকে কয়েদ রাখিবেন, কিম্বা বিষয় বিশেষে তাহাকে কয়েদ করিবেন। কিন্তু যদি ঐ ডিক্রীর নিমিত্তে তাহার দুই বৎসর কয়েদ হইয়াছে, তবে কয়েদ রাখিবেন না কি করিবেন না। আরো যদি উচিত বোধ করেন তবে আসামীকে লইয়া আইন মতে কার্য্য হয় এই নিমিত্তে তাহাকে মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন।

(আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে ও ডিক্রীর নিমিত্তে তাহার সম্পত্তির উপর দায় থাকিবার কথা ও আদালত আসামীকে সমুদয় দায় হইতে মুক্ত হইবার কথা, যখন প্রকাশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।)

২৮২। আসামীকে একবার ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, পর, সেই ডিক্রী প্রযুক্ত তাহাকে কেবল ইহার পূর্ব্বের ধারার বলে পুনরায় কয়েদ করা যাইতে পারিবেক, নতুবা নয়। কিন্তু ডিক্রী যদি এক শত টাকার কম টাকার নিমিত্তে না হয়, ও এই আইন জারী হইবার পর কোন তারিখের ব্যাপারের বাবৎ ডিক্রী না হয়, তবে ডিক্রীর সমুদয় টাকা যাবৎ আদায় না হয়, তাবৎ তাহার সম্পত্তি সাধারণ নিয়মমতে ক্রোক ও নীলাম হইবার যোগ্য থাকিবেক। যদি ডিক্রী এক শত টাকার কম টাকার নিমিত্তে হয়, ও এই আইন জারী হইবার পর কোন তারিখের ব্যাপারের বাবৎ ডিক্রী হয়, তবে যে আসামীকে পূর্ব্বোক্তমতে ছাড়িয়া দেওয়া গেল তাহাকে আদালত সেই ডিক্রীমতে অধিক সকল দায় হইতে মুক্ত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(ওয়াসিলাৎ ও সুদ যত টাকা হয় ও ডিক্রী জারীক্রমে যত টাকা দেওয়া যায় তাহার বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার কথা।)

২৮৩। ওয়াসিলাৎ যত টাকা হয় এই কথার যে সকল বিবাদ ডিক্রীর নিয়মমতে ডিক্রী জারী হইবার কালেতে চুকাইয়া দিবার নিমিত্তে রাখা যায় তাহা, কিম্বা মোকদ্দমা যে বিষয় লইয়া হয় তৎসম্পর্কে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ও ডিক্রী জারী হইবার তারিখের মধ্যে কোন ওয়াসিলাতের কি সুদের যত টাকা দেনা হইতে পারে এই কথার যে সকল বিবাদ হয়, ও ডিক্রীর পরিশোধে কি ডিক্রীর আজ্ঞাক্রমে কি তদ্রূপ অন্য কার্য্যক্রমে যে টাকা দেওয়া গিয়াছে বলা যায়, তাহার সম্পর্কে যে সকল বিবাদ হয় তাহা যে আদালত ডিক্রীজারী করেন সেই আদালতের হুকুমমতে নিষ্পত্তি হইবেক, স্বতন্ত্র মোকদ্দমাতে নয়। ও আদালতের যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক।

ডিক্রী যে আদালতে করা যায় তাহার এলাকার বাহিরে জারী হইবার বিধি।

(এক আদালতের ডিক্রী অন্য আদালতের এলাকায় জারী হইবার কথা।)

২৮৪। ভারতবর্ষের মধ্যে ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের কোন স্থানে যে কোন দেওয়ানী আদালত থাকে, কিম্বা হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুকুমক্রমে বিদেশীয় কোন রাজার রাজ্যের কি দেশের মধ্যে যে কোন দেওয়ানী আদালত স্থাপন হয়, তাহার ডিক্রী যে আদালতে জারী করিতে হয় সেই আদালতের এলাকার মধ্যে জারী হইতে না পারিলে তদ্রূপ অন্য কোন আদালতের এলাকার মধ্যে এই প্রকারে জারী হইতে পারিবেক।

(সেই রূপে ডিক্রীজারীর দরখাস্তের কথা।)

২৮৫। এমত স্থলে যে আদালতের ঐ ডিক্রী জারী করা

কর্ত্তব্য হয় সেই আদালতে ফরিয়াদী এই দরখাস্ত করিতে পারিবেক যে, ঐ ডিক্রীর এক কেতা নকল, ও সেই আদালতের এলাকার মধ্যে ঐ ডিক্রী জারীক্রমে তাহার শোধ হয় নাই ইহার এক সর্টিফিকট ও সেই ডিক্রী জারী হইবার যে কোন হুকুম হইয়া থাকে তাহার এক কেতা নকল, যে আদালতের দ্বারা দরখাস্তকারির ঐ ডিক্রী জারী হইবার ইচ্ছা থাকে সেই আদালতে পাঠান যায়।

(ডিক্রীর নকল ও ডিক্রীজারী করিবার হুকুম পাঠাইবার কথা।)

২৮৬। বিপরিত কোন উপযুক্ত কারণ না থাকিলে, আদালত সেই নকল ও সর্টিফিকেট প্রস্তুত করাইবেন, ও তাহাতে বিচারকর্ত্তা দস্তখৎ করিলে ও আদালতের মোহর করা গেলে পর, দরখাস্তকারী যে আদালতের কথা দরখাস্তে লিখিয়াছে সেই আদালত একি জিলার মধ্যে থাকিলে সেই আদালতে পাঠাইবেন, নতুবা দরখাস্তকারী যে জিলাতে ঐ ডিক্রী জারী করাইতে চাহে সেই জিলার মধ্যে, মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান যে দেওয়ানী আদালত থাকে সেই আদালতে পাঠাইবেন। ও যে আদালতে সেই নকল ও সর্টিফিকট পাঠান যায় সেই আদালত, নিষ্পত্তির কি ডিক্রী জারী করিবার হুকুমের কি তাহার নকলের কিম্বা কোন আদালতের মোহরের কি এলাকার, কিম্বা কোন বিচারকর্ত্তার দস্তখতের কিছু প্রমাণ না লইয়া, ঐ নকল ও সর্টিফিকট সেই আদালতে দাখিল করাইবেন। কিন্তু যদি কোন বিশেষ অবস্থায় ঐ২ কথার প্রমাণ লওয়া প্রয়োজন হয় তবে সেই অবস্থা হুকুমে নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই প্রমাণ হইবেক।

(যে ডিক্রী কি হুকুম পাঠান যায় তাহা ঐ আদালতের ডিক্রীমতে জারী হইবার কথা।)

২৮৭. কোন ডিক্রী কিম্বা ডিক্রীজারীর কোন হুকুমের নকল, পূর্ব্বোক্তমতে জারী হইবার জন্যে যে আদালতে পাঠান যায় সেই আদালতে যখন দাখিল করা যায়, তখন তাহা সেই কার্য্যের নিমিত্তে ঐ আদালতেরই ডিক্রী কি জারী করিবার

হুকুমের তুল্য বলবৎ হইবেক, ও সেই আদালত যদি ঐ জিলার মধ্যে মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান দেওয়ানী আদালত হয়, তবে সেই আদালতের দ্বারা জারী হইতে পারিবেক, কিম্বা সেই আদালত তাহা জারী করিবার কার্য্য আপনার অধীন যে কোন আদালতে অর্পণ করেন তাঁহার দ্বারা জারী হইতে পারিবেক।

(যে আদালতে দরখাস্ত করা যায় সেই আদালতের দ্বারা ডিক্রীজারী হইবার কথা।)

২৮৮। যখন কোন আদালতের ডিক্রী পূর্ব্বোক্তমতে জারী করিবার দরখাস্ত অন্য কোন আদালতের নিকটে করা যায়, তখন ঐ দরখাস্ত যে আদালতে করা যায় কি অর্পণ করা যায়, সেই আদালত তদ্রূপ অবস্থায় আপনার যে বিধি থাকে সেই বিধিমতে ঐ ডিক্রী জারী করিবেন। পরন্তু সেই ডিক্রীর যাথার্থ্যের বিষয়ে ঐ আদালতের তদন্ত করিবার কিছু ক্ষমতা হইবেক না। কেবল যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতের ঐ ডিক্রী করিবার ক্ষমতা নাই, ইহা যদি ডিক্রীর আদি দৃষ্টে বোধ হয় তবে তদন্ত লইতে পারিবেন।

(ডিক্রী জারীর কর্ম্মেতে কিছু অন্যায্য কর্ম্ম কি বেদাঁড়ার কার্য্য হইলে দরখাস্ত যে আদালতে করা যায় সেই আদালত হইতে তাহার দণ্ড হইবার কথা।)

২৮৯। পূর্ব্বোক্তমতে ডিক্রীজারী হইবার দরখাস্ত যে আদালতে করা যায়, কি অর্পণ করা যায়, সেই আদালত ঐ ডিক্রী জারী করিবার কার্য্যেতে অন্যায্য কি বেদাঁড়ার যে সকল কর্ম্ম হয়, তাহার বিচার ও দণ্ড করিবেন। ও যে সকল লোক ঐ ডিক্রী না মানে কি ডিক্রী জারীর বাধা করে তাহারদিগের দণ্ড, সেই আদালত নিজে ঐ ডিক্রী করিলে যে প্রকারে করিতে পারিতেন, সেই প্রকারে করিতে পারিবেন।

(দরখাস্ত যে আদালতে করা যায় সেই আদালত হইতে কোন কোন স্থলে ডিক্রীজারী স্থগিত করিবার

কি সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কি আসামীকে মুক্ত করিবার কথা।)

২৯০। ঐ দরখাস্ত যে আদালতে করা যায়, উত্তম ও উপযুক্ত কারণ দর্শান গেলে, ঐ আদালত ঐ ডিক্রীজারীর কার্য্য উপযুক্ত কালপর্য্যন্ত স্থগিত করিতে পারিবেন, অর্থাৎ যে আদালতে ঐ ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে, কিম্বা সেই ডিক্রীসম্পর্কে কি তাহা জারী করিবার কার্য্যসম্পর্কে যে আদালতের আপীল গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে সেই আদালতে আসামী ডিক্রীজারী স্থগিত করিবার হুকুম প্রার্থনা করিতে পারে, অথবা প্রথম স্থলের ঐ আদালতহইতে ডিক্রীজারীর হুকুম বাহির হইলে, কিম্বা সেই আদালতে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত হইলে, ঐ ডিক্রীর সম্পর্কে কি তাহা জারী করিবার সম্পর্কে ঐ প্রথম স্থলের আদালত কিম্বা আপীলআদালত যে হুকুম করিতে পারিতেন, আসামী এমত অন্য কোন হুকুম হইবার দরখাস্ত করিতে পারে, ইহার অবকাশ দিবার উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত ডিক্রীজারীর কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবেন যদি ডিক্রীজারীক্রমে আসামীর সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকে, কিম্বা আসামীকে গ্রেপ্তার করা গিয়া থাকে, তবে যে আদালত হইতে ঐ ডিক্রীজারীর হুকুম হইয়াছিল সেই আদালত, ঐ দরখাস্তের যে উত্তর হয় তাহার অপেক্ষাতে, আসামীর সম্পত্তি ফিরিয়া দিতে কিম্বা আসামীকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিতে পারিবেন।

(ডিক্রীজারী স্থগিত করিবার আগে আসামীর স্থানে জামিনী লইবার কিম্বা আসামীকে নিয়মে বদ্ধ করিবার কথা।)

২৯১। ইহার পূর্ব্বের ধারামতে ডিক্রীজারী স্থগিত করিবার কি আসামীর সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কিম্বা আসামীকে ছাড়িয়া দিবার হুকুম করিবার আগে, ঐ আদালত আসামীর স্থানে যে জামিনী লওয়া কিম্বা আসামীকে যে২ নিয়মে বদ্ধ করা উপযুক্ত বোধ করেন সেই জামিনী লইতে পারিবেন কিম্বা সেই২ নিয়ম করিতে পারিবেন।

(যে আদালতে দরখাস্ত হয় সেই আদালতের উপর ডিক্রীকরণীয় আদালতের কি আপীল আদালতের হুকুম বলবৎ হইবার কথা।)

২৯২। ডিক্রী যে আদালতে হইয়াছিল তাহার কি পূর্ব্বোক্তমতের আপীল আদালতের যে কোন হুকুম হয়, তাহা ডিক্রীজারীর দরখাস্ত যে আদালতে হয় সেই আদালতের মানিতে হইবেক, ও সেই আদালতের পরওয়ানা জারী করিবার কার্য্য যে সকল লোক করে তাহারদের কর্ম্মসম্পর্কে ঐ হুকুমেতেই তাহারা দায় হইতে প্রচুরমতে মুক্ত হইবেক।

(যে আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া গেল তাহাকে পুনরায় ধরিবার কথা।)

২৯৩। ২৯০ ধারার বিধানমতে আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলেও তাহার ঐ ডিক্রীজারীক্রমে পুনরায় গ্রেপ্তার হইবার বাধা হইবেক না।

(এই আইনমতে ডিক্রীজারীর হুকুমের যে আপীল হইতে পারে তাহার কথা।)

২৯৪। অন্য আদালতের ডিক্রীজারী করণসম্পর্কে কোন আদালত যে সকল হুকুম করেন, তাহা যে আদালত ঐ ডিক্রী প্রথমে করিয়াছিলেন সেই আদালতের হুকুম হইলে তাহার উপর আপীলের ঐ বিধি খাটিবেক।

(সৈন্যেরদের ছাউনি প্রভৃতি স্থানে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা কি ডিক্রীজারীক্রমে অন্য পরওয়ানা প্রবল করি-

করিবার কথা।)

২৯৫। যদি ডিক্রীজারীক্রমে কোন গ্রেপ্তারী কি অন্য পরওয়ানা কোন কিল্লার কি ছাউনি স্থানের কি পল্টনের মোকামের কি পল্টনের বাজারের সীমানার মধ্যে জারী করিতে হয়, তবে ঐ গ্রেপ্তারি কি অন্য পরওয়ানা জারী করিবার কার্য্য যে আমলার প্রতি অর্পিত হয় সেই আমলা

সেই পরওয়ানা অধ্যক্ষ সেনাপতি সাহেবের কাছে লইয়া যাইবেক, কিম্বা তিনি না থাকিলে ঐ কিল্লাতে কি ছাউনি স্থানে কি মোকামে কি পংটনের বাজারে প্রধান যে সেনাপতি সাহেব থাকেন তাঁহার কাছে লইয়া যাইবেক। ও সেই অধ্যক্ষ সেনাপতি সাহেব কি অন্য প্রধান সেনাপতি সাহেবের কাছে ঐ গ্রেপ্তারী কি অন্য পরওয়ানা আনা গেলে তিনি তাহার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিবেন। ও যদি গ্রেপ্তারী পরওয়ানা হয় তবে যাহার নাম পরওয়ানাতে লেখা থাকে সেই জন তাঁহার এলাকারমধ্যে থাকিলে তিনি তাহাকে ঐ পরওয়ানার হুকুমমতে গ্রেপ্তার করাইয়া দেওয়ানী যে আমলার প্রতি ঐ পরওয়ানা জারী হইবার জন্যে দেওয়া যায় তাহার হাতে সমর্পণ করিবেন।

(এই অধ্যায়ের লিখিত বিধি সম্পত্তি নীলাম প্রভৃতির দেওয়ানী সকল পরওয়ানার উপর খাটিবার কথা।)

২৯৬। দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালত হইতে যে সম্পত্তির নীলামের কি টাকা আদায়ের কোন হুকুম হয় তাহার কোন পরওয়ানা জারী করিবার কার্য্যের উপর এই অধ্যায়ের লিখিত বিধি খাটিবেক।

পঞ্চম অধ্যায়।

পাপরেরদের মোকদ্দমার বিধি।

(পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।)

২৯৭। কোন দাওয়ার উপর যে আদালতের এলাকা থাকে সেই আদালতে মোকদ্দমা এই২ বিধিমতে পাপরস্বরূপে করা যাইতে পারিবেক।

(যে মোকদ্দমা করা না যাইতে পারে তাহার কথা।)

২৯৮। জাতিভ্রষ্ট কি তমহৎ করাতে কি গালি দেওয়াতে কি আক্রমণ হওয়াতে খেসারতের কিছু টাকা পাইবার জন্যে পাপরের মোকদ্দমা হইতে পারে না।

(দরখাস্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজে হইবার কথা।)

২৯৯। পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতির যে প্রার্থনা আদালতে হয়, তাহা আট আনা মুল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে দরখাস্ত লিখিয়া করিতে হইবেক।

(দরখাস্তে যাহা লিখিত হইবেক তাহার কথা।)

৩০০। এই আইনের ২৬ ধারামতে নালিশের আরজীতে যে বিবরণ লিখিতে হয় তাহা ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবেক; ও দরখাস্তকারির স্থাবর কি অস্থাবর যে কিছু সম্পত্তি থাকে তাহার ও সেই সম্পত্তির আন্দাজী মুল্যের এক তফসীল ঐ দরখাস্তের নীচে লিখিতে হইবেক। ও নালিশের আরজীতে দস্তখত করিবার ও তাহার সত্য হওয়ার কথা লিখিবার যে বিধি এই আইনেতে করা গিয়াছে সেই বিধিমতে ঐ দরখাস্তে দস্তখত করিতে হইবেক ও তাহা সত্য হওয়ার কথা লিখিতে হইবেক।

(দরখাস্ত দাখিল করিবার কথা ও স্ত্রীলোক দরখাস্তকারি হইলে তাহার জোবানবন্দী লইবার কথা।)

৩০১। দরখাস্তকারী আপনি সেই দরখাস্ত আদালতে দাখিল করিবেক। কিন্তু দরখাস্তকারী পীড়াপ্রযুক্ত আপনি আদালতে আসিতে পারে না ইহা যদি আদালতের হুজুরবমতে জানায় কিম্বা যদি দরখাস্তকারী স্ত্রীলোক হয় ও দেশের আচার ও বিধিমতে তাহাকে প্রকাশ রূপে হাজির করণ উচিত না হয়, তবে উচিতমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে মোক্তার ঐ দরখাস্তের সম্পর্কীয় গুরুতর সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর করিতে পারে তাহার দ্বারা ঐ দরখাস্ত দাখিল হইতে পারিবেক, ও যাহার তরফে সে মোক্তার হয় সে লোক আপনি হাজির হইলে তাহার জোবানবন্দী যে প্রকারে লওয়া যাইতে পারিত ঐ মোক্তারের সেই প্রকারে জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিবেক।

(দরখাস্ত দাঁড়ামতে লেখা না হইলে অগ্রাহ্য হইবার কথা।)

৩০২। দরখাস্ত যদি ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার লিখিত মতে লেখা না যায় কি দাখিল না করা যায় তবে আদালত ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন।

(দাঁড়ামতে হইলে আদালতের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা, ও মোক্তারের দ্বারা দাখিল করা গেলে অনুপস্থিত সাক্ষির ন্যায় দরখাস্তকারির জোবানবন্দী লইবার কথা।)

৩০৩। দরখাস্ত যদি দাঁড়ামতে লেখা যায় ও উপযুক্ত মতে দাখিল করা যায়, তবে আদালত দাওয়ার দোষগুণের ও দরখাস্তকারির সম্পত্তির বিষয়ে ঐ দরখাস্তকারির কিম্বা বিবাদির বিশেষে তাহার মোক্তারের জোবানবন্দী লইবেন। আরো দরখাস্ত যদি মোক্তারের দ্বারা দাখিল করা যায় তবে আদালত উপযুক্ত বোধ করিলে অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার যে বিধি এই আইনেতে হইয়াছে সেই বিধিমতে দরখাস্তকারির জোবানবন্দী লইবার হুকুম করিতে পারিবেন।

(দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার কথা।)

৩০৪। সেই প্রকার জোবানবন্দী লওয়া গেলে পর আসামী কি মোকদ্দমার বিষয় আদালতের এলাকার মধ্যে নহে, কিম্বা বিরুদ্ধের আইনক্রমে দাওয়া করিবার বাধা হয়, কিম্বা দরখাস্তকারী যে কথা কহে তাহা নালিশের উপযুক্ত কারণ নহে, ইহার মধ্যে কোন কথা যদি আদালত বুঝিতে পান, অথবা সেই প্রকারের কোন আপত্তি না থাকিলেও, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ও চালাইবার জন্যে যত ইষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয় তত দিবার দরখাস্তকারির উপযুক্ত সঙ্গতি নাই ইহা যদি দরখাস্তকারী দেখাইতে না পারিল, অথবা সেই দরখাস্তকারী প্রতারণা করিয়া কিম্বা এই অধ্যায়ের লিখিত উপকার পাইবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি কিছু সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছে ইহা যদি দৃষ্ট হয়, তবে আদালত দরখাস্তকারিকে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি দিবেন না।

(বিপক্ষ পক্ষকে এত্তেলা দিবার কথা।)

৩০৫। সেই প্রকার জোবানবন্দী লইয়া যদি আদালত উহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত কোন কারণে ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার হেতু না দেখেন, তবে দরখাস্তকারী আপনার পাপর-হওয়ার যে প্রমাণ দেখাইতে পারে তাহা লইবার জন্যে দরখাস্তকারির পাপর না হওয়ার যে প্রমাণ বিপক্ষ পক্ষ উপস্থিত করিতে পারে তাহা শুনিবার জন্যে আদালত কোন দিন নিরূপণ করিয়া, তাহার পূর্ব্বে দশ দিন থাকাতে বিপক্ষ পক্ষকে সেই দিনের সম্বাদ দিবেন।

(সরাসরী তজবীজের পর আদালতের চূড়ান্ত হুকুম করিবার কথা।)

৩০৬। শুনিবার সেই নিরূপিত দিনে কিম্বা তাহার পর আদালতের উপস্থিত কর্ম্ম বুঝিয়া যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র আদালত বিপক্ষ পক্ষের কোন আপত্তির বিবেচনা করিবেন। ও উভয় পক্ষ যে কোন সাক্ষিকে উপস্থিত করে তাহারদের জোবানবন্দী লইয়া তাহারদের প্রমাণের সারাংশ লিখিয়া রাখিবেন, ও দরখাস্তকারিকে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি দিবেন কিম্বা অনুমতি দিতে নারাজ হইবেন।

(সরেজমীনে তদারক করিবার হুকুমের কথা।)

৩০৭। সেই বিষয়ের চূড়ান্ত হুকুম করিবার আগে, আদালত উপযুক্ত বোধ করিলে, এই আইনের ১০০ ধারার লিখিত বিধিমতে দরখাস্তকারির সম্পত্তির কিম্বা যে সম্পত্তির দাওয়া হয় তাহার পরিমাণের, কি মূল্যের সরেজমীনে তদারক হইবার হুকুম করিবেন।

(দরখাস্ত গ্রাহ্য হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।)

৩০৮। দরখাস্তকারির প্রার্থনা যদি গ্রাহ্য হয়, তবে তাহা নম্বর ভুক্ত হইয়া রেজিষ্টরী করা যাইবেক, ও মোকদ্দমার আরজীস্বরূপ জ্ঞান হইবেক, ও সেই মোকদ্দমা অন্য সকল বিষয়ে

সাধারণ মোকদ্দমার ন্যায় চলিবেক, কেবল বিশেষ এই যে, কোন দরখাস্তের জন্যে, কি উকীল নিযুক্ত করিবার জন্যে, কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কি মোকদ্দমাতে যে কোন ডিক্রী হয় তাহা জারী করণ সম্পর্কীয় অন্য কার্য্যের জন্যে, ফরিয়াদীর আর কোন ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক না।

(মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে খরচার হিসাবের কথা।)

৩০৯। ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর, ফরিয়াদী পাপের স্বরূপ মোকদ্দমা করিবার অনুমতি না পাইলে ইষ্টাম্পের জন্যে তাহার যত দিতে হইত তাহার হিসাব আদালত করিবেন, ও ডিক্রীমতে যে পক্ষের সেই টাকা দিবার হুকুম হয়, তাহার স্থানে মোকদ্দমার খরচা আদায় করিবার বিধিমতে গবর্ণমেন্ট সেই ইষ্টাম্পের মূল্য আদায় করিবেন।

(পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি না হইলে তৎপরে সেই প্রকারের দরখাস্ত করিতে না পারিবার কথা।)

৩১০। যদি দরখাস্তকারির পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি না পায়, তবে মোকদ্দমার সেই মূল কারণে সেই প্রকারের কোন দরখাস্ত তৎপরে করিতে পারিবেক না, কিন্তু ফরিয়াদী মোকদ্দমার সেই মূল কারণে রীতিমতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক, কেবল যদি মোকদ্দমা করিবার মিয়াদের বিধিতে বাধা হয় তবে পারিবেক না।

(এই অধ্যায়ের মতে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল না হইবার কথা।

৩১১। এই অধ্যায়ের বিধানমতে আদালত যে হুকুম করেন তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ।

সালিসীতে অর্পণ করিবার কথা।

(উভয় পক্ষের প্রার্থনামতে সালিসীতে অর্পণ করিবার কথা।)

৩১২। মোকদ্দমার উভয়পক্ষের মধ্যে বিবাদের যে যে বিষয় থাকে তাহা সমুদয় কি তাহার মধ্যে কোন বিষয় এক কি অধিক জন সালিসের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে অর্পিত হয়, উভয়পক্ষের যদি এমত ইচ্ছা থাকে, তবে শেষ ডিক্রী হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহারা সেই বিষয় সালিসীতে অর্পণ করিবার হুকুম হইবার জন্যে, আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেক।

(ঐ প্রার্থনা করিবার নিয়মের কথা।)

৩১৩। উভয় পক্ষ আপনারা কি সেই কর্ম্মের জন্যে বিশেষ মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আপনারদের উকীলেরদের দ্বারা লিপিক্রমে ঐ দরখাস্ত করিবেক, ও প্রার্থনা করিবার সময়ে সেই লিপিও আদালতে অর্পণ করা যাইবেক, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজ পত্রের সঙ্গে নথীর শামিল করা যাইবেক।

(সালিসদিগকে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিবার কথা।)

৩১৪। উভয়পক্ষ আপোসে যে রূপে সম্মত হয় সেইরূপে সালিসকে কি সালিসদিগকে মনোনীত করিবেক। যাহাকে কি যাহারদিগকে সালিসী কর্ম্মে মনোনীত করিতে হইবেক এই বিষয়ে যদি উভয়পক্ষ একবাক্য না হয়, কিম্বা তাহারা যে ব্যক্তিকে কি যে ব্যক্তিরদিগকে মনোনীত করে তাহারা যদি সালিসী কার্য্য গ্রহণ করিতে স্বীকার না করেন, ও আদালত হইতে সালিসদিগকে মনোনীত করা যায় ঐ উভয় পক্ষের যদি এমত ইচ্ছা থাকে, তবে আদালত সালিসকে কি সালিসদিগকে নিযুক্ত করিবেন।

(সালিসীতে অর্পণ করিবার হুকুমের কথা।)

৩১৫। মোকদ্দমার বিবাদের যে সকল বিষয়ের ঐ সালিসের কি সালিসেরদের নিষ্পত্তি করিতে হইবেক, তাহা আদালত হুকুম লিখিয়া তাহাতে মোহর করিয়া তাহাকে কি তাহারদিগকে অর্পণ করিবেন, ও ফয়সলা দিবার যে সময় উপযুক্ত বোধ করেন এমত সময়ও নিরূপণ করিবেন ও সেইরূপে যে সময় নিরূপণ হয় তাহাও সেই হুকুমে নির্দিষ্ট থাকিবেক।

(যদি দুই কি ততোধিক জন নিযুক্ত হন, তবে তাঁহারদের মতে অনৈক্যের উপায়ের কথা।)

৩১৬। যদি ঐ বিষয় দুই কি ততোধিক জন সালিসকে অর্পণ করা যায়, তবে তাঁহারদের মতে কিছু অনৈক্য হইলে তাহার জন্যে ইহার মধ্যে এক উপায় সেই হুকুমে লিখিত হইবেক, অর্থাৎ হয় এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করা যায়, না হয় অধিকাংশ ব্যক্তির যে মত হয় তাহাই প্রবল থাকে এইরূপ নির্দ্ধারণ হইবেক, অথবা সালিসদিগকে আপনারদের এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক, কিম্বা উভয় পক্ষ অন্য যে কোন উপায়ে সম্মত হন তাহাই কার্য্য হইবেক। কিন্তু যদি তাহারা ইহার মধ্যে কোন উপায়ে সম্মত হইতে না পারে, তবে আদালত আপনি উপায় নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

(সালিসেরদের ক্ষমতার কথা।)

৩১৭। আদালতের হুকুমমতে কোন বিষয় সালিসীতে অর্পণ হইলে ঐ সালিস কি সালিসেরা কি মধ্যস্থ উভয় পক্ষের যে লোকদিগের ও যে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে চাহেন তাহাদের নামে, আদালত আপনার বিচার করা মোকদ্দমাতে যে প্রকারের পরওয়ানা জারী করিতে পারেন সেই প্রকারের পরওয়ানা জারী করিবেন। ও সেই পরওয়ানা হইলে যদি কোন লোক হাজির না হয়, কিম্বা অন্য কোন প্রকারের ত্রুটি করে, কিম্বা আপনারদের সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে, কিম্বা মোকদ্দমার তজবীজের কালে সালিসের কি সালিসেরদের কি মধ্যস্থের কোন অবজ্ঞা করিবার দোষী হয়, তবে আদালতের বিচার

করা মোকদ্দমাতে সেই রূপ দোষ হইলে তাহারদের যে রূপ ক্ষতি ও জরীমানা ও দণ্ড হইত, ঐ সালিসের কি সালিসেরদের কি মধ্যস্থের আবেদন মতে আদালতের হুকুম হইলে তাহারদের সেই প্রকারের দণ্ড প্রভৃতি হইতে পারিবেক।

(ফয়সলা করিবার মিয়াদ বৃদ্ধি করিবার কথা।)

৩১৮। ফয়সলা করিবার যে মিয়াদ হুকুমে নিরূপণ হইল, তাহার মধ্যে যদি সালিসেরা আবশ্যক প্রমাণ কি বৃত্তান্ত না পাওয়া প্রযুক্ত কি অন্য উত্তম ও উপযুক্ত কারণে ফয়সলা করিতে পারেন নাই, তবে আদালত উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ ফয়সলা করিবার মিয়াদ সময়ে সময়ে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। যে স্থলে মধ্যস্থকে নিযুক্ত করা গেল সেই স্থলে, যদি সালিসেরা ফয়সলা না করিয়া মিয়াদ কি বৃদ্ধি করা মিয়াদ অতীত হইতে দেন, কিম্বা তাঁহারা এক বাক্য হইতে না পারেন এই কথা লিখিয়া যদি আদালতকে কি মধ্যস্থকে জানান, তবে ঐ সালিসেরদের পরিবর্ত্তে ঐ মধ্যস্থ সালিসী কর্ম্ম করিতে পারিবেন। পরন্তু ফয়সলা আদালতের নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে হয় নাই কেবল এই কারণে তাহা অন্যথা হইতে পারিবেক না, কিন্তু ঐ ফয়সলা করিবার বিলম্ব সালিসের কি সালিসেরদের কি মধ্যস্থের ঘুষ খাওয়াতে কি অনুপযুক্ত কর্ম্মেতে হইয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে অথবা আদালত ঐ সালিসী কার্য্য বাতিল করিবার ও মোকদ্দমা পুনরায় তলব করিবার হুকুম জারী করিলে পর ঐ ফয়সলা হইলে, অন্যথা হইতে পারিবেক।

(যদি সালিসেরা কি মধ্যস্থ মরেন কি অক্ষম হন কি কার্য্য করিতে স্বীকার না করেন, তবে তাঁহারদের পরিবর্ত্তে অন্য লোকদিগের নিযুক্ত হইবার কথা।)

৩১৯। আদালতের আজ্ঞামতে কোন মোকদ্দমা সালিসিতে হইলে পর, যদি সালিস কি সালিসেরা কি মধ্যস্থ মরেন, কি কার্য্য করিতে স্বীকার না করেন, কি অক্ষম হন, তবে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা মরিয়াছেন, কি কার্য্য করিতে স্বীকার না করেন কি অক্ষম হইয়াছেন তাঁহাদের পরিবর্ত্তে আদা-

লিত নূতন এক কি অধিক জন সালিসকে কি মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। সালিসীতে অর্পণ করিবার হুকুমের নিয়মমতে মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা যদি সালিসদিগকে দেওয়া যায় ও তাঁহারা মধ্যস্থকে নিযুক্ত না করেন, তবে উভয় পক্ষের কোন পক্ষ মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে সালিসদিগকে লিখিত এত্তেলা দিতে পারিবেক। সেই এত্তেলা জারী হইবার পর সাত দিনের মধ্যে যদি কোন মধ্যস্থকে নিযুক্ত না করা যায়, তবে যে পক্ষ ঐ প্রকারের এত্তেলা জারী করিয়াছে সেই পক্ষ আদালতে দরখাস্ত করিলে, আদালত ঐ এত্তেলা জারী হইবার প্রমাণ হুকোমমতে পাইলে পর এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই ধারামতে যে সালিস কি সালিসেরা কি মধ্যস্থ নিযুক্ত হন, তাঁহারদের নাম সালিসীতে অর্পণ করিবার আসল হুকুমমতে লেখা গেলে তাহারদের ঐ সালিসীতে কার্য্য করিবার যে ক্ষমতা থাকিত সেই ক্ষমতা হইবেক।

(ফয়সলা আদালতে জ্ঞাত করিবার কথা।)

৩২০। সালিস কি সালিসেরা কিম্বা মধ্যস্থ মোকদ্দমার ফয়সলা করিলে পর, যিনি কি যাঁহারা ঐ ফয়সলা করিয়াছেন তাঁহার কি তাঁহারদের দস্তখৎক্রমে ঐ ফয়সলা আদালতে অর্পণ করা যাইবেক, ও মোকদ্দমার সকল কাগজপত্র ও জোবানবন্দী ও দস্তাবেজ তাহার সঙ্গে দিতে হইবেক।

(সালিসের বিশেষ জিজ্ঞাসামতে ফয়সলা করিবার কথা।)

৩২১। মোকদ্দমা আদালতের হুকুমমতে সালিসীতে অর্পণ করা গেলে, ঐ সালিস কি সালিসেরা কি মধ্যস্থ যদি উচিত বোধ করেন ও তদ্বিপরীত বিধি না থাকে, তবে অর্পিত সমুদয় বিষয়ের কি তাহার কোন অংশের উপর তাঁহার কি তাঁহারদের যে ফয়সলা হয়, তাহা তিনি কি তাঁহারা আদালতের রায়ের জন্য বিশেষ জিজ্ঞাসার মতে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(দরখাস্ত হইলে ফয়সলা কোন কোন স্থানে আদালতের মতান্তর করিবার কি সংশোধন করিবার কথা।

ও সালিসীতে অর্পণ করিবার খরচার হুকুম করিবার কথা।)

৩২২। সালিসীতে অর্পণ হয় নাই এমত কোন বিষয়ের উপর ফয়সলার এক অংশ হইল, ইহা যদি দৃষ্ট হয়, তবে আদালত কোন পক্ষের দরখাস্তমতে ঐ ফয়সলা মতান্তর কি সংশোধন করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ফয়সলার ঐ অংশ অন্য অংশ হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে, ও তাহাতে অর্পিত বিষয়ের উপর যে নিষ্পত্তি হইল তাহার কিছু হানি না হয়। অথবা যদি সেই ফয়সলার লিখন দাঁড়ামতে অশুদ্ধ হইয়াছে কিম্বা তাহাতে কোন স্পষ্ট দোষ থাকে ও সেই দোষ সংশোধন করিলে ও ঐ নিষ্পত্তির কিছু হানি না হয়, তবে আদালত তাহা মতান্তর কি সংশোধন করিতে পারিবেন। আরো যদি সালিসীতে অর্পণ করিবার খরচার কিছু বিবাদ হয় ও ফয়সলাতে তাহার উপযুক্ত কোন বিধান না থাকে, তবে কোন পক্ষ দরখাস্ত করিলে আদালত খরচার যে হুকুম ন্যায্য বোধ করেন তাহা করিবেন।

(যে যে স্থলে আদালত ফয়সলা কি সালিসীতে অর্পিত কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন তাহার কথা।)

৩২৩। আদালত যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া, ঐ ফয়সলা কিম্বা সালিসীতে অর্পিত কোন বিষয় ঐ সালিসের কি সালিসেরদের কি মধ্যস্থের পুনর্ব্বিবেচনার জন্যে এই এই কারণে ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন অর্থাৎ।

সালিসীতে অর্পিত কোন বিষয় সেই ফয়সলাতে নিষ্পত্তি না হইয়া রহিয়াছে, অথবা সালিসীতে অর্পিত না হওয়া বিষয়ের নিষ্পত্তি হইয়াছে।

অথবা ফয়সলা অস্পষ্ট হওয়াতে জারী হইতে পারে না।

অথবা ফয়সলা আইনমতে হয় নাই এমত আপত্তি সেই ফয়সলার আদি দৃষ্টে স্পষ্টরূপে প্রকাশ হয় এই এই কারণে।

(ফয়সলা কেবল উৎকোচ গ্রহণপ্রযুক্ত অন্যথা হইবার কথা ও ফয়সলা অন্যথা করিবার দরখাস্তের কথা।)

৩২৪। সালিসেরদের কি মধ্যস্থের উৎকোচগ্রহণ কিম্বা অনুপযুক্ত কর্ম্ম প্রযুক্ত ফয়সলা অন্যথা হইতে পারে, অন্য কারণে নয়। ফয়সলা অন্যথা করিবার দরখাস্ত আদালতে ঐ ফয়সলা অর্পণ হইবার পর দশ দিনের মধ্যে করিতে হইবেক।

(ফয়সলামতে হুকুম হইবার কথা।)

৩২৫। যদি আদালত ঐ ফয়সলা কিম্বা সালিসীতে অর্পিত কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্তে পূর্ব্বোক্তমতে ফিরিয়া পাঠাইবার কোন কারণ না দেখেন, ও যদি ফয়সলা অন্যথা করিবার কোন দরখাস্ত না করা যায়, কিম্বা দরখাস্ত হইলে ও যদি আদালত তাহা অগ্রাহ্য করেন, তবে আদালত সেই ফয়সলা অনুসারে হুকুম করিবেন, অথবা যদি সেই ফয়সলা বিশেষ জিজ্ঞাসা মতে আদালতে অর্পণ হইয়া থাকে তবে সেই বিশেষ জিজ্ঞাসা মতে আদালতের যে রায় হয় তদনুসারে হুকুম করিবেন, ও সেই হুকুম অনুসারে ডিক্রী হইবেক, ও আদালতের অন্য ডিক্রীর মতে সেই ডিক্রীজারী হইবেক। ফয়সলা অনুসারে যখন হুকুম হয় তখন সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক।

(সালিসীতে অর্পণ করিতে উভয় পক্ষের একরারনামা আদালতে দাখিল হইবার কথা। ও এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবার কথা।)

৩২৬। যদি কোন লোকেরা একরারনামা লিখিয়া আপনারদের সকলের কি কোন কাহার মধ্যে বিবাদের কোন বিষয় ঐ একরারনামার লিখিত, কিম্বা সেই বিষয়ে যে কোন আদালতের এলাকা থাকে সেই আদালতের নিযুক্ত, কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদের সালিসীতে অর্পণ করিতে একরার করে, তবে সেই একরারনামা আদালতে দাখিল হইবার দরখাস্ত ঐ একরারনামার উভয় পক্ষ কি তাহাদের কোন কেহ করিতে পারিবেক। সেই রূপ দরখাস্ত হইলে আদালত, সেই একরারনামা দাখিল না হয় ইহার কারণ নিরূপিত সময়ের মধ্যে জানাইবার যেরূপ এত্তেলা আবশ্যক বোধ করেন সেই রূপ এত্তেলা ঐ দরখাস্তকারিগণ ছাড়া ঐ একরারনামার অন্য লোকদিগকে দিতে হুকুম করিবেন। [illegible] আরজী লিখিবার যে মূল্যে [illegible] কাগজ

নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার সিকি মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। ও উভয় পক্ষের সকল লোক যদি ঐ দরখাস্ত করিয়া থাকে, তবে সেই বিষয়ের সম্পর্কযুক্ত কি সম্পর্কের দাওয়াদার কএক জনকে কি এক জনকে ফরিয়াদী করিয়া ও তাহার দের অন্য লোকদিগকে কি লোককে আসামী করিয়া, কিম্বা যদি সকল লোকে ঐ দরখাস্ত না করে তবে দরখাস্তকারিকে ফরিয়াদী করিয়া ও অন্যের দিগকে আসামী করিয়া, সেই দরখাস্ত মোকদ্দমার ন্যায় নম্বরভুক্ত হইয়া সেই রেজিষ্টরী করা যাইবেক। যদি ঐ একরারনামার বিরুদ্ধ উপযুক্ত কোন কারণে দেখান যায়, তবে ঐ একরারনামা দাখিল করা যাইবেক ও তদনুসারে সালিসীতে অর্পণ করিবার হুকুম হইবেক। এই অধ্যায়ের সকল বিধান, সেই প্রকারের দাখিল করা কোন একরারনামার কথার সঙ্গে যে পর্যন্ত অসঙ্গত না হয়, সেই পর্য্যন্ত সালিসীতে অর্পণ করিবার আদালতের হুকুমমতে যে সকল জারী হয় তাহার ও সালিসেরদের ফয়সলার উপর ও সেই ফয়সলা জারী করিবার উপর খাটিবেক।

(আদালতের হস্তক্ষেপ না হইয়া কোন বিষয় সালিসীতে অর্পণ হইলে পর ফয়সলা আদালতে অর্পণ করিবার কথা ও সেই ফয়সলা প্রবল করিবার কথা।)

৩২৭। কোন আদালতের হস্তক্ষেপ না হইরাও যদি কোন বিষয় সালিসীতে অর্পণ করা যায় ও তাহার ফয়সলাও হয়, তবে ঐ ফয়সলা যে বিষয় লইয়া হইয়াছে সেই বিষয়ের উপর যে আদালতের এলাকা থাকে সেই আদালতে ঐ ফয়সলা অর্পণ করা যায়, এমত দরখাস্ত সেই ফয়সলাতে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন লোক ঐ ফয়সলার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে করিতে পারিবেক। তাহাতে ঐ ফয়সলা দাখিল না করা যায় ইহার কারণ নিরূপিত সময়ের মধ্যে দেখাইবার এত্তেলা আদালত ঐ দরখাস্তকারী ছাড়া সালিসী কার্য্যের অন্য সকল লোককে দিবেন। তৎকালের চলিত কোন আইনমতে যদি আদালতের নিকটে দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয়,

তবে তাহা যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক ঐ ফয়সলা দাখিল করিবার দরখাস্ত ও সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ও দরখাস্তকারিকে ফরিয়াদী করিয়া ও অন্য ব্যক্তিদিগকে আসামী করিয়া সেই দরখাস্ত মোকদ্দমার ন্যায় নম্বরভুক্ত হইয়া রেজিষ্টরী করা যাইবেক। যদি ফয়সলার বিরুদ্ধে কোন উপযুক্ত কারণ দর্শান না যায়, তবে সেই ফয়সলা আদালতে দাখিল করা যাইবেক, ও এই অধ্যায়ের বিধানমতের কোন ফয়সলার ন্যায় তাহা প্রবল করা যাইতে পারিবেক।

সপ্তম অধ্যায়।

উভয়পক্ষের একরারনামাতে যে কার্য্য হইতে
পারে তাহার বিধি।
দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্তে তৎসম্পর্কীয়
কোন লোকের কোন কথা উত্থাপন
করিবার বিধি।

(এলাকাপ্রাপ্ত কোন আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্তে বৃত্তান্ত কি আইন কি একুটিঘটিত কোন জিজ্ঞাস্য কথা মতে উত্থাপন হইবার কথা।)

৩২৮। বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত কোন কথার নিষ্পত্তিতে যাহারদের সম্পর্ক থাকে কি যাহারা সম্পর্কের দাওয়া রাখে, তাহারা আপোসে এই মর্ম্মের একরারনামা করিতে পারিবেক, অর্থাৎ, বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত সেই কথা আদালত যেমত মঞ্জুর করেন কি নামঞ্জুর করেন তদনুসারে, উভয়পক্ষ যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করে, কিম্বা আদালত যত টাকা নির্ণয় করেন, তত টাকা তাহারদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে দিবেক। অথবা ঐ একরারনামার লিখিত স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি তাহারদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে দিবেক। অথবা তাহারদের এক পক্ষ এক কি অধিক লোক ঐ একরারনামার লিখিত

আইন সিদ্ধ কোন বিশেষ কার্য্য করিবেক কি সাধন করিবেক কিম্বা কোন বিশেষ কার্য্য করণে কি সাধন করণে ক্ষান্ত থাকিবেক। মোকদ্দমাতে নালিশের আরজীর যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ একরারনামা সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। যদি কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি দিবার জন্যে, কিম্বা কোন বিশেষ কার্য্য করিবার কি সাধন করিবার জন্যে, কিম্বা কোন বিশেষ কার্য্য করণে কি সাধন করণে ক্ষান্ত থাকিবার জন্যে ঐ একরারনামা হয়, তবে যে সম্পত্তি দিতে হইবেক কিম্বা ঐ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের যে সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তাহার আন্দাজী মূল্য ঐ একরারনামার লিখিয়া দিতে হইবেক।

(একরারনামা দাখিল করিবার ও মোকদ্দমার ন্যায় নম্বরভুক্ত করিবার কথা।)

৩২৯। সেই বিষয়ের যে আদালতের এলাকা থাকে এমত কোন আদালতে ঐ একরারনামা দাখিল হইতে পারিবেক। ও দাখিল হইলে, সেই বিষয়ে যাহারদের সম্পর্ক থাকে কি যাহারা সম্পর্কের দাওয়া করে এমত এক কি অধিক জনকে ফরিয়াদী করিয়া ও অন্যের দিগকে কি অন্যকে আসামী করিয়া ঐ একরারনামা মোকদ্দমার ন্যায় নম্বরভুক্ত হইয়া রেজিষ্টরী হইবেক। যে লোক কি লোকেরা ঐ একরারনামা দাখিল করিয়াছিল তাহারদের ছাড়া ঐ একরারনামার অন্য সকল লোককে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক।

(উভয়পক্ষের আদালতের অধীন থাকার কথা।)

৩৩০। সেই একরারনামা দাখিল হইলে পর তৎসম্পর্কীয় উভয় পক্ষের সকল লোক আদালতের অধীন থাকিবেক, ও সেই একরারনামার লিখিত কথাতে বদ্ধ থাকিবেক।

(মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার বিধি।)

৩৩১। সেই বিষয় সাধারণ মোকদ্দমার মতে শুনিবার জন্যে লেখা যাইবেক। ও যেই একরারনামা উভয়পক্ষ উপযুক্তমতে করিয়াছে, ও বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত যে কথা তাহাতে ব্যক্ত

হইয়াছে সেই কথাতে তাহারদের প্রকৃত ভাবে সম্পর্ক আছে, ও তাহা বিচার কি নিষ্পত্তি হইবার যোগ্য বটে, এই কথা যদি আদালত উভয়পক্ষের কি তাহারদের উকীলেরদের জোবানবন্দী লইয়া কিম্বা যে প্রমাণ উপযুক্ত বোধ করেন তাহা লইয়া তদ্বোধমতে জানেন, তবে সাধারণ মোকদ্দমায় যেমন করেন তেমনি ঐ একরারনামা রিকার্ড করিবেন ও তাহার বিচার করিবেন, কিম্বা শুনিয়া আপনার নিষ্পত্তি কি রায় জানাইবেন। ও বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত কথার উপর আপনার যে রায় কি নিষ্পত্তি হয় তদনুসারে উভয়পক্ষের নির্দ্ধারিত টাকা কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে আদালতের নির্দ্ধারিত টাকা দিবার হুকুম করিবেন, কিম্বা প্রকারান্তরে ঐ একরারনামার নিয়মমতে হুকুম করিবেন। ও সেই প্রকারে যে হুকুম করেন তদনুসারে ডিক্রী হইবেক, ও উভয়পক্ষের সওয়াল জওয়াবকরা মোকদ্দমাতে হুকুম হইলে ডিক্রী যে প্রকারে জারী হয় সেই প্রকারে ঐ ডিক্রী জারী হইবেক।

অষ্টম অধ্যায়ঃ।

আপীলের বিধি।

(বিশেষমতে নিষেধ না হইলে সকল ডিক্রীর উপর আপীল হইবার কথা। সদর আদালতে যে আপীল হয় তাহা তিন জন কি অধিক জজ সাহেবের দ্বারা বিচার হইবার কথা।)

৩৩২। এই আইনেতে, কিম্বা যে সময়ে যে আইন কি আক্ট চলন থাকে তাহাতে, যদি স্পষ্টরূপে নিষেধ না থাকে, তবে মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারিবেক, অর্থাৎ ঐ আদালতের নিষ্পত্তির উপর যে আদালতের আপীল শুনিবার ক্ষমতা থাকে সেই আদালতে হইতে পারিবেক। আপীল যদি সদর আদালতে হয়, তবে ঐ আদালতের তিন জন কি অধিক জজ সাহেব ইজলাস করিয়া তাহা শুনিবেন ও নিষ্পত্তি করিবেন।

আপীল যে প্রকারে উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার বিধি।

(আপীলের খোলাসা লিখিয়া নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীল আদালতে দাখিল করিবার কথা।)

৩৩৩। আপীল খোলাসার মতে লিখিয়া করিতে হইবেক, ও নিরূপিত এই মিয়াদের মধ্যে আপীল আদালতে দিতে হইবেক, অর্থাৎ জিলার আদালতে আপীল হইলে ত্রিশ দিনের মধ্যে, ও সদর আদালতে আপীল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে দিতে হইবেক। কিন্তু সেই মিয়াদের মধ্যে না দিবার উপযুক্ত কারণ যদি আপেলান্ট আপীল আদালতের সন্তোষমতে জানায়, তবে তাহার পরেও দেওয়া যাইতে পারিবেক। ঐ ত্রিশ কি নব্বই দিন ডিক্রী প্রকাশ হইবার দিন অবধি গণ্য হইবেক কিন্তু তাহার হিসাব করণে, যে দিনে ডিক্রী হইয়াছিল সেই দিন ধরিতে হইবেক না, ও যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার নকল পাইবার যত দিন আবশ্যক হয় তাহাও ধরিতে হইবেক না।

(খোলাসাতে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা।)

৩৩৪। যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় সেই নিষ্পত্তিতে যে যে কারণে আপত্তি হয় সেই সকল কারণ তর্ক বিতর্ক কি বৃত্তান্ত কিছু না লিখিয়া সংক্ষেপরূপে ও ১, ২ প্রভৃতি নম্বর দিয়া দফা দফা করিয়া ঐ আপীলের খোলাসাতে লিখিতে হইবেক। আপেলান্ট আদালতের অনুমতি না পাইলে, আপত্তির অন্য কোন কারণ ব্যক্ত করিতে পাইবেক না, ও অন্য কারণের পোষকতায় তাহার কথা শুনা যাইবেক না। কিন্তু আদালত আপীল নিষ্পত্তি করিবার সময়ে আপেলান্টের ব্যক্ত করা সেই সেই কারণ ছাড়া অন্য অন্য কারণও ধরিয়া বিচার করিতে পারিবেন।

[খোলাসার পাঠ।]

৩৩৫। আপীলের খোলাসা এই পাঠে কি এই পাঠের মর্ম্ম মতে লিখিতে হইবেক, ও যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার এক কেতা নকল ঐ খোলাসার সঙ্গে দিতে হইবেক। পাঠ এই।

আপীলের খোলাসা।

(রেজিষ্টরের লিখনমতে নাম প্রভৃতি) ফরিয়াদী
(রেজিষ্টরের লিখনমতে নাম প্রভৃতি) আসামী।

উক্ত মোকদ্দমায় শ্রীঅমুক বিচারকর্ত্তা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ডিক্রী করেন তাহার উপরে উক্ত ফরিয়াদী (কি আসামী) শ্রীঅমুক (আপেলান্টের নাম) অমুক সদর আদালতে (কিম্বা বিষয় বিশেষে অমুক জিলার আদালতে আপীল করে। সেই আপীল করিবার এই এই হেতু। (হেতু লিখ।)

(খোলাসা নিয়মমতে না হইবার কি উপযুক্ত সময়ে দাখিল না হইবার কথা।)

৩৩৬। ঐ খোলাসা যদি ইহার পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্টমতে লেখা না যায়, তবে আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিম্বা শুধরাইবার জন্যে ঐ পক্ষকে ফিরিয়া দিতে পারিবেন। ঐ খোলাসা যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করা যায় ও বিলম্বের উপযুক্ত কোন কারণ দেখান না যায়, তবে আপীল অগ্রাহ্য হইবেক।

(যাহাতে সাধারণ সম্পর্ক থাকে এমত মূল কারণের উপর ডিক্রী হইলে অনেক ফরিয়াদীর কি আসামীর মধ্যে এক জনের আপীল করিবার ও ডিক্রী অন্যথা হইবার কথা।)

৩৩৭। কোন মোকদ্দমায় যদি দুই কি অধিক জন ফরিয়াদী থাকে, কিম্বা দুই কি অধিক জন আসামী থাকে, ও সকলের যাহাতে সম্পর্ক থাকে এমত মূল কারণ থাকিয়া যদি [illegible]

আদালতের নিষ্পত্তি হয়, তবে ফরিয়াদীরদের কি আসামীরদের কোন এক জন ঐ সম্পূর্ণ ডিক্রীর উপর আপীল করিতে পারিবেক, ও আপীল আদালত সকল ফরিয়াদীর কি সকল আসামীর পক্ষে ঐ ডিক্রী অন্যথা কি মতান্তর করিতে পারিবেন।

আপীল হইলে ডিক্রী স্থগিত করিবার ও জারী করিবার বিধি।

(আপীলদ্বারা ডিক্রীজারী স্থগিত না হইবার কথা। কিন্তু উপযুক্ত কারণ দর্শান গেলে ডিক্রীজারী স্থগিত হইবার হুকুম করিবার পূর্ব্বে ঐ ডিক্রীমতে কিম্বা আপীল আদালতের হুকুমমতে কার্য্য হইবার জামিনী লইবার কথা।)

৩৩৮। কোন ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে কেবল এই কারণে ডিক্রীজারী স্থগিত হইবেক না। কিন্তু উপযুক্ত কারণ দর্শান গেলে আপীল আদালত ডিক্রীজারী স্থগিত হইবার হুকুম করিতে পারিবেন। আপীল হইবার যে মিয়াদ দেওয়া গেল তাহা অতীত না হইয়া যদি ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করা যায় ও আপীল হইবার সম্বাদ যদি অধঃস্থ আদালত না পাইয়া থাকেন, তবে উপযুক্ত কারণ দর্শান গেলে অধঃস্থ আদালত ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত করিতে পারিবেন। ডিক্রীজারী স্থগিত হইবার হুকুম করিবার পূর্ব্বে যে আদালত সেই হুকুম করেন, সেই আদালত, যাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে, ঐ ডিক্রীমতে কিম্বা আপীল আদালতের হুকুমমতে উপযুক্ত রূপে কার্য্য করিবার জামিনী দিতে হুকুম করিবেন।

(যাহার উপর আপীল হইয়াছে এমত ডিক্রীজারী করিবার হুকুম হইলে সম্পত্তি প্রভৃতি ফিরিয়া দিবার জামিনী লইবার কথা।)

৩৩৯। যাহার উপর আপীল হইয়াছে এমত ডিক্রীজারী

করিবার হুকুম হইলে, যে আদালত ঐ ডিক্রী করিয়াছিলেন সেই আদালত, ঐ ডিক্রী জারীক্রমে যে কিছু সম্পত্তি লওয়া যাইতে পারে তাহা কি তাহার মূল্য ফিরিয়া দিবার, ও সেই ডিক্রীমতে কিম্বা আপীল আদালতের হুকুমমতে কার্য্য উপযুক্ত রূপে করিবার জামিনী লইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(গবর্ণমেণ্টের স্থানে কিম্বা সরকারী কোন কার্য্যকারকের স্থানে সেই রূপ জামিনী না লইবার কথা।)

৩৪০। গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামতে ও গবর্ণমেণ্টের খরচে যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় কি যে মোকদ্দমার জওয়াব দেওয়া যায়, তাহাতে ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার লিখিত মতের কিছু জামিনী গবর্ণমেণ্টের স্থানে কিম্বা সরকারী কোন কার্য্যকারকের স্থানে লওয়া যাইবেক না।

ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তাহাতে কার্য্য করিবার বিধি।

(আপীল রেজিষ্টরীতে লিখিবার কথা ও রেজিষ্টরের পাঠ।)

৩৪১। আপীলের খোলাসা যদি নির্দ্দিষ্ট পাঠমতে ও নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল করা যায়, তবে আপীল আদালত কিম্বা ঐ আদালতের উপযুক্ত আমলা, ঐ খোলাসা দাখিল করিবার তারিখ তাহার পিঠে লিখিবেক, ও আপীলের রেজিষ্টর বলিয়া যে এক খান বহী থাকিবেক তাহাতে ঐ আপীল রেজিষ্টর করিবেক। সেই রেজিষ্টর এই আইনের C চিহ্নের তফসীলের পাঠে লিখিতে হইবেক।

(আপেলাণ্টের স্থানে আপীল আদালতের স্বীয় বিবেচনামতে খরচার জামিনী লইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।)

৩৪২। রেস্পণ্ডেণ্টকে উপস্থিত হইয়া জওয়াব করিতে

...জুর হইবার পূর্ব্বে, আপীল আদালত আপেলাণ্টকে খরচার জামিনী দিতে উচিত বোধ করিলে হুকুম করিবেন, কি না করিবেন। পরন্তু আপেলাণ্ট যদি ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত দেশের বাহিরে বাস করে, ও যে সম্পত্তি লইয়া আপীল হয় তাহা ছাড়া যদি তাহার কিছু জমী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি সেই দেশের মধ্যে না থাকে, তবে আদালত তাহাকে সেইরূপ জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। ও আপীলের পেটিসন দাখিল করিবার সময়ে, কিম্বা আদালত যে মিয়াদ দেন সেই মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ জামিনী না দেওয়া যায়, তবে আদালত আপীল অগ্রাহ্য করিবেন।

(আপীল রেজিষ্টরী হইবার সম্বাদ অধঃস্থ আদালতে দিবার কথা, ও আপীল আদালতে কাগজপত্র পাঠাইবার কথা, ও কোন পক্ষ যে দস্তাবেজের নকল করাইয়া অধঃস্থ আদালতে রাখিতে চাহে তাহার সম্বাদ দিবার কথা।)

৩৪৩। আপীলের খোলাসা যখন রেজিষ্টরী করা গিয়াছে তখন আপীল আদালত তাহার সম্বাদ অধঃস্থ আদালতে দিবেন। যদি আদালতের কাগজপত্র আপীল আদালতে রাখা না গিয়া থাকে, এমত কোন আদালতের হুকুমের উপর যদি ঐ আপীল হয়, তবে অধঃস্থ আদালত ঐ সম্বাদ পাইলে, মোকদ্দমা-সম্পর্কীয় গুরুতর সকল কাগজ পত্র কিম্বা আপীল আদালত যে কাগজপত্র বিশেষ মতে তলব করেন তাহা, সাধ্যমতে শীঘ্র করিয়া আপীল আদালতে পাঠাইবেন। যদি মোকদ্দমার কোন পক্ষ কোন দস্তাবেজ নকল করাইয়া অধঃস্থ আদালতে রাখিতে চাহে, তবে সেই পক্ষ ঐ দস্তাবেজ নির্দ্দিষ্ট করিয়া অধঃস্থ আদালতে সেই কথা লিখিয়া জানাইবেক, ও যে পক্ষ ঐ সম্বাদ দিল তাহার খরচে ঐ দস্তাবেজের নকল প্রস্তুত হইয়া অধঃস্থ আদালতে রাখা যাইবেক।

(আপীল শুনিবার দিন নিরূপণের কথা।)

৩৪৪। আপীল আদালত আপীল শুনিবার দিন নিরূপণ করিবেন। আপেলাণ্ট যে স্থানে বাস করে ও তাহার উপর

আপীলের এত্তেলা জারী করিবার যত সময় লাগিবেক তাহা বুঝিয়া, সে নিজে কি উকীলের দ্বারা সেই দিনে হাজির হইবার উপযুক্ত অবকাশ পায়, এমত বিবেচনা করিয়া ঐ দিন নিরূপণ করিতে হইবেক।

(আপীল শুনিবার নিরূপিত দিনের সম্বাদের ও এত্তেলা জারীর কথা ও এত্তেলা পাঠ।)

৩৪৫। আপীল শুনিবার নিরূপিত দিনের এত্তেলা আপীল আদালতে লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক, ও আপীল আদালত সেই প্রকারের এত্তেলা অধঃস্থ আদালতে পাঠাইবেন। ও আসামীর হাজির হইয়া জওয়াব করিবার শমন জারী হইবার যে বিধি এই আইনে করা গিয়াছে, সেই বিধিমতে ঐ এত্তেলা রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর জারী হইবেক, ও সেই রূপ শমনের ও তাহা জারী করণ সম্পর্কীয় কার্য্যের উপর যে সকল বিধি খাটে তাহা ঐ এত্তেলা জারী করিবার উপরেও খাটিবেক। রেস্পাণ্ডেন্টের নামের ঐ এত্তেলাতে তাহাকে জ্ঞাত করা যাইবেক যে, আপীল শুনিবার উক্তমতের নিরূপিত দিনে যদি সে আপীল আদালতে হাজির না হয়, তবে তাহার অনুপস্থানে মোকদ্দমার এক তরফা শুনানি হইয়া নিষ্পত্তি হইবেক। পরন্তু যদি রেস্পাণ্ডেন্ট আপীল আদালতে হাজির হইবার জন্যে আপনার তরফে উকীলকে নিযুক্ত করিয়া থাকে, তবে সেই উকীলের উপর ঐ এত্তেলা জারী হইলে হয়।

(হাজির না হইবার ফল।)

৩৪৬। আপীল শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা সেই দিনে মুলতবী রাখিয়া অন্য যে দিন শুনিবার জন্যে নির্দ্ধার্য্য হয় সেই দিনে, যদি আপেলাণ্ট আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, তবে ত্রুটি প্রযুক্ত আপীল ডিসমিস হইবেক। যদি আপেলাণ্ট আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির হয় কিন্তু রেস্পাণ্ডেন্ট আপনি কি উকীলের দ্বারা হাজির না হয়, তবে তাহার অনুপস্থানে আপীল এক তরফা শুনা যাইবেক।

(আপীল চালাইবার ত্রুটি হওয়াতে ডিসমিস হইলে পর পুনর্গ্রাহ্য হইবার কথা।)

৩৪৭। আপীল চালাইবার ত্রুটিপ্রযুক্ত যদি ডিসমিস হয়, তবে ডিসমিস হইবার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে আপেলাণ্ট ঐ আপীল পুনর্গ্রাহ্য হইবার দরখাস্ত আপীল আদালতে করিতে পারিবেক। ও শুনিবার নিমিত্তে আপীল যে সময়ে তলব হইয়াছিল সেই সময়ে আপেলাণ্ট উপযুক্ত কারণে হাজির হইতে পারিল না, ইহার প্রমাণ যদি আদালতের সন্তোষমতে করা যায়, তবে আদালত সেই আপীল পুনর্গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(রেস্পাণ্ডেণ্ট স্বতন্ত্র আপীল উপস্থিত করিলে অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর যে প্রকারে আপত্তি করিতে পারিত সেই প্রকারে করিতে পারিবার কথা।)

৩৪৮। আপীল শুনিবার সময়ে, রেস্পাণ্ডেণ্ট অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর কোন আপত্তি করিতে পারিবেক, অর্থাৎ আপনি ঐ নিষ্পত্তির উপর পৃথক আপীল করিলে যে আপত্তি করিতে পারিত তাহাই করিতে পারিবেক।

(আপীল আদালতের নিষ্পত্তি জানাইবার কথা।)

৩৪৯। মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতে নিষ্পত্তি জানাইবার যে বিধি এই আইনে করা গিয়াছে, সেই বিধমতে আপীল আদালত আপীলী মোকদ্দমা শুনিবার পরে, আপনার নিষ্পত্তি জানাইবেন।

(দাঁড়ার ব্যতিক্রম প্রযুক্ত নিষ্পত্তি অন্যথা না হইবার কথা।)

৩৫০। ঐ নিষ্পত্তিতে অধঃস্থ আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর কি অন্যথা কি মতান্তর হইতে পারিবেক। কিন্তু ঐ ডিক্রীতে, কিম্বা মোকদ্দমার দোষগুণের কি আদালতের এলাকার ক্ষতিবৃদ্ধি যাহাতে না হয় মোকদ্দমা চলিবার সময়ে এমত যে কোন হুকুম করা যায়, সেই হুকুমে কোন চুক কি ত্রুটি কি দাঁড়ার ব্যতিক্রম হইলে তৎপ্রযুক্ত অধঃস্থ আদালতের কোন

ডিক্রী অন্যথা কি মতান্তর হইবেক না, কিম্বা তৎপ্রযুক্ত মোকদ্দমা অধঃস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবেক না।

(আপীল আদালতহইতে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।)

৩৫১। অধঃস্থ আদালত যদি অগ্রের বিচার্য্য কোন বিষয় ধরিয়া মোকদ্দমার এমত নিষ্পত্তি করেন যে, বৃত্তান্তঘটিত কোন প্রমাণ ত্যাগ করা গিয়াছে, অথচ উভয় পক্ষের স্বত্ব সাবুদ করিবার জন্যে আপীল আদালত ঐ প্রমাণ আবশ্যক জ্ঞান করেন, ও অগ্রের বিচার্য্য সেই বিষয়ে অধঃস্থ আদালতের যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহা আপীলমতের ডিক্রীতে যদি অন্যথা হয়, তবে আপীল আদালত উপযুক্ত বোধ করিলে আপীলে যে ডিক্রী হয় তাহার এক কেতা নকল দিয়া ঐ মোকদ্দমা অধঃস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন, ও রেজিষ্টরের আসল নম্বরে মোকদ্দমা পুনরায় দিয়া মোকদ্দমার দোষ গুণ তজবিজ করিয়া তাহাতে ডিক্রী করেন এমত হুকুম করিতে পারিবেন।

(পূর্ব্বোক্তমতে না হইলে ফিরিয়া না পাঠাইবার কথা।)

৩৫২। ইহার পূর্ব্বের ধারার বিধিমতে না হইলে আপীল আদালত মোকদ্দমা দ্বিতীয়বার নিষ্পত্তি করিবার জন্যে অধঃস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন না।

(প্রচুর প্রমাণ যদি থাকে তবে অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তি অন্য মূল হেতুতে হইলেও আপীল আদালত মোকদ্দমার যে নিষ্পত্তি করিবেন তাহার কথা।)

৩৫৩। আপীল আদালত যাহাতে হৃদ্বোধজনক নিষ্পত্তি করিতে পারেন এমত উপযুক্ত প্রমাণ যদি অধঃস্থ আদালতের কাগজপত্রেতে থাকে, তবে অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তি সংপূর্ণরূপে অন্য হেতুমূলক হইলেও, আপীল আদালত মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন।

(আপীল আদালত হইতে প্রেরিত ইস্যুর বিচার অধঃস্থ আদালতের দ্বারা হইবার কথা।)

৩১৪। মোকদ্দমার দোষগুণেতে ঐ মোকদ্দমার উপযুক্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার জন্যে আপীল আদালত যাহা আবশ্যক জ্ঞান করেন, এমত কোন ইস্যু যদি অধঃস্থ আদালত ধরেন নাই কি তাহার বিচার করেন নাই, কিম্বা বৃত্তান্তঘটিত এমত কোন কথার যদি নিষ্পত্তি করেন নাই, ও ঐ আদালতের কাগজপত্রেতে যে প্রমাণ থাকে তাহা যদি আপীল আদালতের সেই ইস্যুর কি বৃত্তান্তঘটিত সেই কথার নিষ্পত্তি করিবার জন্যে প্রচুর না হয়, তবে আপীল আদালত অধঃস্থ আদালতের বিচারের জন্যে কোন এক কি অধিক ইস্যু লিখিয়া বিচার হইবার জন্যে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা পাইলে অধঃস্থ আদালত সেই এক কি অধিক ইস্যুর বিচার করিবেন, ও তাহাতে যে নিষ্পত্তি করেন তাহা প্রমাণসমেত আপীল আদালতে পাঠাইবেন। সেই নিষ্পত্তি ও প্রমাণ ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্রের শামিল দেওয়া যাইবেক। ও সেই নিষ্পত্তির উপর কোন পক্ষের কোন আপত্তি থাকে তাহার খোলাসা সেই পক্ষ আপীল আদালতের নির্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে পারিবেক। ও সেই নির্দিষ্ট মেয়াদ গত হইলে পর আপীল আদালত সেই আপীলী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

(আপীল আদালতের অধিক প্রমাণ তলব করিবার কথা।)

৩১৫। আপীলী মোকদ্দমার কোন পক্ষ কোন নূতন দলীল কি কোন নূতন সাক্ষিকে আপীল আদালতে উপস্থিত করিতে পারিবেক না। পরন্তু যদি দৃষ্ট হয়, যে অধঃস্থ আদালত উপযুক্ত প্রমাণ গ্রাহ্য করিতে স্বীকার করেন নাই, অথবা আপীল আদালত সুবোধমতের নিষ্পত্তি করিবার জন্যে কিম্বা অন্য কোন গুরুতর হেতুতে যদি কোন দলীলদস্তাবেজ উপস্থিত করা কি সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া প্রয়োজন জানেন, তবে আপীল আদালত নূতন দলীল গ্রাহ্য হইবার ও আবশ্যক কোন সাক্ষিরদের জোবানবন্দী পূর্ব্বে অধঃস্থ আদালতে লওয়া

গেলে কি না গেলেও, তাহা লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন পরন্তু আপীল আদালত যতবার নূতন প্রমাণ লন ততবার তাহা লইবার হেতু ঐ আদালতের কাগজপত্রেতে লিখিতে হইবেক।

(নূতন প্রমাণ লইবার কথা।)

৩৫৬। যখন নূতন প্রমাণ লইবার অনুমতি হয়, তখন আপীল আদালত আপনি সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, কিম্বা অধঃস্থ কি অন্য কোন আদালতকে সেই প্রমাণ লইয়া, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে তাহা লইবার ক্ষমতা দিয়া, আপীল আদালতে পাঠাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। আরো সেই প্রমাণ যেরূপে লইতে হইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে ঐ আপীল আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক।

(বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।)

৩৫৭। যখন নূতন প্রমাণ লইবার অনুমতি হয়, তখন যে এক কি অধিক বিষয়ভিন্ন অন্য বিষয়ের প্রমাণ লইতে হইবেক না সেই সেই বিষয় আপীল আদালত নির্দ্দিষ্ট করিবেন, ও আপনার কাগজপত্রে সেই২ বিষয় লিখিবেন।

(আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা।)

৩৫৮। মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের অধিক সময় দিবার ও মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিবার, ও উভয় পক্ষের কি তাহারদের উকীলেরদের জোবানবন্দী লইবার, ও খরচার হুকুম প্রভৃতি করিবার যে২ ক্ষমতা এই আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আপীল আদালতেরো সেই২ বিষয়ে তত্তুল্য ক্ষমতা থাকিবেক।

(আপীল আদালতের নিষ্পত্তির কথা ও যে ভাষাতে লিখিত হইবেক তাহার কথা ও অসম্মতির লিপি কাগজপত্রের শামিল করিবার কথা।)

৩৫৯। আপীল আদালতের নিষ্পত্তি খোলা কাছারীতে ব্যক্ত করিতে হইবেক। যে বিষয়ের কি যে২ বিষয়ের নিষ্পত্তি

করিতে হইয়াছিল, ও তাহাতে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে, ও সেই নিষ্পত্তির যে২ কারণ থাকে, এই সকল কথা তাহাতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক, ও তাহা ব্যক্ত করিবার সময়ে বিচারকর্ত্তা, কিম্বা যে সকল বিচারকর্ত্তার তাহাতে সম্মত হন তাঁহারা, তাহাতে তারিখ দিয়া দস্তখৎ করিবেন। সেই নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিতে হইবেক, কিন্তু যদি বিচারকর্ত্তা সেই ভাষাতে বোধগম্য রূপে নিষ্পত্তি লিখিতে না পারেন, তবে তাঁহার নিজ দেশের চলিত ভাষাতে ঐ নিষ্পত্তি লিখিবেন নিষ্পত্তি যে ভাষাতে লেখা যায় তাহা যদি ঐ আদালতের কার্য্যের চলিত ভাষা না হয় তবে নিষ্পত্তি সেই ভাষাতে তরজমা করিতে হইবেক, ও সেই তরজমাতে বিচারকর্ত্তা কি বিচারকর্ত্তারা দস্তখৎ করিবেন। যদি কোন বিচারকর্ত্তা ঐ আদালতের নিষ্পত্তিতে সম্মত না হন, তবে তিনি আপনার মত লিখিয়া জানাইবেন। ও সেই লিপি মোকদ্দমার কাগজপত্রের শামিল করিয়া দেওয়া যাইবেক।

(ডিক্রীতে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা।)

৩৬০। নিষ্পত্তি যে তারিখে হয় সেই তারিখ আপীল আদালতের ডিক্রীতে দেওয়া যাইবেক। তাহাতে মোকদ্দমার নম্বর, ও আপেলান্টের ও রেস্পণ্ডেন্টের নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি ও আপীলের খোলাসা লিখিতে হইবেক। ও যে উপকার করা গেল কিম্বা আপীলী মোকদ্দমার অন্য যে নিষ্পত্তি হইল তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক। ও আপীলে যত খরচা লাগিয়াছে, ও সেই খরচার ও আসল মোকদ্দমার খরচার যে পক্ষের যত দিতে হইবেক তাহাও তাহাতে লিখিতে হইবেক। যে বিচারকর্ত্তা কি বিচারকর্ত্তারা সেই ডিক্রী করিয়াছেন তিনি কি তাঁহারা তাহাতে দস্তখৎ করিবেন, ও তাহাতে আদালতের মোহর করা যাইবেক। যদি আদালতের বিচার কর্ত্তারদের মতের অনৈক্য হয়, তবে আদালতের নিষ্পত্তিতে যে বিচারকর্ত্তার সম্মতি না হয়, তাঁহার সেই ডিক্রীতে দস্তখৎ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু সেই বিচারকর্ত্তার মত ঐ ডিক্রীতে লিখিয়া দেওয়া যাইবেক। মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ডিক্রীর যে বিধি এই আইনে করা

গিয়াছে, সেই বিধিমতে ঐ ডিক্রীর দস্তখতী নকল উভয় পক্ষকে দেওয়া যাইবেক।

(ডিক্রীর দস্তখতী নকল অধঃস্থ আদালতে পাঠাইবার কথা।)

৩৬১। ঐ ডিক্রীর কিম্বা আপীল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির অন্য হুকুমের এক কেতা নকলে আপীল আদালত কিম্বা ঐ আদালতের উপযুক্ত আমলা দস্তখৎ করিয়া আদালতের মোহরে মোহর করিবেন, ও মোকদ্দমার প্রথম যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়, সেই ডিক্রী যে আদালত করিয়াছিলেন, সেই আদালতে ঐ নকল পাঠান যাইবেক। ও মোকদ্দমার আসল কাগজপত্রের শামিলে দাখিল করিতে হইবেক। ও আপীল আদালতের ঐ নিষ্পত্তি মোকদ্দমার আসল রেজিষ্টরীতে লিখিতে হইবেক।

ডিক্রী জারী করিবার কথা।)

৩৬২। মোকদ্দমার প্রথম যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়, তাহা যে আদালতে হইয়াছিল, সেই আদালতে আপীল আদালতের ডিক্রী জারী করিবার দরখাস্ত করিতে হইবেক। ও প্রথম ডিক্রী জারী করিবার যে নিয়ম ও বিধি এই আইনে করা গিয়াছে সেই নিয়ম ও সেই বিধিতে ঐ আদালত আপীল আদালতের ঐ ডিক্রী জারী করাইবেন।

—।৮।—

হুকুমের উপর আপীলের বিধি।

(ডিক্রীর আগে যে কোন হুকুম হয় তাহার উপর আপীল না হইবার কথা। কিন্তু ডিক্রীর উপর আপীল হইলে সেই হুকুমের কোন চুক কি ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করিবার কথা।)

৩৬৩। ডিক্রী হইবার আগে মোকদ্দমা চলিবার কালে ও মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে কোন হুকুম হয় তাহার উপর

আপীল হইবেক না। কিন্তু যদি সেই ডিক্রীর উপর আপীল হয়, তবে সেই প্রকারের কোন হুকুমের যে কোন চুক কি ত্রুটি কি দাঁড়ার ব্যতিক্রমেতে মোকদ্দমার দোষগুণের কি আদালতের এলাকার ক্ষতি বৃদ্ধি হয়, তাহা আপত্তির কারণ বলিয়া আপীলের খোলাসাতে ব্যক্ত করা যাইতে পারিবেক।

(ডিক্রীর পর ও ডিক্রী জারী করিবার সম্পর্কে যে হুকুম হয় তাহার উপর পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট বিধিমতে না হইলে আপীল না হইবার কথা।)

৩৬৪। ডিক্রীর পরে, ও ডিক্রীজারী সম্পর্কীয় যে কোন হুকুম করা যায়, তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না। কেবল যে স্থলে এই আইনেতে স্পষ্টরূপে বিধান হইয়াছে সেই স্থলে হইতে পারিবেক।

(জরীমানার কি কয়েদ করিবার হুকুমের উপর আপীলের কথা।)

৩৬৫। এই আইনে জরীমানা দিবার কি জরীমানার টাকা আদায় করিবার কি কয়েদ করিবার যে সকল হুকুম হয় তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক। কিন্তু ডিক্রী জারীমতে যে কয়েদের হুকুম হয় তাহার উপর আপীল নাই।

(হুকুমের উপর আপীল হইলে কার্য্য করিবার নিয়ম।)

৩৬৬। যদি কোন হুকুমের উপর আপীল হইবার অনুমতি হয় তবে ডিক্রীর উপর আপীল করিবার মিয়াদ খাটিবেক, ও আপীল হইলে কার্য্য করিবার যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম সর্ব্বপ্রকারে খাটিবেক।

নবম অধ্যায়ঃ।

পাপরস্বরূপে আপীল করিবার বিধি।

(পাপরস্বরূপে যাহারা আপীল করিতে পারে তাহাদের কথা।)

৩৬৭। কোন মোকদ্দমাতে যে নিষ্পত্তি হইল তাহার উপর

আপীল করিবার কার্য্যেতে যত ইষ্টাম্প লাগে তাহা যদি সেই মোকদ্দমার কোন পক্ষ দিতে অপারক হয়, তবে সেই পক্ষ ৮ অধ্যায়ের ও ৫ অধ্যায়ের বিধি যে পর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেই পর্য্যন্ত ঐ২ বিধি মানিয়া পাপরস্বরূপে আপীল করিবার অনুমতি পাইতে পারিবেক।

(দরখাস্ত যাহার নিকটে যে সময়ে দাখিল করিতে হইবেক তাহার কথা।)

৩৬৮। পাপরস্বরূপে আপীল করিতে অনুমতি পাইবার দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক, অর্থাৎ জিলার আদালতে আপীল হইলে একটাকার ইষ্টাম্প কাগজে, ও সদর আদালতে আপীল হইলে দুইটাকার ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ও আপীলের খোলাসা দাখিল করিবার যে মিয়াদ দেওয়া গেল, সেই মিয়াদের মধ্যে ঐ দরখাস্ত আপীল আদালতে দাখিল করিতে হইবেক।

(দরখাস্ত লিখিবার পাঠ।)

৩৬৯। আপীলের খোলাশাতে যে সকল কথা লিখিবার আজ্ঞা হইয়াছে সেই সকল কথা দিয়া ও সেই পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। দরখাস্তকারির স্থাবর কি অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি থাকে তাহার ও তাহার আন্দাজী মূল্যের এক তফসীলও দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবেক, ও যে নিষ্পত্তির ও ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার একং কেতা নকলও সঙ্গে দিতে হইবেক।

(কার্য্য করিবার নিয়ম।)

৩৭০। ঐ দরখাস্ত ও অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তি ও ডিক্রী পড়িয়া সেই নিষ্পত্তি আইনের বিরুদ্ধ কি আইনের তুল্য বলবৎ কোন দাঁড়ার বিরুদ্ধ হইয়াছে, কিম্বা অন্য প্রকারে দোষযুক্ত কি অন্যায় হইয়াছে, এমত বুঝিবার কোন কারণ যদি আপীল আদালত দেখিতে না পান, তবে সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। যদি উপরের লিখিত কোন কারণে দরখাস্ত অগ্রাহ্য না হয়, তবে দরখাস্তকারী যে আপনাকে পাপর জানাইয়াছে,

এই কথার তদন্ত লইতে হইবেক। ও সেই তদন্ত করিবার কার্য্য আপীল আদালত আপনি করিবেন। কিম্বা যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়াছে সেই আদালত আপীল আদালতের হুকুমমতে ঐ তদন্ত করিবেন। পরন্তু যদি অধঃস্থ আদালতে দরখাস্তকারির পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি হইয়াছিল, তবে তাহার পাপর হওয়ার অধিক তদন্ত করিবার প্রয়োজন হইবেক না। কেবল যদি আপীল আদালত সেইরূপ তদন্ত করিবার বিশেষ কারণ বুঝেন, তবে করিতে পারিবেন।

(আপীল আদালতের হুকুমের ফল।)

৩৭১। পাপরস্বরূপে আপীল করিবার অনুমতির দরখাস্তের উপর আপীল আদালত ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিবার যে হুকুম করেন, তাহা চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু যদি সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়, তবে ডিক্রীর উপর আপীলের যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে আপীল করিবার জন্যে আপীল আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে উপযুক্ত মিয়াদ দিতে পারিবেন।

দশম অধ্যায়ঃ।

খাস আপীলের বিধি।

(খাস আপীল যে যে হেতুতে হইতে পারে তাহার কথা।)

৩৭২। সদর আদালতের অধীন আদালতে জাবেতামতের আপীল হইয়া যে সকল নিষ্পত্তি হয়, তাহার উপর এই এই হেতুতে সদর আদালতে খাস আপীল হইতে পারিবেক। অর্থাৎ নিষ্পত্তি কোন আইনের বিরুদ্ধ কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন দাঁড়ার বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, অথবা মোকদ্দমার চলনেতে কি তজবীজ করণেতে আইন সম্পর্কে কোন গুরুতর ভ্রম

কি চুক হওয়াতে দোষ গুণ অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে ভ্রম কি চুক হইয়াছে বলিয়া, খাস আপীল হইতে পারে, অন্য কারণে নয়। কিন্তু যে সময়ে যে আইন চলন থাকে তদনুসারে যদি অন্যরূপে বিধান হয় তবে সেই বিধান বাহাল থাকিবেক।

(সদর আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিবার কথা।)

৩৭৩। আপীলের খোলাশা দাখিল করিবার যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই মিয়াদের মধ্যে খাস আপীল গ্রাহ্য হইবার দরখাস্ত সদর আদালতে দাখিল করিতে হইবেক। ও তাহার সঙ্গে অধঃস্থ আপীল আদালতের ও প্রথম স্থলের আদালতের নিষ্পত্তির ও ডিক্রীর নকল দিতে হইবেক। জাবেতামতের আপীল যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম হইয়াছে ঐ দরখাস্ত সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। কিন্তু আপীলী মোকদ্দমা চালাইবার মত ইষ্টাম্পের প্রয়োজন হয়, তাহা যদি দরখাস্তকারী দিতে না পারে, তবে সদর আদালত তাহাকে পাপরস্বরূপে আপীল করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। পরন্তু পাপরস্বরূপে আপীল করিবার যে সকল বিধি ৯ অধ্যায়েতে আছে, সেই সকল বিধি যে পর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেই পর্য্যন্ত তাহার মানিতে হইবেক।

(দরখাস্ত লিখিবার পাঠ।)

৩৭৪। যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তাহাতে আপত্তি করিবার সকল কারণ, কিছু তর্ক বিতর্ক কি বৃত্তান্ত না লিখিয়া ১, ২ প্রভৃতি দফাক্রমে সংক্ষেপ করিয়া দরখাস্তে লিখিতে হইবেক। আদালতের অনুমতি না হইলে আপত্তির অন্য কোন হেতুর পোষকতায় দরখাস্তকারির কথা শুনা যাইবেক না। কিন্তু খাস আপীল যে হেতুতে হইতে পারে, এমত কোন হেতু ধরিয়া আদালতের নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক।

(দরখাস্ত লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।)

৩৭৫। ঐ দরখাস্ত যদি ইহার পূর্ব্বের বিধানমতে না লেখা

যায়, তবে আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, কিম্বা শুধরাইবার জন্যে দরখাস্তকারিকে ফিরিয়া দিতে পারিবেন। দরখাস্ত যদি শুদ্ধরূপে লেখা গিয়া থাকে তবে ঐরূপ দরখাস্ত রেজিষ্টরী করিবার যে বহী রাখিতে হইবেক, তাহাতে ঐ দরখাস্ত রেজিষ্টরী করিতে হইবেক। ঐ রেজিষ্টর এই আইনের D চিহ্নের তফ্সীলের পাঠে লিখিতে হইবেক। পরে অন্য সকল বিষয়ে সেই মোকদ্দমা জাবেতামতের আপীলের মত চলিবেক। ও সেইরূপ আপীলের যে সকল বিধি এই আইনে করা গিয়াছে সেই সকল বিধি যে পর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেই পর্য্যন্ত ঐ আপীলের উপর খাটিবেক।

একাদশ অধ্যায়ঃ।

নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার।

(নূতন প্রমাণ প্রভৃতি পাওয়া গেলে পুনর্ব্বিচার হইবার কথা।)

৩৭৬। মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের ডিক্রীর দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে, ও যদি সেই ডিক্রীর উপর কোন আপীল উপস্থিত আদালতের করা না গিয়াছে,—অথবা আপীল হইয়া জিলার আদালতের ডিক্রীর দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায় গ্রস্ত জ্ঞান করে ও তাহার উপর কোন খাস আপীল সদর আদালতে গ্রাহ্য না হইয়াছে—অথবা সদর আদালতের ডিক্রীর দ্বারা যদি কোন লোক আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে ও তাহার উপর কোন আপীল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে করা না গিয়াছে, কিম্বা আপীল করা গেলেও যদি মোকদ্দমার কোন কাগজপত্র শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে পাঠান না গিয়াছে—ও ডিক্রী যে সময়ে হইয়াছিল সেই সময়ে ঐ ব্যক্তি যাহা অবগত ছিল না কিম্বা যাহা উপস্থিত করিতে পারিল না এমত কোন নূতন বিষয়ের কি প্রমাণের

সন্ধান পাওয়া প্রযুক্ত, অথবা অন্য কোন উত্তম ও মাতবর কারণে, যদি ঐ ব্যক্তি আপন বিরুদ্ধে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার পুনর্ব্বিচার হইবার ইচ্ছা করে, তবে যে আদালত ঐ ডিক্রী করিয়াছিলেন, সেই আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার হইবার দরখাস্ত করিতে হইবেক।

(যে কালের মধ্যে ও যে কাগজে দরখাস্ত করিতে হইবেক তাহার কথা।)

৩৭৭। ঐ দরখাস্ত ডিক্রীর তারিখ অবধি নব্বই দিনের মধ্যে করিতে হইবেক। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ দরখাস্ত করে, সে যদি ঐ মিয়াদের মধ্যে ঐ দরখাস্ত না করিবার যথার্থ ও উপযুক্ত কারণ আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রকাশ করিতে পারে, তবে ঐ মিয়াদের পরেও দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারিবেক। যদি দরখাস্ত উক্ত মিয়াদের মধ্যে করা যায়, তবে দরখাস্ত যে স্থলে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয়, এমত স্থলে, ঐ আদালতের নিকটে দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছে, সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। কিন্তু যদি সেই মিয়াদের পরে করা যায়, তবে নালিশের আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছে, সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিতে হইবেক।

(পুনর্ব্বিচার হইবার অনুমতি দেওনের কি না দেওনের বিষয়ে আদালতের যে হুকুম হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা। বর্জ্জিত কথা।)

৩৭৮। আদালত যদি বোধ করেন, যে পুনর্ব্বিচার হইবার উপযুক্ত কারণ নাই, তবে সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। পরন্তু যদি বোধ করেন যে স্পষ্ট কোন ভ্রম কি ত্রুটির সংশোধন করিবার জন্যে প্রার্থনামতে পুনর্ব্বিচার করা আবশ্যক, অথবা করণান্তরে যথার্থ বিচারের জন্যে প্রয়োজন হয়, তবে আদালত পুনর্ব্বিচার হইবার অনুমতি দিবেন। ইহার মধ্যে কোন স্থলে, অর্থাৎ ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার কি পুনর্ব্বিচারের অনুমতি

দবার যে হুকুম করেন, তাহা চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু যে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার হইবার প্রার্থনা হয়, তাহার পোষকতায় বিপক্ষ পক্ষ হাজির হইয়া জওয়াব করে, এই নিমিত্তে তাহাকে অগ্রে সম্বাদ না দেওয়া গেলে, নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারের অনুমতি হইবেক না।

(সদর আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যে বিচারকর্ত্তা কি বিচারকর্ত্তারা ডিক্রী করিয়াছিলেন তাঁহারদের নিকটে হইবার কথা।)

৩৭৯। যে আদালতে নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার হইবার দরখাস্ত হয়, তাহাতে যদি দুই কি অধিক বিচারকর্ত্তা থাকেন, তবে যে বিচারকর্ত্তা কি বিচারকর্ত্তারা ঐ ডিক্রী করিয়াছিলেন। তিনি কি তাঁহারা, অথবা সেই ডিক্রী দুই কি ততোধিক জন বিচারকর্ত্তার দ্বারা হইলে তাহারদের মধ্যে কোন বিচারকর্ত্তারা, যদি ঐ পুনর্ব্বিচারে দরখাস্ত হইবার সময়ে আদালতে নিযুক্ত থাকেন, ও সেই দরখাস্ত হইবার পর ছয়মাস পর্য্যন্ত যদি অনুপস্থিত কি অন্য কোন কারণে, ঐ দরখাস্ত যে নিষ্পত্তির সম্পর্কীয় হয়, তাহার পুনর্ব্বিচার করিবার তাঁহারদের বাধা না থাকে, তবে ঐ দরখাস্তের দোষ গুণের বিবেচনা করিতে ও তদ্বিষয়ের হুকুম কি মত রিকার্ড করিতে ঐ আদালতের অন্য কোন বিচারকর্ত্তার কি বিচারকর্ত্তাদের ক্ষমতা থাকিবেক না।

(পুনর্ব্বিচারের অনুমতি হইলে কার্য্য করিবার কথা।)

৩৮০। নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইলে, সেই কথা মোকদ্দমার কিম্বা (বিষয় বিশেষ) আপীলের রেজিষ্টরীতে লিখিতে হইবেক। ও আদালত মোকদ্দমার ভাবগতি বুঝিয়া তাহা পুনশ্চ শুনিবার যে হুকুম উচিত জ্ঞান করেন তাহাই করিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ।

বিবিধ বিধি।

(কোন আইনের অসঙ্গত না হয় অধীন দেওয়ানী আদালতের নিমিত্তে কর্ম্ম করিবার এমত নিয়মাদি করিতে সদর আদালতের ক্ষমতার কথা।)

৩৮১। সদর আদালত অধীন দেওয়ানী আদালতের রীতির ও কার্য্য করিবার নিয়মের সাধারণ বিধি করিতে ও জারী করিতে পারিবেন। ও উক্ত সকল আদালতের রুবকারী প্রভৃতি লিখিবার যে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যকজ্ঞান করেন, তাহার ও হুকুম করিবেন, ও আমলারদের যে সকল বহী ও লিখনীয় কাগজ ও হিসাব লিখিতে হইবেক, তাহাও লিখিবার প্রভৃতির হুকুম করিবেন. ও সময়ে সময়ে তদ্রূপ কোন বিধি কি পাঠাদি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। পরন্তু সেই সকল বিধি ও পাঠ এই আইনের কিম্বা চলিত অন্য কোন আইনের সঙ্গে অসঙ্গত না হয়।

(কোন কোন বিষয় ছাড়া এই আইন সুপ্রিম কোর্টের কি রাজধানীর ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের উপর না খাটিবার কথা।)

৩৮২। কলিকাতায় ও মান্দ্রাজে ও বোম্বায়ে রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে কিম্বা অল্প কর্জ্জের ও দাওয়ার টাকা আরো সহজরূপে আদায় করিবার আদালতে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার উপর এই আইন খাটিবেক না। কেবল কমিসানক্রমে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের কার্য্যেতে ও ডিক্রী যে আদালতে হইয়াছে তাহার এলাকার বাহিরে ঐ ডিক্রী জারী হইবার কার্য্যেতে, খাটিবেক।

(মান্দ্রাজে গ্রামের মুন্সেফেরদের ও গ্রামের কি জিলার পঞ্চায়তের ও সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট আব রিকোয়েষ্টের ও মান্দ্রাজে ও বোম্বাইয়ে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারার্থে নিযুক্ত এক এক জন সেনাপতির ও

(মান্দ্রাজে সৈন্যসম্পর্কীয় পঞ্চায়তের ক্ষমতার ও কার্য্যের বর্জ্জিত কথা।)

৩৮৩। মান্দ্রাজ দেশের চলিত আইনের বিধানমতে দেওয়ানী মোকদ্দমায় গ্রামের মুনসেফেরদের কি গ্রামের কি জিলার পঞ্চায়তের যে এলাকা কি কার্য্য হয়, কিম্বা সৈন্য সম্পর্কীয় কোর্ট আব রিকোয়েষ্টের যে এলাকা কি কার্য্য হয়, কিম্বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই রাজধানীর সৈন্যেরা যে যে মোকামে ও স্থানে থাকে তাহার পল্টনের বাজারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারার্থে ঐ ঐ রাজধানীর চলিত বিধিমতে উপযুক্তরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিযুক্ত এক এক জন সেনাপতি সাহেবের যে এলাকা ও যে কার্য্য হয়, কিম্বা মান্দ্রাজ রাজধানীর চলিত বিধিমতে পল্টনের লোকেরদের নামে যে মোকদ্দমা হয় তদ্বিষয়ে পঞ্চায়তের যে এলাকা ও কার্য্য হয়, তাহা এই আইনের কোন কথাতে মতান্তর কি খাট হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না।

(কোন কোন বিশেষ কি স্থান বিশেষের আইন বহাল থাকিবার কথা।)

৩৮৪। জায়গীরদার ও সরঞ্জামীদার ও ইনামদারদিগকে আপন আপন তালুকের সীমার মধ্যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দিবার আইন নামে, বোম্বাই দেশের চলিত ১৮৩০ সালের ১৩ আইনের, ও বোম্বাই দেশের ১৮২৭ সালের ১৫ আইন ও ১৮৩০ সালের ১৩ আইন বিদেশীয় রাজারদের এজেন্ট সাহেবেরদের উপর খাটাইবার আইন নামে, ১৮৪০ সালের ১৫ আইনের বিধানমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন জায়গীরদারেরা ও অন্য কার্য্যকারকেরা যে যে ক্ষমতাতে কার্য্য করেন কি সেই ক্ষমতাক্রমে যে যে কার্য্য করেন তাহা এই আইনের কোন কথাতে খাট হইয়াছে, অথবা কটক জিলার কোন কোন পেশকশী মহাশের অধিকার করিবার কি উত্তরাধিকার পাইবার স্বত্বের মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার আইন নামে, বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ১১ আইনমতে যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহার, কিম্বা

বোম্বাই রাজধানীর শাসিত দক্ষিণ দেশ ও খাঁদেশ আইনের আমলে আনিবার আইন নামে, বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ১৯ আইনের, ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত প্রদেশ আইনের আমলে আনিবার আইন নামে, ১৮৩০ সালের ৭ আইনের, ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ লোকেরা যে সে মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকে তাহাতে দক্ষিণ দেশের ও খাঁদেশের গবর্ণমেন্টের এজেন্ট সাহেবের ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশের পলিটিকাল এজেন্ট সাহেবের ক্ষমতা বিস্তারিত করিয়া খাটাইবার আইন নামে, ১৮৩১ সালের ১ ও ১৬ আইনের, এবং দক্ষিণ দেশের সরদারেরদের এজেন্ট সাহেবের আসিষ্টান্ট সাহেবের এলাকার ও ক্ষমতার বিষয়ি আইন নামে, ১৮৩৫ সালের ১৯ আইনের, ও সরকার হইতে মালগুজারী হস্তান্তর হইয়া যাহার দিগকে দেওয়া গেছে তাহারদের সেই মালগুজারী বোম্বাই রাজধানীর মধ্যে আদায় করিবার ক্ষমতা দিবার আইন নামে, ১৮৪২ সালের ১৩ আইনের লিখিত প্রকারের মোকদ্দমার এই আইনের কোন কথাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না। পরন্তু যদি এই আইনের বিধি উপরের লিখিত কোন আইনের ও আক্টের কোন বিশেষ বিধির সঙ্গে অসঙ্গত না হয়, তবে সেই প্রকারের সকল মোকদ্দমা, ও তাহাতে জাবেতামতের ও খাস যে আপীল দেওয়ানী আদালতে হইবার অনুমতি হয় তাহা এই আইনের লিখিত বিধিমতে গ্রাহ্য হইবেক ও শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক।

(সাধারণ আইন যে যে দেশে চলে সেই সেই দেশছাড়া অন্য স্থানে এই আইন চলিবার হুকুম না হইলে, না চলিবার কথা।)

৩৮৫। বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশের সাধারণ আইন ঐ দেশের যে যে স্থানে চলন না থাকে সেই সেই স্থানে এই আইন চলিবেক না। কেবল যদি হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর, কিম্বা ঐ দেশ যে গবর্ণমেন্টের অধীন থাকে সেই গবর্ণমেণ্ট, সেই দেশে এই আইন

.177

চলন করান, ও তাহার সম্বাদ গেজেটে প্রকাশ করেন, তবে চলিবেক।

(অর্থ করিবার ধারা।)

৩৮৬। এই আইনের নীচের লিখিত যে কথার যে অর্থ করা যাইতেছে, তাহার সেই অর্থ পদের পূর্ব্বাপর কোন কথার সঙ্গে অসঙ্গত না হইলে বুঝাইবেক।

(বচন।)

এক বচনের শব্দেতে বহু বচনের শব্দও বুঝাইবেক ও বহু বচনের শব্দেতে এক বচনের শব্দও বুঝাইবেক।

(লিঙ্গ।)

পুংলিঙ্গবোধক শব্দেতে স্ত্রীদিগকেও বুঝাইবেক।

(জিলা। জিলার আদালত।)

মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান দেওয়ানী আদালতের এলাকা এই আইনের অভিপ্রায় মতে "জিলা" শব্দেতে বুঝাইবেক ও "জিলার আদালত" এই শব্দেতে ঐ প্রকার আদালতকে বুঝাইবেক।

(সদর আদালত।)

ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের যে কোন স্থানে এই অধ্যায়ের ৩৮৫ ধারার বিধানমতে এই আইন চলান যায়, সেই স্থানে "সদর আদালত" এই শব্দেতে ঐ দেশের সেই স্থানের আপীল করিবার সর্ব্ব প্রধান দেওয়ানী আদালতকে বুঝাইবেক।

(এই আইন চলন হইবার কথা ও উপস্থিত মোকদ্দমার কথা।)

৩৮৭। এই আইন বাঙ্গালা দেশে ১৮৫৯ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিন অবধি চলন হইবেক। ও বোম্বাই ও মান্দ্রাজ দেশে ১৮৬০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস

অবধি, কিম্বা সেইং দেশের গবর্ণমেন্ট তাহার অগ্রের জন্য যে কোন দিন নির্দ্ধার্য্য করেন সেই দিন-অবধি চলন হইবেক, কিন্তু সেই দিনের আগে তিন মাস থাকিতে ঐ রাজধানীর গেজেটে ঐ দিনের সম্বাদ প্রকাশ করিবেন। কিন্তু এই আইন যে সময়ে আমলে আইসে সেই সময়ের উপস্থিত কোন মোকদ্দমাতে এই আইনের কোন বিধান খাটাইলে, ঐ মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যসম্পর্কে, অর্থাৎ আপীল করিবার কি অন্য প্রকারের কার্য্যসম্পর্কে ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষের কোন স্বত্ব রহিত হয়, অথচ, এই আইন জারী না হইলে তাহার সেই স্বত্ব থাকিত, ইহা যদি আদালত বোধ করেন, তবে এই আইন চলিবার পূর্ব্বে যেং আইন চলন থাকে সেইং আইনমতে মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

(এই আইন যে স্থানে চলন হয় সেই স্থানের দেওয়ানী আদালতের কার্য্য কেবল এই আইনমতে হইবার কথা।)

৩৮৮। ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের শাসিত দেশের কোন স্থানে এই আইন যে সময়ে চলন হয়, সেই সময়াবধি ঐ দেশের সেই স্থানের দেওয়ানী আদালতের কার্য্য এই আইনমতে চালান যাইবেক, ও এই আইনেতে অন্য বিধান না থাকিলে অন্য কোন আইনমতে চালান যাইবেক না।

কার্য্য করিবার উপরের লিখিত বিধিতে A চিহ্নের যে তফসীলের যে উল্লেখ হয় তাহা।

অমুক স্থানের অমুক বিচারকর্ত্তার আদালতে অমুক সালে দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টর।

		ফরিয়াদী			আসামী			দাওয়া			উপস্থিত হওন			নিষ্পত্তি			আপীল		ডিক্রী জারী					জারীহওয়া রিটর্ণ		
নালিশের আরজী দাখিল করিবার তারিখ।	মোকদ্দমার নম্বর।	নাম।	খ্যাতিপ্রভৃতি।	বাসস্থান।	নাম।	খ্যাতিপ্রভৃতি।	বাসস্থান।	দাওয়ার বিশেষ।	যত টাকার কি যে মূল্যের।	নালিশের হেতু যে সময়ে হইয়াছিল।	উভয়পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ।	ফরিয়াদী।	আসামী।	তারিখ।	যাহার পক্ষে।	যে বিষয়ের কি যত টাকার।	আপীলের তারিখ।	আপীলের নিষ্পত্তি।	দরখাস্তের তারিখ।	হুকুমের তারিখ।	যাহার বিপক্ষে।	যে বিষয়ের ও টাকা হইলে যত টাকার।	খরচ।	টাকা আদালতে দাখিল হয়।	গ্রেপ্তার।	টাকা দেওন ভিন্ন কি গ্রেপ্তার ভিন্ন অন্য যে রিটর্ণ হইয়াছে ও প্রত্যেক রিটর্ণের তারিখ।

B চিহ্নের তফসীল।

মোকদ্দমার নম্বর।

অমুক স্থানের অমুক আদালত।

ফরিয়াদী।

আসামী।

নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি ও বাসস্থান।

অমুক (এই স্থানে ফরিয়াদীর নাম ও খ্যাতিপ্রভৃতি ও বাসস্থান লিখিতে হইবেক) তোমার নামে এই আদালতে অমুক বাবতে (এই স্থলে বেজিষ্টবের লিখিত দাওয়ার বিবরণ লিখিতে হইবেক) মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। অতএব তোমাকে এই হুকুম হইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত ফরিয়াদীর জওয়াব দিবার জন্যে তুমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা দুই প্রহরের আগে আপনি এই আদালতে হাজির হও। (যদি ঐ লোকের নিজে হাজির হইবার স্পষ্ট হুকুম না থাকে তবে এই কথা লিখিতে হইবেক, "তুমি আপনি হাজির হও কিম্বা উপযুক্তমতে শিক্ষাপ্রাপ্ত আদালতের যে উকীল মোকদ্দমা সম্পর্কীয় গুরুতর সকল জিজ্ঞাসার উত্তর করিতে পারেন এমত উকীলদ্বারা, কিম্বা অন্য যে লোক ঐ সকল জিজ্ঞাসার উত্তর করিতে পারে তাহাকে উকীলের সঙ্গে দিয়া ঐ উকীলের দ্বারা হাজির হও। ,, (যদি মোকদ্দমার চুড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে সমন হয়, তবে আরো এই কথা লিখিতে হইবেক, " ও তোমার হাজির হইবার যে দিন নিরূপণ হইল তাহা মোকদ্দমার চুড়ান্ত নিষ্পত্তির নির্দ্ধারিত দিবস, অতএব সেই দিনে তোমার সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করিতে তোমার প্রস্তুত থাকিতে হইবেক। ,,) আরো তোমাকে এই এত্তেলা দেওয়া যাইতেছে যে তুমি যদি সেই তারিখে হাজির না হও তবে তোমার অনুপস্থানে ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক। আরো ফরিয়াদী অমুক২ যে দলীল দেখিতে চাহিয়াছে তাহা, ও তুমি আপনি যে দলীলক্রমে আপনার জওয়াব সাব্যস্ত করিতে চাহ সেই সকল দলীল, তুমি সঙ্গে করিয়া আনিবা (কিম্বা তোমার মোক্তারের হাতে পাঠাইবা।)

কার্য্য করিবার উপরের লিখিত বিধিমতের C চিহ্নের তফসীল।

অমুক আদালতে

অমুক সালের ডিক্রীর উপর আপীলের রেজিষ্টর।

খোলাসার তারিখ	আপীলের নম্বর	আপেলান্ট			রেস্পাণ্ডেণ্ট			যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়				উপস্থিত হওন			নিষ্পত্তি		
		নাম	খ্যাতি প্রভৃতি	বাসস্থান	নাম	খ্যাতি প্রভৃতি	বাসস্থান	যে আদালতের	আসল মোকদ্দমার নম্বর	বিশেষ কথা	কত টাকার কি যে মূল্যের	উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ	আপেলান্ট	রেস্পাণ্ডেণ্ট	তারিখ	বহাল কি অন্যথা কি পরিবর্ত্তন	যে বিষয়ের কি কত টাকার

মোকদ্দমার কার্য্য করিবার পূর্ব্ব লিখিত বিধিমতের D চিহ্নিত তফসীল।

অমুক স্থানের সদর আদালতে।

খাস আপীলের রেজিষ্টর।

		আপেলান্ট		রেস্পাণ্ডেণ্ট				যে ডিক্রীর উপর আপীল হয়					উপস্থিত হইবার কথা			নিষ্পত্তি			
খোলাসার তারিখ	আপীলের নম্বর	নাম	খ্যাতি প্রভৃতি	বাসস্থান	নাম	খ্যাতিপ্রভৃতি	বাসস্থান	যে আদালতের	আসল মোকদ্দমার ও	আপীলের নম্বর	বিশেষ কথা	যত টাকার কি যে মূল্যের	উভয় পক্ষের হাজির হইবার	তারিখ	আপেলান্ট	রেস্পাণ্ডেণ্ট	তারিখ	মঞ্জুর কি অসিদ্ধ কি মতান্তর হইল	যে বিষয়ের কি যত টাকার

ইং ১৮৫৯ সালের ৯ আইন।

জব্দ হইল বলিয়া যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার বিচার করিবার বিধানের আইন।

(হেতুবাদ।)

জব্দ হইল বলিয়া যে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, তাহার উপর যে দাওয়া হয়, তাহা ত্বরায় নিষ্পত্তি করিবার জন্যে সেই দাওয়ার বিচার করিবার বিধান করা বিহিত। ও কোন কোন জিলাতে গুরুতর অপরাধের বিচার করিবার কমিস্যান যে কার্য্যকারক সাহেবদিগকে কি অন্য ব্যক্তিদিগকে দেওয়া গিয়াছে তাঁহারদের ক্ষমতার বিষয়ে, ও সেই কার্য্যকারক সাহেবেরা কিম্বা অন্য ব্যক্তিরা যে দোষ সাব্যস্ত করিয়াছেন ও সম্পত্তি জব্দ হইবার যে হুকুম করিয়াছেন তাহার সাভনবীর বিষয়ে, যে যে সন্দেহ থাকে তাহা দূর করা বিহিত। এই এই কারণে এই বিধান হইল।

(বিশেষ কমিস্যানমতে আদালত সংস্থাপন হইবার কথা ও বৰ্জ্জিত কথা।)

১ ধারা। বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের ও উত্তর পশ্চিম দেশের কর্তৃত্ব কার্য্যকারী গবর্ণমেণ্টের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে, জব্দ হইল বলিয়া যে সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে তাহার উপর দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার জন্যে আপন আপন গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশের কোন স্থানে বিশেষ কমিস্যানের আদালত স্থাপন করেন। ও সেই প্রকারের স্থাপিত আদালতের যে সীমানা-পর্য্যন্ত এলাকা নিরূপণ করা উচিত বোধ করেন সেই পর্য্যন্ত সীমানার এলাকা সময়ে সময়ে নিরূপণ করেন। পরন্তু হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের

অনুমতি না হইলে সেই প্রকারের কোন আদালতের সংস্থাপনেতে অতিরিক্ত কিছু খরচ না হয় ইতি।

(এক এক আদালতে তিন জন কমিস্যানর থাকিবার কথা।)

২ ধারা। এই আইনমতের স্থাপিত প্রত্যেক আদালতে কমিস্যানর তিন জনের কম নিযুক্ত হইবেন না। দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার জন্যে তাঁহারা একত্রে বৈঠক করিবেন। কিন্তু যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহা বিচার ও নিষ্পত্তির জন্যে প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে যে যে হুকুম আবশ্যক হয়, সেই সকল হুকুম করিবার তাঁহারদের কোন এক কি অধিক জনের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

(কোন জিলাতে আদালত স্থাপন হইলে তাহার সম্বাদ দিবার কথা।)

৩ ধারা। এই আইনের বিধানমতে কোন এক কি অধিক জিলার উপর এলাকা দিয়া কোন আদালত স্থাপন হইলে, তাহার সম্বাদ ঘোষণাপত্রে লিখিয়া দেওয়া যাইবেক। ও ঐ এক কি অধিক জিলার সকল আদালতে, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে ঐ ঘোষণাপত্রের এক এক কেতা নকল লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক। ও এই আইনমতের স্থাপিত আদালত যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন, সেই সকল মোকদ্দমার সম্পর্কে ঐ এক কি অধিক জিলার আদালতের যে ক্ষমতা পূর্ব্বাবধি হইয়া আসিতেছে সেই ক্ষমতা স্থগিত থাকিবেক। পরে সেই স্থানে ঐ বিশেষ কমিস্যানের আদালতের এলাকা রহিত হইয়াছে, এই মর্ম্মে সম্বাদ গবর্ণমেন্টের শ্রীযুক্ত সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখতের হুকুমক্রমে ঐ জিলার আদালতে পঁহুছিলে সেই সেই আদালতের ঐ ক্ষমতা পুনরায় চলিবেক ও সেই কমিস্যানের আদালতের ক্ষমতা রহিত হইবার সম্বাদ পূর্ব্বোক্তমতে ঘোষণাপত্রের দ্বারা প্রকাশ হইবেক ইতি।

(যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার খারিজ দাখিল হইবার কথা।)

৪ ধারা। এই আইনমতে স্থাপিত আদালতের যে যে বিষয়ের বিচার হইতে পারে এমত কোন বিষয় লইয়া যে সকল মোকদ্দমার এই আইন জারী হইবার সময়ে প্রথমবার শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত বলিয়া কোন আদালতে মুলতবী থাকে সেই সকল মোকদ্দমা ঐ আদালত হইতে খারিজ হইয়া, যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় সেই সম্পত্তি বিশেষ কমিস্যনের যে আদালতের এলাকার শামিল থাকে সেই আদালতে দাখিল করা যাইবেক ও সেই আদালতে মোকদ্দমা প্রথমে উপস্থিত করা না গেলে ঐ আদালত যেমন করিতে পারিতেন, তেমনি আসামীকে তলব করিয়া ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

(ঐ আদালতের বৈঠক যে স্থানে হইবেক তাহার কথা।)

৫ ধারা। স্থান বিশেষের গবর্ণমেন্ট এই আইনমতের স্থাপিত নানা আদালতের এলাকার অন্তর্গত যে স্থান সময়ে সময়ে নিরূপণ করেন, সেই স্থানে ঐ ঐ আদালতের বৈঠক হইবেক ইতি।

(নালিশের আরজী লিখিবার পাঠ।)

৬ ধারা। আবেতামতের মোকদ্দমাতে নালিশের আরজী যে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার বিধি আছে এই আইনমতের উপস্থিতকরা মোকদ্দমার আরজী সেই প্রকারের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ও তাহাতে এই এই কথা লিখিতে হইবেক, অর্থাৎ,

ফরিয়াদীর নাম ও খ্যাতিপ্রভৃতি ও বাসস্থান, ও যে প্রকারের উপকার চাহে তাহা, ও যে বিষয়ের উপর দাওয়া হয় তাহা, ও নালিশ করিবার মূল কারণ। ও যদি গবর্ণমেন্ট কিম্বা গবর্ণমেন্টের তরফে কোন কার্য্যকারকছাড়া অন্য কোন আসামীর নামে মোকদ্দমা হয়, তবে ঐ আসামীর নাম ও খ্যাতিপ্রভৃতি ও বাসস্থান লিখিতে হইবেক।

(নালিশের আরজী সত্য হওয়ার কথা লিখিবার কথা ও আরজীতে অসত্য কথা থাকিলে তাহার দণ্ড।)

৭ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচারার্থে যে যে আদালত

রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই সেই আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইন নামে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৭ ধারাতে নালিশের আরজী সত্যহওয়ার কথা লিখিবার যে বিধান আছে, সেই বিধানমতে ঐ নালিশের আরজীর কথা সত্য, ইহা লিখিতে হইবেক। ও যে জন তাহা সত্য বলিয়া দস্তখৎ করিয়াছে সে যাহা অসত্য জানে কি বিশ্বাস করে, কিম্বা সত্য বলিয়া না জানে কি বিশ্বাস না করে এমত কোন এজহার যদি সেই আরজীতে থাকে, তবে তৎকালের চলিত আইনের কোন বিধানমতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কি সাজাইবার যে দণ্ড হয় ঐ লোকের সেই দণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

(আরজী দাখিল করিবার কথা।)

৮ ধারা। যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় তাহা কি তাহার কোন অংশ যে জিলার মধ্যে থাকে, সেই জিলাতে মোকদ্দমা প্রথমবার শুনিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান যে দেওয়ানী আদালত থাকে, হয় সেই আদালতে না হয় এই আইনমতে ঐ দাওয়ার উপর বিশেষ কমিস্যনের যে আদালতের এলাকা থাকে সেই আদালতে, ফরিয়াদী আপনি, কিম্বা আপনার নিয়মিতরূপে নিযুক্ত স্থলাভিষিক্তের দ্বারা, ঐ আরজী দাখিল করিতে পারিবেক। আরজী যদি বিশেষ কমিস্যনের আদালতে দাখিল না করা যায়, তবে অযৌণে সেই আদালতে পাঠাইতে হইবেক ইতি।

(মোকদ্দমা শুনিবার অগ্রের কার্য্যের কথা।)

৯ ধারা। আদালত উভয়পক্ষের হাজির হইবার ও মোকদ্দমা শুনিবার দিন নিরূপণ করিবেন। তাহার উপযুক্ত সম্বাদ উভয়পক্ষকে কি তাহারদের স্থলাভিষিক্তদিগকে দেওয়া যাইবেক ও সেই নিরূপিত দিনে উভয়পক্ষ আপন আপন সাক্ষিদিগকে আদালতে উপস্থিত করিবেক, ও যে সকল দলীলক্রমে আপন আপন কথা সাব্যস্ত করিতে মনস্থ করে তাহাও আদালতে আনিবেক। কোন সাক্ষিকে সেই দিনে হাজির করাইবার জন্যে যদি কোন পক্ষ আদালতের সাহায্য চাহে, তবে মোকদ্দমা

শুনিবার নিরূপিত দিনের আগে উপযুক্ত থাকিতে আদালতে দরখাস্ত করিলে, সেই দিনে সেই সাক্ষির আদালতে হাজির হইবার সফীনা আদালত জারী করিবেন। মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তাহার পর মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিবার অন্য কোন সময়ে, আদালত ফরিয়াদীকে নিজে হাজির হইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

(মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে কার্য্যের কথা।)

১০ ধারা। মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তাহার পর অব্যাজে যে সময়ে হইতে পারে সেই সময়ে আদালত ফরিয়াদীর জোবানবন্দী লইবেন। কিম্বা যদি ফরিয়াদীর নিজে হাজির হইবার হুকুম না হইয়াছে, তবে তাহার স্থলাভিষিক্তের ও উভয়পক্ষের সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবেন, ও সেই জোবানবন্দী লইলে পর ও উভয়পক্ষের দলীল দৃষ্টি করিলে পর, ও অন্য যে প্রকারের তদন্ত আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিলে পর, তিনি ঐ দাওয়াব বিষয়েও মোকদ্দমার খরচার বিষয়ে যে হুকুম ন্যায্য ও উচিত বোধ করেন তাহা করিবেন ইতি।

(সাক্ষিরদের জোবানবন্দী প্রভৃতি লইবার কথা।)

১১ ধারা। সাক্ষিরদের জোবানবন্দী বিস্তারিত করিয়া লেখাইয়া লইবার আবশ্যক নাই। কিন্তু একএকজন সাক্ষির জোবানবন্দী যে সময়ে লওয়া যাইতেছে সেই সময়ে আদালত তাহার মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবেন ও জোবানবন্দীর সেই প্রকারের লিখিত কথা মোকদ্দমার কাগজ পত্রের মধ্যে রাখা যাইবেক। অন্য সকল বিষয়ে, দেওয়ানী আদালতের সম্মুখে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমাতে সাক্ষিরদিগকে হাজির করাইবার ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার ও মেহনতানা দিবার ও দণ্ড করিবার যে যে বিধান আইনেতে ও আক্টে থাকে, তাহা এই আইনমতের বিচার করা মোকদ্দমাতে ও সমান রূপে বলবৎ ও ফলবৎ হইবেক ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৯ সাল ৯ আইন।

(নিষ্পত্তির কথা।)

১২ ধারা। কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের জজেরা যে সময়ে এবং যে ভাষাতে আপন আপন নিষ্পত্তি লিখিবেন তদ্বিষয়ে ১৮৪৩ সালের ১২ আইনে যে যে বিধি আছে সেই সেই বিধি এই আইন মতের নিষ্পত্তিতে খাটিবেক ইতি।

(আপীল না হইবার কথা।)

১৩ ধারা। এই আইন মতে যে কোন নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর আপীল নাই, ও সেই নিষ্পত্তির পুনর্বিচার হইতে পারিবেক না ইতি।

(ডিক্রী জারী করিবার কথা।)

১৪ ধারা। এই আইনমতের স্থাপিত বিশেষ কমিসানর আদালত যে ডিক্রী করেন তাহা, বিবাদের সম্পত্তি যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালত, আপনার ডিক্রী জারী করিবার যে বিধি আছে সেই বিধিমতে, জারী করিবেন ইতি।

(মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজপত্র যে স্থানে রাখিতে হইবেক তাহার কথা।)

১৫ ধারা। এই আইনমতের স্থাপিত আদালতে যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার কাগজপত্র, বিবাদের সম্পত্তি যে জিলাতে থাকে সেই জিলাতে মোকদ্দমা প্রথম শুনিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান যে দেওয়ানী আদালত থাকে সেই আদালতের কাগজপত্রের সঙ্গে সিরিশ্তায় রাখা যাইবেক ইতি।

(যে অপরাধ প্রযুক্ত সম্পত্তি জব্দ হয় সেই অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার মাতবরীর কোন আপত্তি কোন আদালতের না করিবার কথা।)

১৬ ধারা। যদি কোন লোকের কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া তাহার সম্পত্তি সরকারে জব্দ হয় তবে সেই সম্পত্তি ঘটিত কোন মোকদ্দমায় কি রুবকারীতে ঐ দোষ সাব্যস্ত হওয়া মাতবর নহে বলিয়া কোন আপত্তি কোন আদালতের করিবার ক্ষমতা নাই ইতি।

(যে কার্য্যকারক সাহেব দোষ সাব্যস্ত করেন তিনি যে পদোপলক্ষে কর্ম্ম করিলেন, তাহা মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজপত্রে প্রকাশ হয় নাই বলিয়া, দোষ সাব্যস্ত হওয়ার মাতবরীর আপত্তি না হইবার কথা।)

১৭ ধারা। বিচার করিয়া দোষ সাব্যস্ত করিবার ক্ষমতা যে কার্য্যকারক সাহেবের থাকে, তিনি যদি উপরের উক্ত কোন লোকের অপরাধ সাব্যস্ত করিয়াছেন, তবে তিনি তৎকালে যে পদোপলক্ষে কর্ম্ম করিতেছিলেন তাহা দোষ সাব্যস্ত করিবার কাগজপত্রেতে প্রকাশ হয় না, কিম্বা ঐ অপরাধ সাব্যস্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার যে পদেতে ছিল সেই পদ ভিন্ন অন্য পদে কর্ম্ম করিতেছিলেন তাহা ঐ কাগজপত্রেতে দৃষ্ট হয়, এই কথা বলিয়া ঐ দোষ সাব্যস্ত হওয়া মাতবর নহে বলিয়া আপত্তি হইতে পারিবেক না ইতি।

(জব্দ হইবার হুকুম না হইয়া যে সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহার কথা, ও অপরাধী এক বৎসরের মধ্যে আপনাকে ধরা না দিলে ও নির্দ্দোষী প্রভৃতি না হইলে, ঐ ক্রোকের মাতবরীর কোন আপত্তি না হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।)

১৮ ধারা। যে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে অপরাধির সম্পত্তি জব্দ হইত, এমত অপরাধের নিমিত্তে সরকারে জব্দ করা কি জব্দ হইবার যোগ্য সম্পত্তি বলিয়া কোন সম্পত্তি, যদি গবর্ণমেন্টের কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা কাহারো দোষ সাব্যস্ত না হইয়া কিম্বা জব্দ করিবার হুকুম না হইয়া ক্রোক করা যায়, কি ধরিয়া লওয়া যায়, তবে সেই অপরাধির, কিম্বা যাহাকে অপরাধী বলা গেল সেই লোকের সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর এক বৎসরের মধ্যে যদি সেই লোক বিচার হইবার নিমিত্তে আপনাকে ধরা না দিয়াছে, ও উপযুক্ত আদালতের সম্মুখে তাহার বিচার হইয়া যদি তাহাকে সেই দোষে নির্দ্দোষী না করা গিয়াছে, কিম্বা না করা যায়, ও বিচার হইবার ভয়ে সে পলায়ন করে নাই, কি রূপোশ হয় নাই, এই কথা যদি আদা-

লতের খাতিরজমামতে প্রমাণ না করে, তবে কোন মোকদ্দমাতে কি রুবকারীতে কোন আদালত কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব সেই সম্পত্তি ক্রোক করা কি ধরিয়া লওয়া মাতবর নহে বলিয়া কিছু আপত্তি করিবেক না। পরন্তু ১৮৫৮ সালের ১ নবেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ক্রোড়পত্রে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে ঘোষণা পত্র ছাপা হইয়াছিল, সেই ঘোষণাক্রমে যে লোকেরা ক্ষমা পাইবার যোগ্য হয়, কিম্বা সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর যে কোন লোক এক বৎসরের মধ্যে আপনাকে ধরা দিলে, তাহার নামে নালিশ না হইয়া তাহাকে গবর্ণমেণ্টের হুকুমমতে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, এমত কোন লোকের উপর এই ধারার কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

(জব্দ হইল বলিয়া যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহা ছাড়িয়া দিবার কথা।)

১৯ ধারা। সরকারে জব্দ হইল কি জব্দ হইবার যোগ্য বলিয়া যে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে কি ধরিয়া লওয়া গিয়াছে এমত সম্পত্তি, যে জজসাহেব কি অন্য ব্যক্তি ১৮৫৭ সালের ১৪ আইনের ও ১৬ আইনের বিধানমতে কমিসানর স্বরূপ কর্ম্ম করেন, তিনি কেবল ১৮৫৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারার বিধানমতে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন, অর্থাৎ অপরাধী কিম্বা যাহাকে অপরাধী বলা গেল সেই ব্যক্তি বিচার হইবার নিমিত্তে আপনাকে ধরা দিলে, ও সেই জজ সাহেবের কি কমিসানর সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেল, ও বিচার হইবার ভয়ে সে পলায়ন করে নাই, কি রূপোশ হয় নাই, ইহার প্রমাণ করিলে তাহার সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবেক। ও যাহার নামে অভিযোগ হইয়াছে সেই লোক ঐ জজ কি কমিসানর সাহেবের সম্মুখে নির্দ্দোষ না হইলে, ও বিচার হইবার ভয়ে সে পলায়ন করে নাই, কি রূপোশ হয় নাই ইহার প্রমাণ না করিলে সরকারে জব্দ হইল কি জব্দ হইবার যোগ্য বলিয়া তাহার কিছু সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে কি ধরা গিয়াছে তাহার যে সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবার যে কোন হুকুম ঐ জজ কি কমিসানর সাহেব করেন সেই হুকুম ইহাতে বৃথা ও বাতিল, প্রকাশ হইল ইতি।

(সম্পত্তি জব্দ করিয়া যে অপরাধের দণ্ড হয় এমত অপরাধের নালিশ যাহারদের নামে না হয় তাহারদের স্বত্ব এই আইনেতে খর্ব্ব না হইবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।)

২০ ধারা। যে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে অপরাধির সম্পত্তি জব্দ হয়, এমত অপরাধের নালিশ যাহারদের নামে না হইয়াছে, সরকারে জব্দ হইল কি জব্দ হইবার যোগ্য বলিয়া ক্রোক করা কি ধরিয়া লওয়া কিছু সম্পত্তিতে তাহারদের যে স্বত্ব থাকে তাহা এই আইনের কোন কথাতে খর্ব্ব হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না। পরন্তু সেই প্রকারের সম্পত্তির বিষয়ে কোন লোক কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে ঐ সম্পত্তি যে তারিখে ক্রোক করা যায় কি ধরিয়া লওয়া যায় সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত না করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

১৭৯

ইং ১৮৫৯ সালের

১০, ১১, ১৩, ১৪ আইন।

যাহা ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যে সকল আইনের সম্মতি প্রকাশ করেন তন্মধ্যে দেওয়ানী ও কালেক্টরী ও জমীদারী সম্পর্কীয় এবং বোর্ডের বিজ্ঞাপন সম্বলিত যাহা সম্প্রতি প্রচলিত হইতেছে তাহা

একক্ষণে

গবর্ণমেন্টগেজেট হইতে সংগৃহীত করিয়া প্রকাশ করিলাম।

কলিকাতা

চিৎপুর রোড, বটতলা ২৪৬ সংখ্যক ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত।

এই আইন যাঁহারা গ্রহণাভিলাষী হইবেন তাঁহারা উক্ত যন্ত্রালয়ে অথবা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দের পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

মূল্য ২, টাকা মাত্র।

১২৬৬ শ্রাবণ।

ইং ১৮৫৯ সালের ১০ আইন।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

৩০ এপ্রেল ১৮৫৯ সাল গেজেট ১০৩০ নং।

ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গালা দেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইন।

(হেতুবাদ।)

পাট্টা পাইবার, ও জমী দখল করিবার বিষয়ে, ও খাজানা দাওয়া করণে জোর করিয়া ও ভয় দেখাইয়া বেআইনীমতে টাকা লওয়া নিবারণ করিবার বিষয়ে, ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ে রাইয়তেরদের যে অধিকার থাকে তাহার যে আইন এক্ষণে চলন আছে, সেই আইনের বিধান কোন কোন অংশে পরিবর্ত্ত করিয়া পুনরায় প্রবল করা বিহিত। ও কালেক্টর সাহেবের দের এলাকা বৃদ্ধি করা, ও সেই সেই কথার বিচার, ও বাকী খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমার ও সেই বাকীর জন্যে সম্পত্তি ক্রোক হওয়াতে যে মোকদ্দমা হয় সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার বিধি করা, ও ক্রোক করিবার আইন সংশোধন করা বিহিত। এই এই কারণে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

(যে ২ আইন রদ হইল তাহা।)

১ ধারা। নীচের লিখিত আইন ও আক্ট এবং আইনের ও আক্টের নীচের লিখিত অংশ রদ হইয়াছে। কিন্তু তাহার যে কোন ধারাতে অন্য কোন আইন কি আক্ট রদ হয়, সেই সেই ধারা রদ হইবেক না, ও এই আইন জারী হইবার তারিখের পূর্ব্বে যে কোন মোকদ্দমার আরম্ভ হইয়াছে তাহার সম্পর্কে

এই এই আইন কি আংশে রদ হইবেক না। বিশেষতঃ জমীদার দিগকে রাইয়ত প্রভৃতির অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা দিবার আইন নামে ১৭৯৩ সালের ১৭ আইন,

রাইয়ত প্রভৃতিকে পাট্টা দিবার বিষয়ে যে বিবাদ হয় তাহা নিষ্পত্তি করিবার আইন নামে, ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের যে ভাগ এখন প্রবল আছে তাহা,

যে লোকেরদের কিছু খাজানা কি মালগুজারী পাওনা হয় তাহা তাহারদের আরো সহজে আদায় করিতে পারিবার আইন নামে, ১৭৯৫ সালের ৩১ আইন,

বারাণসী প্রদেশের জমীদার দিগকে ক্রোক প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা দিবার আইন নামে, ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইন,

বারাণসী প্রদেশে রাইয়তী পাট্টার আইন নামে ১৭৯৫ সালের ৫১ আইনের ৯ ও ১০ ধারা,

জমীদার দিগকে ঠিক সময় মতে খাজানা আদায় প্রভৃতি করিতে পারিবার আইন নামে, ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১ অবধি ২০ পর্যন্ত সকল ধারা,

বারাণসী প্রদেশের জমীদার দিগকে ঠিক সময়মতে খাজানা আদায় প্রভৃতি করিতে পারিবার আইন নামে, ১৮০০ সালের ৭ আইনের ১ অবধি ২০ পর্যন্ত সকল ধারা,

নূতন দেশের জমীদার দিগকে ক্রোক প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা দিবার আইন নামে, ১৮০৩ সালের ২৮ আইন,

নূতন দেশের রাইয়ত প্রভৃতিকে পাট্টা দিবার বিধি করিবার আইন নামে, ১৮০৩ সালের ৩০ আইনের ৯ ও ১০ ধারা,

কোন কোন মোকদ্দমা প্রভৃতির মিয়াদ নিরূপণ করিবার আইন নামে, ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৫ ধারা,

দত্ত ও জয় করা দেশে কোন কোন আইন খাটাইবার আইন নামে ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারা,

ভূমির মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে যে যে দাঁড়া এখন চলন আছে তাহার কোন কোন দাঁড়া শুধরিবার আইন নামে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৫ অবধি ২৩ পর্যন্ত সকল ধারা,

বাকী খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমা প্রভৃতির এইক্ষণকার চলিত কতক আইন সংশোধন করিবার আইন নামে, ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারা।

বাকী খাজানা প্রভৃতির নিমিত্তে ক্রোক করিবার বাধা করণের নিবৃত্তি ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ২৭ ধারা।

পত্তনী তালুকে ও সাধারণ মতে খাজনা আদায়ের যে নিয়ম স্থাপন হইয়াছে সেই নিয়ম প্রভৃতির আইন নামে, ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ও ১৯ ধারা।

জিলা ও শহরের জজ সাহেব প্রভৃতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের আইন নামে, ১৮২১ সালের ২ আইনের ৪ ধারা।

দক্ষ দেশে ও কটক দেশে ভূমির মালগুজারী বন্দোবস্তের আইন নামে ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২২ ধারা, ও খাজনার বাবৎ মোকদ্দমার উপর, ও অতিরিক্ত খাজানা দাওয়া করিবার কি অন্যায় মতে জোর করিয়া লইবার কি পাট্টা কি কবজ না দিবার নালিশের উপর, ও টাকার কি হিসাবের বাবৎ গোমাশ্তারদের নামে যে মোকদ্দমা করা যায় তাহার উপর, কিম্বা খাজানা ও ভূমির দখল লইয়া জমীদারেরদের কি ইজারদারেরদের ও তাহাদের কোর্ফা প্রজারদের মধ্যে বিবাদ হইলে তাহাতে অন্য যে কোন মোকদ্দমা কি নালিশ হয় তাহার উপর, সেই ৭ আইনের ২০ ধারার ও তাহার পর যত ধারার যে সকল কথা খাটে সেই সকল কথা,

বাকী খাজানা কি খাজানা বলপূর্ব্বক লইবার সরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ করিবার যেং বিধি চলন আছে তাহা মতান্তর করিবার আইন নামে, ১৮২৪ সালের ৪ আইন,

সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও বাকী খাজানার কি খাজানা বল পূর্ব্বক লওয়া গেলে তাহার দাওয়ার বিচার করিবার যে বিধান এখন চলন আছে তাহা সংশোধন করিবার আইন নামে ১৮৩১ সালের ৮ আইন,

বাকী খাজনা আদায়ের জন্যে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহা নীলাম করিবার লোকদিগকে নিযুক্ত করিবার আইন নামে, ১৮৩২ সালের ১ আইন,

বাকী খাজনার নিমিত্তে কোনং শস্যকে দ্রব্যাদি ক্রোক করিবার নিয়ম করিবার আইন নামে, ১৮৩৩ সালের ১০ আইন, ও

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ ও ১৩ ধারার বিধি মতান্তর করিবার আইন নামে, ১৮৪৮ সালের ৮ আইন, এই সকল রদ হইল।

কোন২ মোকদ্দমা আরো ত্বরায় নিষ্পত্তি করিবার ও গ্রামের হিসাব দাখিল করাইবার আইন নামে, ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারা বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবরনর সাহেবের কর্ত্তৃত্বের অধীন দেশের উপর যে পর্য্যন্ত খাটে সেই পর্য্যন্ত রদ হইল।

এবং বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশের সরকারী মালগুজারীর দশসনী বন্দোবস্তের বিধি নির্দ্দিষ্ট করিবার আইন নামে, ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ও ১৮০৩ সালের ৩০ অ[illegible] যে সকল কথাতে, পাট্টা ও খাজানার কবজ না দেওয়া গেলে, ও আবওয়াব বলিয়া কিম্বা খাজানা দিবার কোন কবুলিয়তে যত টাকা লেখা আছে তাহার অধিক জোর করিয়া লওয়া গেলে, জরিমানা করিবার হুকুম থাকে, সেই সকল কথা, ও সরকারের মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যে২ মহালের নীলাম হয় তাহার খরীদারের দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার ও রাইয়ত দিগকে উঠাইয়া দিবার যে২ কথা "বাকী মালগুজারীর জন্যে ভূমির নীলাম করিবার বিষয়ে বাঙ্গালা দেশের চলিত আইন সংশোধন করিবার আইন নামে, ১৮৪১ সালের ১২ আইন সংশোধন করিবার আইন নামে" ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ২৬ ধারাতে আছে সেই সকল কথা নীচের লিখিত মতে মতান্তর করা যাইবেক, ইহা প্রকাশ করা গেল।

(রাইয়তের পাট্টা পাইবার কথা।)

২ ধারা। কোন রাইয়ত যে জমী ভোগ কি চাষ করে, তাহার খাজানা যাহাকে দিতে হয় তাহার স্থানে সেই রাইয়তের পাট্টা পাইবার অধিকার থাকে। ঐ পাট্টাতে এই২ বিশেষ কথা লিখিতে হইবেক, অর্থাৎ যত জমী ও সরকারের জরিপী কার্য্য মতে যদি ক্ষেত্রের নম্বর দেওয়া গিয়া থাকে, তবে এক এক ক্ষেত্রের নম্বর।

সালিয়ানা যত খাজানা।

যেং কিস্তি করিয়া খাজানা দিতে হইবেক।

ও পাট্টার কোন বিষয়ে নিয়ম থাকিলে তাহা।

খাজানার নগদ টাকা না দিয়া যদি শস্যাদিনার করার হয়, তবে যত শস্য দিতে হইবেক ও যে সময়ে ও যে প্রকারে দিতে হইবেক তাহার কথা।

(যে রাইয়তেরা মোকররী নিরিখে ভূমি ভোগ করে তাহারদের পাট্টা পাইবার কথা।)

৩ ধারা। বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসী প্রদেশে যে রাইয়তেরা খাজানার মোকররী নিরিখে, অর্থাৎ ইস্তমরারী বন্দোবস্তের সময়াবধি পরিবর্ত্তন না হইয়া যে হারহারিতে জমী ভোগ করিয়া আসিতেছে, সেই হারহারি মতে তাহারদের পাট্টা পাইবার অধিকার আছে ইতি।

(২০ বৎসর অবধি খাজানা পরিবর্ত্তন না হইলে তাহার কথা।)

৪ ধারা। এই আইনমতের কোন মোকদ্দমাতে যদি এই কথার প্রমাণ হয় যে, উক্ত প্রদেশের মধ্যে কোন রাইয়ত যে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে তাহা, ঐ মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বের বিশ বৎসর অবধি পরিবর্ত্তন হয় নাই, তবে ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কাল বধি সেই খাজানা দিয়া সেই জমী ভোগ হইয়া আসিতেছে এমত অনুভব হইবেক। কেবল যদি তাহার বিপরীত কথা দর্শান যায়, কিম্বা ঐ বন্দোবস্ত হইবার পর কোন সময়ে ঐ খাজানা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে, ইহার প্রমাণ যদি করা যায়, তবে ঐ অনুভব হইবেক না ইতি।

(যে রাইয়তেরা মোকররী নিরিখে জমী ভোগ না করিয়া ও দখল করিবার অধিকার পায়, তাহারদের পাট্টা পাইবার কথা।)

৫ ধারা। যে রাইয়তেরদের দখল করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার নির্দ্দিষ্ট মতে মোকররী নিরিখে খাজানা দিয়া ভোগ করে না, তাহারা ন্যায় ও উপযুক্ত হারহারি মতে পাট্টা পাইতে পারিবেক। ইহাতে যদি বিবাদ হয়, তবে

রাইয়ত যে নিরিখে খাজানা দিয়া আসিতেছে তাহাই ন্যায় ও উপযুক্ত জ্ঞান হইবেক। কেবল যদি এই ধারার বিধান মতে কোন পক্ষ মোকদ্দমা করিয়া ইহার বিপরীত দেখায়, তবে তদ্রূপ জ্ঞান হইবেক না ইতি।

(রাইয়ত ১২ বৎসর অবধি জমী চাষ কি ভোগ করিলে তাহার দখল করিবার অধিকারের কথা।)

৬ ধারা। কোন রাইয়ত যদি বারবৎসর অবধি কোন জমী চাষ কি ভোগ করে, তবে সে পাট্টা পাইলে কি না পাইলেও ঐ জমীর যে খাজানা দিতে হয় তাহা যতকাল দিয়া থাকে, ততকাল তাহার চাষ করা কি ভোগ করা সেই জমীতে দখলের অধিকার থাকে। কিন্তু জমীদারের কি তালুকদারের খামার কি নিজ জোত কি সেরী জমী মিয়াদী পাট্টা ক্রমে কিম্বা সালিয়ানা করারে খাজানা করিয়া দেওয়া গেলে, তাহার উপর ঐ বিধি খাটিবেক না, কিম্বা দখল করিবার অধিকার যে রাইতের থাকে সে যদি কোন মিয়াদে কি সালিয়ানা করারে জমী খাজানা করিয়া দেয়, তবে প্রকৃত চাষির সম্পর্কে ঐ জমীর উপর ঐ বিধি খাটিবেক না। পিতার কিম্বা অন্য যাহার উত্তরাধিকারী হইয়া রাইয়ত ভোগ করে তাহার সেই ভোগ, এই ধারার অর্থের মধ্যে ঐ রাইয়তেরই ভোগ জ্ঞান হইবেক ইতি।

(করার লিখিয়া দেওয়া গেলে তাহার নিয়ম রক্ষা করিবার কথা।)

৭ ধারা। জমীদারের ও রাইয়তের মধ্যে যদি লেখা পড়া হইয়া ভূমির চাষ করিবার কোন করারদাদ থাকে, তবে তাহাতে ইহার পূর্ব্বের ধারার বিপরীত কোন নিয়ম স্পষ্টরূপে থাকিলে সেই নিয়মের হানি ঐ ধারার কোন কথাতে হইবেক না ইতি।

(যে রাইয়তেরদের দখল করিবার অধিকার নাই তাহারা যে প্রকারে পাট্টা পাইতে পারে তাহার কথা।)

৮ ধারা। যে রাইয়তেরদের দখল করিবার অধিকার নাই,

তাহারদের খাজানা যাঁহাকে দিতে হয় তাঁহার সঙ্গে যে হারে খাজানার করারদাদ করে কেবল সেই হারে পাট্টা পাইতে পারিবেক ইতি।

(যাহারা পাট্টা দেয় তাহাদের কবুলিয়ত লইতে পারিবার কথা।)

৯ ধারা। কোন লোক যাহাকে পাট্টা দেয় তাঁহার স্থানে পাট্টার নিয়মের অনুযায়ি তাহার কবুলিয়ত লইবার অধিকার আছে। রাইয়তে যে প্রকারের পাট্টা পাইবার অধিকার রাখে তাহাকে সেই প্রকারের পাট্টা দিবার প্রস্তাব হইলে পর, তাহারা খাজানা যাঁহাকে দিতে হয় সেই জন তাঁহার স্থানে কবুলিয়ৎ লইতে পারিবেন ইতি।

(জমার অধিক টাকা লইবার কি কবজ না দিবার কথা ও কবজে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার কথা।)

১০ ধারা। কোন কোর্ফা প্রজার কি রাইয়তের পাট্টাতে যত খাজানা লেখা আছে, কিম্বা এই আইনের বিধান মতে তাহার যত দিতে হয়, তাহার অধিক কিছু টাকা যদি আবওয়াব বলিয়া কিম্বা অন্য কোন ছলে জোর করিয়া লওয়া যায়, ও কোর্ফা প্রজা কি রাইত কি চাষী খাজানা বলিয়া যে টাকা দিয়াছে তাহার কবজ যদি তাহাকে না দেওয়া যায়, তবে যত টাকা সেই প্রকারে জোর করিয়া লওয়া গেছে, কিম্বা খাজানার যত টাকা দেওয়া গেছে, তাহার দ্বিগুণ পর্য্যন্ত টাকা সেই প্রজা প্রভৃতি, খাজানা যাহার নিকটে দিতে হয় তাহার স্থানে ফিরিয়া পাইতে পারিবেক। যে সালের কি যে২ সালের খাজানার রসীদ দেওয়া যায় তাহা বিশেষ করিয়া ঐ কবজে লিখিতে হইবেক তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে যদি স্বীকার না হয়, তবে কবজ না দেওয়ার তুল্য জ্ঞান হইবেক ইতি।

(জমীদার খাজনার হিসাবের নিকাশ দিবার জন্য কিম্বা অন্য কোন কারণে প্রজাকে হাজির করাইতে না পারিবার কথা, ও কেবল এই আইনমতে খাজানা উশুলকরিবার কথা।)

১১ ধারা। খাজানার নিকাশ দিবার জন্যে, কিম্বা অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্তে প্রজারদিগকে জোর করিয়া হাজির করাইবার যে ক্ষমতা জমীদারেরদের ও অন্য ভূম্যধিকারির দের এতকাল ছিল তাহা রহিত হইল, ও তাহারদিগকে নিষেধ করা যাইতেছে যে, এই আইনেতে খাজানা উসুল করিবার যে বিধি হইয়াছে তদ্ভিন্ন তাহারা জোর জবরের কোন উপায়ে আপনারদের পাওনা খাজানা উসুল না করে ইতি।

(প্রজাকে আটক করিয়া খাজানা উসুল করিলে জরিমানার কথা।)

১২ ধারা। খাজানা আইন মতে পাওনা হইলে কি না হইলে, কোর্পা প্রজাকে কি রাইয়তকে বে আইনীমতে কয়েদ করিয়া কি অন্য কোন প্রকারে আটক রাখিয়া যদি তাহার স্থানে খাজানার টাকা উসুল হয়, তবে সেই প্রকারে ভয় জন্মাইয়া টাকা লওয়াতে ঐ প্রজার কি রাইয়তের যত ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পূরণের যত টাকা উপযুক্ত বোধ হয় তত টাকা ঐ প্রজা কি রাইয়ত নালিশ করিয়া পাইতে পারিবেক। কিন্তু দুই শত টাকার অধিক কখন পাইতে পারিবেক না। এই ধারামতে ক্ষতি পূরণের টাকা দিবার হুকুম হইলেও যে লোক ভয় দেখাইয়া সেই প্রকারে টাকা লইয়াছে তাহার অন্য যে জরিমানা কি দণ্ড আইন মতে হইতে পারে তাহা হইবার কিছু বাধা কি আটক থাকিবেক না ইতি।

(বিনা কবুলিয়তে কিম্বা কবুলিয়তের মিয়াদ অতীত হইলে, রাইয়তের দখলে জমী থাকিলে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।)

১৩ ধারা। যদি কোন কোর্পা প্রজা কি রাইয়ত কবুলিয়ত বিনা কিম্বা বে মেয়াদী কবুলিয়ত মতে জমী ভোগ করে কি চাষ করে, কিম্বা যদি মিয়াদ ফুরাইয়াছে, কিম্বা তাহার দখল করা কি চাষ করা জমী যে তালুকে কি জমীদারীতে থাকে তাহা বাকী খাজানার কি মালগুজারীর নিমিত্তে নীলাম হওয়াতে যদি তাহার পাট্টা বাতিল হয় ও নূতন পাট্টা লওয়া যায় নাই, তবে সেই জমীর নিমিত্তে তাহার পূর্ব্ব সালে যত খাজানা

দিতে হইয়াছিল তাহার অধিক খাজানা দিতে হইবেক না। কিন্তু তৎপরের সালে তাহার যত খাজানা দিতে হইবেক ও যে কারণে জমা বৃদ্ধির দাওয়া হয় এই কথার লিখিত এক এত্তেলা চৈত্রমাসের মধ্যে কি তাহার আগে ঐ কোর্পা প্রজাকে কি রাইয়তকে দেওয়া গেলে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবেক। যে জনের নিকটে খাজানা দিতে হয় সেই জন কালেক্টর সাহেবকে দরখাস্ত দিলে (সেই দরখাস্ত সাদা কাগজে লেখা যাইতে পারে,) ঐ এত্তেলা কালেক্টর সাহেবের হুকুম মতে জারী হইবেক, ও যদি হইতে পারে তবে নিজ সেই কোর্পা প্রজার কি রাইয়তের উপর এত্তেলা জারী হইবেক। কিন্তু যদি কোন কারণে ঐ কোর্পা প্রজার কি রাইয়তের উপর এত্তেলা জারী হইতে না পারে, তবে সে নিয়ত যে স্থানে বাস করে সেই স্থানে এত্তেলা লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক, কিম্বা জমী যে জিলাতে আছে সেই জিলার মধ্যে তাহার সেই প্রকারের বাসস্থান না থাকিলে, সেই এত্তেলা ঐ জমীর মাল কাছারীতে কিম্বা তাহার অন্য প্রকাশ্য স্থানে কিম্বা গ্রামের চৌকীতে কি চৌপালে কিম্বা জমী যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারী হইবেক ইতি।

(খাজানা বৃদ্ধি হইলে তাহার উপর আপত্তি করিবার নিয়মের কথা।)

১৪ ধারা। যে কোন কোর্পা। প্রজার কি রাইয়তের উপর সেই প্রকারের এত্তেলা জারী হয়, তাহার স্থানে যে অধিক খাজানার দাওয়া হয় তাহা তাহার দিতে হয় কি না এই কথা প্রজা প্রভৃতি এই প্রকারে আদালতে নিষ্পত্তি করাইতে পারিবেক অর্থাৎ অতিরিক্ত খাজানার দাওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহার পরের লিখিত বিধান মতে নালিশ করিয়া অথবা ঐ অধিক খাজানার বাকীর বাবৎ তাহার নামে কোন মোকদ্দমা হইলে সেই মোকদ্দমাতে জওয়াব করিয়া ঐ কথা নিষ্পত্তি করাইতে পারিবেক ইতি।

(পেট্টাও তালুকদার প্রভৃতি যে লোকেরা ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কালাবধি পরিবর্ত্তন না হইয়া মোকররী খাজানাতে জমী ভোগ করে, তাহারদের খাজানা বৃদ্ধি না হইবার কথা।)

১৫ ধারা। ভূমিতে যে সম্পর্ক হস্তান্তর করা যাইতে পারে তদ্রূপ চিরকালীন সম্পর্ক যাহার থাকে এমত কোন তফসীল তালুকদার, কিম্বা সকলের জমীদারের ও রাইয়তের মধ্যস্থলের অন্য লোক, যদি বাঙ্গালা কি বেহার কি উড়িষ্যা বারাণসী প্রদেশে যে পাট্টা বাতিল হইতে পারে তাহা ছাড়া অন্য প্রকারের পাট্টায় মোকররী খাজানা দিয়া আপনার তালুক কি জমী ভোগ করে, ও সেই খাজানা ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কালাবধি যদি পরিবর্ত্তন হয় নাই, তবে সেই তালুকদার প্রভৃতির ঐ খাজানার কিছুই বৃদ্ধি হইতে পারিবেক না। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারাতে কিম্বা অন্য কোন আইনে ইহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও পারিবেক না ইতি।

(তালুকদার প্রভৃতির খাজানা বিশ বৎসর অবধি পরিবর্ত্তন না হইলে, ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কালাবধি সেই খাজানাতে দখল হইতেছে, ইহার আপাততঃ প্রমাণ হইবার কথা।)

১৬ ধারা। এই আইন মতের কোন মোকদ্দমাতে যদি এই কথার প্রমাণ হয় যে, উক্ত প্রদেশের কোন তালুক কি অন্য জমী যে খাজানা দিয়া ভোগ হইতেছে তাহা ঐ মোকদ্দমার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বিশ বৎসর অবধি পরিবর্ত্তন হয় নাই, তবে সেই তালুক কি জমী ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কালাবধি সেই খাজানাতে ভোগ হইতেছে এমত অনুভব হইবেক। কেবল তাহার বিপরীত কথা দর্শান গেলে, কিম্বা ঐ বন্দোবস্তের কালের পরে ঐ জমা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল ইহার প্রমাণ করা গেলে, ঐ অনুভব হইবেক না ইতি।

২০১

(দখল করিবার অধিকার যে রাইয়তের থাকে তাহার খাজানা যে যে কারণে বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার কথা।)

১৭ ধারা। দখল করিবার অধিকার যে রাইয়তের থাকে, সে যে খাজানা দিয়া আসিতেছে তাহার বৃদ্ধি ইহার পরের লিখিত কোন কারণ ব্যতীত অন্য কারণে হইতে পারিবেক না। অর্থাৎ

(সে খাজানা দিতেছে তাহা চৌহদ্দী জমীর খাজানার কম আছে এই কারণে।)

ঐ রাইয়ত যে খাজানা দেয়, চারিদিগের সেই প্রকারের, ও চাষাদি করিবার সমান রূপে উপযুক্ত জমীর নিমিত্তে সেই শ্রেণীর রাইয়তেরা যত দেয়, তাহার কম দিয়া থাকে এই কারণে।

(রাইয়তের সাহয্য ব্যতিরেকে জমী প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এই কারণে।)

রাইয়তের পরিশ্রমে কিম্বা তাহার খরচে না হইয়া, জমীর মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিম্বা জমীর শস্য উৎপন্ন করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, এই কারণে।

(রাইয়ত যত জমীর খাজানা দিয়া আসিতেছে তাহার অধিক জমী ভোগ করে এই কারণে।)

রাইয়ত যত জমীর খাজানা পূর্ব্বে দিয়াছে তাহার মাপ হইয়া প্রমাণ হইল যে, অধিক জমী ভোগ করিতেছে এই কারণে।

(খাজানার কম হইবার দাওয়া রাইয়ত যে স্থলে করিতে পারে তাহার কথা।)

১৮ ধারা। দখল করিবার অধিকার যাহার থাকে এমত কোন রাইয়তের জমী যদি শিকস্তী প্রভৃতির দ্বারা কম হইয়াছে, কিম্বা রাইয়তের অনিবার্য্য কোন কারণে জমীর শস্যের মূল্য কিম্বা শস্য উৎপন্ন করিবার শক্তি কম হইয়াছে, কিম্বা যত জমীর খাজানা আগে দিত তাহার কম জমী ভোগ করিতেছে জমীর মাপ হইয়া ইহার প্রমাণ যদি হয়, তবে যত খাজানা আগে দিত

তাহার কম করা যাইবার দাওয়া করিতে তাহার অধিকার থাকিবেক ইতি।

(রাইয়তের এত্তেলা দিয়া জমী ছাড়িয়া দিবার কথা।)

১৯ ধারা। কোন রাইয়ত যে জমী ভোগ করে কি চাষ করে তাহা যদি ছাড়িয়া দিতে চাহে, তবে যে সালে ঐ জমী ছাড়িবেক সেই সালের পূর্ব্বের চৈত্র মাসে কি তাহার আগে আপনার মনস্থের এত্তেলা ঐ ভূমির খাজানা লইবার অধিকার যাহার থাকে তাহার নিকটে, কিম্বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমস্তার নিকটে লিখিয়া দিলে, ছাড়িয়া দিতে পারিবেক। যদি সেই প্রকারের এত্তেলা না দেয়, ও সেই জমী যদি অন্য কোন লোককে খাজানা করিয়া না দেওয়া যায়, তবে সেই রাইয়ত ঐ ভূমির খাজানার দায়ী থাকিবেক। ঐ ভূমির খাজনা লইবার অধিকার যাহার থাকে সেই জন কিম্বা তাহার গোমাস্তা যদি সেই প্রকারের কোন এত্তেলা গ্রাহ্য না করে, ও তাহা পাইয়াছে বলিয়া রসীদ না দেয় তবে সেই রাইয়ত কলেক্টর সাহেবের নিকটে সাদা কাগজে দরখাস্ত করিতে পারিবেক। তাহাতে কালেক্টর সাহেব ১৩ ধারার লিখিত বিধিমতে ঐ লোকের উপর কিম্বা তাহার গোমাস্তার উপর ঐ এত্তেলা জারী করাইবেন ইতি।

(এই আইন মতে যাহা বাকী খাজানা বলিয়া জ্ঞান হইবেক তাহার কথা।)

২০ ধারা। খাজানার কোন কিস্তি পাট্টা কি কবুলিয়ৎ মতে যে দিনে দিতে হয়, সেই দিনে কি তাহার আগে না দেওয়া গেলে এই আইন মতে বাকী জ্ঞান হইবেক। যদি কিস্তির টাকা দিবার কোন সময় নিরূপণ না থাকে, তবে সেই কিস্তির টাকা দস্তুর মতে যে সময়ে দিতে হয় সেই সময়ে কি তাহার আগে না দেওয়া গেলে এই আইন মতে বাকী জ্ঞান হইবেক, ও লিখিত বন্দোবস্ত হইয়া অন্য প্রকারের বিধি না হইলে, ঐ বাকীর উপর বৎসরে শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ চলিবেক ইতি।

(বাকীর নিমিত্তে রাইয়তকে বেদখল করা যাইতে পারিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।)

২১ ধারা। বাঙ্গালা সনের শেষে, অথবা বিষয় বিশেষে ফসলী কি বিলায়তী সনের জৈষ্ঠ মাসের শেষে যদি কোন রাইয়তের স্থানে খাজানা পাওনা থাকে, তবে যে জমীর খাজানা বাকী পড়ে সেই জমী হইতে ঐ রাইয়তকে বেদখল করা যাইতে পারিবেক। কিন্তু যদি রাইয়ত পাট্টা পাইয়া দখল কি ভোগ করিবার অধিকার পায়, তবে সেই পাট্টার মেয়াদ না ফুরাইলে তাহাকে এই আইনের বিধান মতে আদালতের ডিক্রী কি হুকুম জারী বিনা অন্য প্রকারে বেদখল করা যাইতে পারিবেক না ইতি।

(ইজারদারের টাকা আদালতের বিচার মতে বাকী প্রকাশ হইলে, তাহার ইজারা বাতিল হইতে পারিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।)

২২ ধারা। কোন ইজারদারের স্থানে, কিম্বা চিরকালীন সম্পর্ক কি যাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারে তদ্রূপ সম্পর্ক জমীতে যাহার না থাকে, এমত অন্য পাট্টাদারের স্থানে খাজানা পাওনা আছে, আদালতে এইরূপ নিষ্পত্তি হইলে, সেই পাট্টাদারের পাট্টা বাতিল হইতে পারিবেক ও সেই পাট্টাদারকে বেদখল করা যাইতে পারিবেক। পরন্তু এই আইনের বিধান মতে আদালতের ডিক্রী কি হুকুম জারী না হইয়া অন্য কোন প্রকারে ঐ পাট্টা বাতিল হইবেক না, কি পাট্টাদারকে বেদখল করা যাইবেক না ইতি।

(এই আইনমতে যে মোকদ্দমার বিচার হইবেক তাহার কথা।)

২৩ ধারা।—১ প্রকরণ। পাট্টা কি কবুলিয়ৎ পাইবার জন্যে সকল মোকদ্দমার, ও খাজানার যে হারহারী ধরিয়া পাট্টা কি কবুলিয়ৎ করিতে হইবেক তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবার সকল মোকদ্দমার বিচার, ও

২ প্রকরণ।—খাজানা কিম্বা যাহা লইবার অনুমতি নাই এমত কোন আবওয়াব কি চাঁদা বেআইনীমতে জোর করিয়া লওয়া যায় বলিয়া, কিম্বা যে খাজানা দেওয়া গেল তাহার কবজ দেওয়া যায় নাই বলিয়া কিম্বা কয়েদ করিয়া কি অন্য প্রকারে আটক করিয়া ভয় দেখাইয়া খাজানা লওয়া গেল বলিয়া, ক্ষতি পূরণের সকল মোকদ্দমার বিচার ও

৩ প্রকরণ।—অতিরিক্ত জমার দাওয়া হইল বলিয়া নালিশের ও খাজানা কম করিবার সকল দাবীর বিচার ও

৪ প্রকরণ।—খেরাজী কি লাখেরাজ জমীর নিমিত্তে কিম্বা চরানী জমীর কি বনকর কি জলকর প্রভৃতির নিমিত্তে যে খাজানা বাকী পড়ে তাহার সকল মোকদ্দমার বিচার ও

৫ প্রকরণ।—বাকী খাজানা দেওয়া যায় নাই বলিয়া, কিম্বা করারের কোন নিয়ম লংঘন হওয়াতে রাইয়তকে বেদখল করা হইতে পারে কি পাট্টা বাতিল হইতে পারে বলিয়া কোন রাইয়তকে বেদখল করিবার, কিম্বা পাট্টা বাতিল করিবার সকল মোকদ্দমার বিচার ও

৬ প্রকরণ।—কোন জমীর কি ইজারার কি তালুকের জমা পাইবার অধিকার যাহার থাকে সেই জন সেই জমী প্রভৃতি হইতে কোন রাইয়তকে কি ইজারদারকে কি প্রজাকে বে-আইনী মতে বেদখল করিলে ঐ রাইয়ত প্রভৃতির সেই জমীর কি ইজারার কি তালুকের ভোগ কি দখল পুনরায় পাইবার সকল মোকদ্দমার বিচার ও

৭ প্রকরণ।—ক্রোক করিবার যে ক্ষমতা এই আইনের ১১২ ও ১১৪ ধারাক্রমে জমীদারদিগকে ও অন্য লোকদিগকে দেওয়া গেল সেই ক্ষমতামতে কিম্বা ইহার পরে যেমন বিশেষ মতে বিধান হইল তেমনি সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার স্থলে তাহারা যে কোন কার্য্য করে, সেই কার্য্য প্রযুক্ত সকল মোকদ্দমার বিচার।

ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেব করিবেন। সেই সকল মোকদ্দমা এই আইনের বিধান মতে উপস্থিত করা যাইবেক ও তাহার বিচার হইবেক। অন্য কোন আদালতে কি অন্য কোন কার্য্যকারকের দ্বারা কি অন্য কোন প্রকারে বিচার হইবেক না,

কেবল এই আইনের বিধান মতে আপীল হইলে অন্য আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।

(টাকা কি হিসাব পাইবার জন্যে কর্ম্মকারকেরদের নামে জমীদারেরদের মোকদ্দমা।)

২৪ ধারা। জমীদার প্রভৃতি যে লোকেরা ভূমির খাজানা পাইয়া থাকে তাহারা জমীর সরবরাহ কিম্বা খাজানা উসুল করিবার কার্য্যেতে যে কর্ম্মকারকদিগকে নিযুক্ত করে, ঐকর্ম্মকারকেরা তাহারদের কর্ম্মে থাকিতে যে টাকা পায় কি যে হিসাব রাখে, কিম্বা তাহারদের নিকটে যে কাগজ পত্র থাকে, তাহার বাবৎ যে সকল মোকদ্দমা জমীদার প্রভৃতি তাহারদের নামে কিম্বা তাহারদের জামিনের নামে করে, তাহার বিচার কালেক্টর সাহেবেরা করিবেন, ও এই আইনের বিধানমতে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক ও তাহার বিচার হইবেক, ও এইআইনের বিধান মতে আপীল না হইলে অন্য কোন আদালতে তাহার বিচার হইতে পারিবেক না ইতি।

(কৃষাণ ইজারদার প্রভৃতিদিগকে জমীদারেরদের বেদখল করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।)

২৫ ধারা। যে কৃষাণের দখল করিবার স্বত্ব নাই তাহাকে বেদখল করিবার জন্যে, কিম্বা যে ইজারদার কি অন্য প্রজা কেবল নিয়মিত কালের নিমিত্তে জমী ভোগ করে তাহার ইজারার কি পাট্টার মিয়াদ ফুরাইলে পর তাহাকে বেদখল করিবার জন্যে, কিম্বা কোন কর্ম্মকারের কর্ম্ম ফুরাইলে তাহাকে বাহির করিবার জন্যে, কিম্বা কোন আইনমতে ক্রোক কি বেদখল করিবার যে স্পষ্ট ক্ষমতা আছে, তদনুসারে করিবার জন্যে, কোন জমীদারের কিম্বা জমীর খাজানা পাওনিয়া অন্য লোকের যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে তিনি কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন। তাহা করিলে কালেক্টর সাহেব সেই কথার তদন্ত লইবেন, ও এই আইনমতে মোকদ্দমা হইলে হুকুম করিবার যে বিধান হইয়াছে সেই বিধান মতে হুকুম করিবেন। কিন্তু ঠিকা জমী পেশগী বলিয়া যে পাট্টা কিম্বা তাহার মতের যে পাট্টা-ক্রমে, পাট্টাদার আগাম টাকা দেয় ও মিয়াদ ফুরা-

ইলেপর নগদ কিম্বা ভূমির উপস্বত্ব দিয়া সেই আগাম টাকা ফিরিয়া না দিলে মালিক সেই ভূমি পুনরায় দখল করিতে পারে না, এমত পাট্টা যদি হয়, তবে মিয়াদ ফুরাইলে ঐ ইজারদারকে বেদখল করিবার জন্যে সেই প্রকারের কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক না। সেই স্থলে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিতে হইবেক ইতি।

(জমী মাপ করিবার কথা।)

২৬ ধারা। কোন কোর্ফা প্রজা কি রাইয়ত যত জমী ভোগ করে কি চাষ করে তাহা বুঝিয়া যদি তাহার কোন বিশেষ হার হারী মতে খাজানা দিতে হয়, কিম্বা কোন কোর্ফা প্রজা কি রাইয়ত যে জমী ভোগ করে কি চাষ করে তাহার নিমিত্তে বিশেষ কত্তক খাজানা দিবার নিয়মে একরারনামা থাকিলে যদি সেই একরারনামার মিয়াদ ফুরায়, কিম্বা ঐ জমী যে মহালের কি তালুকের মধ্যে থাকে তাহা বাকী মালগুজারীর কি বাকী খাজানার নিমিত্তে নীলাম হওয়াতে যদি সেই একরার নামা বাতিল হয়, তবে সেই কোর্ফা প্রজা কি রাইয়ত যত জমী নিতান্ত ভোগ কি চাষ করে তাহা নিশ্চয় মতে জানিবার নিমিত্তে, ঐ জমীর খাজানা যাহাকে দিতে হয় সেই জনের ঐ জমী মাপ করিবার অধিকার আছে। ও কোন মহালের কি তালুকের অন্তর্গত জমীর সাধারণমতে জরীপ কি মাপ করিতে ঐ মহালের কি তালুকের প্রত্যেক মালিকের অধিকার আছে। কিন্তু যদি ঐ জমীর দখীলকারেরদের সঙ্গে ঐ জমী মাপ না করিবার কোন বিশেষ করার থাকে তবে করিবেন না। কোন লোকের যে জমী মাপ করিবার অধিকার থাকে সে মাপ করিতে গেলে যদি ঐ জমীর দখীলকারেরা তাহার মাপ হইবার বাধা করে, কিম্বা কোন কোর্ফা প্রজার কি রাইয়তের ভোগ কি চাষ করা যে জমী মাপ হইবার যোগ্য হয় তাহার মাপ হইবার মনস্থের এত্তেলা পাইয়াও যদি সেই প্রজা কি রাইয়ত হাজির থাকিতে ও সেই জমী দেখাইয়া দিতে স্বীকার না করে, তবে সেই লোক কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারিবেক। তাহা করিলে এই আইনমতে মোকদ্দমা হইলে তদন্ত লইবার যে বিধান হইয়াছে সেই বিধানমতে কালেক্টর সাহেব

সেই বিষয়ের তদন্ত করিবেন, ও সেই মাপ করিবার অনুমতির কি নিষেধের হুকুম করিবেন। আর বিনয় বুঝিয়া যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই রাইয়তকে কিম্বা চাষিকে হাজির হইতে হুকুম করিবেন কি গরহাজির থাকিতে দিবেন। কোন কোর্ফা প্রজার কি রাইয়তের হাজির হইবার হুকুম তাহার উপর জারী হইলে যদি সে হাজির না হয়, তবে তাহার হাজির না থাকিবার সময়ে যে মাপ হইয়াছে তাহার শুদ্ধাশুদ্ধতার বিষয়ে তাহার আপত্তি করিবার ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।

(তালুক প্রভৃতির খারিজ দাখিল রেজেষ্টরী করিবার কথা। ও বর্জ্জিত কথা।)

২৭ ধারা। মধ্যবর্ত্তী সকল তালুকদারের প্রতি, ও জমীতে যে সম্পর্ক হস্তান্তর করা যাইতে পারে এমত চিরকালীন সম্পর্ক জমীদারের ও রাইয়তের মধ্যস্থলে অন্য যে লোকেরদের থাকে, এমত সকল লোকের প্রতি এই আদেশ হইতেছে যে, সেই তালুক কি জমী কি তাহার কোন অংশ বিক্রয় কি দানক্রমে কি প্রকারান্তরে হস্তান্তর করিলে, ও উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে তাহাতে অন্যেরদের দখল হইলে, কিম্বা উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে ওয়ারিসেরদের মধ্যে বণ্টন হইলে, সেই সকল কথা জমীদারের সিরিশ্তায় কিম্বা তালুকের কি জমীর খাজানা আপনারদের উপরিস্থ যে তালুকদারকে দিতে হয় তাহার সিরিশ্তায় রেজিষ্টরী করে। ও প্রত্যেক জমীদারকে কি তদ্রূপ উপরিস্থ তালুকদারকে এই আদেশ হইতেছে যে, সেই প্রকারে হস্তান্তর করিবার যে সকল কার্য্য ন্যায্যভাবে করা যায়, ও উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে যে ভোগ কি বণ্টন হয়, তাহা রেজিষ্টরী করিতে অনুমতি দেয় ও প্রকারান্তরে তাহা প্রবল করে। যদি কোন জমীদার কি ঐ উপরিস্থ তালুকদার সেই প্রকারের কোন হস্তান্তর কার্য্যের কি উত্তরাধিকারিত্বের কথা রেজিষ্টরী করিবার অনুমতি দিতে, কিম্বা তাহা প্রকারান্তরে প্রবল করিতে স্বীকার না করে, তবে হস্তান্তর ক্রমে যে জন তাহা পায় সেই লোক কিম্বা ঐ উত্তরাধিকারী কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারিবেক। তাহা করিলে, এই আইনমতে মোকদ্দমা হইলে তদন্ত করিবার যে বিধি আছে সেই বিধিমতে

কালেক্টর সাহেব ঐ কথার তদন্ত লইবেন, ও জমীদার প্রভৃতি সেই স্বীকার না করিবার কোন উপযুক্ত কারণ যদি দেখান না যায়, তবে তিনি ঐ জমীদারকে কি ঐ উপরিস্থ তালুকদারকে ঐ হস্তান্তর কার্য্যের কি উত্তরাধিকারিত্বের কথা রেজিষ্টরী করিবার অনুমতি দিতে কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা প্রবল করিতে হুকুম করিবেন। পরন্তু সেই প্রকারের জমীর নিমিত্তে যে খাজানা দিতে হয় সেই খাজানার বিভাগ কি বন্টন হইবার কথা রেজিষ্টরী করিতে অনুমতি দিবার, কি প্রবল করিবার হুকুম কোন জমীদারকে কি উপরিস্থ তালুকদারকে দিতে হইবেক না। ও জমীদারের কিম্বা ঐ উপরিস্থ তালুকদারের অনুমতি লিখিয়া না দেওয়া গেলে জমীর সেইরূপ বিভাগ কি বন্টন সিদ্ধ হইবেক না ও তাহাতে কেহ বদ্ধ হইবেক না ইতি।

(যাহারদিগকে নিষ্কর রূপে ভূমি দেওয়া গিয়াছে তাহারদিগকে বেদখল করিবার দরখাস্তের কথা।)

২৮ ধারা। ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১০ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ৪১ আইনের ১০ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৩১ আইনের ৬ ধারার ও ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ২১ধারার ও ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ২৪ ধারার কোন২ কথাতে, মহালের ও মফঃসলী তালুকের মালিক দিগকে ও ইজারদারদিগকে এই ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গিয়াছিল যে, যে ঐ২ ধারার লিখিত তারিখের পর যে সকল জমী লাখেরাজ রূপে ভোগ করিবার ইনাম দেওয়া গিয়াছিল, সেই সকল জমীর খাজানা তাহারা আপনাদের শক্তি ক্রমে উসুল করে, ও ইনামদারেরদের স্থানে সেই জমীর মালিকী স্বত্ব লয় ও যে মহালে কি তালুকে ঐ জমী থাকে তাহার শামিল পুনরায় করে। উক্ত প্রকারের হুকুম ঐ ধারার যে সকল কথাতে হইয়াছে সেই সকল কথা এইক্ষণে রদ হইল, ও কোন মালিক কি ইজারদার যদি সেই প্রকারের ভূমির খাজানা বসাইতে চাহে, কিম্বা তদ্রূপ কোন ইনামদারকে বেদখল করিতে চাহে, তবে কালেক্টর সাহেবের নিকটে তাহার দরখাস্ত করিতে হইবেক, ও এই আইনের বিধান মতে মোকদ্দমা লইয়া যেমন কার্য্য হয়, ঐ দরখাস্ত লইয়া তেমনি হইবেক। জমীর খাজানা বসাইবার কিম্বা ইনাম-

দারকে বেদখল করিবার অধিকার যে জন দাওয়া করে, সে কিম্বা তাহার অধীনে দাওয়াদার অন্য লোক, প্রথম যে সময়ে ঐ অধিকার পাইয়াছিল সেই সময়াবধি বারোবৎসর মিয়াদের মধ্যে সেই প্রকারের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক। সেই মিয়াদ যদি ইহার মধ্যে ফুরাইয়াছে, কিম্বা এই আইন জারী হইবার তারিখ অবধি তুই বৎসরের মধ্যে ফুরায়, তবে সেই তারিখ অবধি তুই বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক ইতি।

(খাস মহালের সরবরাহকারেরদের কি তহসীলদারেরদের মোকদ্দমা করিবার কি তাহারদের নামে মোকদ্দমা হইবার কথা।)

২৯ ধারা। জমীদারেরা, কিম্বা জমীর খাজানা অন্য যে লোকেরা পাইয়া থাকে তাহারা এই আইনের বিধানমতে যে সকল মোকদ্দমা করিতে পারে, কিম্বা তাহাদের নামে যে সকল মোকদ্দমা হইতে পারে, সেই প্রকারের মোকদ্দমা সরকারের কিম্বা বিশেষ ব্যক্তির খাসমহালের সরবরাহকারেরা কি তহসীলদারেরাও করিতে পারিবেক কি তাহাদের নামে হইতে পারিবেক। যদি কালেক্টর সাহেব, কিম্বা বাঙ্গালা কি বেহার কি উড়িষ্যা দেশের অন্তঃপাতি সেই প্রকারের কোন মহালের সরবাহকার কি তহসীলদার এই আইনের বিধানমতে না হইয়া ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২১ ধারা মতে যে ক্ষমতা পান সেই ক্ষমতানুসারে কোন বাকীদার রাইয়তের কি কোর্ফা প্রজার নামে নালিশ করেন তবে যে দাবীর নিমিত্তে তাহার নামে নালীশ হয় তাহার উপর ঐ রাইয়ত কি কোর্ফা প্রজা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া আপত্তি করিতে পারিবেক ইতি।

(মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার মিয়াদের সাধারণ কথা।)

৩০ ধারা। এই আইনমতে অন্য বিধি না থাকিলে, মোকদ্দমার হেতু যে তারিখে হয় সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে এই আইন মতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক ইতি।

(পাট্টা প্রভৃতি পাইবার মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার মিয়াদের কথা।)

৩১ ধারা। পাট্টা কি কবুলিয়ৎ পাইবার জন্যে, ও খাজানার যে হারে সেই পাট্টা কি কবুলিয়ৎ দিতে হইবেক তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবার বাবৎ যে মোকদ্দমা হয়, সেই মোকদ্দমা জমী দখলে থাকিবার কোন সময়ে হইতে পারিবেক ইতি।

(বাকী খাজানার বাবৎ মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার মিয়াদের কথা ও বর্জ্জিত কথা।)

৩২ ধারা। বাঙ্গালা যে সনের খাজানা বাকী বলিয়া দাওয়া হয় সেই সনের শেষ দিন অবধি, কিম্বা ফসলী কি বিলায়তী সন হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ তারিখ অবধি তিন বৎসরের মধ্যে সেই বাকী আদায় হইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক। এই আইন জারী হইবার সময়ে যে খাজানা বাকী থাকে তাহার মোকদ্দমা এই আইন জারী হইবার কাল অবধি তিনবৎসরের মধ্যে, কিম্বা দেওয়ানী আদালতে সেই প্রকারের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার যে মিয়াদ এখন নিরূপিত আছে ইহার মধ্যে যে মিয়াদ প্রথমে ফুরায় সেই মিয়াদের মধ্যে করিতে পারিবেক। পরন্তু পূর্ব্ব সনে যে হিসাবে খাজানা দেওয়া যাইত তাহার অধিক হারহারি মতে খাজানা পাইবার বাবৎ যদি মোকদ্দমা হয়, ও সেই খাজানা যদি ১৩ ধারা মতের এত্তেলা জারী হইলে পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ও সেই জমা বৃদ্ধি যদি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে মঞ্জুর হয় নাই, তবে যে বৎসরের ঐ বৃদ্ধি করা খাজানা দাওয়া হইতেছে, বাঙ্গালা সন হইলে সেই সনের শেষ অবধি, কিম্বা ফসলী কি বিলায়তী সন হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ অবধি তিন মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক ইতি।

(টাকার কি কাগজ পত্রের কি হিসাবের নিমিত্তে কর্ম্মকারকেরদের নামে মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার সময়ের কথা ও বর্জিত কথা।)

৩৩ ধারা। কর্ম্মকারকের হাতে যে টাকা থাকে তাহা

পাইবার, কিম্বা তাহার কোন হিসাব কি কাগজ পত্র দেওয়াইবার মোকদ্দমা, তাহার কর্ম্ম বহাল থাকিবার কোন সময়ে করা যাইতে পারিবেক, কিম্বা তাহার কর্ম্ম গেলে পর এক বৎসরের মধ্যে করা যাইতে পারিবেক। আর এইক্ষণে যে দাওয়া থাকে তাহার মোকদ্দমা এই আইন জারী হইবার কাল অবধি এক বৎসরের মধ্যে, কিম্বা দেওয়ানী আদালতে সেই প্রকারের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার যে মিয়াদ এখন নিরূপিত আছে, ইহার মধ্যে যে মিয়াদ প্রথমে ফুরায় সেই মিয়াদের মধ্যে করা যাইতে পারিবেক। কিন্তু ঐ কর্ম্মকারক সেই প্রকারের কিছু টাকা পাইয়াছে এই কথা, যাহার নালিশ করিবার অধিকার থাকে সে যদি কোন কাহার চাতুরীতে জানিতে না পায়, কিম্বা সেই কর্ম্মকারক যদি কোন প্রতারণার হিসাব দাখিল করিয়া থাকে, তবে ঐ লোক ঐ চাতুরীর কথা প্রথম যে সময়ে জানিতে পাইল, সেই সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতের যে দাওয়া এখন আছে এমত দাওয়ার স্থল ছাড়া, অন্য কোন স্থলে ঐ কর্ম্মকারকের কর্ম্ম যাইবার পর তিন বৎসরের অধিক কোন সময়ে সেই প্রকারের মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক না ইতি।

(মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার নিয়ম ও নালিশের কি দাওয়ার আরজী লিখিবার ধারা।)

৩৩ ধারা। এই আইন মতে মোকদ্দমা এই প্রকারে উপস্থিত করিতে হইবেক। নালিশের কিম্বা দাওয়ার আরজী লিখিয়া কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবেক। তাহাতে এই এই কথা থাকিবেক, ফরিয়াদীর নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি ও বাস স্থান, ও আসামীর নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি ও বাসস্থান যে পর্য্যন্ত জানা যাইতে পারে সেই পর্য্যন্ত, ও দাওয়ার মর্ম্ম, ও নালিশের মূল কারণ যে তারিখে হয় সেই তারিখ ইতি।

(আরজী যাহার দাখিল করিতে হইবেক তাহার কথা।)

৩৪ ধারা। দাওয়ার আরজী ফরিয়াদী আপনি দাখিল করিবেক, কিম্বা ফরিয়াদীর ক্ষমতা প্রাপ্ত যে মোক্তার নিজে মোকদ্দ-

776

মার বৃত্তান্ত জানে তাহার দ্বারা, কিম্বা যে লোক সেই বৃত্তান্ত জানে এমত লোককে মোক্তারের সঙ্গে দিয়া ঐ মোক্তারের দ্বারা আরজী দাখিল করা যাইবেক ইতি।

(আরজীর কথা সত্য ইহা লিখিবার কথা।)

৩৬ ধারা। ঐ দাওয়ার আরজীর নীচে ফরিয়াদী কি তাহার মোক্তার দস্তখৎ করিবেক, ও তাহা সত্য এই কথা নীচের লিখিত প্রকারে কি তাহার মর্ম্ম মতে লিখিবেক অর্থাৎ।

আমি অমুক ইহা প্রকাশ করিতেছি, যে উক্ত আরজীর লিখিত কথা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্য হওয়ার মিথ্যা কথা লিখিবার দণ্ড।)

ঐ আরজী সত্য এই কথা যে জন লিখিয়াছে সে যাহা অসত্য জানে কি বিশ্বাস করে, কিম্বা সত্য বলিয়া না জানে কিম্বা বিশ্বাস না করে এমত কোন এজহার যদি তাহাতে থাকে, তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কি সাজাইবার যে দণ্ড তৎকালের চলিত কোন আইন মতে হয়, সেই লোকের ঐ দণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

দাওয়ার আরজী ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ও দলীল প্রভৃতি দাখিল করিবার কোন ইষ্ট্যাম্প না লাগিবার কথা।)

৩৭ ধারা। বাকী খাজানা কিম্বা কর্ম্মকারকের হাতে থাকা কিছু টাকা পাইবার বাবৎ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমার যত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প নির্দ্দিষ্ট থাকে, ঐ দাওয়ার আরজী তাহার চারি ভাগের এক ভাগ মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। অন্য সকল মোকদ্দমার আরজী আট আনা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। কোন দলীল দেখাইবার কি দাখিল করিবার জন্যে, কিম্বা কোন সাক্ষিকে শমন করিবার জন্যে কিম্বা এই আইন মতের মোকদ্দমাতে যে কোন হুকুম কি ডিক্রী হয় তাহা জারী করিবার কোন দরখাস্তের জন্যে কিছু ইষ্ট্যাম্প লাগিবেক না ইতি।

(ফরিয়াদীর যে দলীল দেখাইতে হইবেক তাহার কথা)

৩৮ ধারা। ফরিয়াদী যদি আপনার নিকটে থাকা কোন দলীলের দ্বারা আপনার দাওয়া সাবুদ করিতে চাহে, তবে আপনার দাওয়ার আরজী দিবার সময়ে সেই দলীলও কালেক্টর সাহেবকে দিবেক। যদি সেই সময়ে ঐ দলীল না দেওয়া যায়, কিম্বা তাহা না দেখাইবার উপযুক্ত কারণ না জানান যায়, কিম্বা যদি কালেক্টর সাহেব সেই দলীল দেখাইবার জন্যে অধিক সময় দেওয়া উচিত বোধ না করেন, তবে তাহা পরে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

(আসামীর কোন দলীল দেখান যায় ফরিয়াদীর এমত প্রয়োজন থাকিলে তাহার কথা।)

৩৯ ধারা। আসামীর নিকটে কিম্বা তাহার ক্ষমতার মধ্যে যে দলীল থাকে এমত কোন দলীল উপস্থিত করা যায় ফরিয়াদীর যদি এমত প্রয়োজন থাকে, তবে আসামীকে তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা হয়, এই নিমিত্তে ফরিয়াদী যে সময়ে দাওয়ার আরজী উপস্থিত করে সেই সময়ে ঐ দলীলের বর্ণনা কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিতে পারিবেক ইতি।

(বাকী খাজানার মোকদ্দমায় নালিশ লিখিবার ধারা।)

৪০ ধারা। যদি বাকী খাজানা পাইবার জন্যে মোকদ্দমা হয়, তবে যে মৌজাতে ও মহালে ও পরগণায়, কিম্বা অন্য যে কিস্মৎ প্রভৃতিতে জমী থাকে তাহার নাম, ও কোন রাইয়তের স্থানে খাজানা পাওনা আছে এমত ব্যক্ত হইলে, যত জমী হয়, ও সরকারের জরিপী কার্য্যক্রমে যদি ক্ষেত্রের নম্বর দেওয়া গিয়া থাকে তবে এক এক ক্ষেত্রের নম্বর, ও জমীর সালিয়ানা জমা, ও যে বৎসরের বাকীর দাওয়া হয় সেই বৎসরের কোন কিস্তির টাকা যদি পাওয়া গিয়া থাকে তবে যত পাওয়া গেল, ও যত বাকী থাকে, ও যত কালের বাকী বলে এই সকল কথা ও দাওয়ার আরজীতে লেখা থাকিবেক ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৯ সাল ১০ আইন।

(রাইয়ত প্রভৃতিকে বেদখল কিম্বা ভূমি প্রভৃতিকে দখল কি অধিকার পুনরায় করিবার মোকদ্দমায় নালিশের আরজী লিখিবার ধারা।)

৪১ ধারা। যদি কোন রাইয়তকে কি ইজারদারকে কি দখীলকারকে কোন ইজারা কি জমী হইতে বেদখল করিবার জন্যে, অথবা যদি কোন ইজারা কি জমী দখল কি অধিকার করিবার জন্যে মোকদ্দমা হয়, তবে দাওয়ার আরজীতে প্রয়োজন মতে এই এই কথা লিখিতে হইবেক, অর্থাৎ সেই জমী প্রভৃতির পরিমাণ ও যে স্থানে থাকে তাহা ও জমীর নাম, ও সেই জমী চিনিবার জন্যে আবশ্যক হইলে তাহার চৌহদ্দী লিখিতে হইবেক ইতি।

(আরজী ফিরিয়া দিবার কিম্বা সংশোধন করিতে অনুমতি হইবার কথা।)

৪২ ধারা। দাওয়ার আরজীতে যে সকল কথা লিখিবার আজ্ঞা এই আইনেতে হইয়াছে সেই সকল কথা যদি তাহাতে লেখা না থাকে, কিম্বা ইহার পূর্ব্বের আজ্ঞামতে যদি তাহাতে দস্তখৎ না করা যায়, কি তাহা সত্য এই কথা না লেখা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব সেই আরজী ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা আপনার বিবেচনা মতে তাহা শুধরাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

(শমনজারী হইবার ও আসামীর নিজে হাজির হইবার হুকুম হইতে পারিবার কথা।)

৪৩ ধারা। দাওয়ার আরজী যদি উপযুক্ত দাঁড়ামতে হইয়াছে, তবে ইহার পরে যে স্থলের বিশেষ বিধি হইয়াছে সেই স্থল ছাড়া অন্য সকল স্থলে, কালেক্টর সাহেব আসামীর নামে শমন বাহির হইবার হুকুম করিবেন, আর আসামী আপনি হাজির হয় ফরিয়াদী যদি ইহা ইচ্ছা করে, ও তাহার হাজির হওয়া আবশ্যক এই কথা কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধ মতে জানায়, কিম্বা আসামী স্বয়ং হাজির হয় ইহা কালেক্টর সাহেব যদি আপনি ইচ্ছা করে তবে শমনের নিরূপিত দিনে আসামীর নিজে হাজির হইবার হুকুম শমনে দিতে হইবেক।

নতুবা শমনে এই হুকুম থাকিবেক যে, আসামী আপনি হাজির হয়, কিম্বা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত যে জন নিজে জানে আপনার উপযুক্ত মতের ক্ষমতাপন্ন এমত মোক্তারের দ্বারা কিম্বা যে জন নিজে সেই বৃত্তান্ত জানে তাহাকে মোক্তারের সঙ্গে দিয়া তাহার দ্বারা হাজির হয় ইতি।

(শমনে যে দিন লেখা থাকে তাহা যে প্রকারে নিরূপণ হইবেক তাহার কথা। আসামীকে আবশ্যক সকল দলীল আনিতে ও যে সাক্ষিরা বিনা পরওয়াণাতে হাজির হইতে চাহে তাহারদিগকে সঙ্গে আনিতে হুকুম হইবেক।)

৪৪ ধারা। নথীতে যে সকল মোকদ্দমা থাকে তাহা বুঝিয়া, ও কাছারী ঘর হইতে আসামী তৎকালে, যত দূর থাকে কি অনুমানে যত দূর থাকে তাহা বিবেচনা করিয়া, শমনের নির্দ্দিষ্ট দিন নির্দ্ধার্য্য হইবেক। আর ফরিয়াদী যাহা দেখিতে চাহে এমত যে কোন দলীল আসামীর কাছে থাকে তাহা, ও আসামী যে দলীলের দ্বারা আপনার জওয়াব সাবুদ করিতে চাহে তাহা সঙ্গে করিয়া আনিবার হুকুম ঐ শমনে থাকিবেক। আরো সেই শমনে তাহাকে এই আদেশ হইবেক যে, তাহার তরফের কোন সাক্ষিরা যদি বিনা পরওয়ানাতে হাজির হইতে চাহে, তবে তাহারদিগকেও সঙ্গে করিয়া আনে। সেই শমন এই আইনের তফসীলের A চিহ্নিত পাঠের লিখনমতে কিম্বা তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবেক ইতি।

(শমন যে প্রকারে জারী হইবেক তাহার কথা।)

৪৫ ধারা। শমন এই প্রকারে জারী হইবেক। শমনের এক কেতা নকল নিজ আসামীকে দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবেক। যদি নিজ আসামীকে দেওয়া যাইতে না পারে, তবে তাহার এক কেতা নকল আসামীর নিয়ত বাসস্থানের কোন প্রকাশ্য স্থলে লটকাইয়া, ও তাহার এক কেতা নকল কালেক্টর সাহেবের কাছারী ঘরে লটকাইয়া জারী হইবেক ইতি।

(শমন আসামীকেই দেওয়া গেল কি না, এই কথা নাজির শমনের পিঠে লিখিবেক।)

২৬ ধারা। যদি শমন নিজ আসামীর উপর জারী হয়, তবে সেই কথা নাজির শমনের পিঠে লিখিবেক। যদি আসামীর উপর জারী না হয়, তবে যে কারণে হইল না ও শমন যে প্রকারে জারী হইয়াছে তাহার কথা নাজির শমনের পিঠে লিখিবেক ইতি।

(ভিন্ন জিলাতে পরওয়ানা জারী হইবার কথা।)

২৭ ধারা। যদি আসামীর নিয়ত বাসস্থান অন্য জিলাতে হয়, তবে শমন ও তাহা জারী করিবার খরচ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে ডাকযোগে পাঠাইতে হইবেক। তিনি ঐ শমনজারী করিবেন ও জারী হইলে পর তাহার পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট কথা সমেত, ঐ শমন যে সাহেব তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন ইতি।

(শমন কি ওয়ারন্ট জারী করিবার খরচ আদালতে আমানৎ করিতে হইবেক।)

২৮ ধারা। নালিশের কি দাওয়ার আরজী যে দিনে কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া যায়, সেই দিনে কি তাহার পর দিনে, শমন জারী করিবার খরচ, কিম্বা ইহার পরের ধারার বিধিমতে যদি ওয়ারন্ট জারী হয় তবে সেই ওয়ারিন্ট জারি করিবার খরচ, আদালতে আমানৎ করিতে হইবেক। ১৩৬ ধারাতে কালেক্টর সাহেবকে ক্ষমতা দেওয়া গেল যে, কোন কোন স্থলে আপনার বিবেচনামতে বিনা খরচে শমন বাহির হইতে দেন, কিন্তু তদ্রূপ স্থল ছাড়া, যদি সেই টাকা আমানৎ না করা যায়, তবে মোকদ্দমা নথীর শামিল করা যাইবেক না। কিন্তু নালিশ করিবার মিয়াদের বিধিতে যত কালের অনুমতি হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন সময়ে ফরিয়াদী নালিশের অন্য আরজী উপস্থিত করিতে পারিবেক ইতি।

(যে স্থলে গ্রেপ্তারের পরওয়ানা বাহির হইবেক তাহার কথা।)

৬৯ ধারা। বাকী খাজানার জন্যে কোন কোর্পা প্রজার কি রাইয়তের নামে, কিম্বা কিছু টাকা কি কাগজপত্র কি হিসাব পাইবার জন্যে কোন কর্ম্মকারকের নামে মোকদ্দমা করিয়া, আসামীর নামে গ্রেপ্তারের পরওয়ানা বাহির হয় ফরিয়াদী যদি এমত ইচ্ছা করে, ও মোকদ্দমা যে জিলাতে করা যায় আসামী যদি সেই জিলাতে বাস করে, তবে ফরিয়াদী আপন দাওয়ার আরজীর সঙ্গে সেই পরওয়ানা বাহির হইবার দরখাস্তও দিবেক। সেই দরখাস্ত দেওয়া গেলে, কালেক্টর সাহেব ফরিয়াদীকে কি তাহার কর্ম্মকারককে শপথ কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়া, কিম্বা তৎকালে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়ার সম্পর্কীয় যে আইন চলন থাকে সেই আইনমতে অন্যরূপে তাহার জোবানবন্দী লইবেন, ও ফরিয়াদী আপন দাওয়া সাবুদ করিবার যে সকল দলীল দাখিল করে তাহাতে দৃষ্টি করিবেন, ও সেই দাওয়া সমূলক বটে, ও শমন বাহির হইলে আসামী ঐ দাওয়ার জওয়াব দিতে হাজির না হইয়া পলাইবেক, আপাততঃ যদি এমত বোধ করিবার কারণ থাকে, তবে কালেক্টর সাহেব আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা জারী করিবেন। ঐ পরওয়ানা এই আইনের তফসীলের B চিহ্নের পাঠের লিখন মতে কি তাহার মর্ম্মমতে হইবেক। ও কালেক্টর সাহেব তাহার ওয়াপোস দিবার উপযুক্ত সময় নিরূপণ করিবেন। সেই পরওয়ানা জারী হইবার নিমিত্তে যে আমলার হাতে দেওয়া যায়, সেই আমলা যে সময়ে আসামীকে গ্রেপ্তার করিবেক, সেই সময়ে আসামীর উপর তফসীলের C চিহ্নের পাঠের কি তাহার মর্ম্ম মতে লেখা এত্তেলাও দিবেক। তাহাতে দাওয়ার বেওরা লেখা থাকিবেক, ও আসামীকে এই হুকুম হইবেক যে, ঐ দাওয়ার আপত্তি যদি করিতে চাহে, তবে যে দলীলের দ্বারা আপন জওয়াব সাবুদ করিতে মানস করে তাহা সঙ্গে করিয়া আনে। কিন্তু মফঃসলী তালুকের কি অন্য যে ভূমি হস্তান্তর করা যাইতে পারে তাহার বাকী খাজানার মোকদ্দমাতে, সেই প্রকারের পরওয়ানা বাহির হইবেক না। যেহেতুক এই আইনেতে ইহার পরে এই বিধান হইল যে, মোকদ্দমার যে কোন ডিক্রী হয় সেই ডিক্রী জারীক্রমে ঐ তালুক প্রভৃতির নীলাম হইতে পারিবেক ইতি।

(আসামীকে গ্রেপ্তার করিলে পর যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।)

৫০ ধারা। যখন গ্রেপ্তারের পরওয়ানাক্রমে আসামীকে গ্রেপ্তার করা যায়, তখন তাহাকে সুবিধামতে ত্বরা করিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনিতে হইবেক, ও একেলাতে যত টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে তত টাকা যদি আদালতে আমানৎ না করে, তবে কালেক্টর সাহেব তাহাকে হাজতে রাখিবেন ইতি।

(পরওয়ানাক্রমে আসামীকে কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনা গেলে পর যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা ও জামিনী পত্র লিখিবার ধারা।)

৫১ ধারা। আসামীকে পরওয়ানামতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনা গেলে তিনি সুবিধামতে ত্বরা করিয়া ইহার পরের নির্দ্দিষ্ট বিধান মতে, মোকদ্দমার বিচার করিবেন। যদি মোকদ্দমা একেবারে নিষ্পত্তি হইতে না পারে, তবে ঐ মোকদ্দমা যত কাল উপস্থিত থাকে, কিম্বা মোকদ্দমাতে চূড়ান্ত যে ডিক্রী হয় তাহা যতকাল জারী না হয়, ততকাল আসামীর কোন সময়ে হাজির হইবার প্রয়োজন হইলে সে হাজির হইবেক এই করারে কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে তাহাকে জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন, আর আসামী যাবৎ সেই জামিন না দেয়, কিম্বা কালেক্টর সাহেব তাহাকে যত টাকা আমানৎ করিতে হুকুম দেন তত টাকা যাবৎ আমানৎ না করে, তাবৎ আসামীকে কয়েদ হইবার জন্যে দেওয়ানী জেলখানায় রাখিতে পারিবেন। ঐ জামিনী পত্র এই আইনের তফসীলের লিখিত D চিহ্নের পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবেক ইতি।

(গ্রেপ্তারের পরওয়ানা আসামীর উপর জারী হইতে না পারিলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।)

৫২ ধারা। যদি গ্রেপ্তারের পরওয়ানা মতে আসামীকে গ্রেপ্তার করা যাইতে না পারে, তবে ফরিয়াদী আসামী গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা জারী হইবার দরখাস্ত করে

নিমিত্তে, কালেক্টর সাহেব ফরিয়াদীর দরখাস্ত মতে যতকাল উচিত বোধ করেন ততকাল মোকদ্দমা মুলতবী রাখিবেন, অথবা মোকদ্দমা শুনিবার দিন নিরূপণ করিয়া তাহার ইস্তিহার আপনার কাছারীতে ও আসামীর বাসস্থানে লটকাইবার জন্যে অগৌণে জারী করিবেন। সেই দিন আসামীর বাসস্থানে ইস্তিহার প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি দশ দিনের কম হইবেক না। আসামী যদি সেই ইস্তিহার মতে হাজির হয়, তবে ইহার পূর্ব্ব ধারাতে যে বিধান হইয়াছে সেই বিধান মতে তাহাকে লইয়া কার্য্য হইবেক ইতি।

(অনুপযুক্ত কারণে গ্রেফতার হওয়াতে যে ক্ষতি হয় সেই ক্ষতি পূরণের প্রার্থনা হইলে তাহার কথা।)

৫৩ ধারা। আসামীকে গ্রেফ্তার করিবার দরখাস্ত অনুপযুক্ত কারণে হইয়াছে, কালেক্টর সাহেব যদি এমত বোধ করেন, তবে সেই গ্রেফ্তার হওয়াতে, কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিবার সময়ে তাহাকে জেলখানায় কয়েদ করাতে আসামীর যে কিছু ক্ষতি কি হানি হইয়াছে, তাহার পরিশোধে কালেক্টর সাহেবের বিবেচনাতে এক শত টাকা পর্য্যন্ত যত টাকা উপযুক্ত বোধ হয়, আসামীর তত টাকা পাইবার হুকুম তিনি আপন ডিক্রীতে করিতে পারিবেন ইতি।

(বিচারের দিনে কোন পক্ষ হাজির না হইলে তাহার ফলের কথা।)

৫৪ ধারা। শমনের কিম্বা ইস্তিহার নামায় আসামী হাজির হইবার যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে, কিম্বা মোকদ্দমা সেই দিনে মুলতবী রাখিয়া, ইহার পরের বিধানমতে বিচার হইবার ইসু লিখিবার পূর্ব্বে অন্য যে দিন নিরূপণ হয়, সেই দিনে যদি উভয় পক্ষ স্বয়ং কি মোখ্তারের দ্বারা হাজির না হয়, তবে মোকদ্দমা খারিজ হইবেক। কিন্তু যদি নালিশ করিবার মিয়াদের বিধিক্রমে বাধা না হয়, তবে ফরিয়াদী নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক ইতি।

(দাওয়ার আপত্তি করিতে কেবল আসামী হাজির হইলে, ত্রুটিপ্রযুক্ত বলিয়া কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি করিবার কথা, কিন্তু আসামী দাওয়া কবুল করিলে সেই কবুলমতে কালেক্টর সাহেবের ডিক্রী করিবার কথা ও বর্জ্জিত বিধি।)

৫৫ ধারা। এতদ্রূপ কোন দিনে যদি কেবল আসামী হাজির হয়, তবে কালেকক্টর সাহেব ত্রুটিপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর বিপক্ষে নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু যদি আসামী নালিশের মূল কারণ কবুল করে, তবে তাহার সেই কবুলমতে কালেক্টর সাহেব খরচা বিনা ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী করিবেন। পরন্তু যদি এক জনের অধিক আসামী থাকে, তবে যে আসামী কবুল করে কেবল তাহারই বিপক্ষে ঐ ডিক্রী হইবেক ইতি।

(কেবল ফরিয়াদী হাজির হইলে কালেক্টর সাহেবের একতরফা বিচার করিবার কথা।)

৫৬। তদ্রূপ কোন দিনে যদি কেবল ফরিয়াদী হাজির হয়, তবে এই আইনের বিধিমতে শমন কি ইস্তিহার নামা উপযুক্ত রূপে জারী হইয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে, কালেক্টর সাহেব ফরিয়াদীর কি তাহার মোক্তারের জোবানবন্দী লইবেন, ও ফরিয়াদীর এজেহার বিবেচনা করিলে পর, ও ফরীয়াদী দলীলী কি জবানী যে কিছু প্রমাণ উপস্থিত করে তাহা বিবেচনা করিলে পর, তিনি মোকদ্দমা ডিসমিস্ করিতে পারিবেন। অথবা ফরিয়াদী যদি কোন সাক্ষিকে তলব করাইতে চাহে, তবে তাহার হাজির হইবার জন্যে অন্য দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা মুলতবী রাখিতে পারিবেন, অথবা আসামীর বিপক্ষে একতরফা ডিক্রী করিতে পারিবেন ইতি।

(মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিনে যদি আসামী হাজির হয়, তবে তাহার জওয়াব দিতে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি দিবার কথা।)

৫৭ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারামতে মোকদ্দমা অন্য যে দিন পর্য্যন্ত মুলতবী থাকে, সেই দিনে যদি আসামী হাজির

হয়, তবে কালেক্টর সাহেব খরচা প্রভৃতির কোন নিয়ম করা উচিত বোধ করিলে, যে নিয়ম উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া, আসামী হাজির হইবার নিরূপিত দিনে হাজির হইলে যে প্রকারে জওয়াব করিতে পারিত, সেই প্রকারে তাহার জওয়াব শুনা যায়, এমত অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

(এক তরফা কিম্বা ত্রুটি প্রযুক্ত ডিক্রী হইলে, তাহার পুনরুত্থাপনের কি অসিদ্ধ করণের কি পরিবর্ত্তনের কথা।)

৩৮ ধারা। আসামী হাজির না হইলে তাহার বিপক্ষে যে এক তরফা ডিক্রী হয়, কিম্বা ফরিয়াদী হাজির না হইলে ত্রুটি প্রযুক্ত তাহার বিপক্ষে যে নিষ্পত্তি হয়, তাহার উপর কোন আপীল হইতে পারিবেক না। কিন্তু তদ্রূপ কোন স্থলে যাহার বিপক্ষে নিষ্পত্তি হয়, সেই লোক ফরিয়াদী হইলে, কালেক্টর সাহেবের হুকুমের তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, আসামী হইলে, ডিক্রী জারী করিবার কোন পরওয়ানা জারী হইলে পর পনের দিনের মধ্যে কিম্বা তাহার পূর্ব্বের কোন সময়ে, যদি আপনি কি মোক্তারের দ্বারা হাজির হইয়া, আপনার পূর্ব্বে হাজির না হইবার উত্তম ও উপযুক্ত কারণ জানায়, ও ন্যায় বিচারের ত্রুটি হইয়াছে এই কথা কালেক্টর সাহেবের খাতির জমা মতে জানায়, তবে কালেক্টর সাহেব খরচা প্রভৃতির যে নিয়ম ও শর্ত্ত করা উচিত বোধ করেন, তাহা করিয়া মোকদ্দমার পুনরুত্থাপন করিবেন অন্যায় বিচারমতে ডিক্রী পরিবর্ত্তন কি বাতিল করিবেন। কিন্তু বিপক্ষ পক্ষের হাজির হইয়া, ডিক্রী বহাল থাকিবার জন্যে জওয়াব করিতে তলব না হইলে, কোন ডিক্রী অসিদ্ধ কি পরিবর্ত্তন হইবেক না ইতি।

(উভয় পক্ষ হাজির হইলে তাহারদের জোবানবন্দী লইবার কথা ও তাহারদের পরস্পর জেরা সওয়াল করিবার কথা।)

৫৯ ধারা। শমনে যে দিন নিরূপণ হইল সেই দিনে, কিম্বা মোকদ্দমা মুলতবী রাখিবার উপযুক্ত কারণ থাকিলে কালেক্টর সাহেব সেই কারণ রিকার্ড করিয়া মোকদ্দমা শুনিবার অন্য যে দিন নিরূপণ করেন, সেই দিনে, যদি উভয় পক্ষ নিজে কিম্বা মোক্তারের দ্বারা হাজির হয়, তবে উভয় পক্ষের যে লোকেরা হাজির থাকে তাহারদের জোবানবন্দী কালেক্টর সাহেব লই-বেন, ও কোন পক্ষের কোন লোক কিম্বা তাহার মোক্তার অন্য পক্ষের কোন লোককে জেরা সওয়াল করিতে পারিবেক। যদি কোন পক্ষের স্বয়ং হাজির হইবার হুকুম না হয়, তবে সে মোক্তারের দ্বারা হাজির হয়, তাহার কিম্বা সেই মোক্তা-রের সঙ্গে যে কোন লোক আইসে সেই লোকের জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক, ও জেরা সওয়াল হইবেক, অর্থাৎ ঐ পক্ষ আপনি হাজির হইলে তাহার যেমন হইতে পারিত তেমনি হইবেক। জোবানবন্দী দিবার সময়ে আসামী উচিত বোধ করিলে, আপনি জওয়াব লিখিয়া দাখিল করিতে পারিবেক।

(উভয় পক্ষ প্রভৃতির জোবানবন্দীর কথা।)

৬০ ধারা। উভয় পক্ষের কি তাহারদের মোক্তারেরদের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত মতের অন্য ব্যক্তিরদের যে জোবানবন্দী লওয়া যায় তাহা শপথ কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার যে আইন যে সময়ে চলন থাকে সেই আইনমতে লওয়া যাইবেক। ঐ জোবানবন্দীর মর্ম্ম কালেক্টর সাহেবের নিজ দেশীয় ভাষাতে লিখিয়া লওয়া যাইবেক, ও নথীর শামিল করা যাইবেক ইতি।

(সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার কথা।)

৬১ ধারা। সেই দিনে যদি কোন পক্ষ সাক্ষীকে হাজির করায় তবে কালেক্টর সাহেব ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে পারিবেন ইতি।

(আসামীর দলীল আনিবার কথা।)

৬২ ধারা। আসামী যদি কোন দলীলের দ্বারা আপনার জওয়াব সাব্যস্ত করিতে চাহে, তবে মোকদ্দমা প্রথমে শুনি-

বার সময়ে সেই দলিল আদালতে দাখিল করিবেক। যদি ঐ দলীল সেই সময়ে দাখিল না করা যায় কিম্বা তাহা না দেখাইবার উপযুক্ত কারণ ব্যক্ত না করা যায় তবে, কিম্বা কালেক্টর সাহেব ঐ দলীল আনিবার মিয়াদ বৃদ্ধি করা উচিত জ্ঞান না করিলে, ঐ দলীল তাহার পরে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

(জোবানবন্দী লইলে পর যদি অধিক প্রমাণের আবশ্যক না থাকে তবে কালেক্টর সাহেব ডিক্রী করিতে পারেন।)

৬৩ ধারা। ৫৯ ধারাতে যে জোবানবন্দী লইবার আজ্ঞা আছে তাহা লইলে পর, ও কোন পক্ষের তরফে প্রমাণ দিবার জন্যে যে কোন সাক্ষী হাজির থাকে তাহার ও জোবানবন্দী লইলে পর, ও যে দলীল উপস্থিত করা যায় তাহা বিবেচনা করিলে পর, যদি অধিক প্রমাণ না লইয়া ডিক্রী উপযুক্ত মতে করা যাইতে পারে, তবে কালেক্টর সাহেব তদনুসারে ডিক্রী করিবেন ইতি।

(মোক্তার জওয়াব করিতে না পারিলে তাহার ফল।)

৬৪ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের জোবানবন্দী লইবার সময়ে, যদি কোন পক্ষের মোক্তার মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন গুরুতর জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে না পারে, ও কালেক্টর সাহেব যদি বোধ করেন যে সেই জন যে পক্ষের মোক্তার হয় সেই পক্ষের সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হয় ও আপনি হাজির থাকিলে দিতে পারিত, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ মোকদ্দমা অন্য দিন পর্য্যন্ত মুলতবী রাখিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, যাহার মোক্তার পূর্ব্বোক্তমতে উত্তর করিতে পারিল না সেই পক্ষ আপনি সেই অন্য দিনে হাজির হয়। আর যে পক্ষের সেই প্রকারে আসিবার হুকুম হয় সে যদি ঐ নিরূপিত দিনে আপনি না আইসে, তবে কালেক্টর সাহেব তাহার ত্রুটি হইবার মতে ডিক্রী করিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমার ভাব গতিক বুঝিয়া অন্য যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন।

(কালেক্টর সাহেবের প্রয়োজনমতে ইস্যু রিকার্ড করিবার ও অধিক প্রমাণ লইবার দিন নিরূপণ করিবার কথা।)

৬৫ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের জোবানবন্দী লইবার সময়ে যদি দৃষ্ট হয় যে উভয় পক্ষের মধ্যে বিশেষ কোন কথা লইয়া বিবাদ হইতেছে ও সেই কথার অধিক প্রমাণ লওয়া আবশ্যক, তবে কালেক্টর সাহেব সেই ইস্যু প্রকাশ করিয়া রিকার্ড করিবেন, ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার ও মোকদ্দমার বিচার করিবার উপযুক্ত দিন নিরূপণ করিবেন, ও সেই দিন বিচার হইবেক। কিন্তু যদি ঐ মোকদ্দমা মুলতবী রাখিবার উপযুক্ত কারণ থাকে, তবে কালেক্টর সাহেব মুলতবী রাখিয়া সেই কারণ রিকার্ড করিবেন ইতি।

(বিচারের দিনে উভয় পক্ষ আপন আপন সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করিবেক, কিম্বা কোন পক্ষ দরখাস্ত করিলে কালেক্টর সাহেব সাক্ষির হাজির হইবার শমন জারী করিবেন।)

৬৬ ধারা। বিচারের দিনে উভয়পক্ষ আপন আপন সাক্ষিদিগকে আনিবেক। আর যদি সেই দিনে প্রমাণ দিবার কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্যে কোন সাক্ষিকে হাজির করাইবার নিমিত্তে কোন পক্ষ সাহায্য চাহে, তবে বিচার হইবার যে দিন নিরূপণ হইল সেই দিনে সাক্ষী হাজির হয় এই মর্ম্মের সমন ঐ সাক্ষির নামে হইতে পারে, এই কারণে ঐ দিনের পূর্ব্বে উপযুক্ত সময় থাকিতে সেই পক্ষ কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেক। ও সেই সাহেব সমন জারী করিয়া সেই সাক্ষিকে হাজির হইতে হুকুম করিবেন ইতি।

(সাক্ষিরদের হাজির হইবার ও জোবানবন্দী প্রভৃতি লইবার বিধি।)

৬৭ ধারা। বাঙ্গালা দেশের দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা হয় তাহাতে, সাক্ষিরা মোকদ্দমার এক পক্ষ হউক কি না হউক, তাহারদের প্রমাণ লইবার বিষয়ে, ও সাক্ষির-

দিগকে হাজির করাইবার ও দলীল উপস্থিত করাইবার, ও তাহারদের জোবানবন্দী লইবার, ও মেহনতানার ও দণ্ডের বিষয়ে, আইনের ও আক্টের যে সকল বিধান ও অন্য যে সকল বিধি যে সময়ে চলন থাকে, তাহা এই আইনের সকল মোকদ্দমায় খাটিবেক ও তাহাতে তত্তুল্যরূপে প্রবল ও ফলবৎ হইবেক। কেবল যদি সেই বিধি এই আইনের বিধানের সঙ্গত না হয় তবে খাটিবেক না ইতি।

(কোন ইস্যুর বিচার হইবার নিরূপিত দিনে উভয়পক্ষ হাজির না হইলে তাহার ফলের কথা।)

৬৮ ধারা। কোন ইস্যুর বিচার হইবার নিরূপিত দিনে যদি উভয়পক্ষ হাজির না থাকে, তবে ৫৪ ধারার লিখিত নিয়মমতে মোকদ্দমা খারিজ হইবেক। সেই দিনে যদি কেবল একপক্ষ হাজির হয়, তবে অন্য পক্ষের অনুপস্থানে আদালতের সম্মুখে তখন যে প্রমাণ থাকে সেই প্রমাণমতে ইস্যুর বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

(নায়েব গোমাস্তা প্রভৃতি যে মোকদ্দমা উপস্থিত করে যে মোকদ্দমায় জওয়াব দেয় তাহার কথা।)

৬৯ ধারা। কোন নায়েব কি গোমাশ্তা কিম্বা খাজানা উসুল করিবার কি জমীর সরবরাহকারের কার্য্যে অন্য যে লোকেরা নিযুক্ত হয়, তাহারা যে জমীদারেরদের কর্ম্মকারক হয় তাহারদের নামে কি তাহারদের তরফে যদি এই আইন মতে, মোকদ্দমা উপস্থিত করে, কি মোকদ্দমায় জওয়াব দেয়, তবে এই আইনের যে সকল বিধানমতে মোকদ্দমার উভয় পক্ষের স্বয়ং হাজির হইবার কি উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হইল কি হইতে পারে, সেই সকল বিধান ঐ নায়েবের কি গোমাশ্তার কি ঐ অন্য লোকেরদের উপর খাটিবেক। ও এই আইনমতে কোন পক্ষের নিজ যে কোন কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা কি অনুমতি হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন লোক করিতে পারিবেক, তদ্রূপ কোন লোকের উপর যে সকল পরওয়ানা জারী হয় তাহা ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় সকল কার্য্যের পক্ষে নিজ ঐ

জমীদারের উপর জারী হইবার মতে সফল হইবেক। ও মোকদ্দমার কোন পক্ষের উপর পরওয়ানা জারী করিবার সম্পর্কীয় যে সকল বিধান এই আইনেতে আছে তাহা ঐ লোকেরদের উপর পরওয়ানা জারী করিবার কার্য্যে খাটিবেক ইতি।

(কোন কোন স্থলে ফরিয়াদীর কি আসামীর নিজে হাজির হইবার প্রয়োজন না থাকিবার কথা।)

৭০ ধারা। ফরিয়াদী কি আসামী যদি স্ত্রীলোক হয় ও তাহার শ্রেণী কি সম্প্রদায় বুঝিয়া যদি দেশের রীতি ও আচার মতে তাহার প্রকাশ স্থানে যাওয়া উচিত না হয় তবে তাহার স্বয়ং হাজির হইবার হুকুম হইবেক না ইতি।

(উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মোক্তারদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা।)

৭১ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষ আপনার তরফে মোকদ্দমা চালাইবার জন্যে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মোক্তারকে নিযুক্ত করিতে পারিবেক। কিন্তু যে স্থলে শমন ক্রমে কিম্বা আদালতের কোন হুকুম মতে আসামীর কি ফরিয়াদীর নিজের হাজির হইবার হুকুম হয়, সেই স্থলে সেই প্রকারের মোক্তারকে নিযুক্ত করাপ্রযুক্ত তাহার নিজের হাজির না হইবার কোন ওজর হইবেক না। আর এই আইন মতের কোন মোকদ্দমাতে কোন মোক্তারের রসুম মোকদ্দমার খরচার মধ্যে ধরিতে হইবেক না ইতি।

(কালেক্টর সাহেবের সময় দিবার কিম্বা মোকদ্দমা মুলতবী রাখিবার কথা।)

৭২ ধারা। কালেক্টর সাহেব কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদীকে কি আসামীকে মোকদ্দমা চালাইবার কি তাহাতে জওয়াব করিবার জন্যে সময় দিতে পারিবেন। ও অধিক প্রমাণ আনিবার জন্যে কিম্বা অন্য কোন উপযুক্ত কারণে কালেক্টর সাহেব যেমন উচিত বোধ করেন তেমন সময়ে সময়ে কোন মোকদ্দমা শুনিবার কিম্বা পুনশ্চ শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ

করিতে পারিবেন, কিন্তু যে কারণে তাহা করেন সেই কারণে রিকার্ড করিবেন ইতি।

(কালেক্টর সাহেব সরেজমীনে তদারক করাইতে পারিবেন।)

৭৩ ধারা। কালেক্টর সাহেব মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে আপনার অধীন কোন আমলার দ্বারা বিবাদের বিষয়ের সরেজমীনে তদারক ও রিপোর্ট করাইতে পারিবেন, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের অন্য কোন আমলা যে কার্য্যকারক সাহেবের অধীনে থাকে তাঁহার অনুমতি লইয়া ঐ আমলার দ্বারা সেই তদারক ও রিপোর্ট করাইতে পারিবেন, কিম্বা আপনি সরেজমীনে গিয়া তদারক করিতে পারিবেন। দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতে আমীনেরদের দ্বারা সরেজমীনে তদারক হইবার বিষয়ে যে আইন যে সময়ে প্রবল থাকে তাহার বিধান, এই ধারামতে কোন আমলার দ্বারা সরেজমীনের কোন তদারকের উপরও খাটিবেক, ও কালেক্টর সাহেবের নিজের করা তদারকের উপর যে পর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেই পর্য্যন্তও খাটিবেক। কালেক্টর সাহেব যখন আপনি তদারক করিতে যান, তখন তদারক করিলে পর তিনি যে সকল কথা উপযুক্ত বোধ করেন তাহা মোকদ্দমার রোয়দাদে লিখিবেন। ও তাহার লেখা সেই সকল কথা মোকদ্দমার প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

(আসামী দাওয়ার পরিশোধের উপযুক্ত টাকা আদালতে আমানৎ করিতে পারিবেক ও ফরিয়াদী যদি মোকদ্দমা চালাইতে চাহিয়া অধিক টাকার ডিক্রী না পায় তবে তৎপরের খরচা তাহার শিরে পড়িবার কথা।)

৭৪ ধারা। এই আইনমতে কোন দাওয়ার মোকদ্দমা হইলে আসামীর বিবেচনা মতে যত টাকা হইলে ফরিয়াদীর দাওয়ার পরিশোধ হয়, তত টাকা আসামী আদালতে দিতে পারি-

বেক, ও সেই টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত ফরিয়াদীর যত খরচা হইয়াছে তাহাও তাহার সঙ্গে দিতে পারিবেক। সেই সকল টাকা ফরিয়াদীকে দেওয়া যাইবেক। আসামী যদি দাওয়ার কম টাকা আমানৎ করে, ও ফরিয়াদী যদি মোকদ্দমা চালাইতে চাহে, তবে আসামী যত টাকা আদালতে আমানৎ করিল তাহার অধিক ফরিয়াদীর পক্ষে শেষে ডিক্রী না হইলে, সেই টাকা আমানৎ করিবার পরে আসামীর যত খরচা হইয়াছে তাহা ফরিয়াদীর শিরে পড়িবেক ইতি।

(আমানৎ করা টাকার উপর সুদ না চলিবার কথা।)

৭৫ ধারা। আসামী যে টাকা আদালতে আমানৎ করে, তাহা ফরিয়াদীর দাওয়ার পুরা টাকা হউক কি কম হউক, সেই টাকা আমানৎ করিবার তারিখ অবধি তাহার উপর কিছু সুদ ফরিয়াদীকে দেওয়া যাইবেক না ইতি।

(পাট্টা পাইবার মোকদ্দমার বিচার কালে সেই পাট্টার মিয়াদের বিষয়ে উভয় পক্ষের ঐক্য না হইলে কালেক্টর সাহেবের মিয়াদ ধার্য্য করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।)

৭৬ ধারা। যাহার দখল করিবার স্বত্ব আছে এমত কোন রাইয়ত পাট্টা পাইবার জন্যে মোকদ্দমা করিলে, যে মিয়াদ ধরিয়া পাট্টা দিতে হইবেক এই বিষয়ে যদি সে মোকদ্দমার বিচার কালে উভয় পক্ষের ঐক্য না হয়, তবে কালেক্টর সাহেব ভাব গতিক বুঝিয়া যে মিয়াদ ন্যায্য ও উচিত বোধ করে সেই মিয়াদ ধার্য্য করিবেন। পরন্তু কোন স্থলে দশবৎসরের অধিক মিয়াদ হইবেক না ও ইস্তমরারী বন্দোবস্তের মহাল না হইলে ঐ মহালের মালিক গবর্ণমেন্টের সঙ্গে যে মিয়াদে করার করিয়াছে তাহার অধিক মিয়াদ হইবেক না। আর জমীতে যাঁহার অল্পকাল মাত্র সম্পর্ক থাকে এমত ইজারদার কি অন্য লোক যদি আসামী হয়, তবে সেই সম্পর্ক যতকাল থাকিবেক তাহার অধিক মিয়াদের পাট্টা হইবেক না। দখল করিবার স্বত্ব যাহারদের না থাকে এমত কৃষাণের পাট্টার মিয়া

ভূমির জমা পাইবার যাহার অধিকার থাকে কেবল তাহার বিবেচনা মতে ধার্য্য হইবেক ইতি।

(খাজানা পাইবার নালিশে যদি তৃতীয় ব্যক্তি দাওয়াদার হইয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিবার কথা। ও বর্জ্জিত কথা।)

৭৭ ধারা। এই আইন মতে জমীদারের ও রাইয়তের কিম্বা পেটাও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমা হইলে, ঐ রাইয়ত কি পেটাও প্রজা যে জমীর চাষ কি ভোগ করে তাহার খাজানা পাইবার স্বত্ব লইয়া যদি বিবাদ হয়, ও তৃতীয় ব্যক্তি, কিম্বা সে যাহার দ্বারা দাওয়া করে এমত কোন লোক ঐ মোকদ্দমার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বাবধি মোকদ্দমার আরম্ভ হইবার সময় পর্য্যন্ত নিতান্ত ও প্রকৃত প্রস্তাবে সেই খাজানা পাইয়াছে ও ভোগ করিয়াছে বলিয়া, যদি সেই তৃতীয় ব্যক্তি কিম্বা তাহার পক্ষের কেহ ঐ স্বত্বের দাওয়া করে, তবে সেই অন্য ব্যক্তিকে ও মোকদ্দমার এক পক্ষ করা যাইবেক, ও সেই ব্যক্তি ঐ খাজানা নিতান্ত পাইয়াছে ও ভোগ করিয়াছে কি না এই কথার তদন্ত করা যাইবেক, ও সেই তদন্তের ফল অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক। পরন্তু কালেক্টর সাহেবের সেই নিষ্পত্তি হইলেও, সেই জমীর খাজানা পাইবার আইন সিদ্ধ অধিকার যে পক্ষের থাকে সেই পক্ষের দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিয়া আপনার অধিকার সাব্যস্ত করিবার স্বত্বের কিছু হানি হইবেক না। কেবল ঐ নিষ্পত্তির তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে তাহার সেই মোকদ্দমা করিতে হইবেক ইতি।

(বেদখল করিবার কিম্বা পাট্টা বাতিল করিবার মোকদ্দমার কথা।)

৭৮ ধারা। রাইয়ত বাকী খাজানা দেয়না বলিয়া যদি কোন ব্যক্তি সেই রাইয়তকে বেদখল করিতে কি তাহার পাট্টা বাতিল করিতে চাহে, তবে একি মোকদ্দমা করিয়া তাহাকে বেদখল করিবার কি পাট্টা বাতিল করিবার এবং বাকী খাজানা আদায়ের বাবৎ নালিশ করিতে পারিবেক, কিম্বা বেদখল করিবার কি পাট্টা বাতিল করিবার তদ্রূপ মোকদ্দমাতে ঐ বাকীর

প্রমাণ স্বরূপে বাকী খাজানার বাবৎজারী না হওয়া কোন ডিক্রী উপস্থিত করিতে পারিবেক। রাইয়তকে বেদখল করিবা কিম্বা পাট্টা বাতিল করিবার সকল মোকদ্দমার ডিক্রীতে, য বাকী হইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক। ও সে ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে যদি সেই টাকা, সু ও মোকদ্দমার খরচা সমেত, আদালতে দাখিল করা যায়, তবে ডিক্রীজারী স্থগিত হইবেক ইতি।

(হুকুম যে প্রকারে প্রকাশ হইবেক তাহার কথা।)

৭৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব খোলা কাছারীতে নিষ্পত্তি প্রকাশ করিবেন। ঐ নিষ্পত্তি কালেক্টর সাহেবের নিজ দেশের ভাষাতে লিখিতে হইবেক, ও সেই নিষ্পত্তির কারণও তাহাতে লেখা থাকিবেক, ও কালেক্টর সাহেব যে সময়ে নিষ্পত্তি প্রকাশ করেন সেই সময়ে তাহাতে তারিখ দিয়া দস্তখৎ করিবেন ইতি।

(ডিক্রীমতে যাহার প্রতি হুকুম হয় সে পাট্টা দিতে না চাহিলে কালেক্টর সাহেবের তাহা দিবার কথা।)

৮০ ধারা। যদি পাট্টা দিবার ডিক্রী হয়, তবে ডিক্রীমতে ঐ পাট্টা দিতে যাহার প্রতি হুকুম হয় সেই লোক সেই পাট্টা দিতে স্বীকার না করিলে কি বিলম্ব করিলে, কালেক্টর সাহেব ঐ ডিক্রীর মর্ম্মমতে আপনার দস্তখৎ ও মোহরক্রমে পাট্টা দিতে পারিবেন, আর ঐ লোক সেই পাট্টা দিলে তাহার যে বল ও ফল হইত, কালেক্টর সাহেবের পাট্টারও সেই রূপ বল ও ফল হইবেক ইতি।

(ডিক্রীমতে কোন লোকের কবুলিয়ৎ দিতে স্বীকার না করিবার কথা।)

৮১ ধারা। কবুলিয়ৎ দিবার ডিক্রী হইলে, ঐ ডিক্রীমতে ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিতে যাহার প্রতি হুকুম হয় সে যদি ঐ কবুলিয়ৎ দিতে স্বীকার না করে, তবে সেই লোকের স্থানে যত খাজানার দাওয়া হইতে পারে তাহার প্রমাণের ডিক্রী হইবেক,

ও সেই লোকের করা কবুলিয়তের যে রূপ বল ও ফল হইত, কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ ও মোহর যুক্ত ঐ ডিক্রীর নকলের ও সেই রূপ বল ও ফল হইবেক ইতি।

(রাইয়তকে বেদখল করিবার কি পুনরায় দখল দেওয়াইবার ডিক্রী যে রূপে জারী হইবেক তাহার কথা। ও ডিক্রীজারী করিবার বাধা করিলে তাহার দণ্ড।)

৮২ ধারা। কোন রাইয়ত যে ভুমি দখল করে তাহা হইতে তাহাকে বেদখল করিবার ডিক্রী হইলে, কিম্বা কোন রাইয়তকে যে জমী হইতে বেদখল করা গিয়াছে সে জমীতে পুনরায় তাহাকে দখল দেওয়াইবার ডিক্রী হইলে, ঐ ডিক্রীমতে যাহার ঐ জমীর ভোগ কি দখল পাইবার স্বত্ব থাকে তাহাকে ভোগ দখল দেওয়াইয়া ঐ ডিক্রীজারী হইবেক। ও যাহার বিপক্ষে ঐ হুকুম হয়, সে যদি ঐ জমীর ভোগ কি দখল দেওয়াইয়া ঐ হুকুমজারী হইবার বাধা করে, তবে কালেক্টর সাহেবের প্রার্থনা মতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই হুকুম প্রবল করিবেন ইতি।

(পাট্টা বাতিল করিবার কিম্বা ইজারদারকে কি দখীলকারকে বেদখল করিবার কি পুনরায় দখল দেওয়াইবার ডিক্রী যে রূপে জারী হইবেক তাহার কথা।)

৮৩ ধারা। যদি কোন পাট্টা বাতিল করিবার, কিম্বা ইজারদারকে কিম্বা নিতান্ত চাষী না হয় এমত অন্য ব্যক্তিকে বেদখল করিবার, অথবা কোন ইজারদারকে কি তদ্রূপ অন্য ব্যক্তিকে যে ইজারা কিম্বা জমী হইতে বেদখল করা গিয়াছে সেই ইজারায় কি জমীতে পুনরায় তাহাকে দখল দেওয়াইবার ডিক্রী হয়, তবে সেই ডিক্রীজারী করিবার নিয়ম এই। ঢেঁড়রা দিয়া, কিম্বা রীতিমতে অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে ঐ ডিক্রীর মর্ম্ম চাষিরদের কি অন্য দখীলকারেরদের নিকটে ঘোষণা করা যাইবেক, ও সেই ইজারাতে কি জমীতে কিম্বা তাহার লাগাও কোন প্রকাশ্য স্থানে তাহা লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

(ডিক্রীজারীর পরওয়ানা জারী না হইয়া ডিক্রীমতের খাতককে যে স্থলে আটক কি কয়েদ করা যাইতে পারে তাহার কথা।)

৮৪ ধারা। সেই ডিক্রী যদি বাকী খাজানার নিমিত্তে, কিম্বা টাকার কি কাগজপত্রের কি হিসাবের নিমিত্তে হয়, ও যদি আসামীকে জেলখানায় রাখা গিয়াছিল কিম্বা ৫১ ধারামতে যে জামিনী পত্র দেওয়া যায় তাহার নিয়মমতে যদি সে হাজির হয়, তবে আসামী খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে অগৌণে না দিলে কিম্বা অন্য প্রকারে ডিক্রীর মর্ম্ম মতে কর্ম্ম না করিলে, কালেক্টর সাহেব তাহাকে দেওয়ানীর জেলখানায় রাখা যাইবার কিম্বা কয়েদ হইবার হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

(যে জন জামীন হয় সে ডিক্রীমতের খাতককে হেফাজতে সমর্পণ না করিলে তাহার দায়ের কথা।)

৮৫ ধারা। ডিক্রীমতে যে জন খাতক হয় সে যদি হাজির জামিন দিয়া থাকে, ও হুকুম প্রকাশ হইবার কালে যদি হাজির না থাকে, ও তাহাকে হেফাজতে সমর্পণ করিবার হুকুম জামিনের নিকটে হইলেও যদি জামিন তাহা না করে, তবে খাতকের স্থানে যত টাকা পাওনা হয় তত টাকার ডিক্রী জামিনের বিপক্ষে হইলে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা যেমন বাহির হইতে পারিত তেমনি ঐ জামিনের নামে পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবেক। যদি কাগজপত্র কি হিসাব দিবার ডিক্রী হয় ও নিষ্পত্তি প্রকাশের সময়ে যদি আসামী হাজির না থাকে, ও তাহাকে আনিয়া হাজতে দিতে জামিনকে আজ্ঞা হইলে যদি সে তাহা না করে, তবে জামিনীপত্র যত টাকার জামিনে হইয়াছে, জামিনের তত টাকা দিবার ডিক্রী হইবার মতে তাহার নামে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবেক ইতি।

(ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইবার কথা।)

৮৬ ধারা। ডিক্রীজারীর পরওয়ানা হয় খাতকের উপর, না হয় তাহার সম্পত্তির উপর জারী হইতে পারিবেক, কিন্তু উভয়ের উপর একিকালে জারী হইবেক না। খাতকের কিম্বা

তাহার অস্থাবির সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারীর যে পরওয়ানা হয় তাহা এই আইনের তকসীলের E কিম্বা F চিহ্নের পাঠের লিখনমতে কিম্বা তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবেক ইতি।

(অস্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী হইবার দরখাস্ত।)

৮৭ ধারা। ডিক্রীজারী ক্রমে যে কিছু অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার হুকুম হয়, ডিক্রীমতের মহাজন যদি পারে তবে সেই সম্পত্তির এক ফর্দ্দ লিখিয়া দাখিল করিবেক. যদি না পারে তবে যত টাকারও খরচার ডিক্রী হইয়াছে খাতকের তাহার সমান মূল্যের দ্রব্য ক্রোক হইবার সাধারণ এক দরখাস্ত দিতে পারিবেক। ইহার মধ্যে যেরূপে করুক, কিন্তু পরওয়ানা জারী করিবার নিমিত্তে যে আমলার হাতে দেওয়া যায় তাহাকে মহাজন কিম্বা তাহার গোমস্তায় ক্রোক হইবার সম্পত্তি দেখাইয়া দিবেক ইতি।

(পরওয়ানা যত দিন প্রবল থাকিবেক তাহার কথা।)

৮৮ ধারা। কালেক্টর সাহেব যে তারিখে ডিক্রীজারীর পরওয়ানাতে দস্তখৎ করেন, ঐ পরওয়ানার সেই তারিখ হইবেক। আর সেই তারিখ অবধি গণিয়া ষাইট দিন পর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেব যতকাল আজ্ঞা করেন ততকাল ঐ পরওয়ানা প্রবল থাকিবেক ইতি।

(অন্য পরওয়ানা ক্রমশঃ জারী হইতে পারিবার কথা।)

৮৯ ধারা। কোন পরওয়ানা প্রবল থাকিবার যে মিয়াদ উপরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই মিয়াদ ফুরাইলে পর, ডিক্রীমতের মহাজন দরখাস্ত করিলে কালেক্টর সাহেবের হুকুমমতের সেই পরওয়ানা পুনরায় ও তাহার পর ক্রমশঃ পুনঃ২ জাহির হইতে পারিবেক ইতি।

(এক বৎসর গত হইলে পর এত্তেলা না দিলে পরওয়ানা বাহির না হইবার কথা।)

৯০ ধারা। ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি, কিম্বা ডিক্রীজারী হইবার দরখাস্ত শেষ যে তারিখে করা যায় সেই তারিখ

অবধি এক বৎসরের অধিক কাল অতীত হইলে পর, যদি ডিক্রী জারীর পরওয়ানা বাহির হইবার দরখাস্ত হয়, তবে যাহার উপর ডিক্রী জারী করিবার দরখাস্ত হয় তাহাকে প্রথমে সম্বাদ না দিলে ডিক্রী জারীর পরওয়ানা বাহির হইবেক না ইতি।

(মৃত লোকের উত্তরাধিকারিকে কি স্থলাভিষিক্তকে সম্বাদ না দিলে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা না হই বার কথা।)

৯১ ধারা। কোন পক্ষ মরিলে, তাহার উত্তরাধিকারিকে কিম্বা স্থলাভিষিক্ত অন্য লোককে হাজির হইবার ও আপত্তি জানাইবার এত্তেলা না দেওয়া গেলে, তাহার উপর ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইবেক না ইতি।

(ডিক্রীর তারিখ অবধি তিন বৎসরের পরে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির না হইবার কথা।]

৯২ ধারা। এই আইনমতে যে ডিক্রী হয় তাহার তারিখ অবধি তিন বৎসর গত হইলে পর, সেই ডিক্রীজারীর কোন প্রকারের পরওয়ানা বাহির হইবেক না। কিন্তু যদি পাঁচ শত টাকার অধিকের ডিক্রী হয়, তবে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করিবার মিয়াদের যে সাধারণ বিধি চলন আছে তদনুসারে ঐ ডিক্রীজারী করিবার মিয়াদের বিধি হইবেক ইতি।

[গ্রেপ্তারের পরওয়ানার ও কয়েদ হইবার মিয়াদের কথা ও হিসাব দাখিল না হইবার জন্যে গ্রেপ্তার হইলে তাহার কথা।]

৯৩ ধারা। ডিক্রীজারীমতে যদি কোন লোককে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা বাহির হয়, তবে পরওয়ানা জারী হইবার জন্যে যে আমলার হাতে দেওয়া যায় সে সুবিধা মতে ত্বরা করিয়া ঐ লোককে কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনিবেক সেই সময়েতে যদি সেই লোক ঐ পরওয়ানার লিখিত সমুদায় টাকা আদালতে দাখিল না করে, কিম্বা ডিক্রীমতের মহাজন যাহাতে সন্তুষ্ট হয় ঐ টাকা দিবার এমত বন্দোবস্ত যদি না করে, কিম্বা তখন তাহার ঐ কর্জ শোধ করিবার সম্মতি না

ইহা যদি কালেক্টর সাহেবের খাতিরজমামতে বুঝাইয়া না দেয়, তবে কালেক্টর সাহেব তাহাকে দেওয়ানী জেলখানায় পাঠাইয়েন, ও জেল দারোগার নামে যে পরওয়ানা লিখিয়া দেন সেই পরওয়ানাতে যত কাল নির্দ্দিষ্ট আছে ততকালপর্য্যন্ত সে কয়েদ থাকিবেক। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি সেই ডিক্রীমতে তাহার দেনা সমুদায় টাকা দেয় তবে মুক্ত হইবেক। পরন্তু এই আইনমতের ডিক্রীতে যদি খরচা ছাড়া পঞ্চাশটাকার অধিকের ডিক্রী না হয় তবে সেই ডিক্রীজারীমতে খাতক তিন মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না, কিম্বা পাঁচশত টাকার অধিকের না হইলে ছয় মাসের অধিককাল, কিম্বা অন্য কোনস্থলে দুই বৎসরের অধিককাল কয়েদ থাকিবেক না। পরওয়ানাক্রমে যাহাকে গ্রেপ্তার করা যায় তাহার বিরুদ্ধ ডিক্রী যদি কাগজ পত্র কি হিসাব দিবার নিমিত্তে হয়, ও তাহাকে যে সময়ে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে আনা যায় সেই সময়ে যদি সেই কাগজ পত্র কি হিসাব দাখিল না করে, তবে সেই লোক দেওয়ানী জেলখানায় ছয় মাসপর্য্যন্ত যতকাল কালেক্টর সাহেব হুকুম করেন ততকাল কয়েদ থাকিবেক, কিন্তু ইহার মধ্যে ডিক্রীর মতে কাগজপত্র কি হিসাব দাখিল করিলে মুক্ত হইবেক ইতি।

[একি ডিক্রীমতে কোন লোকের দ্বিতীয়বার কয়েদ না হইবার কথা।]

৯৪ ধারা। কোন ব্যক্তি একবার জেলখানা হইতে মুক্ত হইলে সে ঐ ডিক্রীমতে দ্বিতীয়বার কয়েদ হইবেক না। ডিক্রীমতে এক শত টাকার অধিক দেনা না হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ মুক্ত করা লোককে সেই ডিক্রীমতের অন্য তাবৎ দায় হইতে মুক্ত প্রকাশ করিবেন। কিন্তু যদি অধিক দেনা হয় তবে মুক্ত হইলে ও সেই ডিক্রীমতে ঐ মুক্ত করা লোকের যে দায় তাহা লোপ হইবেক না, কিম্বা সেই ডিক্রী জারীক্রমে তাহার কোন সম্পত্তির ক্রোক হইবার বাধা হইবেক না ইতি।

[পরওয়ানা বাহির হইবার কালে খোরাকী আমানৎ করিবার কথা।]

৯৫ ধারা। কোন লোক ৪৯ ধারামতে গ্রেপ্তারের পরওয়ানা কিম্বা কোন ব্যক্তির উপর ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইবার দরখাস্ত করিলে, কালেক্টর সাহেব দিন প্রতি দুই আনার অধিক না হয় এমত হিসাবে ত্রিশ দিনের এক মাসের যত খোরাকী হুকুম করেন, সেই লোক তত খোরাকী পরওয়ানা বাহির হইবার সময়ে আদালতে দাখিল করিবেক। কেবল যদি বিশেষ কারণে কালেক্টর সাহেব তাহার অধিক হিসাবে খোরাকী দিতে আজ্ঞা করেন তবে দিন প্রতি চারি আনার অধিক হইবেক না ইতি।

[কয়েদ থাকিবার সময়ে খোরাকী আগাম দিবার কথা।]

৯৬ ধারা। কয়েদ থাকিবার প্রতি মাসের আরম্ভের আগে খোরাকী সেই হিসাবে দিতে হইবেক। না দিলে কয়েদীকে মুক্ত করা যাইবেক ইতি।

[খোরাকী মোকদ্দমার খরচার মধ্যে ধরিবার কথা।]

৯৭ ধারা। কোন কয়েদীর আহারের নিমিত্তে যত খোরাকী খরচ হয়, তাহা মোকদ্দমার খরচার সঙ্গে ধরা যাইবেক, ও সেই খোরাকীর যত খরচা না হয় তাহা যে লোক আমানৎ করিয়াছিল তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

(সম্পত্তির ফর্দ্দ প্রস্তুত হইবার ও নীলামের ইস্তিহার প্রকাশ প্রভৃতির কথা।)

৯৮ ধারা। এই আইনমতে যে খাতকের উপর দায় থাকে তাহার অস্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারীর পরওয়ানা জারী করিতে হইলে, ডিক্রীমতের মহাজন যে সম্পত্তি দেখাইয়া দেয় তাহার এক ফর্দ্দ, ঐ পরওয়ানা জারী হইবার জন্য যাহাকে দেওয়া যায় সেই আমলা প্রস্তুত করিবেক, ও যে দিনে নীলাম হইবার মানস আছে সেই দিনের এক ইস্তিহার ও সেই ফর্দ্দের এক কেতা নকল নীলাম হইবার লক্ষিত স্থানে ও খাতকের বাসস্থানে প্রকাশ করিবেক। ঐ ইস্তিহারের ও ফর্দ্দের একং কেতা নকল কালেক্টর সাহেবের

নিকটে পাঠান যাইবেক ও তাঁহার কাছারী ঘরে লটকান হাইবেক ইতি।

(ডিক্রীজারীমতে যে অবস্থার সম্পত্তি লওয়া যায় তাহা রাখিবার ও নীলাম করিবার কথা)

৯৯ ধারা। ডিক্রীজারীমতে অস্থাবর কিছু সম্পত্তি যে দিনে লওয়া যায় তাহার পর দিন অবধি দশ দিন গত না হইলে তাহার নীলাম হইবেক না। সেই নীলাম যত দিন না হয় তত দিন ঐ দ্রব্য কোন উপযুক্ত স্থানে রাখিতে হইবেক, কিম্বা পরওয়ানা জারী করণীয়া আমলা যাহাকে মঞ্জুর করে এমত কোন উপযুক্ত লোকের জিম্মায় ঐ দ্রব্য থাকিতে পারিবেক। এই ধারামতের নীলামের উপর ১২৯ অবধি ১৩৩ পর্য্যন্ত সকল ধারার কথা যে পর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেই পর্য্যন্ত খাটিবেক ইতি।

(যে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহাতে যদি তৃতীয় পক্ষ সম্পর্কের দাওয়া করে তবে কালেক্টর সাহেবের নীলাম স্থগিত করিবার কথা।)

১০০ ধারা। নীলাম হইবার যে দিন নিরূপণ হইল সেই দিনের আগে, যদি অপর ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকটে আসিয়া, ডিক্রী জারীমতে যে অস্থাবর সম্পত্তি লওয়া গিয়াছে তাহার কোন সম্পত্তিতে স্বত্বের কি সম্পর্কের দাওয়া করে, তবে কালেক্টর সাহেব শপথ কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা ক্রমে কি প্রকারান্তরের সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার যে আইন তৎকালে চলন থাকে তদনুসারে, ঐ ব্যক্তির কি তাহার সাক্ষিরের জোবানবন্দী লইবেন, ও ঐ সম্পত্তির নীলাম স্থগিত করিবার উপযুক্ত কারণ বুঝিলে স্থগিত করিতে পারিবেন ইতি।

(সেই দাওয়া কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি করিবার কথা।)

১০১ ধারা। কালেক্টর সাহেব সেই দাওয়ার বিচার করিবেন, এবং দাওয়াদারের কিম্বা আসল মোকদ্দমার ফরিয়াদীর

ও আসামীর পক্ষে যে হুকুম করা উচিত বোধ করেন তাহা করিবেন। সেই প্রকারের দাওয়ার বিচার করিলে, এই আইনের লিখিত বিধি যে পর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেই পর্য্যন্ত সেই সেই বিধিমতে কালেক্টর সাহেব কার্য্য করিবেন ইতি।

(দাওয়াদার আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে না পারিলে ডিক্রী মতের মহাজনের ক্ষতি পূরণ করিবার কথা।)

১০২ ধারা। ডিক্রী জারীমতে যে সম্পত্তি লওয়া গিয়াছে তাহার উপর যদি সেই দাওয়াদার আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে না পারে, তবে সেই সম্পত্তির নীলামের বিলম্ব হওয়াতে ডিক্রী মতের মহাজনের সুদের যে কিছু ক্ষতি কি অন্য যে কিছু হানি হইয়া থাকে, তাহার পরিশোধে কালেক্টর সাহেব যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা ডিক্রীমতের মহাজন খরচার এক অংশ বলিয়া ঐ দাওয়াদারের স্থানে পাইবেক; কালেক্টর সাহেব সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কালে এমত হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

(পূর্ব্বের দুই ধারামতে কালেক্টর সাহেবের যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল না হইবার কথা। ও বর্জ্জিত কথা।)

১০৩ ধারা। ইহার পূর্ব্বের দুই ধারা মতে কালেক্টর সাহেব যে হুকুম করেন তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না। কিন্তু যাহার বিপক্ষে সেই হুকুম হয় সেই জন আপনার স্বত্ব সাবুদ করিবার জন্যে ঐ হুকুমের তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিতে পারিবেক। যদি সম্পত্তি নীলাম করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের হুকুম হয়, তবে সম্পত্তির উদ্ধার করিবার জন্যে মোকদ্দমা হইবেক না, কিন্তু ডিক্রী মতের যে মহাজন ঐ সম্পত্তি নীলাম করাইয়াছিল তাহার নামে ক্ষতি পূরণের মোকদ্দমা করিতে হইবেক ইতি।

নীলামের ইশ্‌তিহার কি নীলাম করিবার কার্য্যেতে দাঁড়ার ব্যতিক্রম হইলেও নীলাম অসিদ্ধ না হইবার কথা। ও বর্জ্জিত বিধি।

১০৪ ধারা। ডিক্রী জারীমতে অস্থাবর সম্পত্তির নীলামের ইশ্‌তিহার দিবার কিম্বা নীলাম করিবার কার্য্যেতে দাঁড়ার ব্যতিক্রমে হইলেও ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু সেই প্রকারের ব্যতিক্রম হওয়াতে যাহার কিছু ক্ষতি হয়, তাহার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া ঐ ক্ষতির শোধ পাইবার বাধা এই বিধিতে হইবেক না, কেবল নীলামের তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ নালিশ করিতে হইবেক ইতি।

(যে জমী হস্তান্তর করা যাইতে পারে তাহার বাকী খাজানার বাবৎ ডিক্রীজারীক্রমে নীলামের কথা।)

১০৫ ধারা। স্বত্বের দলীলক্রমে কিম্বা দেশাচার মতে যে পেটাও তালুক বিক্রয় হইয়া হস্তান্তর করা যাইতে পারে, এমত তালুকের বাকী খাজানার নিমিত্তে যদি ডিক্রী হয়, তবে ডিক্রী মতের মহাজন ঐ তালুকের নীলাম হইবার দরখাস্ত করিতে পারিবেক, তাহা করিলে পেটাও তালুকের বাকী খাজানা আদায় করিবার জন্যে ঐ তালুকের নীলামের যে বিধি তৎকালের চলিত কোন আইনে আছে সেই বিধিমতে ঐ তালুক ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম করা যাইতে পারিবেক। কিন্তু যদি পূর্ব্বে ঐ ডিক্রী মতের খাতকের কিম্বা তাহার অস্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইয়া থাকে তবে সেই পরওয়ানা যতকাল বজায় থাকে ততকাল সেই প্রকারের কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক না। পেটাও তালুকের নীলাম হইলে পর যদি ডিক্রীর কিছু টাকা পাওনা থাকে, তবে খাতকের স্থাবর কি অস্থাবর অন্য কোন সম্পত্তির উপর পরওয়ানা জারী হইবার দরখাস্ত হইতে পারিবেক, ও সেই প্রকারের স্থাবর কোন সম্পত্তি এই আইনের ১১০ ধারার লিখিত বিধি মতে নীলাম হইতে পারিবেক ইতি।

(অপর ব্যক্তি যদি সেই পেটাও তালুকের মালিক ও আইনমতের দখলীকার বলিয়া দাওয়া করে তবে কালেক্টর সাহেবের নীলাম স্থগিত করিয়া দাওয়ার তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।)

১০৬ ধারা। উক্ত প্রকারের পেটাও তালুকের বাকী খাজানার জন্যে যে ডিক্রী হয়, সে ডিক্রী জারীক্রমে সেই পেটাও তালুকের নীলাম হইবার নিরূপিত দিনের আগে, যদি অপর ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকটে গিয়া, যাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইয়াছিল সেই জন ঐ পেটাও তালুকের স্বামী নয় আপনি স্বামী আছি ও ডিক্রী যে সময়ে হইয়াছিল সেই সময়ে ঐ তালুক আপনার দখলে আইনমতে ছিল এই রূপ এজহার যদি করে তবে ১০০ ধারাতে তৃতীয় পক্ষের জোবানবন্দী লইবার যে বিধি আছে সেই বিধিমতে কালেক্টর সাহেব ঐ পক্ষের জোবানবন্দী লইবেন, ও যদি উপযুক্ত কারণ জানেন ও সেই পক্ষ যদি ডিক্রীর টাকা আদালতে আমানৎ করে কিম্বা তাহার উপযুক্ত জামিন দেয়, তবে কালেক্টর সাহেব নীলাম স্থগিত করিয়া ঐ দাওয়ার তদন্ত ও বিচার করিবেন। কিন্তু এই আইনের কিম্বা তৎকালের চলিত অন্য কোন আইনের বিধানমতে পেটাও তালুকের যে হস্তান্তর হইবার কথা জমীদারের কি উপরিস্থ তালুকদারের সিরিশ্তায় রেজিষ্টরী হইবার আজ্ঞা হয় তাহা সেই প্রকারে রেজিষ্টরী না হইলে, কিম্বা রেজিষ্টরী না হইবার উপযুক্ত কারণ কালেক্টর সাহেবের খাতিরজমা মতে না জানান গেলে, ঐ হস্তান্তর কার্য্য মঞ্জুর হইবেক না ইতি।

(সেই প্রকারের দাওয়ার নিষ্পত্তি যে রূপে হইবেক তাহার কথা।)

১০৭ ধারা। ঐ দাওয়ার বিচার করিতে গেলে এই আইনের লিখিত বিধি যে পর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেই পর্য্যন্ত সেই বিধিমতে কালেক্টর সাহেব কার্য্য করিবেন। আর সেই দাওয়ার উপর কালেক্টর সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না। কিন্তু যাহার বিপক্ষে নিষ্পত্তি হইয়াছে সেই জন ঐ নিষ্পত্তির তারিখের পর এক বৎসরের

মধ্যে কোন সময়ে আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।

(অবিভক্ত মহালের কি তালুকের অংশীদারদের পক্ষে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী হইবার কথা।)

১০৮ ধারা। এজমালী অবিভক্ত মহালের কি মফঃসলী তালুকের কি সেই প্রকারের অন্য জমীর অন্তর্গত কোন পেটাও তালুকের খাজানার হিস্যা বলিয়া, ঐ মহালের কি তালুকের কি জমীর কোন বখরাদারের যে টাকা পাওনা হয়, তাহার নিমিত্তে যদি তাহার পক্ষে ডিক্রী হয়, তবে মোকদ্দমা যে জিলার মধ্যে উপস্থিত করা গিয়াছিল সেই জিলাতে ডিক্রী মতের খাতকের কোন অস্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারীর পরওয়ানা প্রথমে বাহির না হইলে, ও তদ্রূপ সম্পত্তি থাকিলে তাহার নীলাম হইয়া তাহাতে ঐ ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিতে কুলাইল না ইহার প্রমাণ না হইলে, ঐ পেটাও তালুক নীলাম করিবার দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক না। তাহা হইয়া যদি গ্রাহ্য হয়, তবে সেই পেটাও তালুক ১০৫ ধারার লিখিত প্রকারের তালুক হইলে, ইহার পরের লিখিত দুই ধারার বিধান মতে টাকার বাবৎ ডিক্রীজারী করিয়া অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির যেমন নীলাম হইতে পারে, তেমনি সেই পেটাও তালুক ও ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইতে পারিবেক ইতি।

(টাকার ডিক্রী হইলে, যদি খাতকের অস্থাবর সম্পত্তির নীলাম করিয়া ডিক্রীর টাকা শোধ হইতে না পারে, তবে তাহার স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী হইতে পারিবেক।)

১০৯ ধারা। যে পেটাও তালুকের নীলাম হইতে পারে তাহার বাকী খাজানা বলিয়া যে টাকা পাওনা হয় সেই প্রকারের টাকা না হইয়া, এই আইনমতে অন্য টাকা দিবার কোন ডিক্রীজারী হইলে, খাতকের উপর, কিম্বা মোকদ্দমা যে জিলাতে উপস্থিত করা গিয়াছিল সেই জিলার মধ্যে তাহার যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার উপর, ডিক্রীজারী হইয়া যদি ডিক্রীর সমুদয় টাকা শোধ হইতে না পারে, তবে সেই খাত-

কের কোন স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী হয়, ডিক্রীমতের মহাজন এমত দরখাস্ত করিতে পারিবেক ইতি।

(সেই স্থাবর সম্পত্তি যদি ঘর কি অন্য ইমারৎ হয়, কিম্বা যাহা নীলাম হইতে পারে এমত পেটাও তালুক হয়, কিম্বা যদি মহাল কি মহালের এক অংশ হয়, তবে পরওয়ানা যে রূপে জারী হইবেক তাহার কথা।)

১১০ ধারা। স্থাবর যে সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনা হয় সেই সম্পত্তি যদি ঘর, কি অন্য ইমারৎ হয়, তবে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিবার পরওয়ানা যে প্রকারে বাহির হয় সেই প্রকারে পরওয়ানা বাহির হইবেক, ও সেই পরওয়ানা জারীর উপর ৯৮ ও ৯৯ ধারার বিধান খাটিবেক। যাহার নীলাম হইতে পারে এমত পেটাও তালুক যদি হয়, তবে সেই তালুকের বাকী খাজানা ভিন্ন অন্য দাওয়ার নিমিত্তে ঐ পেটাও তালুকের নীলামের উপর তৎকালের চলিত আইনের যে বিধান খাটে, সেই বিধান মতে ঐ তালুকের নীলাম হইবেক। সেই সম্পত্তি যদি মহাল হয় কি মহালের এক অংশ হয়, তবে ভুমীর বাকী মালগুজারীর ন্যায় যে দাওয়া আদায় হইতে পারে, তাহা আদায়ের জন্যে সেই প্রকারের মহাল নীলাম করিবার যে বিধি চলন থাকে সেই বিধিমতে ঐ সম্পত্তির নীলাম হইবেক ইতি।

(স্থাবর কোন সম্পত্তির নীলাম হইবার আগে আপত্তি করা গেলে তাহার ফলের কথা।)

১১১ ধারা। উক্ত প্রকারের কোন স্থাবর সম্পত্তির নীলাম হইবার যে দিন নিরূপণ হয় তাহার আগে, যদি ঐ নীলাম হইবার এই আপত্তি করা যায় যে, ঐ সম্পত্তি ডিক্রী মতের খাতক নহে, অতএব তাহার বিপক্ষে ডিক্রীজারী মতে নীলাম হইবার যোগ্য নয়, তবে কালেক্টর সাহেব তৃতীয় পক্ষের জোবানবন্দী লইবার যে বিধি ১০০ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই বিধিমতে ঐ আপত্তিকারকের জোবানবন্দী লইবেন, ও

নীলাম স্থগিত করিবার উপযুক্ত কারণ আছে ইহা সুবোধমতে জানিলে সেই নীলাম স্থগিত করিবেন, ও ১০৭ ধারাতে যেমত করিবার বিধি আছে সেই প্রকারে, ও যাহার বিপক্ষে ডিক্রী হয় তাহার মোকদ্দমা করিবার যে স্বত্ব ঐ ধারাতে লেখা আছে সেই স্বত্ব বহাল রাখিয়া, ঐ আপত্তির তদন্ত লইয়া তাহার নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

(খাজানার নিমিত্তে জমীর ফসলাদি বন্ধক থাকিবার কথা ও ক্রোক করণ দ্বারা বাকী খাজানা আদায় করিবার বিধি ও চাষিরা জামিন দিলে তাহারদের ফসলাদি ক্রোক হইতে না পারিবার কথা।)

১১২ ধারা। জমীর যে খাজানা দিতে হয় তাহার জন্যে ঐ জমীর ফসলাদি বন্ধক স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবেক। ও এই আইনের ২০ ধারা মতের নির্দ্দিষ্ট বাকী খাজানা জমীর কোন চাষির স্থানে পাওনা থাকিলে, জমীদার কি লাখেরাজদার কি ইজারদার কি মফঃসলী তালুকদার কি দরইজারদার, কিম্বা ঐ চাষির স্থানে অন্য যে ব্যক্তির খাজানা পাইবার স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি, ইহার পূর্ব্বের বিধান মতে সেই বাকীর নিমিত্তে মোকদ্দমা না করিয়া, যে জমীর খাজানা বাকী থাকে তাহার ফসলাদি নীচের লিখিত বিধানমতে ক্রোক ও নীলাম করিয়া খাজানা আদায় করিতে পারিবেক। পরন্তু যদি চাষী খাজানা দিবার জামীন দিয়া থাকে, তবে যে জমীর খাজানার নিমিত্তে জামীন দিয়াছে তাহার ফসলাদি ক্রোক হইতে পারিবেক না। আরো এজমালী যে মহাল কি মফঃসলী তালুক কি অন্য যে জমীর অংশিরদের মধ্যে বিভাগ না হইয়াছে, সেই সমুদয় মহালের কি তালুকের কি জমীর সকল অংশিরদের তরফে যে সরবরাহকার খাজানা উসুল করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়, তাহার দ্বারা না হইলে ঐ অংশিরদের ক্রোক করিবার ঐ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে হইবেক না। আরো উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপটেনেন্ট গবরনর সাহেবের শাসিত জিলার শামিল যে যে পটিদারী মহাল আছে তাহার মধ্যে কেবল নম্বরদারের দ্বারা ক্রোক হইতে পারিবেক ইতি।

(কোন কোন স্থলে ক্রোক হইতে না পারিবার কথা।)

১১৩ ধারা। এক বৎসরের অধিককালের বাকীর নিমিত্তে ক্রোক হইতে পারিবেক না। ও চাষী যদি খাজানার অধিক কিছু টাকা দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া না দিয়াছে, তবে সেই জমীর পূর্ব্ব বৎসরের খাজানা যত হয় তাহার অধিক কিছু টাকা আদায়ের জন্যে ক্রোক হইতে পারিবেক না ইতি।

(কোর্ট ওয়ার্ডস প্রভৃতির অধীন সরবরাহকারেরদের ক্রোক করিবার শক্তিক্রমে কার্য্য করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।)

১১৪ ধারা। জমীদারদিগকে ও জমীর চাষিরদের স্থানে খাজানা পাইবার স্বত্ব যাহারদের থাকে তাহারদিগকে ১১২ ধারামতে ক্রোক করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া গেল, সেই ক্ষমতামতে কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন সরবরাহকারেরা ও খাসতহসীলের মহলের সরবরাহকারেরা ও তহসীলদারেরা ও ভূমি সম্পত্তি আইনমতে যাহারদের জিম্মায় থাকে এমত অন্য ব্যক্তিরা কার্য্য করিতে পারিবেক। আর সেই প্রকারের কোন ব্যক্তিরা যে নায়েবদিগকে কি গোমাস্তাদিগকে কি অন্য কর্ম্মকারকদিগকে খাজানা উসুল করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহারদিগকে যদি মোক্তারনামা দিয়া সেই কর্ম্মের জন্যে বিশেষমতে ক্ষমতা দেয়, তবে সেই নায়েব প্রভৃতি ও ক্রোক করিবার ঐ শক্তি মতে কার্য্য করিতে পারিবেক। পরন্তু যদি সেই নায়েব কি গোমাস্তা কি অন্য কর্ম্মকারক সেই শক্তিক্রমে কার্য্য করিবার ছলে কোন বেআইনী কর্ম্ম করে, তবে সেই কর্ম্মেতে যে কিছু ক্ষতি হয় তাহার নিমিত্তে ঐ কর্ম্মকারক যেমন দায়ী হইবেক তাহার মুনিবও তেমনি দায়ী হইবেক ইতি।

(যে শস্যাদি ক্ষেত্রে থাকে ও যাহা কাটিয়া মরাইতে রাখা যায় নাই তাহার ক্রোক হইতে পারিবার কথা।)

১১৫ ধারা। এই আইনের বিধান মতে যাহারদিগকে

ক্রোক করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল, তাহারা ক্ষেত্রের যে ফসল ও ভুমির উৎপন্ন অন্য যে ফলাদি কাটিয়া কি তুলিয়া লওয়া যায় নাই তাহা, ও যে ফসল কি অন্য ফলাদি কাটিয়া কি তুলিয়া মাঠের কি ভিটার কোন খামারে কি শস্য ঝাড়িবার অন্য স্থান প্রভৃতিতে থোয়া যায় তাহা, ক্রোক করিতে পারিবেক। কিন্তু যে জমীর খাজানা বাকী পড়িয়াছে তাহার, কিম্বা সেই জমী যে পাট্টামতে ভোগ হইতেছে সেই একি পাট্টার ভোগ করা অন্য জমীর ফসল কি উৎপন্ন ফলাদি ছাড়া অন্য কোন ফসল কি ফলাদি এই আইন মতে ক্রোক হইতে পারিবেক না, ও কৃষাণের শস্য কি অন্য ফলাদি গোলাজাত হইলে পর তাহা, কিম্বা তাহার অন্য কোন সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারিবেক না ইতি।

(ক্রোক করিবার সময়ে কি তাহার আগে দাওয়ার এস্তেলা প্রভৃতি বাকীদারের উপর জারী হইবার কথা)

১১৬ ধারা। যে জন ক্রোক করিবেক সেই জন এই আইনমতে ক্রোক করিবার সময়ে কি তাহার আগে বাকীদারের উপর বাকী টাকার দাওয়ার এস্তেলানামা জারী করাইবেক, ও যে কারণে ঐ দাওয়া হইতেছে তাহার এক হিসাব ঐ দাওয়ার এস্তেলার সঙ্গে দিবেক। যদি হইতে পারে, তবে সেই এস্তেলানামা ও হিসাব বাকীদারের হাতে দেওয়া যাইবেক। কিম্বা সে যদি পলায় কি গোপনে থাকে তাহাতে ঐ এস্তেলা তাহাকে দেওয়া যাইতে না পারে, তবে তাহার নিয়ত বাসস্থানে লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

(ঐ বাকী টাকা সেই সময়ে না দেওয়া গেলে, কি দিবার প্রস্তাব না হইলে বাকীর সমান মুল্যের দ্রব্য ক্রোক হইবার কথা ও যে দ্রব্য ক্রোক হইবেক তাহার এক ফর্দ্দ স্বামিকে দিবার কথা।)

১১৭ ধারা। যত টাকার দাওয়া হয় তাহা অব্যাজে না দেওয়া গেলে কিম্বা দিবার প্রস্তাব না হইলে, যে জন [illegible] করে সে ক্রোক করণের খরচা সমেত ঐ বাকী টাকার সমান

মূল্যের পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দ্রব্য ক্রোক করিতে পারিবেক। ও সেই দ্রব্যের ফর্দ্দ কি বেওরা পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার এক কেতা নকল ঐ দ্রব্যের স্বামিকে দিবেক, কিম্বা সে না থাকিলে তাহার নিরত বাসস্থানে লটকাইয়া দিবেক ইতি।

(ক্ষেত্রের শস্যাদি ক্রোক হইলে কৃষাণের দ্বারা কাটিবার ও মরাইতে রাখিবার কথা কিম্বা সে না করিলে ক্রোক করণীয়ার তাহা করিবার কথা।)

১১৮ ধারা। ক্ষেত্রের ফসল ও ভুমির উৎপন্ন অন্য ফলাদি কাটিবার কি তুলিবার পূর্ব্বে ক্রোক হইলেও, কৃষাণ তাহা কাটিয়া কি তুলিয়া যে মরাইতে কি অন্যস্থানে রাখিয়া থাকে সেই স্থানে তাহা জমা করিয়া রাখিতে পারিবেক। ইহাতে যদি কৃষাণের ত্রুটি হয়, তবে ক্রোককরণীয়া সেই ফসল কি ফসলাদি অন্য লোকেদের দ্বারা কাটিয়া কি তুলিয়া লইবেক, ও তাহা পূর্ব্বোক্ত মরাইতে কি অন্য স্থানে কিম্বা তাহার নিকট উপযুক্ত কোন স্থানে জমা করিয়া রাখিবেক। ইহার মধ্যে যাহা করুক, ঐ ক্রোককরণীয়া ঐ ক্রোক করা দ্রব্যের চৌকী রাখিবার জন্যে কোন লোককে নিযুক্ত করিয়া তাহার জিম্মায় রাখিবেক। যে ফসল কি ফলাদি মরাই প্রভৃতিতে জমা করিয়া রাখা যাইতে না পারে, তাহা কাটিবার কি তুলিবার আগে ইহার পরের নির্দ্দিষ্ট বিধান মতে নীলাম হইতে পারিবেক। কিন্তু এমন স্থলে, ঐ ফসল কি ফলাদি কি তাহার কোন অংশ কাটিবার কি তুলিবার জন্যে তৈয়ার হইবার আগে অতি কম কুড়িদিন থাকিতে তাহা ক্রোক করিতে হইবেক ইতি।

(কোন বাধা হইলে কি হইবার সম্ভাবনা হইলে কালেক্টর সাহেবের নিকটে ক্রোককরণীয়ার সাহায্য প্রার্থন করিবার কথা।)

১১৯ ধারা। যে জন ক্রোক করে তাহার যদি কিছু বাধা করা যায়, কিম্বা বাধা হইবার কিছু সম্ভাবনা হয়, ও সে যদি সরকারী কোন আমলার সাহায্য চাহে, তবে সে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারিবেক। ও কলেক্টর সাহেব আবশ্যক জ্ঞান করিলে ঐ ক্রোক করিবার কার্য্যেতে

ক্রোককরণীয়ার সাহায্য করিবার জন্যে এক জন আমলাকে পাঠাইতে পারিবেন ইতি।

(যাহাদের ক্রোক করিবার ক্ষমতা থাকে তাহারা আপনারদের চাকরদিগকে ক্রোক করিবার ক্ষমতা লিখিয়া দিতে পারিবেক।)

১২০ ধারা। ১১২ ধারা কিম্বা ১১৪ ধারা মতে শস্যাদি ক্রোক করিবার ক্ষমতা যাহার থাকে, এমত কোন ব্যক্তি যদি ক্রোক করিবার কার্য্যেতে কোন চাকরকে কি অন্য লোককে নিযুক্ত করে, তবে সে লেখা পড়া করিয়া তাহা করিবার ক্ষমতা সেই চাকরকে কি অন্য লোককে দিবেক। তাহা শাদা কাগজে লিখিয়া দিতে পারিবেক। কিন্তু যে জন ক্ষমতা দেয় তাহার নামে ক্রোক করা যাইবেক ও দায় তাহার শিরে পড়িবেক ইতি।

(বাকীদার যদি নীলামের দিনের আগে ক্রোক করিবার খরচা সমেত ঐ বাকী দিতে চাহে তবে ক্রোক উঠাইয়া লওয়া যাইবেক।)

১২১ ধারা। ঐ শস্যাদি ক্রোক হইলে পর কিন্তু তাহা নীলাম করিবার যে বিধান ইহার পরে করা যাইতেছে সেই বিধানমতে নীলামের নিরূপিত দিনের আগে, যদি ঐ শস্যাদির স্বামী ক্রোক করিবার খরচা ও যত বাকীর দাওয়া হইয়াছে তাহা দিতে প্রস্তাব করে তবে ঐ ক্রোককরণীয়া তাহা লইয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোক উঠাইয়া দিবেক ইতি।

(নীলাম করিবার দরখাস্তের কথা।)

১২২ ধারা। ক্রোক করা কোন ফসল কি ফলাদি মরাইতে রাখিবার সময় অবধি পাঁচ দিনের মধ্যে, কিম্বা যদি সেই ফসল কি ফলাদির ভাব বুঝিয়া তাহা মরাইতে রখা যাইতে না পারে, তবে ক্রোক করিবার সময়াবধি পাঁচ দিনের মধ্যে, যে জন ক্রোক করে সেই জন ঐ শস্যাদির নীলাম করিবার জন্যে দেওয়ানী আদালতের আমীনের নিকটে দরখাস্ত করিবেক, কিম্বা ক্রোক করা দ্রব্য যে এলাকার মধ্যে থাকে সেই

এলাকায় দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তির নীলাম করিবার ক্ষমতা অন্য যে আমলার থাকে তাহার নিকটে, কিম্বা স্থান বিশেষের গবর্ণমেন্ট সরকারী অন্য যে কার্য্যকারককে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন তাহার নিকটে দরখাস্ত করিবেক ইতি।

(দরখাস্ত যে দাঁড়ামতে লিখিতে হইবেক তাহার কথা। ও বাকীদারের উপর এত্তেলা জারী করিবার খরচ ক্রোককরণীয়ার আমানৎ করিবার কথা।)

১২৩ ধারা। ঐ দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইবেক, ও ক্রোক করা দ্রব্যের তালিকা কি বেওরা, ও বাকীদারের নাম ও বাসস্থান ও যত টাকা বাকী থাকে ও যে তারিখে ক্রোক করা যায়, ও ক্রোক করা দ্রব্য যে স্থানে আমানৎ হইয়াছে এই সকল কথা ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবেক। ইহার পরের বিধানমতে বাকীদারের উপর যে এত্তেলা জারী করিতে হইবেক তাহার জন্যে যত খরচ আবশ্যক হয় তাহা ঐ ক্রোককরণীয়া ঐ দরখাস্তের সঙ্গে দেওয়ানী আদালতের আমীনকে কিম্বা অন্য আমলাকে দিবেক ইতি।

(দরখাস্ত পাইলে দেওয়ানী আদালতের আমীন প্রভৃতির যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।)

১২৪ ধারা। দেওয়ানী আদালতের আমীন কিম্বা অন্য আমলা ঐ দরখাস্ত পাইলেই, তাহার এক কেতা নকল কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক, ও যাহার দ্রব্য ক্রোক হইয়াছে তাহার উপর এই আইনের তফসীলের G চিহ্নিত পাঠের কি তাহার মর্ম্মের লিখনমতে এত্তেলানামা জারী করিয়া এই হুকুম করিবেক যে, হয় সেই দাওয়ার টাকা দেয়, না হয় ঐ এত্তেলা পাইবার তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে সেই দাওয়ার আপত্তি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আরো সেই দরখাস্তের তারিখ অবধি কুড়ি দিনের কম না হয় ঐ ক্রোক করা দ্রব্যের নীলাম হইবার এমত দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনের ইস্তি-

...র কালেক্টরী কাছারীতে, ও উত্তর পশ্চিম দেশে হইলে তহসীলদারের কাছারীতে লট্কাইবার জন্যে সেই সময়েতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক। এত্তেলা জারী করিতে যে পেয়াদার হাতে দেওয়া যায় তাহার হাতে ঐ ইস্তিহারের এক কেতা নকল ও ক্রোক করা সম্পত্তি যে স্থানে আমানৎ আছে সেই স্থানে লট্কাইবার জন্যে, দিবেক। ঐ দ্রব্য যে প্রকারের হয় ও যে দাওয়ার জন্যে তাহার নীলাম হইবেক ও যে স্থানে নীলাম হইবেক এই সকল কথা ঐ ইস্তিহার নামাতে প্রকাশ থাকিবেক ইতি।

[মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে কালেক্টর সাহেব এই মর্ম্মের সার্টিফিকট পাইলে আমীনের নীলাম স্থগিত করিবার কথা।]

১২৫ ধারা। পূর্ব্বোক্ত এত্তেলামতে যদি কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তবে তাহার এক সার্টিফিকট কালেক্টর সাহেব দেওয়ানী আদালতের আমীনের কি অন্য আমলার নিকটে পাঠাইবেন কিম্বা যাহার দ্রব্য ক্রোক হইয়াছে তাহাকে ঐ সার্টিফিকট দিবার প্রার্থনা হইলে তাহাকে দিবেন। ও সেই সার্টিফিকট সেই আমীন কিম্বা অন্য কার্য্যকারক পাইলে, কিম্বা তাহাকে দেখান গেলে, ঐ আমীন প্রভৃতি ক্রোক করা দ্রব্যের নীলামের কার্য্য স্থগিত করিবেক ইতি।

[নীলামের এত্তেলা জারী হইবার আগে, ক্রোক করণীয়ার দাওয়ার আপত্তি করিবার মোকদ্দমার কথা।]

১২৬ ধারা। ইহার পূর্ব্বের বিধানমতে যাহার দ্রব্য ক্রোক হইয়াছে সেই জন আপনার দ্রব্য ক্রোক হইবার পরে ও নীলামের ইস্তিহার জারী হইবার আগে, ঐ ক্রোক করিবার দাওয়ার আপত্তি করিবার জন্যে অগোণে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক। সেই প্রকারের মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে কালেক্টর সাহেব ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখনমতে

কার্য্য করিবেন। তাহার পরে যদি ঐ দ্রব্যের নীলাম হইবার দরখাস্ত দেওয়ানী আদালতের আমীনের কি অন্য আমলার নিকটে করা যায়, তবে সে ঐ দরখাস্তের এক কেতা নকল কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক, ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যাবৎ না হয় তাবৎ ঐ নীলামের কার্য স্থগিত রাখি-বেক ইতি।

[ঐ ডিক্রীর টাকা ও সুদ খরচাসমেত দিবার জামিনী-পত্রে ঐ দ্রব্যের স্বামী দস্তখৎ করিয়াছে কালেক্টর সাহেবের এই মর্ম্মের সার্টিফিকট পাওয়া গেলে ক্রোক উঠাইয়া লইবার কথা।]

১২৭ ধারা। যাহার দ্রব্য ক্রোক করা গেল সেই জন পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে কিম্বা তাহার পর কোন সময়ে জামীন দিয়া এই মর্ম্মের করার লিখিয়া দিতে পারিবেক যে ডিক্রীমতে আমার যত টাকা দেনা হয় তাহাও সুদ ও মোকদ্দমার খরচা দিব। সেইরূপ জামিনী-পত্র লিখিয়া দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেব সেই মর্ম্মের এক সার্টিফিকট ঐ দ্রব্যের স্বামিকে দিবেন, কিম্বা যদি তাঁহার নিকটে প্রার্থনা হয় তবে ক্রোককারিকে তাহার এত্তেলা দেও-য়াইবেন। সেই প্রকারের সার্টিফিকট ঐ দ্রব্যের স্বামী ঐ ক্রোক কারিকে দেখাইলে, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের হুকুমমতে তা-হার উপর জারী হইলে, ঐ দ্রব্য অবিলম্বে সেই ক্রোক হইতে মুক্ত হইবেক ইতি।

(ইস্তিহার নামাতে নীলামের যে মিয়াদ নিরূপণ হইল তাহা ফুরাইয়া গেলে, যদি ক্রোককারির দাওয়ার উপর আপত্তি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার সার্টিফিকট না দেওয়া যায়, তবে নীলাম হইতে পারিবেক।)

১২৮ ধারা। নীলামের ইশ্তিহারেতে যে মিয়াদ ধরা যায় সেই মিয়াদ ফুরাইলে ও যদি ক্রোককারির দাওয়ার আপত্তি

করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার সর্টিফিকট ইহার পূর্ব্বের বিধানমতে দেওয়ানী আদালতের আমীনকে কিম্বা অন্য আমলাকে দেওয়া না যায়, তবে ক্রোক করিবার যে খরচা আমীন ধরিতে স্বীকার করে ঐ খরচা সমেত ঐ দাওয়ার সমুদয় টাকা না দেওয়া গেলে, ঐ আমীন কি অন্য আমলা নীচের লিখিতমতে সেই দ্রব্য কিম্বা তাহার যত আবশ্যক হয় তাহা নীলাম করিবেক ইতি।

(নীলাম হইবার স্থান ও নিয়মের কথা।)

১২৯ ধারা। ক্রোক করা দ্রব্য যে স্থানে আমানৎ থাকে সেই স্থানে নীলাম হইবেক। কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতের আমীন কিম্বা অন্য আমলা বোধ করে যে, অতি নিকটের কোন গঞ্জে কি বাজারে কি হাটে কি সাধারণ লোকেরদের গমনাগমনের অন্য স্থানে নীলাম হইলে অধিক মূল্য পাওয়া যাইবেক, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবেক। যে আমলা নীলাম করে সে যেমন উচিত বোধ করে তেমনি এক কি অধিক লাট করিয়া ঐ দ্রব্য নীলাম করিবেক। ও সেই দ্রব্যের কোন ভাগের নীলাম হইলে যদি ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমেত ঐ দাওয়ার টাকা শোধ হইতে পারে, তবে অবশিষ্ট দ্রব্যের উপর ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

(উপযুক্ত মূল্যের ডাক না হইলে নীলাম অন্য দিনে হইবার কথা ও তখন যে মূল্য হয় সেই মূল্যে বিক্রয় হইবার কথা।)

১৩০ ধারা। ঐ দ্রব্য নীলামে ধরা গেলে, যদি নীলামকরণীয় কার্য্যকারকের বিবেচনায় তাহার উপযুক্ত মূল্যের ডাক হইল না, ও সেই দ্রব্যের স্বামী, কিম্বা তাহার তরফে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন লোক যদি এই প্রার্থনা করে যে, তাহার পর দিন পর্য্যন্ত, কিম্বা যে স্থানে নীলাম হয় সেই স্থানে যদি হাট হইয়া থাকে তবে তাহার পর হাটের যে দিন হয় সেই দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত থাকে, তবে সেই দিন পর্য্যন্ত

নীলাম স্থগিত করা যাইবেক। সেই দিনে ঐ দ্রব্যের যে কোন মূল্যের ডাক হয় সেই মূল্যে বিক্রয় হইবেক ইতি।

(খরীদের টাকা দিবার কথা।)

১৩১ ধারা। এক এক লাট যে দরে বিক্রয় হয় তাহা নীলামের সময়ে নগদ দিতে হইবেক, কিম্বা তাহার পর ঐ নীলাম করণীয়া কার্য্যকারক যত শীঘ্র আবশ্যক জ্ঞান করে তত শীঘ্র দিতে হইবেক। সেই টাকা না দেওয়া গেলে ঐ দ্রব্য পুনরায় নীলামে হইয়া বিক্রয় হইবেক। খরীদের সমুদয় টাকা দেওয়া গেলে, নীলাম করণীয়া কার্য্যকারক ঐ খরিদারকে এক সর্টিফিকেট দিবেক, তাহাতে তাহার খরীদ করা দ্রব্যের বর্ণনা ও সেই দ্রব্যের যে মূল্য দিয়াছে তাহা লেখা থাকিবেক।

(নীলামের উৎপন্ন টাকার কথা।)

১৩২ ধারা। ক্রোক করা দ্রব্যের ঐ নীলামেতে যে টাকা পাওয়া যায়, তাহার টাকা প্রতি এক আনার হিসাবে নীলামের খরচা বলিয়া নীলাম করণীয়া আমলা লইয়া গবর্ণমেণ্টের নামে জমা হইবার জন্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক। পরে ক্রোক করিবার ও ১২৪ ধারামতে এত্তেলা ও নীলামের ইশতিহার জারী করিবার খরচের যে হিসাব ঐ ক্রোককারী দাখিল করে, তাহা বিবেচনা করিয়া তাহার মধ্যে যত দেওয়া উচিত বোধ করে, তত ঐ ক্রোককারিকে দিবেক। অবশিষ্ট টাকা লইয়া যে বাকীর নিমিত্তে ক্রোক করা যায় তাহাও নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত তাহার সুদ শোধ হইবেক। তাহার পর যদি কিছু থাকে তবে যাহার দ্রব্যের নীলাম হইয়াছে তাহাকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

(যে আমলারা নীলাম করে তাহারদের খরীদ করিতে নিষেধ।)

১৩৩ ধারা। এই আইনমতে যে আমলারা দ্রব্য নীলাম করে তাহারদিগকে ও তাহারদের হইতে নিযুক্ত কি তাহারদের অধীন সকল লোককে নিষেধ হইতেছে, যে তাহারা ঐ আমলারদের নীলাম করা কোন দ্রব্য নিজে কি অন্যের দ্বারা খরিদ না করে ইতি।

(বেঁদাড়া কোন কৰ্ম্ম হইলে তাহার রিপোর্ট কালেক্টর সাহেবের নিকটে হইবার কথা ও বাকীদার উপযুক্ত মতে এস্তেলা পায় নাই আমীন ইহা জানিলে নী-লাম না করিবার কথা।)

১৩৪ ধারা। দেওয়ানী আদালতের আমীনদিগকে ও পূ-র্ব্বোক্ত প্রকারের অন্য আমলারদিগকে এই আজ্ঞা হইতেছে, যে ক্রোককারি লোকেরা এই আইনের ফলে গুরুতর কোন বেদাঁ-ড়ার কার্য্য করিলে সেই কথা কালেক্টর সাহেবকে জানায়। আর ঐ দ্রব্য নীলাম করিতে উদ্যত হইলে যদি দেওয়ানী আদা-লতের আমীন কিম্বা অন্য আমলা জানিতে পায় যে ঐ দ্রব্যের স্বামী ঐ ক্রোকের ও প্রস্তাবিত নীলামের উপযুক্ত এস্তেলা পায় নাই, তবে সে নীলাম স্থগিত করিয়া সেই কথা কালেক্টর সাহেবের নিকটে রিপোর্ট করিবেক। তাহাতে কালেক্টর সাহেব ১২৪ ধারা মতে অন্য এস্তেলা ও নীলামের ইশ্‌তিহার জারী হইবার হুকুম করিবেন, কিম্বা অন্য যে হুকুম উচিত বোধ করেন তাহা করিবেন ইতি।

(আমীন নীলামের স্থানে গেলে পর যদি নীলাম না হয় তবে তাহার খরচ দিবার কথা।)

১৩৫। ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত কারণে, কিম্বা ক্রোক-কারির দাওয়ার টাকা আগে শোধ হইয়াছে কিন্তু ঐ ক্রোক-কারী ব্যক্তি সেই কথা দেওয়ানী আদালতের আমীনকে কি অন্য আমলাকে জানায় নাই এই কারণে, দেওয়ানী আদা-লতের আমীন কি অন্য আমলা নীলাম করিবার জন্যে কোন স্থানে গেলেও যদি নীলাম না হয়, তবে ক্রোক করা দ্রব্যের আন্দাজী মূল্য ধরিয়া তাহার উপর টাকা প্রতি এক আনার হিসাবে খরচ লওয়া যাইতে পারিবেক। নীলাম হইবার যে দিন নিরূপণ হইল সেই দিনেতে যদি ক্রোককারির দাওয়ার টাকা শোধ হয়, তবে ঐ দ্রব্যের স্বামির ঐ খরচ দিতে হইবেক। ... সেই খরচ পাওয়াইবার জন্যে ঐ দ্রব্যের যত আব-শ্যক হয় তত নীলাম করিয়া ঐ খরচ আদায় হইতে পারিবেক অন্য কোন গতিকে ক্রোককারি ব্যক্তির সেই খরচ দিতে হইবেক,

তাহা কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ করা পরওয়ানা ক্রমে ক্রোক করণীয়ার সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া আদায় হইতে পারিবেক। পরন্তু এই ধারামতে খরচ বলিয়া দশ টাকার অধিক আদায় হইতে পারিবেক না ইতি।

(দেওয়ানী আদালতের আমীন প্রভৃতির কার্য্য কালেক্টর সাহেবেরদের পুনর্ব্বিচার করিয়া হুকুম করিবার কথা।)

১৩৬ ধারা। এই আইনমতে দেওয়ানী আদালতের আমীনেরাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অন্য আমলারা যে সকল কার্য্য করে, তাহা কালেক্টর সাহেবেরা পুনর্ব্বিচার করিতে পারিবেন ও তাহার উপর হুকুম করিতে পারিবেন। ও দেওয়ানী আদালতের সেই আমীনেরাও অন্য আমলারা যে সকল কার্য্য করে তাহার যে রিপোর্ট ও কৈফিয়ৎ আবশ্যক বোধ হয়, তাহা কালেক্টর সাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের অনুমতি ক্রমে তাহারদিগকে নিরূপিত সময়ে২ দাখিল করিতে হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

(নীলাম হইবার দ্বিতীয় ইশ্‌তিহারের কথা।)

১৩৭ ধারা। যদি ক্রোককারি ব্যক্তির দাওয়ার আপত্তি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, ও জামিনী দিয়া ঐ দ্রব্য মুক্ত করা যায় নাই, তবে ঐ দাওয়ার টাকা কি তাহার কোন অংশ দেনা আছে এমত নিষ্পত্তি হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ দ্রব্য নীলাম করিবার হুকুম দেওয়ানী আদালতের আমীনের কি অন্য আমলার নামে জারী করিবেন। আর দেওয়ানী আদালতের আমীন কি অন্য আমলা ঐ হুকুম পাইলে পর পাঁচ দিনের মধ্যে যদি ঐ ক্রোককারি ব্যক্তি দরখাস্ত করে, তবে ঐ আমীন কি আমলা ১২৪ ধারার লিখন মতে দ্বিতীয়বার ইস্তিহার প্রকাশ করিয়া ক্রোক করা দ্রব্যের নীলাম হইবার আর এক দিন নিরূপণ করিবেক। কিন্তু ঐ দিন ইস্তিহারের তারিখ অবধি পাঁচ দিনের কম ও দশ দিনের অধিক হইবেক না। আর দেন বলিয়া যত টাকার ডিক্রী

হইয়াছে তাহা ক্রোক করিবার খরচা সমেত না দেওয়া গেলে, ঐ আমীন কি অন্য আমলা ইহার পূর্ব্বের লিখিত বিধিমতে ঐ দ্রব্য নীলাম করিবেক ইতি।

(ক্রোককারির দাওয়ার উপর আপত্তি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।)

১৩৮ ধারা। ক্রোককারি ব্যক্তির দাওয়ার উপর আপত্তি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, সেই ক্রোককারী এই আইনের পূর্ব্ব লিখিত বিধানমতে ঐ বাকীর বাবৎ মোকদ্দমা করিলে যেমন তাহার ঐ বাকীর প্রমাণ করিতে হইত, তেমনি প্রমাণ করিতে হইবেক। সেই দাওয়ার টাকা কি তাহার কোন অংশ দেনা আছে বটে ইহা যদি বিচারে দৃষ্ট হয়, তবে কালেক্টর সাহেব ক্রোককারির পক্ষে ঐ টাকার ডিক্রী করিবেন, ও ক্রোক যদি উঠাইয়া দেওয়া যায় নাই তবে ইহার পূর্ব্বের ধারাতে যেমন হুকুম হইয়াছে তেমনি দ্রব্য নীলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় হইতে পারিবেক। সেই নীলাম হইলেও যদি কিছু পাওনা থাকে, তবে বাকীদারের ও তাহার অন্য কোন দ্রব্যের উপর ডিক্রীজারী করিয়া ঐ টাকা আদায় হইবেক। যদি জামীন দিয়া সেই দ্রব্য মুক্ত করা গিয়া থাকে, তবে বাকীদারের ও জামীনের উপর ও তাহারদের দ্রব্যের উপর ডিক্রীজারী করিয়া ঐ বাকী আদায় হইবেক। পরন্তু ঐ ক্রোক করা অকারণে ও ক্লেশ দিবার জন্যে হইয়াছে ইহা যদি নিষ্পত্তি হয়, তবে কালেক্টর সাহেব ক্রোক করা দ্রব্য মুক্ত হইবার হুকুম করিবেন ও তদ্ভিন্ন মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া ফরিয়াদীর ক্ষতির পরিশোধে যত টাকা উচিত বোধ হয় ফরিয়াদীর তত টাকা পাইবার ডিক্রী করিতে পারিবেন ইতি।

(কোন লোকের খাজানা বাকী হইয়াছে বলিয়া তাহার জন্যে যদি অপর লোকের দ্রব্য ক্রোক হয়, তবে ক্রোককারি প্রভৃতির নামে ঐ লোকের মোকদ্দমা করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।)

১৩৯ ধারা। কোন লোকের স্থানে খাজানা পাওনা আছে

বলিয়া যে দ্রব্য ক্রোক করা যায়, তাহা যদি অপর ব্যক্তি আপনার বলিয়া দাওয়া করে, তবে সেই লোক, ঐ দ্রব্যের উপর কাহার স্বত্ব আছে ইহার বিচার হইবার জন্যে, ঐ ক্রোককারির ও ঐ অন্য লোকের নামে মোকদ্দমা করিতে পারিবেক। অর্থাৎ কোন লোকের স্থানে খাজানা পাওনা আছে বলিয়া তাহার দ্রব্য ক্রোক হইলে, সেই জন ঐ দাওয়ার আপত্তির মোকদ্দমা যে প্রকারে করিতে পারে, ও সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার মিয়াদের ও তৎপ্রযুক্ত নীলাম স্থগিত করিবার যে নিয়ম আছে, সেই প্রকারে ও সেই নিয়মমতে মোকদ্দমা করিতে পারিবেক। সেই প্রকারের কোন মোকদ্দমা যদি করা যায়, তবে দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যের জামীন দেওয়া গেলে সেই দ্রব্য মুক্ত করা যাইতে পারিবেক। যদি দাওয়া ডিসমিস হয়, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ ক্রোককারির উপকারের জন্যে দ্রব্য নীলাম করিতে, কিম্বা বিষয় বিশেষে তাহার মূল্য আদায় করিতে হুকুম করিবেন। যদি সেই দাওয়া মঞ্জুর হয়, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ ক্রোককরা দ্রব্য মুক্ত হইবার ডিক্রী করিবেন, ও ঐ দাওয়াদারের খরচা পাইবার, ও ভাবগতিক বুঝিয়া তাহার ক্ষতির পরিশোধে যত টাকা উপযুক্ত বোধ হয় তাহাও পাইবার হুকুম করিবেন। পরন্তু এই আইনমতে ভূমির যে ফসলাদি ক্রোক করিবার যোগ্য হয়, তাহা যদি ক্রোক হইবার সময়ে বাকীদার চাষির দখলে পাওয়া যায়, তবে ঐ ফসল আদির উপর যে দাওয়া হয় তাহা পূর্ব্বকার নীলামের কি বন্ধকের সম্পর্কে কি অন্য প্রকারেতে হইলেও, সেই দাওয়াতে ভূমির খাজানা পাইবার যাহার স্বত্ব থাকে তাহার অগ্রগণ্য দাওয়ার বাধা হইবেক না, ও কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে ক্রোক হয় তাহা সেই অগ্রগণ্য দাওয়ার বিপক্ষে বলবৎ হইবেক না ইতি।

(ক্রোককারি ব্যক্তির ক্রোক করিবার স্বত্বের বিবাদ হইলে, যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।)

১৪০ ধারা। বাকী খাজানার নিমিত্তে কিছু দ্রব্য ক্রোক হইলে, ও দাওয়ার উপর আপত্তি করিবার মোকদ্দমা করা জাইক

পর, ঐ ক্রোককারি ব্যক্তি ভিন্ন অপর লোক আপনি, ঐ ভূমির খাজানা নিতান্ত ও প্রকৃত প্রস্তাবে পাইতেছে ও ভোগ করিতেছে বলিয়া যদি সেই লোক কিম্বা তাহার পক্ষে কেহ ঐ বাকীর নিমিত্তে ক্রোক করিবার স্বত্বের দাওয়া করে, তবে সেই অপর লোককে মোকদ্দমার এক পক্ষ করা যাইবেক, ও মোকদ্দমার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বাবধি সেই আরম্ভের সময় পর্য্যন্ত সেই অন্য লোক ঐ খাজানা নিতান্ত পাইয়াছে ও ভোগ করিয়াছে কি না এই কথার তদন্ত করা যাইবেক, ও সেই তদন্তের ফল অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক। পরন্তু ঐ ভূমির খাজানা পাইবার স্বত্ব যাহার ন্যায্যমতে থাকে এমত কোন পক্ষের দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিয়া আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার যে ক্ষমতা আছে তাহা কালেক্টর সাহেবের ঐ নিষ্পত্তিতে খাট হইবেক না, কেবল নিষ্পত্তির তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক ইতি।

(কোন লোক আপনার দ্রব্য নীলাম হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে নালিশ করিতে না পারিলে তাহার ক্ষতি পূরণের বাবৎ নালিশ করিবার কথা।)

১৪১ ধারা। যদি দাওয়াকরা কোন টাকার নিমিত্তে কোন লোকের সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ টাকা ন্যায্যমতে দেনা নহে, কিম্বা যদি অন্য লোকের দেনা হয় কি দেনা আছে একত্র কথিত হয়, ও যাহার দ্রব্য ক্রোক হইয়াছে সেই লোক যদি উপযুক্ত কোন কারণে ১২৪ ও ১৩৯ ধারার লিখিত মিয়াদের মধ্যে ঐ দাওয়ার আপত্তি কিম্বা বিষয় বিশেষে ঐ দ্রব্যের স্বত্বের বিচার হইবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে নাই ও তাহাতে তাহার দ্রব্য নীলাম হইয়াছে, তবু সেই লোক আপনার দ্রব্য বেআইনীমতে ক্রোক ও নীলাম হইয়াছে বলিয়া ক্ষতি পূরণের জন্যে এই আইনমতে মোকদ্দমা করিতে পারিবেক ইতি।

(ক্রোককারির বেআইনী কোন কর্ম্মেতে যাহার ক্ষতি হয় তাহার নালিশ করিবার কথা।)

১৪২ ধারা। কোন দ্রব্য ক্রোক করিবার ক্ষমতা যাহার থাকে এমত লোক, কিম্বা তাহার লিখিয়া দেওয়া ক্ষমতাক্রমে যে জন সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয় এমত কোন লোক, খাজানা বাকী আছে বলিয়া তাহা আদায় করিবার জন্যে যদি এই আইনের বিধানমতে না করিয়া অন্য কোন প্রকারে কিছু দ্রব্য ক্রোক কি বিক্রয় করে কি করায়, কিম্বা যে জন করে সে ঐ ক্রোককরা দ্রব্য উচিতমতে রাখিবার ও রক্ষা করিবার উপযুক্ত উপায় না করাতে যদি ক্রোককরা কিছু দ্রব্য খোয়া যায় কি নষ্ট হয় কি তাহার নোকসান হয়, কিম্বা এই আইনের কোন বিধানমতে ক্রোক যে সময়ে উঠাইয়া দিতে হয় সেই সময়েতেই যদি উঠাইয়া দেওয়া না যায়, তবে তাহাতে দ্রব্যের স্বামির যে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকে সেই ক্ষতি পরিশোধের জন্যে সেই জন এই আইনমতে মোকদ্দমা করিতে পারিবেক ইতি।

(বেআইনীমতের ক্রোকের কথা।)

১৪৩ ধারা। এই আইনের ১১২ ও ১১৩ ধারাক্রমে দ্রব্য ক্রোক করিবার ক্ষমতা যাহার না থাকে এমত কোন লোক, কিম্বা যাহার ক্ষমতা আছে এমত লোকের স্থানে লিখিত শক্তি পাইয়া সেই কর্ম্মেতে নিযুক্ত না হইয়া কেহ, যদি এই আইনের ছলে কিছু দ্রব্য ক্রোক কি বিক্রয় করে কি করায়, তবে সেই ক্রোক কি বিক্রয় করাতে ঐ দ্রব্যের স্বামির যে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার পরিশোধ সেই লোকের স্থানে পাইবার জন্যে ঐ স্বামী এই আইনমতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক। সেই লোক অপরাধভাবে প্রবেশ করিবার দোষী জ্ঞান হইবেক ও খেসারতের যত টাকা দিবার হুকুম হয় তদ্ভিন্ন সেই অপরাধেও দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

(ক্ষতি পুরণের মোকদ্দমা করিবার মিয়াদের কথা।)

১৪৪ ধারা। পরন্তু ইহার পূর্ব্বের তিন ধারার কোন ধারামতে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহা নালিশের

হেতু হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক ইতি।

(ক্রোকের বাধা করিবার কথা।)

১৪৫ ধারা। এই আইনমতে দ্রব্যের যে ক্রোক উপযুক্তরূপে করা যায় তাহা করিবার বাধা যদি কেহ করে কিম্বা ক্রোককরা কোন দ্রব্য যদি কেহ জোর করিয়া কি চুরী করিয়া লইয়া যায়, তবে সেই বাধা হইবার কিম্বা সেই দ্রব্য লইয়া যাইবার তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে নালিশ হইলে, যাহার নামে নালিশ হয় তাহাকে কালেক্টর সাহেব গ্রেপ্তার করাইবেন। যদি ঐ অপরাধের প্রমাণ হয়, ও সেই দ্রব্যের স্বামীই যদি অপরাধী হয়, তবে কালেক্টর সাহেব তাহাকে ছয় মাস পর্য্যন্ত, কিম্বা ঐ ক্রোককারির পাওনা সমুদয় টাকা খরচ-খরচা সমেৎ যাবৎ না দেওয়া যায়, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের ওয়ারেন্টক্রমে অপরাধির দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম হইয়া যাবৎ ঐ টাকা আদায় না হয়, তাবৎ তাহাকে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ করিতে হুকুম করিবেন। যাহার ঐ অপরাধ সাব্যস্ত হয় সেই জন যদি ঐ দ্রব্যের স্বামিভিন্ন অন্য ব্যক্তি হয়, তবে অপরাধী ঐ দ্রব্যের মূল্য সেই ক্রোককারিকে দিবেক, তদ্ভিন্ন তাহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবেক। সেই জরিমানার টাকা না দিলে তাহাকে দুই মাস পর্য্যন্ত কয়েদ করা যাইতে পারিবেক ইতি।

(পরওয়ানা জারী করিবার কথা।)

১৪৬ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেব যে যে পরওয়ানা জারী করেন, তাহাতে কালেক্টর সাহেবের মোহর ও দস্তখৎ থাকিবেক। ও যাহার প্রার্থনামতে বাহির হয় তাহার খরচেতে, নাজির কিম্বা অন্য যে আমলাকে কালেক্টর সাহেব হুকুম করেন সেই আমলা তাহা জারী করিবেক। সেই খরচের টাকা ও কোন সাক্ষির নামে শমন হইলে সে সাক্ষির পথ খরচের জন্যে যত লাগে তাহা ঐ পরওয়ানা বাহির হইবার আগে আদালতে আমানৎ করিতে হইবেক। পরন্তু কোন পক্ষ প্রয়োজনের কোন পরওয়ানার খরচ দিতে পারে না, এই কথা যদি

কালেক্টর সাহেব খাতিরজমামতে জানিতে পান, তবে বিনা-খরচে সেই পরওয়ানা জারী হইবার হুকুম করিবেন ইতি।

(পরওয়ানা জারীর বাধা করিবার কথা।)

১৫৭ ধারা। কালেক্টর সাহেব এই আইনমতের উপযুক্ত যে কোন পরওয়ানা দেন তাহার কিছু বাধা কি বিপক্ষতা হইলে, দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানার বাধা কি বিপক্ষতা করিবার দণ্ডের যে আইন যে সময়ে চলন থাকে, সেই আইনের বিধান-মতে কালেক্টর সাহেব তাহার দণ্ড করিতে পারিবেন। এমত কোন স্থলে অপরাধী যদি আদালতে হাজির না থাকে, তবে কালেক্টর সাহেব তাহাকে সেই নালিশের জওয়াব করিতে তলব করিবেন, ও শমন উপযুক্তমতে জারী হইলে ও যদি সে হাজির না হয়, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা দি-বেন। এই ধারামতে কালেক্টর সাহেবেরা যে সকল হুকুম করেন তাহা ১৫১ ধারার অভিপ্রায়মতে মোকদ্দমার বিচার কি ডিক্রী জারীসম্পর্কীয় হুকুম বলিয়া জ্ঞান করিবেক না ইতি।

(কালেক্টর সাহেবের নিজ এলাকার কোন স্থানে কা-ছারী করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।)

১৫৮ ধারা। কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে মোকদ্দমা শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার জন্যে আপন জিলার কিম্বা এলা-কার সীমার মধ্যে কোন স্থানে কাছারী করিতে পারিবেন। কেবল ইহাতে প্রয়োজন যে শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার সকল কার্য্য খোলা কাছারীতে হয়, ও মোকদ্দমার উভয় পক্ষকে কিম্বা তাহারদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারদিগকে সেই স্থানে হাজির হইবার উপযুক্ত এত্তেলা দেওয়া যায় ইতি।

(কর্ম্মকারকেরদের কি মোক্তারেরদের কথা।)

১৫৯ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেব যে কা-ছারী করেন, তাহাতে কোন লোক কালেক্টর সাহেবের স্থানে দাঁড়ামতের অনুমতিপত্র না পাইয়াও মোক্তারের কর্ম্ম করিতে পারিবেক, কিন্তু যে লোকের কোন ফৌজদারী অপরাধ উপযুক্ত আদালতে সাব্যস্ত হইয়াছে কিম্বা মোক্তারের কর্ম্ম

করিবার কালে যে জন প্রতারণার কি অন্যায় কার্য্যের দোষী হইয়াছে, তাহাকে কালেক্টর সাহেব আপনার কাছারীতে মোক্তারী করিতে নিষেধ করিতে পারিবেন। যদি কালেক্টর সাহেব কি অন্য কোন ব্যক্তি, কোন মোক্তারের কর্ম্ম করিবার সময়ে তাহার প্রতারণার কি অন্যায় কার্য্য করিবার দোষ দেন, তবে কালেক্টর সাহেব ১৮৫২ সালের ১৮ আইনের ৪ ধারার লিখনমতে, কিম্বা উকীলের নামে নালিশের বিচার করিবার অন্য যে কোন আইন যে সময়ে চলন থাকে, সেই আইনমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

(ডেপুটী কালেক্টরেরদের ক্ষমতার কথা।)

১৫০ ধারা। কালেক্টর সাহেব যদি কোন মোকদ্দমা কোন ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি অর্পণ করেন, তবে এই আইনের ইহার পূর্ব্বের কোন ধারাতে কালেক্টর সাহেবেরদিগকে যে সকল শক্তি দেওয়া গিয়াছে, সেই ডেপুটী কালেক্টরও সেই সকল শক্তিক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন। ও জিলার কোন এলাকাখণ্ডের ভার কোন ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি থাকিলে, কালেক্টর সাহেব অর্পণ না করিলেও তিনি সর্ব্বদাই সেই শক্তিক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন। ও এই আইনমতে যে সকল দরখাস্ত ও রিপোর্ট কোন কালেক্টর সাহেবের নিকটে করিবার অনুমতি কি আজ্ঞা হয়, তাহা সেই প্রকারের বিশেষ এলাকাপ্রাপ্ত কোন ডেপুটী কালেক্টরের নিকটে করা যাইতে পারিবেক ইতি।

(কালেক্টর সাহেবেরা ও ডেপুটী কালেক্টরেরা সাধারণমতে কমিসানর সাহেবেরদের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আজ্ঞার ও কর্ত্তৃত্বের অধীনে থাকিবেন, কিন্তু কোন২ স্থলে কালেক্টর সাহেবেরদের ও ডেপুটী কালেক্টরেরদের হুকুমের উপর আপীল না থাকিবার কথা।)

১৫১ ধারা। কালেক্টর সাহেবেরা ও ডেপুটী কালেক্টরেরা এই আইনমতের কার্য্যসম্পর্কে সাধারণমতে কমিসানর

সাহেবেরদের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আজ্ঞার ও কর্ত্তৃত্বের অধীনে থাকিবেন, ও ডেপুটী কালেক্টরেরা যে কালেক্টর সাহেবেরদের অধীন থাকেন তাঁহারদের আজ্ঞার ও কর্ত্তৃত্বের অধীনে থাকিবেন। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ব্যতীত, কিম্বা মোকদ্দমা চলিবার সময়ে তাহার বিচারের কার্য্যসম্পর্কীয় যে সকল হুকুম হয় তাহা ব্যতীত, ও ডিক্রীর পরে ঐ ডিক্রীজারী সম্পর্কীয় যে সকল হুকুম হয় তাহা ব্যতীত, কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে যে সকল হুকুম করেন তাহার উপর কমিসনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক। ও ডেপুটী কালেক্টর তদ্রূপ যে সকল হুকুম করেন তাহার উপর কালেক্টর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক। কিন্তু কোন মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেব কিম্বা ডেপুটী কালেক্টর যে কোন নিষ্পত্তি করেন, ও কালেক্টর সাহেব কিম্বা ডেপুটী কালেক্টর কোন মোকদ্দমাতে তাহার বিচার সম্পর্কীয় যে কোন হুকুম করেন, কিম্বা ডিক্রীজারী সম্পর্কীয় যে কোন হুকুম ডিক্রীর পরে করেন তাহার পুনর্ব্বিচার কি তাহার উপর আপীল হইবার যে বিধান এই আইনে স্পষ্টরূপে হইয়াছে, সেই বিধানমতে না হইলে, ঐ হুকুমের পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবেক না কি তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না ইতি।

(হুকুমের উপর আপীল করিবার মিয়াদের কথা।)

১৫২ ধারা। কালেক্টর সাহেবের হুকুমের উপর যে আপীল হয় তাহা ঐ হুকুমের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে কমিসনর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে হইবেক। ও ডেপুটী কালেক্টরের হুকুমের উপর যে আপীল হয় তাহা ঐ হুকুমের তারিখঅবধি পনের দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে হইবেক। আপীলমুখে কমিসনর সাহেব কি কালেক্টর সাহেব যে সকল হুকুম করেন, তাহার উপর অধিক কোন আপীল হইতে পারিবেক না। কিন্তু বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা কমিসনর সাহেব কোন মোকদ্দমা তলব করিয়া, তাহাতে যে হুকুম উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

(১০০ টাকার কমের কোন ডিক্রীর উপর আপীল নাই, কিন্তু সেই ডিক্রীতে যদি খাজানা বৃদ্ধি করিবার কিম্বা ভূমির স্বত্বের সম্পর্কীয় কোন কথা থাকে তবে আপীল হইতে পারিবার কথা।)

১৫৩ ধারা। এই আইনের ২৩ ধারার ২ ও ৪ ও ৭ প্রকরণমতের ও ২৪ ধারামতের যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেব বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করেন, তাহাতে যে টাকার জন্যে নালিশ হয় তাহা, কিম্বা যে সম্পত্তির দাওয়া হয় তাহার মূল্য যদি এক শত টাকার অধিক না হয়, তবে কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক, ও ইহার পরের বিধানমতে না হইলে তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে কিম্বা তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না, কিন্তু যদি সেই প্রকারের কোন মোকদ্দমাতে রাইয়তের কি প্রজার খাজানা বৃদ্ধি করিবার কি অন্যায়মতে পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্বের, কিম্বা জমীতে কোন স্বত্বের কি সম্পর্কের উপর যাহারদের পরস্পর বিপক্ষ দাওয়া থাকে এমত লোকেরদের মধ্যে ঐ জমীর স্বত্বের কি সম্পর্কের কোন কথার নিষ্পত্তি ডিক্রীতে করা যায়, তবে এই আইনের ১৬০ ও ১৬১ ধারার বিধানমতে ঐ ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

(যে মোকদ্দমার উপর আপীল নাই তাহাতে নূতন প্রমাণাদি পাওয়া গেলে কালেক্টর সাহেবের তাহা পুনরায় শুনিবার কথা।)

১৫৪ ধারা। কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি ইহার পূর্ব্বের ধারার বিধানমতে যে মোকদ্দমায় চূড়ান্ত হয়, এমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তির তারিখঅবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে, যদি কোন পক্ষ, বিচার হইবার সময়ে যাহা জানিল না কিম্বা উপস্থিত করিতে পারিল না এমত কোন নূতন প্রমাণ কিম্বা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্যে গুরুতর কোন বিষয় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া দরখাস্ত করে, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ মোকদ্দমা পুনরায় শুনাইবার হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

(ডেপুটী কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপরে আপীল হইবার কথা।)

১৫৫ ধারা। উক্তমতের যে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কালেক্টর সাহেব করিলে চূড়ান্ত হইত, এমত কোন মোকদ্দমে বিচার ও নিষ্পত্তি যদি ডেপুটিকালেক্টরের দ্বারা হয়, তবে তাঁহার হুকুমের উপর আপীল কালেক্টর সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক ইতি।

(আপীলের দরখাস্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখন প্রভৃতির কথা।)

১৫৬ ধারা। আপীলের দরখাস্ত আট আনা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ও ডিক্রীর তারিখঅবধি পনের দিনের মধ্যে তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিতে হইবেক। কিন্তু যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার নকল পাইবার জন্যে যত দিন যায় তাহা ঐ পনের দিনের মধ্যে ধরিতে হইবেক না ইতি।

(আপীল হইলে কার্য্য করিবার বিধি)

১৫৭ ধারা। কালেক্টর সাহেব আপীল শুনিবার দিন নিরূপণ করিবেন, ও শমন জারী করিবার যে বিধি পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই বিধানমতে ঐ দিনের এত্তেলা রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর জারী করিবেন। আপীল শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা সেই দিনে মুলতবী রাখিয়া অন্য যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে, যদি আপেলাণ্ট আপনি কিম্বা মোক্তারের দ্বারা হাজির না হয়, তবে ক্রটি প্রযুক্ত আপীল ডিসমিস হইবেক। আপেলাণ্ট হাজির হইলে, যদি রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনি কি মোক্তারের দ্বারা হাজির না হয়, তবে আপীলের একতরফা বিচার হইবেক ইতি।

(আপীল পুনর্গ্রাহ্য করিবার কথা।)

১৫৮ ধারা। আপীলী মোকদ্দমা চালাইবার ক্রটি হইল বলিয়া যদি আপীল ডিসমিস হয়, তবে ডিসমিস হইবার তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে আপেলাণ্ট ঐ আপীল পুনর্গ্রাহ্য হইবার দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে করিতে পারিবেক। ও আপীল শুনিবার যে সময় নিরূপণ হইয়াছিল

সেই সময়ে আপেলাণ্ট কোন উপযুক্ত কারণে হাজির হইতে পারিল না এই কথার প্রমাণ কালেক্টর সাহেবের খাতিরজমা মতে করা গেলে, কালেক্টর সাহেব ঐ আপীল পুনর্গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

(আপীলের নিষ্পত্তি।)

১৫৯ ধারা। আপীলী মোকদ্দমার বিচার হইলে পর, আসল মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি প্রকাশ করিবার যে বিধি এই আইনেতে করা গিয়াছে সেই বিধিমতে, কালেক্টর সাহেব নিষ্পত্তি প্রকাশ করিবেন, ও কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি চুড়ান্ত হইবেক ইতি।

(যেং মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেবের ও সদর আদালতের নিকট আপীল হয় তাহার কথা।)

১৬০ ধারা। কালেক্টর সাহেবের বিচার কি নিষ্পত্তি করা যে মোকদ্দমাতে তাঁহার নিষ্পত্তি চুড়ান্ত হয়, ও ডেপুটী কালেক্টরের বিচার ও নিষ্পত্তি করা যে মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে আপীল হইবার অনুমতি আছে, সেইং মোকদ্দমা ছাড়া অন্য সকল মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেবের কি ডেপুটী কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক। কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার অধিক টাকা লইয়া কি তাহার অধিক মুল্যের বিষয় লইয়া যে মোকদ্দমাতে বিবাদ হয় তাহাতে সদর আদালতে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

(আপীল উপস্থিত করিবার ও শুনিবার বিধি।)

১৬১ ধারা। দেওয়ানীর অধস্থ আদালত হইতে আপীল হইলে, যত টাকা কি যে মুল্যের সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা হয় তাহা বুঝিয়া ইষ্টাম্প কাগজের যে মুল্য নির্দ্দিষ্ট হয়, ঐ আপীলের দরখাস্ত লিখিবার ইষ্টাম্প কাগজের সেই মুল্য হইবেক। আর সেই সকল আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল যে মিয়াদের মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারে ও যে প্রকারে শুনা যাইতে ও নিষ্পত্তি হইতে পারে, ও সেই আপীলের সম্পর্কে যে সকল রুবকারী হইতে পারে তাহার যে সকল বিধি চলন থাকে

সেইং বিধি জিলার জজসাহেবের কি সদর আদালতের নিকটে করা এই আইনমতের আপীলের উপরও খাটিবেক ইতি।

(ভূমির অধিক অংশ যে জিলার কি এলেকাখণ্ডের মধ্যে থাকে তাহার কালেক্টরী কাছারীতে মোকদ্দমা করিবার কথা)

১৬২ ধারা। এই আইনমতের মোকদ্দমার হেতু যে জিলার মধ্যে হইয়াছে তাহার মালগুজারীর কাছারীতে মোকদ্দমা করিতে হইবেক। কিম্বা যেস্থলে জিলার এলাকাখণ্ড ডেপুটী কালেক্টরের অধীন করা যায় সেই স্থলে যে এলাকাখণ্ডের মধ্যে মোকদ্দমার হেতু হইয়াছে তাহার মালগুজারীর কাছারীতে মোকদ্দমা করিতে হইবেক। কিন্তু কালেক্টর সাহেব যখন চাহেন তখন কোন মোকদ্দমা ডেপুটি কালেক্টর হইতে তলব করিয়া আপনি তাহার বিচার করিতে পারিবেন, কিম্বা অন্য ডেপুটী কালেক্টরের নিকটে অর্পণ করিতে পারিবেন। যাহার খাজানা বাকী হয় এমত কোন তালুকের কি ইজারার কি অন্য জমীর সমুদয় জমী, কিম্বা যে ভূমি একি পাট্টা কি কবুলিয়ৎ ক্রমে কি মদ্ভাগ খাজানা ধরিয়া দখল হয় তাহার সমুদয় জমী, যদি একি জিলার কি এলাকাখণ্ডের মধ্যে না থাকে, তবে ঐ জমীর অধিকাংশ যে জিলার কি এলাকাখণ্ডের মধ্যে থাকে, সেই জিলাতে কি এলাকাখণ্ডে মোকদ্দমার হেতু হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক। আর ঐ জমীর অধিকাংশ কোন জিলার মধ্যে আছে, এই কথা লইয়া যদি বিবাদ হয়, তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন। কিম্বা সেই সকল জমী যদি একি জিলার মধ্যে থাকে কিন্তু কোন এলাকাখণ্ডের মধ্যে আছে এই কথা লইয়া যদি বিবাদ হয়, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, ও এলাকার সেই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

(উক্ত স্থল ছাড়া অন্য স্থলে কালেক্টর সাহেবের জিলার বাহিরে যে জমী আছে তাহার উপর তাহার এলাকা না থাকিবার কথা।

১৬৩ ধারা। ইহার পূর্ব্বের ধারাতে যে স্থলের বিধান হই-

য়াছে সেই স্থল ছাড়া, কালেক্টর সাহেব যে জিলাতে নিযুক্ত থাকেন, সেই জিলার বাহিরের কোন জমী যে মহালের অন্তর্গত হয় সেই মহালের মালগুজারী ঐ জিলার কালেক্টরীতে আদায় হইয়া থাকে বলিয়া তিনি সেই জমীর উপর এই আইনমতে কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন না ইতি।

(ডেপুটি কালেক্টরের পোলীস সংক্রান্ত ক্ষমতা থাকিলে তাঁহার এই আইনমতে বিচারপতির ক্ষমতানুসারে কার্য্য না করিবার কথা।)

১৬৪ ধারা। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮৩৩ সালের ৯ আইন মতে যে ডেপুটী কালেক্টরেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের প্রতি যদি পোলীস সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা অর্পণ হয়, তবে তাঁহারা এই আইনমতে বিচারপতির কি অন্য কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন না ইতি।

(কালেক্টর সাহেবেরদের আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।)

১৬৫ ধারা। কালেক্টর সাহেবেরদের আসিষ্টান্ট সাহেবেরা এই আইনমতের ক্ষমতাক্রমে কোন কার্য্য করিবেন না। কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহারদিগকে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা দেওয়া যায় তবে এই আইনমতে ডেপুটী কালেক্টরদিগকে যে ক্ষমতা অর্পণ হয় সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহারা কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

(১৮১৯ সালের ৮ আইনমতে পত্তনি তালুকপ্রভৃতির উপর জমীদারেরদের যে স্বত্ব থাকে তাহা রক্ষা করিবার কথা।)

১৬৬ ধারা। যে জমীদারেরা একেবারে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাহারদের পত্তনি তালুকের ও সেই প্রকারের অন্যান্য তালুকের বাকী খাজানার জন্যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধানমতে নীলাম করাইবার যে স্বত্ব আছে তাহা এই আইনের কোন কথাতে খাট হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

এই আইন আমলে আসিবার কথা।)

১৩৭ ধারা। এই আইন ১৮৫৯ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম তারিখ অবধি চলন হইয়া প্রবল থাকিবেক ইতি।

(দেওয়ানীর জেলখানা ও নাজির এই এই শব্দের অর্থ ও লিঙ্গ ও বচনের কথা।)

১৩৮ ধারা। এই আইনেতে "দেওয়ানীর জেলখানা" এই শব্দেতে জিলার দেওয়ানী জেলখানা বুঝায় ও তদ্ভিন্ন এই আইনমতে স্থাপিত কোন আদালত যে আসামীদিগকে কয়েদ করেন তাহারদের কয়েদ হইবার জন্য কর্ত্তৃত্ব কার্য্য নির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট অন্য যে কোন স্থান নিরূপণ করেন সেই স্থানে বুঝায়। "নাজির" এই শব্দেতে আদালতের পরওয়ানা জারী করিতে আদালতের যে কোন আমলাকে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহাকেও বুঝায়। একবচনের শব্দেতে বহুবচনের শব্দও বুঝায় ও বহু বচনের শব্দেতে এক বচনের শব্দ বুঝায় ও পুংলিঙ্গ বোধক শব্দেতে স্ত্রীরাও গণ্য হয় কিন্তু যদি বিষয় বুঝিয়া কি পূর্ব্বাপর কথা বুঝিয়া ঐ অর্থ অসঙ্গত হয় তবে সেই অর্থ হইবেক না ইতি।

তকসীল।

A

আসামীর নামে শমন লিখিবার পাঠ।

মোকদ্দমার নম্বর ও তারিখ

অমুকের আদালতে।

অমুক ফরিয়াদী।

(ফরিয়াদীর নাম ও খ্যাতিপ্রভৃতি ও বাসস্থান।)

অমুক, আসামী।

(আসামীর নাম ও খ্যাতিপ্রভৃতি ও বাসস্থান।)

উক্ত অমুক এই বাবতে (আরজীতে যে দাওয়া লেখা আছে তাহার বর্ণনা এই স্থলে করিতে হইবেক) দাওয়া করিয়া তোমার নামে এই আদালতে নালিশ করিয়াছে। অতএব তোমাকে এই আদেশ হইতেছে যে তুমি উক্ত ফরিয়াদীকে জওয়াব দিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনি এই আদালতে হাজির হও (যদি আসামীর নিজে হাজির হইবার বিশেষ হুকুম না থাকে তবে " আপনি কিম্বা যে মোক্তার ঐ বিষয়ের মর্ম্ম নিজে জানে তাহার দ্বারা কিম্বা অন্য যে লোক ঐ কথার মর্ম্ম নিজে জানে এমত লোককে ঐ মোক্তারের সঙ্গে দিয়া, মোক্তারের দ্বারা হাজির হও " এই কথা লিখিতে হইবেক) ও ফরিয়াদী (এই স্থলে ফরিয়াদী যে সকল দলীল উপস্থিত করা যাইবার প্রার্থনা করে তাহা লিখিতে হইবেক,) দলীল দেখিতে চাহে অতএব তাহা সঙ্গে করিয়া আনিবা (কিম্বা তোমার মোক্তারের দ্বারা পাঠাইবা) ও যে সকল দলীলের দ্বারা তুমি আপনার জওয়াব সাবাস্ত করিতে চাহ তাহা আনিবা (কিম্বা পাঠাইবা) আর তোমার তরফের সাক্ষিরা যদি বিনা পরওয়ানাতে হাজির হইতে চাহে তবে তাহাদিগকেও সঙ্গে করিয়া আনিবা।

B

গ্রেপ্তারের পরওয়ানা লিখিবার পাঠ।

মোকদ্দমার নম্বর ও তারিখ।

অমুকের আদালতে।

অমুক, ফরিয়াদী।

অমুক, আসামী।

অমুক স্থানের কালেক্টরী আদালতের নাজির প্রতি আজ্ঞা। এই মোকদ্দমার ফরিয়াদী আদালত হইতে আসামীর গ্রেপ্তার হইবার হুকুম পাইয়াছে, এই হেতুক তোমাকে এই আজ্ঞা করা যাইতেছে, আসামীকে লইয়া আইনমতে কার্য্য হয় এই নিমিত্তে তুমি তাহাকে অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার আগে এই আদালতে উপস্থিত কর।

সাল তারিখ।

C

সেই পরওয়ানার সঙ্গে যে এত্তেলা দিতে হইবেক তাহা লিখিবার পাঠ।

অমুকের আদালতে।

অমুক, ফরিয়াদী।

(ফরিয়াদীর নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি ও বাসস্থান)

অমুক, আসামী।

(আসামীর নাম ও খ্যাতি প্রভৃতি ও বাসস্থান।)

উক্ত অমুক এই বাবতে (আরজীতে যে দাওয়া লেখা আছে তাহার বর্ণনা এইস্থলে করিতে হইবেক) দাওয়া করিয়া তোমার নামে এই আদালতে নালিশ করিয়াছে ও তোমার গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা পাইয়াছে। অতএব তোমাকে এই আদেশ হইতেছে যে তুমি যদি সেই দাওয়া কবুল না কর তবে যে সকল দলীলের দ্বারা আপনার জওয়াব সাব্যস্ত করিবা তাহা সঙ্গে করিয়া আদালতে আন।

D

আসামীর হাজিরজামিনী পত্রের পাঠ।

অমুক স্থানের কালেক্টর সাহেবের আদালতে অমুক ফরিয়াদী অমুক আসামীর নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। ও মোকদ্দমা যাবৎ উপস্থিত থাকে ও ডিক্রীজারী যাবৎ না হয়

তাবৎ উক্ত আসামীকে কোন সময়ে তলব হইলে তাহার হাজির হইবার জামিনী দিতে আজ্ঞা হইয়াছে, এই কারণে অমুক আমি উক্তমতে উক্ত আসামীর হাজির হইবার জামিন হইলাম, ইহা প্রকাশ করিতেছি। ও সেই আসামী হাজির হইবার ত্রুটি হইলে, ডিক্রীমতে উক্ত আসামীর যত টাকা দিবার হুকুম হয় তাহা আমি দিব এই করার করিতেছি। (যদি কাগজ পত্র কি হিসাব দাখিল করিবার জন্যে মোকদ্দমা হয় তবে কালেক্টর সাহেব যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক।)

E

আসামীর উপর ডিক্রীজারীর পরওয়ানা লিখিবার পাঠ।

অমুক, ফরিয়াদী।

অমুক, আসামী।

অমুক স্থানের কালেক্টর সাহেবের আদালতের নাজির প্রতি আগে।

এই আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের ডিক্রীমতে উক্ত অমুক (আসামীকে) হুকুম হইয়াছিল যে উক্ত অমুককে (ফরিয়াদীকে) এত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা এত টাকা সর্ব্বসুদ্ধ এত টাকা দেয়। কিন্তু উক্ত অমুক (আসামী) সেই টাকা দেয় নাই অতএব তোমাকে এই হুকুম হইতেছে যে, তুমি উক্ত অমুককে (আসামীকে) গ্রেপ্তার কর। ও তাহাকে লইয়া আইনমতে কার্য্য হয় এই নিমিত্তে সুবিধামতে ত্বরা করিয়া তাহাকে এই আদালতে উপস্থিত কর।

F

সম্পত্তির উপর পরওয়ানা লিখিবার পাঠ।

অমুক, ফরিয়াদী।

অমুক, আসামী।

অমুক স্থানের কালেক্টর সাহেবের আদালতের নাজির প্রতি আগে।

এই আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের ডিক্রীমতে উক্ত অমুককে (আসামীকে) হুকুম হইয়াছি

যে উক্ত অমুককে (ফরিয়াদীকে) এত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা এত টাকা সর্ব্বসুদ্ধ এত টাকা দেয়, কিন্তু উক্ত অমুক সেই টাকা দেয় নাই। অতএব তোমাকে এই হুকুম হইতেছে যে, (ইহার সঙ্গে যে ফর্দ্দ দেওয়া গেল সেই ফর্দ্দের লিখনমতে) (যদি ফর্দ্দ দেওয়া না যায় তবে এই কথা ত্যাগ করিতে হইবেক) ডিক্রীমতের মহাজন কিম্বা তাহার মোক্তার উক্ত অমুকের (আসামীর) যে কিছু অস্থাবর সম্পত্তি দেখাইয়া দেয় তাহা ক্রোক ও নীলাম করিয়া উক্ত এত টাকা ও এই পরওয়ানা জারী করিবার খরচ এত টাকা উসুল কর। আর তোমাকে হুকুম হইতেছে যে উক্ত যে টাকা উসুল করিতে হয় তাহা ইহার মধ্যে না দেওয়া গেলে তুমি উক্ত অমুকের (আসামীর) উক্ত ক্রোক করিবার পর দশ দিনের কম না হয় ও পনের দিনের অধিক না হয় এমত কোন উপযুক্ত দিনে নীলাম কর। আরো তোমাকে এই আদেশ হইতেছে যে এই পরওয়ানার বলে তুমি যাহা করিবা তাহা লিখিয়া আমাকে নিশ্চয় করিয়া জানাও।

ক্রোক করিয়া দ্রব্যের স্বামিকে যে এত্তেলা দিতে হয় তাহা লিখিবার পাঠ।

ক্রোককরা দ্রব্যের অমুক করোশ আমীনের দপ্তরখানা।

অমুক। ক্রোককারী

(দ্রব্যের স্বামির নাম ও খ্যাতিপ্রভৃতি ও বাসস্থান।)

উক্ত অমুকের (ক্রোককারির) বাকী খাজানার জন্যে এত টাকা পাওনা আছে বলিয়া তাহা আদায় করিবার নিমিত্তে তাহার ক্রোককরা নীচের লিখিত দ্রব্যের নীলাম হয় এমত দরখাস্ত করিয়াছে অতএব তোমাকে এই আদেশ হইতেছে যে, হয় তুমি সেই টাকা উক্ত অমুককে দেও, না হয় এই এত্তেলা পাইবার পর পনের দিনের মধ্যে তাহার দাওয়ার উপর আপত্তি করিবার জন্যে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে মোকদ্দমা উপস্থিত কর। তাহা না করিলে ঐ দ্রব্যের নীলাম হইবেক ইতি। সাল তাং।

সমাপ্তঃ।

ইং ১৮৫৯ সালের ১১ আইন।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইংরাজী ১৮৫৯ সাল ৪ মে গেজেট ১০৩৪ নং।

বাঙ্গালা রাজধানীর বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে ভূমির নীলাম করিবার আইন পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করিবার আইন।

(হেতুবাদ।)

কটক প্রদেশে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে কিম্বা সরকারের অন্য অন্য দাওয়ার নিমিত্তে জমীর নীলাম করিবার আগে বোর্ডরেবিনিউর সাহেবেরদের অনুমতি লইবার রীতি রহিত করা বিহিত। ও কোন মহালের উপর বন্ধকাদি ক্রমে কোন লোকের দাওয়া থাকিলে, বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে সে মহালের নীলাম না হইবার কারণে যত টাকার আবশ্যক হয় তত টাকা যদি সেই লোক দাখিল করে তবে তাহাকে উপযুক্ত রূপে রক্ষা করা ন্যায্য হয়। আর মহালের যে অংশিরা আপন আপন হিস্যার সদর জমা উচিতমতে দিয়া থাকে তাঁহারদের অংশ অন্য অন্য অংশিরদের খাজানা বাকী পড়াতে নীলাম না হয় এমতে রক্ষা করিবার সহজ উপায় করা বিহিত। আর জমীদারেরদের, বিশেষত যে জমীদারেরা ভিন্ন স্থানে থাকে, তাহারদের কর্ম্মকারকেরদের কসুর কি প্রতারণা প্রযুক্ত তাহারদের মহালের বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে দৈবাৎ নীলাম না হওয়ার উপায় করা বিহিত। ও বন্দোবস্তের কালাবধি যে মফঃসলী তালুক আছে তাহা তালুকদারের স্বেচ্ছামতে রেজিষ্টরী

করিবার বিধান করা বিহিত। ও যে পেটাও তালুক বন্দো-বস্তের সময়ের পরে হইয়া পাট্টা মেওনিয়ারদের কি তাহারদের স্থলাভিষিক্তেরদের দ্বারা ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারে না, এমত তালুক যে মহালের অন্তর্গত থাকে, তাহার বাকী মাল-গুজারী যদি নীলামের দ্বারা আদায় হইতে পারে, তবে নীলাম হইলেও ঐ পেটাও তালুক রেজিষ্টরী হইলে; তাহার পাট্টা খেলাফ হওন দ্বারা ঐ পাট্টাদারেরদের ক্ষতি না হয় তাহারদের এমত রক্ষা করা বিহিত। আর সে তালুকের যত খাজানা দেওয়া যাইতেছে তাহা বুঝিয়া ঐ মহালের জমা পরিশোধ করিবার উপযুক্ত ইহা দর্শানি গেলে, তাহার বিশেষ রেজিষ্টরী করণ দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে রক্ষাকরা বিহিত। ইত্যাদি কারণে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে ভুমির নীলাম করিবার আইন পুর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করা উচিত হওয়াতে এই এই বিধান হইল।

(যে যে আইন রদ হইল তাহার কথা।)

১ ধারা। কটক প্রভৃতি প্রদেশে সরকারী মালগুজারী জমীদারেরদের ও ইজারদারের স্থানের আদায় করণের ১৮১৮ সালের ১০ আইন ইহাতে রদ হইল। ও এই আইন জারী হইবার তারিখ অবধি মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভুমির নীলামের ১৮৪৫ সালের ১ আইন বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে প্রবল থাকিবেক না। কিন্তু ঐ আইনের যে যে কথাতে অন্য অন্য আইন রদ হইল সেই সেই কথা বহাল থাকিবেক, ও ঐ আইনের ক্ষমতাক্রমে যে কোন নীলাম হইয়াছে ও যে নীলামের ইশ্তিহার হইয়াছে তাহার সম্পর্কে, ও যে যে বাকী মালগুজারী ও অন্য অন্য দাওয়া আদায় হইতে পারে, ও যে যে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল ও যে যে কার্য্য করা গেল, তাহার সম্পর্কে ঐ আইন রদ হইবেক না ইতি।

(মালগুজারীর বাকী যাহাকে বলে তাহার কথা।)

২ ধারা। যে সন ধরিয়া কোন মহালের বন্দোবস্তের ও কিস্তীবন্দীর নিয়ম হয়, সেই সনের কোন মাসের শেষদিন কিস্তী অথবা তাহার কথক অংশ সেই সনের উপর মালের প্রথম

তারিখ পর্য্যন্ত যদি না দেওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ না দেওয়া টাকা মালগুজারীর বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি।

(মালগুজারী দিবার শেষ দিনের কথা।)

৩ ধারা। এই আইন জারী হইলে, কলিকাতার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের ভাবে প্রত্যেক জিলার মধ্যে, সমস্ত বাকী মালগুজারীর, ও যে সকল দাওয়া চলিত আইনানুসারে বাকী মালগুজারীর মতে আদায় করিতে হুকুম আছে সেই সেই দাওয়ার টাকা যে যে তারিখে দাখিল করিতে হইবেক, সেই সেই তারিখ কলিকাতার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা নিরূপণ করিবেন। সেই সেই তারিখ পর্য্যন্ত ঐ টাকা না দেওয়া গেলে, ঐ ঐ জিলার মধ্যে যে সকল মহালের মালগুজারী বাকী থাকে তাহা নীলাম হইয়া যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। কিন্তু এই আইনেতে অন্য যে বিধি করা যাইতেছে তাহা বহাল থাকিবেক। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ঐ নিরূপিত তারিখের সম্বাদ সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবেন, * ও এক এক জিলা সম্পর্কীয় সেই প্রকারের সম্বাদ ঐ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের, কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনমতে উপযুক্ত রূপে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহার কাছারীতে, এবং জজ, ও মাজিষ্ট্রেট অথবা (বিষয় বিশেষে জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে,) ও মুন্সেফেরদের কাছারীতে, ও প্রত্যেক থানায়, সেই জিলার চলিত ভাষাতে প্রকাশ করিতে হুকুম দিবেন। ও যে যে তারিখ উক্তরূপে নিরূপণ হয় সেই সেই তারিখ, উক্ত বোর্ডের সাহেবেরা উক্ত প্রকারে ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা দিয়া যাবৎ পরিবর্ত্তন না করেন, তাবৎ তাহার পরিবর্ত্তন হইবেক না। যখন হয় তখন নূতন তারিখ বা তারিখ সকল যে বৎসরে চলন হইবেক, সরকারী তাহার পূর্ব্ব বৎসরের শেষ হইবার আগে অন্যূন তিন মাস

* বোর্ডরেবিনিউর ১৮৫৯ সালের ১৭ মে তারিখের ১৭৬ নম্বরের বিজ্ঞাপনে তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়া ঐ সনের গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ৩৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ বিজ্ঞাপন এই আইনের শেষ ভাগে লিখিত হইল দৃষ্টি কর।

থাকিতে, ঐ ইশ্‌তিহার ও এত্তেলানামা জারী করিতে হই-বেক ইতি।

(ছিলটে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবার কথা।)

৪ ধারা। পরন্তু ছিলট জিলার মধ্যে, বাকীদারেরদের মহাল নীলাম না করিয়া, প্রথমে তাহারদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিতে, বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কালে-ক্টর সাহেবকে ক্ষমতা দিতে পারিবেক।

(বিশেষ বিশেষ প্রকারের বাকী সম্পর্কে বর্জ্জিত কথা।)

৫ ধারা। কিন্তু নীচের লিখিত প্রকারের বাকী বা দাওয়া আদায় করিবার জন্যে কোন মহাল, ও মহালের কোন অংশ, কি সম্পর্ক এই নিয়মমতে কার্য্য না হইলে, নীলাম হইবেক না। অর্থাৎ এই আইনের ৩ ধারানুসারে টাকা দিবার যে তারিখ নিরূপণ হয়, সেই তারিখের পূর্ব্বে অন্যূন সম্পূর্ণ পনের দিন পর্য্যন্ত, জিলার চলিত ভাষায় এক ইশ্‌তিহারনামা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে, কিম্বা এই আইনমতে নীলাম করণের উপযুক্তরূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে, ও ইশ্‌তিহার হওয়া ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে সেই জজ সাহেবের আদালতে ও যে মহালের কি মহালের যে অংশের ইশ্‌তিহার হয় তাহা যে চৌকীতে থাকে সেই চৌকীর মুনসেফের কাছারীতে, ও পোলীসের থানায় লটকাইতে হই-বেক। কিম্বা যদি সে মহাল কি তাহার অংশ একের অধিক মুনসেফের কি পোলীসের থানার এলাকার মধ্যে থাকে তবে তাহার মধ্যে কোন এক কি অধিক কাছারীতে কি থানায় লটকা-ইতে হইবেক। আরো ঐ ইশ্‌তিহারনামা ঐ মহালের কি তাহার অংশের মালগুজারের কি মালিকের কাছারীতে, কিম্বা ঐ মহালের কি তাহার অংশের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টি-গোচর কোন স্থানে লটকান যাইবেক, ও যে পেয়াদা অথবা অন্য যে ব্যক্তি সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি ইশ্‌তিহার প্রকাশ হইবার কথা জ্ঞাত করিবেক। ঐ বাকী টাকা কি

দাওয়া যে প্রকারের ও যত হয়, ও যে শেষ তারিখে ঐ টাকা গ্রাহ্য হইবেক তাহা ঐ ইশ্‌তিহার নামাতে লিখিতে হইবেক। যে যে প্রকারের বাকীর কি দাওয়ার বাবতে ঐ নিয়ম খাটিবেক তাহা এই এই।

প্রথম। চলিত বৎসরের অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরের বাকী ছাড়া অন্য বৎসরের বাকী।

দ্বিতীয়। যে মহালের নীলাম হইবেক তাহা ছাড়া অন্য মহালের বাবৎ বাকী।

তৃতীয়। আদালতের কোন কার্য্যকারকের হুকুম ক্রমে যে মহাল ক্রোক হইয়াছে তাহার, কিম্বা তদ্রূপ হুকুমমতে কালেক্টর সাহেবের সরবরাহ করা মহালের বাকী।

চতুর্থ। তাগাবী বা পুলবন্দী অথবা ভূমির মালগুজারী না হইয়া অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির বাকী মালগুজারীর ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহার বাবৎ বাকী ইতি।

(নীলামের ইশ্‌তিহার জারী হইবার কথা। ও মালগুজারী দিবার শেষ দিনের পরে টাকা দাখিল করিতে চাহিলে ও নীলাম স্থগিত না হইবার কথা।)

৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব, অথবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনানুসারে নীলাম করিতে উচিতমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি, এই আইনের ৩ ধারানুসারে টাকা দাখিল করিবার যে শেষ দিবস নিরূপিত হইয়াছে সেই দিবসের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সেই জিলার চলিত ভাষায় লিখিত ইশ্‌তিহারনামা প্রকাশ করিবেন, ও আপনার কাছারীতে ও জিলার জজ সাহেবের কাছারীতে লট্‌কাইবেন। যে যে মহাল বা মহালের যে যে অংশ পূর্ব্বোক্তমতে নীলাম হইবেক তাহা, ও যে দিবসে ঐ নীলাম আরম্ভ হইবেক তাহা, ঐ ইশ্‌তিহারেতে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক। ইশ্‌তিহার যে তারিখে ঐ কালেক্টর সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে লট্‌কান যায়, সেই তারিখের [illegible] পনের দিনের কম না হয় ও [illegible] দিনের অধিক না

কিম্বা মহালের যে অংশের নীলাম হইবেক তাহার সদর মাল-গুজারী যদি পাঁচ শত টাকার অধিক হয়, তবে সেই মহালের কিম্বা তাহার অংশের নীলাম হইবার ইশ্তিহার সরকারী গেজেটে ছাপাইতে হইবেক। উক্ত প্রকারের নির্দ্দিষ্ট সকল মহাল কি মহালের অংশ নীলামের নিরূপিত দিবসে, অথবা তৎপর দিবস বা দিবস সকলে কালেক্টর সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা ও তাঁহার সাক্ষাতে নীলামে ধরা যাইবেক, ও যে ব্যক্তি অতি উচ্চ মূল্য ডাকে তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। কিন্তু এই আইনে অন্য যে বিধান করা যাইতেছে তাহা বহাল থাকিবেক। টাকা দাখিল করিবার উক্ত যে শেষ দিবস নিরূপণ আছে, সেই শেষ দিবসে সূর্য্যাস্তের পরে টাকা দেওয়া গেলে, অথবা দিবার প্রস্তাব হইলেও, তাহাতে নীলামের সময়ে অথবা নীলাম হওনের পরে, ঐ নীলামের নিবারণ ব্যাঘাৎ হইবেক না ইতি।

(রাইয়ত প্রভৃতিকে এত্তেলা দিবার কথা।)

৭ ধারা। এই আইনের ৬ ধারামতে যদি কোন মহালের কিম্বা মহালের কোন অংশের নীলামের ইশ্তিহার হয়, তবে কালেক্টর সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক আপনার দপ্তরখানায়, ও তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র করিয়া, যে মুনসেফের ও পোলীসের যে যে থানার এলাকার মধ্যে ঐ মহাল কি তাহার অংশ কি তাহার কোন ভাগ থাকে, সেই মুনসেফের কাছারীতে ও সেই সেই থানায়, এবং ঐ মহালের কি তাহার অংশের মালগুজারের কি মালিকের কাছারীতে অথবা ঐ মহালের কি তাহার অংশের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে, ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক এত্তেলানামা লটকাইয়া দেওয়াইবেন। ঐ এত্তেলানামাতে, ঐ মহালের রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজাদিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে, মালগুজারী দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হইয়াছে সেই দিবসের পর যত খাজানা দেনা হয় তাহা তাহারা বাকীদারকে না দেয়, যদি দেয় তবে ঐরূপ যত দেয় তাহা অন্যদের হকীয়তের হিসাবে তাহারদের নামে জমা হইয়া তাহারদের এই জন্য থাকিবেক না ইতি।

(গবর্ণমেণ্টের উপর বাকীদারের দাওয়া থাকিলে তদ্দ্বারা নীলাম অসিদ্ধ না হইবার কথা।).

৮ ধারা। মালগুজারীর কমী বা মাফ হইবার যে কোন দাওয়া থাকে, তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হয়, তবে ঐ দাওয়ার দ্বারা, অথবা সরকারের বিপক্ষে বাকীদারের কোন বিশেষ যে দাওয়া কি মোকদ্দমার কারণ থাকে বা তাহার বিবেচনাতে থাকে তদ্দ্বারা এই আইনানুসারে নীলাম নিবারণ কি অসিদ্ধ হইবেক না, কিম্বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না। ও বাকী মালগুজারী যাহাতে পরিশোধ হইতে পারে, বাকীদারের এত টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে, এই ওজর করিলেও এই আইনমতের নীলাম নিবারণ কি অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না, কি অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বিনা বিরোধে কেবল বাকীদারের নামে জমা থাকে, ও বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পর, অথবা এই আইনের ১৫ ধারাতে যে লিখিত একরারনামার বিধান হইয়াছে তাহা করা গেলে পর, যদি কালেক্টর সাহেব ঐ বাকী মালগুজারী দেওনমতে ঐ টাকা খারিজ দাখিল করিতে ক্রটি করিয়াছিলেন, অথবা অপ্রচুর কারণেতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ কি অসিদ্ধ হইতে পারিবেক ইতি।

(মালিক ভিন্ন অন্য লোকেরদের স্থানে আমানতের টাকা গ্রাহ্য হইতে পারিবার কথা।)

৯ ধারা। এই আইনের ৩ ধারামতে টাকা দাখিল করণের নিরূপিত শেষ দিবসে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কোন সময়ে, কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক, ঐ বাকী পড়া মহালের কি মহালের অংশের মালিক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে আমানত স্বরূপে ঐ মহালের বাকী মালগুজারীর টাকা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। ও যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ মহালের বাকীদার মালিক ঐ বাকী টাকা শোধ না করে, তবে ঐ আমানতী টাকা সূর্য্যাস্ত হইবার সময়ে ঐ বাকীর পরিশোধে জমা হইবেক। ঐ আমানৎকারী যে ব্যক্তির টাকা পূর্ব্বোক্ত মতে

জমা করা যায় সেই ব্যক্তি যদি ঐ বাকী পড়া মহালের কি অংশের কি তাহার কোন ভাগের দখল পাইবার নিমিত্তে আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ হয়, তবে ঐ আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার বাদী প্রতিবাদিরদের স্থানে জামিন লওনের যে বিধি চলন আছে তাহা বহাল রাখিয়া ঐ মহাল কি তাহার অংশ কি তাহার সেই ভাগ কিছু কালের নিমিত্তে উক্ত ব্যক্তির দখলে দেওয়াইবার হুকুম করিতে পারেন। আর ঐ আমানৎকারী যে ব্যক্তির টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা হইয়াছে, সে যদ্যপি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ করিতে পারে যে, ঐ মহালেতে তাহার যে সম্পর্ক আছে ঐ মহালের নীলাম হইলে ঐ সম্পর্কের বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারে, কিম্বা ঐ নীলাম হইলে বিঘ্ন বা ক্ষতি হয় তাহার প্রকৃতভাবে এমত বিশ্বাস আছে, অতএব ঐ সম্পর্ক বজায় রাখিবার নিমিত্তে সে টাকা আমানৎ করিয়াছিল, তবে সেই ব্যক্তি ঐ আমানতী টাকা আদালতের বিবেচনামতে সুদ সমেত কিম্বা সুদ বিনা, ঐ মহালের বাকীদার মালিকের স্থানে পাইতে পারিবেক। আর ঐ আমানৎকারী যে ব্যক্তির টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা হইয়াছে, সে যদি ঐ রূপ আদালতে এমত প্রমাণ করে যে, ঐ মহালের কি অংশের কি তাহার কোন ভাগের উপর তাহার বন্ধকাদিক্রমে যে দাওয়া আছে তাহার রক্ষার জন্যে তাহার ঐ টাকা আমানৎ করা আবশ্যক হইল, তবে সেই প্রকারে যত টাকা জমা হইয়াছে তাহা ঐ আসল দাওয়ার টাকার উপর চড়াইয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

(সাধারণ রূপে অধিকার করা অংশ বিভাগ করণের কথা।)

১০ ধারা। সাধারণ রূপে ভোগ করা এজমালী মহালের এক জন লিখিত অংশী, গবর্ণমেণ্টের মালগুজারীর যে অংশ আপনার দিতে হয় তাহা যদি স্বতন্ত্র দিতে চাহে, তবে সে ঐ মর্ম্মের লিখিত দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবকে দিতে পারিবেক। ঐ মহালেতে দরখাস্তকারির যে অংশ থাকে তাহা সেই দরখাস্তেতে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক। পরে কালেক্টর সাহেব আপনার নিকটে করা ঐ দরখাস্তের একই কেতা নকল

আপনার কাছারীতে, ও সেই মহাল কি তাহার কোন অংশ যাহাঁরদের এলাকার মধ্যে থাকে, এমত জজ সাহেবের, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের, (অথবা বিষয় বিশেষে জুইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের) ও মুন্সেফেরদের কাছারীতে, ও পোলীসের থানায় ও সেই মহালেরই কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিবেন। দরখাস্তের ঐ সকল এস্তেহার প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত যদি লিখিত অন্য কোন অংশী কিছু আপত্তি না করে, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্তকারির সঙ্গে পৃথক্ একটা হিসাব আরম্ভ করিবেন, ও সেই ব্যক্তি আপন অংশের বাবতে যে সকল টাকা দাখিল করে তাহা তাহার অংশের হিসাবে পৃথক্‌রূপে জমা করিবেন। কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র হিসাব করিতে আপনার অনুমতি যে তারিখে রিকার্ড করেন, সেই তারিখঅবধি দরখাস্তকারির অংশের স্বতন্ত্র দায় আরম্ভ হয়, এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

(ভূমির বিশেষ খণ্ডের অংশ স্বতন্ত্র করিবার কথা।)

১১ ধারা। এজমালী মহালের লিখিত অংশির যে অংশ থাকে, তাহা যদি জমীদারীর ভূমির বিশেষ খণ্ড হয়, ও সেই অংশী গবর্ণমেণ্টের মালগুজারীর আপন অংশ স্বতন্ত্র দিতে চাহে, তবে সে ঐ মর্ম্মের লিখিত দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবকে দিবেক। দরখাস্তকারির অংশের মধ্যে যে জমী আছে তাহাও তাহার পরিসীমা ও পরিমাণ বিশেষ করিয়া সেই দরখাস্তেতে লিখিতে হইবেক ও সেই কাল পর্য্যন্ত ঐ খণ্ডের যত সদরজমা দেওয়া যাইতেছে তাহার কথাও ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবেক। সেই দরখাস্ত পাইলে পর, ১০ ধারাতে এস্তেহার প্রকাশ করিবার যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই নিয়ম মতে কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্ত প্রকাশ করাইবেন। তাহার প্রকাশ হইবার কালাবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি ঐ মহালের লিখিত অন্য কোন অংশী কিছু আপত্তি না করে, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্তকারির সঙ্গে পৃথক্ হিসাব রাখিবেন, ও সেই ব্যক্তি ঐ অংশের বাবতে যে সকল টাকা দাখিল করে তাহা তাহার অংশের হিসাবে পৃথক্‌রূপে জমা করিবেন। কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র হিসাব করিতে আপনার অনুমতি যে তারিখে

রিকার্ড করেন সেই তারিখ অবধি দরখাস্তকারির অংশের স্বতন্ত্র দায় আরম্ভ হয় এমত প্রমান হইবেক ইতি।

(আপত্তি হইলে উভয় পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কথা।)

১২ ধারা। সাধারণ রূপে কি প্রকারান্তরে যে মহালের অধিকার হয়, দরখাস্তকারী তাহার যে অংশের দাওয়া করে তাহাতে তাহার কোন স্বত্ব নাই, অথবা মহালেতে যে পর্য্যন্ত কিম্বা যে প্রকারের সম্পর্কের দাওয়া করে তাহার সেইপর্য্যন্ত কি সেই প্রকারের সম্পর্ক নয়, অথবা ঐ দরখাস্ত মহালের জমীর কোন বিশেষ খণ্ড লইয়া হইলে দরখাস্তকারির কথামতে যত সদর জমা ঐ জমী খণ্ডের নিমিত্তে দেওয়া যাইতেছে তাহা ঐ মহালের অন্য অংশিরা তাহার জমা বলিয়া কখন স্বীকার করে নাই, কোন লিখিত মালিক যদি এই এই আপত্তি করে, তবে কালেক্টর সাহেব উভয় পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন, ও সেই বিবাদের কথা যাবৎ দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ তিনি ঐ রূপকারীর কার্য্য স্থগিত রাখিবেন ইতি।

(স্বতন্ত্র অংশের নীলামের কথা।)

১৩ ধারা। যখন কালেক্টর সাহেব কি অধিক অংশের নিমিত্তে পৃথক্ হিসাব রাখিবার আজ্ঞা করেন, তখন মহাল বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলাম হইবার যোগ্য হইলে, ঐ পৃথক্ হিসাব অনুসারে মহালের যে এক কি অধিক অংশের কিছু মালগুজারী বাকী থাকে, কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক কেবল সেই সেই অংশ প্রথমে নীলাম করিবেন। এমত সকল গতিকে, যে এক কি অধিক অংশের কিছু বাকী পাওনা না থাকে, সেই সেই অংশ ছাড়িয়া দিবার অভিপ্রায়ের সম্বাদ এই আইনের ৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট নীলামের ইশ্‌তিহারে লিখিতে হইবেক। নীলাম করা ঐ এক কি অধিক অংশ, ও নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া এক কি অধিক অংশ লইয়া, মোটে একি মহাল হইয়া থাকিবেক; ও যে এক কি অনেক অংশের নীলাম হয়, তাহার পৃথক্ যে জমা কি

যে যে জমা ধরা আছে তাহা সেই অংশ কি সেই সেই অংশ হইতে আদায় করা যাইবেক ইতি।

(বিশেষ নিয়মমতে সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইতে পারিবার কথা।)

১৪ ধারা। উক্ত ১৩ ধারার বিধানমতে কোন নীলাম হইলে যে অংশ নীলামে ধরা যায় তাহার নিমিত্তে অত্যুচ্চ যে মূল্যের ডাক হয়, তাহা যদি নীলাম হইবার তারিখপর্য্যন্ত যত বাকী থাকে তাহার সমান না হয়, তবে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত মতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব নীলাম স্থগিত করিয়া এই আজ্ঞা করিবেন যে, ঐ অংশের যত বাকী হয় তাহা সমুদয় যদি লিখিত অন্য অংশী কি অংশীরা, কিম্বা তাহারদের মধ্যে কোন এক কি অধিক জন দশ দিনের মধ্যে সরকারে দিয়া ঐ বাকী পড়া অংশ খরীদ না করে, তবে অন্য দিবসে সম্পূর্ণ মহাল বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলাম হইবেক। যদি সেই প্রকারের বাকী দিয়া ঐ অংশ খরীদ করা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অন্য কার্য্যকারক এই আইনের ২৮ ও ২৯ ধারাতে যে সর্টিফিকট দিবার ও দখল দেওয়াইবার কথা নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা ঐ খরীদারকে কি খরীদারদিগকে দিবেন ও দখল দেওয়াইবেন, তাহাতে নীলামে ঐ অংশ খরীদ করিলে ঐ খরীদারের কি খরীদারেরদের যে স্বত্ব হইত সেই স্বত্ব থাকিবেক। যদি পূর্ব্বোক্তমতে দশ দিনের মধ্যে ঐ রূপ খরীদ না করা যায়, তবে এই আইনের ৬ ধারা মতে ইশ্তিহার যত কাল ও যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হয় ততকাল ও সেই প্রকারে প্রকাশ হইলে পর সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক ইতি।

(মহালের নীলাম না হয় এই নিমিত্তে টাকা আমানৎ করার কথা।)

১৫ ধারা। যদি মহালের কোন খিলিত মালিক কিম্বা বখরাদার কালেক্টর সাহেবের নিকটে নগদ টাকা আমানৎ রাখে, কিম্বা গবর্ণমেন্টের নিদর্শন পত্রের পৃষ্ঠে কালেক্টর সাহেবের নাম লিখিয়া তাঁহার হুকুমমতে পত্রের টাকা লেনা

করিয়া পত্র আমানাৎ করে, ও সম্পূর্ণ মহালের জমার জামিনী স্বরূপ ঐ টাকা কি পত্র গবর্ণমেন্টে গচ্ছিত করিলাম ও সেই মহালের কিছু মালগুজারী বাকী হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা কি নিদর্শন পত্রের ঐ টাকা কি তাহার যত আবশ্যক হয় তাহা লইয়া ঐ বাকী শোধ করিবেন, এই মর্ম্মের একরারনামায় দস্তখৎ করে, তবে এই আইনের ৩ ধারামতে মালগুজারী দাখিল করিবার যে শেষ দিন নিরূপণ হয়, সেই দিবশে সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে যদি ঐমহালের কিছু বাকী মালগুজারী দাখিল না করা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা কি নিদর্শনপত্র লইয়া, কি তাহার যে অংশ কিম্বা ঐ পত্রের উপর পাওনা কোন সুদের যে অংশ আবশ্যক হয়, তাহা লইয়া ঐ বাকীর পরিশোধে দিবেন। অর্থাৎ কালেক্টর সাহেবের হাতে যে নগদ টাকা থাকে ও সেই নিদর্শন পত্রের উপ যে কিছু সুদ পাওনা হয় তাহাই তিনি ঐ বাকীর শোধে প্র দিবেন, পরে কিছু বাকী থাকিলে তাহার নিমিত্তে ঐ নি পত্র বিক্রয় কি হস্তান্তর করিতে পারিবেন। আর সেই কা ব্যয় হইতে পারে ও বাকী পরিশোধের উপযুক্ত পূর্ব্বোক্ত মতের কিছু টাকা কি নিদর্শন পত্র যত কাল থাকে, ততকাল যে মহালের রক্ষার নিমিত্তে তাহা আমানৎ করা যায় তাহা মালগুজারীর নিমিত্তে নীলাম হইবেক না। তদ্রূপে যে আমানত টাকা কি নিদর্শনপত্র আমানৎ করা যায় তাহা কেবল দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারীমতে ক্রোক হইতে পারিবেক, নতুবা নয় ইতি।

(আমানতের টাকা প্রভৃতি ফিরিয়া লওনের কথা।)

১৬ ধারা। উক্ত ১৫ ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তি আমানৎ রাখে, সেই ব্যক্তি কি তাহার স্থলাভিষিক্ত কি তাহার আটর্ণি যখন চাহে তখনই ঐ আমানৎ ফিরিয়া লইতে পারিবেক, ও তাহা জামিনী স্বরূপে রাখিবার একরারনামা বাতিল করিতে পারিবেক ইতি।

(কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন কি ক্রোক করা মহালের কথা।)

নিযুক্ত ছিল, ও আপীল হইলে সেই আপীলী মোকদ্দমা যতকাল উপস্থিত ছিল, সেই তাবৎকাল ঐ হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবেক না ইতি।

(স্থাবর সম্পত্তি যাহার দখলে থাকে তাহাকে বেআইনী মতে বেদখল করা গেলে, স্বত্বের অন্য অধিকার ব্যক্ত করা গেলেও তাহা পুনরায় দখল পাইবার ও বেদখলের মোকদ্দমা ছয় মাসের মধ্যে করিবার কথা, কিন্তু স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার মোকদ্দমার মিয়াদ বহাল থাকিবার কথা।)

১৫ ধারা। কোন স্থাবর সম্পত্তি যাহার দখলে থাকে, তাহার নিজ সম্মতি বিনা যদি তাহাকে আইনের নিয়মিত কার্য্য ক্রমে না হইয়া অন্যরূপে বেদখল করা যায়, তবে সেই লোক কিম্বা তাহার দ্বারা দাওয়াদার কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা করিয়া তাহার দখল পাইতে পারিবেক, ও সেই মোকদ্দমাতে স্বত্বের অন্য কোন অধিকার ব্যক্ত করা গেলেও দখল পাইতে পারিবেক। পরন্তু সেই বেদখল করিবার সময়াবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হইবেক। কিন্তু যাহার স্থানে ঐ সম্পত্তির দখল ফিরিয়া পাওয়া গেল সেই লোকের কিম্বা অন্য কোন লোকের ঐ সম্পত্তির উপর আপনার স্বত্ব সাবুদ করিবার ও সেই সম্পত্তির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা এই আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে করিবার বাধা এই ধারার কোন কথাতে হইবেক না ইতি।

(সুপ্রিমকোর্টের একুটি পক্ষের এলাকার সঙ্গে এই আইনের সম্পর্ক না থাকিবার কথা।)

১৬ ধারা। এই আইনক্রমে যাহার মোকদ্দমা করিবার অধিকারের বাধা আছে এমত কোন লোকের রাজী হওয়া প্রযুক্ত কিম্বা কি অন্য কোন কারণে রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের একুটিপক্ষের উপকার করিতে যদি স্বীকার না করেন, তবে ঐ আদালতের কোন বিধি কি ক্ষমতা এই

আইনের কোন কথাতে খর্ব্ব হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

(সরকারী সম্পত্তির উপর কিম্বা সরকারী দাওয়া আদায় করিবার মোকদ্দমার উপর আইন না খাটিবার কথা।)

১৭ ধারা। এই আইনের সরকারী কোন সম্পত্তির কি স্বত্বের উপর, কিম্বা সরকারী মালগুজারী আদায়ের, কি সরকারী কোন দাওয়ার কোন মোকদ্দমার উপর খাটিবেক না। সেই সকল মোকদ্দমার উপর মিয়াদের যে যে আইন কি বিধি এইক্ষণে চলন আছে তাহা খাটিবেক ইতি।

(এইক্ষণে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে কি দুই বৎসরের মধ্যে করা যায় তাহার উপর এই আইন না খাটিবার, কিন্তু তাহার পর যাহা উপস্থিত হয় তাহার উপর খাটিবার কথা।)

১৮ ধারা। এইক্ষণে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে, কিম্বা এই আইনজারী হইবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার এই আইন জারী না হইবার মতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক। কিন্তু এই আইনের বিধান যাহার উপর খাটিতে পারে এমত যে সকল মোকদ্দমা ঐ দুই বৎসরের পরে উপস্থিত করা যায়, তাহার বিষয়ে কেবল এই আইনমতে কার্য্য হইবেক, মিয়াদের অন্য কোন আইনমতে হইবেক না, এইক্ষণকার চলিত কোন বিধান কি আইন কি কাম্বুন থাকিলেও হইবেক না ইতি।

(সুপ্রিমকোর্টের ডিক্রী প্রভৃতি জারী করিবার উদ্যোগ বারোবৎসরের মধ্যে করিবার কথা। ও এইক্ষণকার বহাল থাকা ডিক্রীর বর্জ্জিত কথা।)

১৯ ধারা। রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের কোন নিষ্পত্তি কি ডিক্রী কি হুকুম ত্যাগ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তির প্রতি সেই হুকুম প্রবল করিবার স্বত্ব কে জন্মা

বর্ত্তে, সেই সময়াবধি বারো বৎসরের মধ্যে না হইলে, ঐ লোক সেই হুকুম প্রভৃতি প্রবল করিবার কোন কার্য্য করিতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে ঐ নিষ্পত্তির কি ডিক্রীর কি হুকুমের নিয়মিত রূপে পুনরুত্থাপন হয়, কিম্বা সেই নিষ্পত্তিতে কি ডিক্রীতে কি হুকুমেতে যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহার আসলের কোন অংশ কিম্বা তাহার কিছু সুদ দেওয়া যায়, কিম্বা তদ্বিষয়ের স্বত্ব স্বীকার করিবার কোন লিপিতে ঐ টাকা যাহার দেনা হয়, সেই লোক কি তাহার মোক্তার যদি দস্তখৎ করিয়া, যাহার পাওনা হয়, তাহাকে কি তাহার মোক্তারকে দেয়, তবে সেই পুনরুত্থাপনের, কিম্বা সেই টাকা দেওনের, কি কর্জ্জ স্বীকার করণের কালাবধি, কিম্বা বিষয় বিশেষে শেষ যেবার পুনরুত্থাপন হয়, কি টাকা দেওয়া যায়, কি কর্জ্জ স্বীকার হয়, তাহার কালাবধি বারো বৎসরের মধ্যে না হইলে, ঐ নিষ্পত্তি কি ডিক্রী কি হুকুম প্রবল করিবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবেক না। পরন্তু এই আইন জারী হইবার তারিখে যে সকল নিষ্পত্তি ও ডিক্রী ও হুকুম বলবৎ থাকে, তৎ সম্পর্কে এই আইন জারী হইবার তারিখ অবধি তিন বৎসর পর্য্যন্ত এইক্ষণকার চলিত আইনমতে কার্য্য হইবেক, তাহার বিপরীত কোন কথা এই আইনে থাকিলেও হইবেক ইতি।

(রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত না হওয়া দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী প্রভৃতি জারী করিবার মিয়াদের কথা।)

২০ ধারা। রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত না হইয়াছে এমত কোন আদালতের নিষ্পত্তি কি ডিক্রী কি হুকুমজারী করিবার দরখাস্ত হওনের পূর্ব্বের তিনবৎসর অবধি যদি সেই নিষ্পত্তি কি ডিক্রী কি হুকুম প্রবল করিবার কিম্বা তাহা বলবৎ রাখিবার কোন কার্য্য না করা যায়, তবে তাহা জারী করিবার পরওয়ানা ঐ আদালত হইতে বাহির হইবেক না ইতি।

(এই আইন জারী হইবার কালে যে নিষ্পত্তি প্রভৃতি বলবৎ থাকে তাহার উপর ঐ ধারা না খাটিবার কথা।)

২১ ধারা। এই আইন জারী হইবার সময়ে যে কোন নিষ্পত্তি কি ডিক্রী কি হুকুম বলবৎ থাকে, তাহার উপর ইহার পূর্ব্বের ধারার কোন কথা খাটিবেক না। কিন্তু ঐ ডিক্রী প্রভৃতি জারী করিবার পরওয়ানা এইক্ষণে আইনমতে যে মিয়াদের মধ্যে বাহির হইতে পারে হয় সেই মিয়াদের মধ্যে, না হয় এই আইন জারী হইবার কালাবধি তিনবৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ ইহার মধ্যে প্রথমে যে মিয়াদ ফুরায়, সেই মিয়াদের মধ্যে ডিক্রী জারী পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবেক ইতি।

([illegible] আদালতের কিম্বা রাজস্বের কার্য্যকারকের সরাসরী ফয়সলা জারী করিবার মিয়াদের কথা।)

২২ ধারা। রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত না হইয়াছে এমত কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা রাজস্বের কোন কার্য্যকারকের কোন সরাসরী নিষ্পত্তি কি ফয়সলা জারী করিবার দরখাস্ত হইবার পূর্ব্বের এক এক বৎসর অবধি তাহা প্রবল করিবার কিম্বা বলবৎ রাখিবার কোন কার্য্য যদি না করা যায়, তবে সেই নিষ্পত্তি কি ফয়সলা জারী করিবার পরওয়ানা জারী হইবেক না ইতি।

(এই আইন জারী হইবার সময়ে যে সরাসরী ফয়সলা বলবৎ থাকে তাহার উপর ঐ ধারা না খাটিবার কথা।)

২৩ ধারা। এই আইন জারী হইবার সময়ে যে কোন সরাসরী নিষ্পত্তি কি ফয়সলা বলবৎ থাকে তাহার উপর ইহার পূর্ব্বের ধারার কোন কথা খাটিবেক না। কিন্তু সেই ডিক্রী জারীর পরওয়ানা এইক্ষণে আইনমতে যে মিয়াদের মধ্যে জারী হইতে পারে, হয় সেই মিয়াদের মধ্যে, না হয় এই আইন জারী হইবার কালাবধি দুই বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ ইহার যে মিয়াদ প্রথমে ফুরায় তাহার মধ্যে পরওয়ানা জারী হইতে পারিবেক ইতি।

(আইনের বলবৎ হইবার কথা, ও আইন বহির্ভূত প্রদেশে কিম্বা অন্য যে স্থানে এই আইন খাটে সেই

স্তু পুনশ্চ প্রত্যেক নীলামের উপর খাটিবেক। পরন্তু খরীদ্দের টাকা দিবার ত্রুটি যদি একবারের অধিক হয়, তবে অতি উচ্চ যে মূল্যের ডাক হইয়াছে ও অবশেষে যে মূল্যেতে বিক্রয় হয় এই দুই মূল্যের মধ্যে যত টাকার বিশেষ হয় তত টাকা ঐ বাকীদার ডাকনিয়ারদের স্থানে আদায় হইবেক, অর্থাৎ ত্রুটি-কারী যে ডাকনিয়ারা যত টাকা ডাকিয়াছিল তাহার কম যত টাকা নীলামে পাওয়া যায়, তত টাকা তাহারদের কোন ক্ষাহার স্থানে পূর্ব্বোক্তমতে আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

(আপীলের কথা।)

২৫ ধারা। এই আইনানুসারে যে কোন নীলাম হয় তাহার উপর আপীল, ২১ ধারার নিয়মানুসারে হিসাব করিয়া নীলামের তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে রাজস্বের কমিসানর সাহেবের নিকটে করা গেল, অথবা কমিসানর সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারকের নিকটে নীলামের দিন অবধি দশম দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে করা গেলে, রাজস্বের কমিসানর সাহেব ঐ আপীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, নতুবা নয়। ঐ রূপে আপীল হইলে যদি কমিসানর সাহেব বোধ করেন যে, এই আইনানুসারে হওয়া কোন মহালের কি মহালের কোন অংশের নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্ব্বাহ হয় নাহি, তবে সেই নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, ও যদি ভূম্যধিকারির ত্রুটি প্রযুক্ত ঐ নীলাম হইয়া থাকে তবে খরীদারের ক্ষতি পূরণের নিমিত্তে তাহাকে কিঞ্চিৎ টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে সেই সময়ে হুকুম করিতে পারিবেন। কিন্তু বায়নার টাকা কিম্বা খরীদের অবশিষ্ট টাকা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে যতকাল ছিল ততকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের চলিত নিদর্শন পত্রের অতি উচ্চ যে হিসাবে সুদ চলে সেই হিসাবে, ঐ টাকার সুদ যত হয় তাহার অধিক ঐ ক্ষতি পূরণের নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক না। এমত স্থলে কমিসানর সাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক।

(বিশেষ স্থলে নীলাম অসিদ্ধ করিবার কথা।)

২৬ ধারা। নীলামের উপর আপীল হইলে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব কঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া, তখন চূড়ান্ত হুকুম জারী না করিয়া, সেই কথা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে জানাইতে পারিবেন, ও তাহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে স্থান বিশেষের গবর্ণমেন্টকে নীলাম অন্যথা করিবার পরামর্শ দিতে পারিবেন। এমত কোন গতিকে স্থান বিশেষের ঐ গবর্ণমেন্ট নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারিবেন ও যে যে নিয়ম যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেই সেই নিয়মমতে ঐ মহাল কি তাহার অংশ মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারিবেন ইতি।

(যে সময়ে নীলাম চূড়ান্ত হইবেক তাহার কথা।)

২৭ ধারা। যে সকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের ২৩ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে দেওয়া গিয়াছে ও তাহার উপর আপীল হয় নাই, সেই সকল নীলাম নীলামের দিন অবধি ত্রিশদিনের দিনে দুই প্রহরের সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক। ও নীলামের উপর আপীল হইয়া কমিস্যনর সাহেব তাহা ডিস্মিস্ করিলে, যদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ দিবসের অধিক হইলে তাহা ডিস্মিস্ করেন তবে ঐ ডিস্মিস্ হওয়ার তারিখ অবধি ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক, ও যদি ত্রিশ দিবসের মধ্যে ডিস্মিস্ করেন, তবে পূর্ব্বোক্ত মতে ত্রিশদিনের দিনে দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

(নীলামের সর্টিফিকটের কথা।)

২৮ ধারা। কোন নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবামাত্র কালেক্টর সাহেব, অথবা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্টপাঠে খরীদারকে অধিকারের সর্টিফিকট দিবেন। ও তাহার নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি নীলাম হওয়া মহালেতে কি মহালের অংশেতে ঐ সর্টিফিকটের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের অধিকার হইয়াছে, উক্ত সর্টিফিকট সকল আদালতে ইহার প্রচুর প্রমাণ জ্ঞান হইবেক। ও কালেক্টর সাহেব লিখিত ইশ্তিহার দিয়া আপনার কাছারীতে, ও নীলামকরা মহালের কি মহালের অংশের কোন ভাগ যে মুন-

সেফেরদের ও পোলীসের যে যে থানার এলাকার মধ্যে থাকে তাঁহারদের কাছারীতে ও সেইং থানায় সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোনস্থানে ঐ খারিজদাখিল হওনের সম্বাদ প্রকাশ করিবেন ইতি।

(দখল দেওয়াইবার কথা।)

২৯। ধারা কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য-কার্য্যকারক ঐ খরীদ করা মহাল কি অংশ দখল দেওয়াইবার হুকুম এইরূপে করিবেন, অর্থাৎ যদি কোন লোক ঐ মহাল কি অংশ ত্যাগ করিতে স্বীকার না করে তবে তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া, উপযুক্ত কোন এক কি অধিক স্থানে ঢেঁড়রা দিয়া কিম্বা রীতিমতে অন্য প্রকারে ঐ সম্পত্তির বাসেন্দারদিগকে ঘোষণা করাইয়া, ও সর্টিফিকটের এককেতা নকল খরীদ করা মহালের অংশের মাল কাছারীতে কিম্বা প্রকাশ্য কোন স্থানে লটকাইয়া দখল দেওয়াইবেন ইতি।

(খরীদারের দায়ের কথা।)

৩০ ধারা। এই আইনমতে খরীদ করিয়া মহালের কি মহালের অংশের মালিক বলিয়া যাঁহার নামে সর্টিফিকট দেওয়া যায় সেইজন মালগুজারী দাখিল করিবার পূর্ব্বোক্ত শেষ তারিখের পর সরকারের মালগুজারীর যে সকল কিস্তীর টাকা পাওনা হয় তাহার নিমিত্তে দায়ী হইবেক ইতি।

(খরীদের টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।)

৩১ ধারা। কালেক্টর সাহেব ঐ খরিদের টাকা লইয়া, নীলাম করা মহালের কি মহালের অংশের টাকা দাখিল করিবার শেষ তারিখে যত বাকী ছিল তাহা প্রথমে শোধ করিবেন। পরে ঐ মহালের কি মহালের অংশের উপর দাওয়ার যে সকল টাকা বকেয়া বলিয়া জিলার সরকারী হিসাবের খাতায় লেখা আছে তাহা শোধ করিবেন। অবশিষ্ট কিছু থাকিলে, তাহা ঐ নীলাম করা মহালের কি মহালের অংশের লিখিত সাবেক মালিকের কি মালিকেরদের কি তাহারদের উত্তরাধিকারিরদের

কি স্থলাভিষিক্তেরদের নিমিত্তে আমানৎ রাখা যাইবেক, ও সে কি তাহারা তাহা দাওয়া করিয়া রসীদদিলে তাহাকে কি তাহারদিগকে এই নিয়মমতে দেওয়া যাইবেক। অর্থাৎ নীলাম হওয়া মহালে কি মহালের অংশেতে যদি তাহারদের অংশ পৃথক রূপে রিকার্ড হইয়াছে তবে সেই রিকার্ডকরা সম্পর্কের হারহারিমতে ভাগ করিয়া তাহাদিগকে দেওয়া যাইবেক, কিম্বা যদি সেই রূপের অংশ না হইয়াছে তবে মালিকেরদের সাধারণ রসীদমতে তাহারদের সকলকে একেবারে মোটে দেওয়া যাইবেক। আরো ঐ খরীদের যে কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা সাবেক মালিককে কি মালিকদিগকে দেওয়া যাইবার আগে যদি কোন মহাজন কর্জের পরিশোধে দাওয়া করে তবে দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানা না হইলে, ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দিতে হইবেক না, কি ঐ মালিকের হাতছাড়া রাখিতে হইবেক না ইতি।

(নীলাম অসিদ্ধ হইবার ইশ্‌তিহার।)

৩২ ধারা। যদি কমিসানর সাহেব কিম্বা গবর্ণমেন্ট এই আইনমতের কোন নীলাম অসিদ্ধ করেন, তবে এই আইনের ২৮ ধারামতে কোন নীলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হইবার কথার সম্বাদ যে প্রকারে দিবার হুকুম হয়, কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত মতের অন্য কার্য্যকারক ঐ অসিদ্ধ হওনের সম্বাদ সেই প্রকারে প্রকাশ করিবেন, ও সরকারের চলিত নিদর্শন পত্রের উপর অতি উচ্চ যে হিসাবে সুদ চলে সেই হিসাবে সুদসমেত আমানতের ঐ টাকা ও খরীদের বাকীটাকা খরিদারকে অযৌগে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। তাহা সরকার হইতে দেওয়া যাইবেক, কিন্তু যদি এই আইনের ২৫ কি ২৬ ধারামতে ঐ টাকা ঐ মালিকের দিতে হয় তবে সরকার হইতে দেওয়া যাইবেক না ইতি।

(নীলাম শুধারাইবার মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতের এলাকা ও বর্জ্জিত কথা।)

৩৩ ধারা। বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে, কিম্বা বাকী মালগুজারীর ন্যায় অন্য যে দাওয়ার টাকা আদায় হইতে পারে তাহার

নিমিত্তে যে কোন নীলাম এই আইন জারী হইবার পরে করা যায়, তাহা বিচার আদালতে অসিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু এই আইনের বিধানের বিপক্ষমতে নীলাম হইয়াছে বলিয়া অসিদ্ধ হইবেক, তাহাতেও যে বেদাঁড়ার নালিশ করা যায় তাহাতে ফরিয়াদীর কোন প্রকৃত ক্ষতি হইয়াছে এমত প্রমাণ না হইলে অসিদ্ধ হইবেক না, আর সেই হেতু যদি এই আইনের ২৫ ধারামতে কমিসানর সাহেবের নিকটে আপীল হইয়া স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ না করা যায় তবে সেই হেতুতে ও সেই প্রকারের কোন নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না। আর এই আইনমতের কোন নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমা এই আইনের ২৭ ধারামতে নীলাম সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত হইবার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে যদি উপস্থিত না করা যায় তবে কোন বিচার আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না। ও খরীদের টাকার কোন অংশ গ্রহণ করিলে পর, কোন লোক ঐ নীলাম আইনমতে হয় নাই বলিয়া বিবাদ করিতে পারিবেক না। কিন্তু এই আইনমতের কোন নীলামেতে যে কার্য্য করা যায় কি যে কার্য্যের চুক হয় তাহাতে যদি কোন লোক আপনি অন্যায়গ্রস্ত হইয়াছে বোধ করে, তবে যাহার কার্য্যেতে কি ত্রুটিতে আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে তাহার নামে খেসারতের নালিশ করিতে বাধা হয়, এই আইনের কোন কথার এই মত অর্থ করিতে হইবেক না ইতি।

(এই আইনমতের নীলাম আদালতের ডিক্রীক্রমে অসিদ্ধ হইলে তাহার ফলের কথা।)

৩৪ ধারা। এই আইনমতে যে নীলাম করা যায় তাহা যদি দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীমতে অসিদ্ধ হয়, তবে ঐ ডিক্রীজারী হইবার দরখাস্ত সেই ডিক্রীর তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে করিতে হইবেক। তাহা না করিলে, সেই ডিক্রী যাহার পক্ষে হইয়াছিল তাহার ঐ ডিক্রী হইতে কিছু উপকার হইবেক না। আরও খরীদের অবশিষ্ট কিছু টাকা যদি কোন দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতে কোন কাহাকে দেওয়া গিয়া থাকে, তবে গবর্ণমেণ্টের চলিত নিদর্শন পত্রের সুদ অত্যুচ্চ যে হারে দেওয়া যাইতেছে সেই হারে সুদসমেত ঐ টাকা সেই ডিক্রীদার না দিলে, তাহাকে পুনরায় দখল দেওয়াইবার কোন

হুকুম জারী হইবেক না। ও তক্রূপের যে টাকা দিতে হয় তাহা যদি সেই পক্ষ ঐ চূড়ান্ত ডিক্রীর তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে না দেয়, তবে সেই ডিক্রী হইতে তাহার কিছু উপকার হইবেক না ইতি।

(নীলাম অসিদ্ধ হইলে খরিদের টাকা ফিরিয়া দিবার কথা।)

৩৫ ধারা। যদি কোন বিচার আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীমতে কোন নীলাম অসিদ্ধ হয়, ও সাবেক মালিককে পুনরায় দখল দেওয়ান যায়, তবে সরকারের চলিত নিদর্শনপত্রের উপর সুদ যে অতি উচ্চ হারে দেওয়া যাইতেছে সেই হারে সুদ সমেত ঐ খরীদের টাকা গবর্ণমেন্ট হইতে খরীদারকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

(বেনামী খরিদ হইয়াছে বলিয়া মোকদ্দমা না হইবার কথা।)

৩৬ ধারা। যে খরীদারকে সর্টিফিকট দেওয়া গিয়াছে সে জন ভিন্ন অন্য লোকের নিমিত্তে জমী খরীদ হইয়াছে, কিম্বা এক ভাগ উঁহার নিজের নিমিত্তে অন্য ভাগ অন্য লোকের নিমিত্তে হইয়াছে, কিন্তু আপোসে করার করিয়া ঐ সর্টিফিকট প্রাপ্ত খরীদারের নাম দেওয়া গিয়াছে, এই হেতুতে যদি সেই সর্টিফিকট প্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল করিবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে সেই মোকদ্দমা খরচা সমেত ডিসমিস হইবেক ইতি।

(ইস্তমরারী বন্দোবস্তের মহাল নিজ বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহার খরীদারের স্বত্বের কথা।)

৩৭ ধারা। বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কোন জিলার অন্তর্গত সম্পূর্ণ মহাল যদি ঐ মহালের নিজ বাকীর নিমিত্তে এই আইনমতে নীলাম হয়, তবে বন্দোবস্তের কালের পরে তাহার উপর যে সকল দায় বর্ত্তিয়াছে তাহা বিনা খরীদার ঐ মহাল পাইবেক। ও পেট্টাও সকল পাট্টা অসিদ্ধ ও বাতিল করিতে ও বেট্টাও পাট্টাদারদিগকে

অপৌণে বেদখল করিতে তাহার স্বত্ব থাকিবেক। কিন্তু এই এই পাট্টা বাতিল করিতে পারিবেক না, অর্থাৎ।

প্রথম। ইস্তমরারী কি মোকররী যে জমী ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কালাবধি মোকররী খাজানামতে ভোগ হইয়া আসিতেছে সেই জমীর পাট্টা।

দ্বিতীয়। মোকররী খাজানামতে ভোগ না হইয়া যে জমী বন্দোবস্তের কালে ছিল তাহার পাট্টা। পরন্তু সেই প্রকারের জমীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার যে সময়ে যে বিধি চলন থাকে সেই বিধিমতে ঐ জমীর খাজানা সর্ব্বদাই বৃদ্ধি হইতে পারিবেক।

তৃতীয়। বন্দোবস্তের কালের পরে যে তালুকদারী ও সেই প্রকারের অন্য জমী নিজ জমীদারেরদের স্থানে ভোগ হইতেছে তাহার পাট্টা, ও কতক বৎসরের মিয়াদে যে ইজারার জমী সেই প্রকারে ভোগ হইতেছে তাহার পাট্টা। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই তালুকাদি ও ইজারা এই আইনের বিধান মতে উপযুক্ত রূপে রেজিষ্টরী করা যায়।

চতুর্থ। যে জমীতে বসত বাটী কি কুঠী কি চিরকালের জন্য ইমারৎ প্রভৃতি গাঁথা গিয়াছে, ও যে জমীতে বাগান কি বিশেষ ফলের বাগান কি পুকুর কি কূপ কি খাল কি ভজনালয় কি শ্মশান কি গোরস্থান করা গিয়াছে, কিম্বা যে জমীতে আকর খনন হইয়াছে তাহার পাট্টা।

ও উক্ত বর্জ্জিত জমীর চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যে জমী আইসে তাহার প্রথমে যে খাজানা ধার্য্য হইয়াছিল তাহা অনুচিত অর্থাৎ কম ছিল, ইহার প্রমাণ যদি পূর্ব্বোক্তমতের খরীদার করিতে পারে, ও উত্তম আবাদী জমীর খাজানার তুল্য মোকররী খাজানামতে সেই জমী বারোবৎসরের অধিককাল যদি ভোগ না হয়, তবে সেই জমীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার যে সময়ে যে বিধি চলন থাকে সেই বিধিমতে ঐ খরীদার খাজানা বৃদ্ধি করাইবার কার্য্য করিতে পারিবেক।

(বর্জ্জিত কথা।)

পরন্তু যদি কোন রাইয়তের মোকররী খাজানামতে, কিম্বা চলিত আইনানুসারে নির্দ্ধারিত বিধি ক্রমে ধার্য্য করা খাজানা

মতে, দখল করিবার স্বত্ব থাকে, তবে তাহাকে ঐ খরীদার বেদখল করিতে পারে, কিম্বা ঐরূপ আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ভিন্ন অন্যমতে, কিম্বা বন্দোবস্তের কালের পরে যে সকল পাট্টা প্রভৃতি করা গিয়াছে তাহা না মানিয়া সাবেক মালিক যে প্রকারে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিত তদ্ভিন্ন অন্যমতে তদ্রূপ কোন রাইয়তের খাজানা যে বৃদ্ধি করিতে পারে, এই ধারার কোন কথার এমন অর্থ করিতে হইবেক না ইতি।

(বন্দোবস্তের পরে যে তালুকদারী জমী হইয়া কতক বৎসরের মিয়াদে ভোগ হইতেছে তাহা রেজিষ্টরী করিবার কথা।)

৩৮ ধারা। তালুকদারী ও সেই প্রকারের অন্য যে জমী বন্দোবস্তের কালের পরে হইয়া মহালের নিজ মালিকেরদের স্থানে ভোগ হইতেছে তাহার, ও যে ইজারা কতক বৎসরের মিয়াদে সেই প্রকারে ভোগ হইতেছে তাহার রেজিষ্টরী করণের এই এই বিধি মানিতে হইবেক ইতি।

(সাধারণ ও বিশেষ রেজিষ্টরীর কথা।)

৩৯ ধারা। সাধারণ রেজিষ্টরী ও বিশেষ রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে দুই প্রস্থ রেজিষ্টরী বহী থাকিবেক। যদি সাধারণ রেজিষ্টরী হয়, তবে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলাম হইলে সেই তালুকাদি ও ইজারা গবর্ণমেণ্ট ছাড়া নীলামের অন্য খরীদার হইতে রক্ষা পাইবেক। যদি বিশেষ রেজিষ্টরী হয় তবে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলাম হইলে সেই তালুকাদি ও ইজারা গবর্ণমেন্টকে লইয়া ও নীলামের সকল খরীদার হইতে রক্ষা পাইবেক ইতি।

(রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্তের কথা।)

৪০ ধারা। এই আইনের ৩৮ ধারাতে যে তালুকদারী কি তদ্রূপের অন্য জমী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার দখীলকার যদি সেই জমী রেজিষ্টরী করিতে চাহে, তবে মহাল যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে তাহার দরখাস্ত করিতে হইবেক। ও যে প্রকারের রেজিষ্টরী করিতে

চাহে তাহা সেই দরখাস্তে লিখিতে হইবেক, ও নীচের লিখিত বিশেষ কথা যে পর্য্যন্ত নিশ্চয়মতে জানা যাইতে পারে সেই পর্য্যন্ত ঐ দরখাস্তের মধ্যে লিখিতে হইবেক।

১। তালুক প্রভৃতি যে এক কি অধিক পরগণার মধ্যে থাকে তাহা।

২। তালুক প্রভৃতির পাট্টার প্রকার।

৩। যে এক কি ততোধিক গ্রামের জমী লইয়া সেই তালুক আদি হয়, কিম্বা তালুকাদি যেং গ্রামে আছে তাহার নাম।

৪। তালুকাদিতে কাজি করিয়া জমী যত আছে তাহাও তাহার সীমা সরহদ্দের বিশেষ কথা।

৫। তালুকাদির সালিয়ানা যত খাজানা দিতে হয়, ও জমা নিয়াদী কি ইস্তমরারী রূপে ধার্য্য হইয়াছে ও তৎপ্রযুক্ত যদি কোন কর্ম্ম করিতে হয় তবে তাহা।

৬। যে দলীলক্রমে তালুকাদি হইয়াছে তাহার তারিখ কিম্বা যে তারিখে তালুকাদি করা যায় তাহা।

৭। যে মালিক তালুকাদি করিয়া দিয়াছে তাহার নাম।

৮। ঐ তালুকাদির প্রথম দখীলকারের নাম।

৯। বর্ত্তমান দখীলকারের নাম, ও আপনি যদি প্রথম দখীলকার না হয় তবে সে যে প্রকারে, অর্থাৎ উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কি দানপত্রক্রমে কি খরীদ করিয়া কি অন্য যে প্রকারে ঐ তালুকাদির অধিকারী হইয়াছে, ও সে অন্যেরদের সঙ্গে কি একা দখল করিতে আছে, এই কথা।

. আরো উক্ত ধারাতে যে ইজারার কথা লেখা হইয়াছে তাহার ইজারদারেরাও ঐ ইজারার রেজিষ্টরী হইবার দরখাস্ত সেই মতে করিতে পারিবেক। পূর্ব্বোক্ত বিশেষ যে সকল কথা ইজারার উপর খাটিতে পারে তাহা ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবেক।

(সাধারণ রেজিষ্টরী হইবার দরখাস্ত হইলে যে রূপে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা।)

৪১ ধারা। যদি সাধারণ রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে দরখাস্ত হয়, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ তালুকাদি কি ইজারা যে

মহালে থাকে তাহার লিখিত মালিকের কি মালিকেরদের নামে কিম্বা তাহার কি তাহারদের ক্ষমতাপন্ন মোক্তারের নামে এস্তেলা জারী করিবেন, ও তাহার সঙ্গে দরখাস্তের এককেতা নকল দিবেন। ও দরখাস্তের এক এক কেতা নকলের সঙ্গে এক এক এস্তেলা আপনার কাছারীতে, ও তালুক প্রভৃতি কি ইজারার জমী যে মহালের শামিল থাকে সেই মহালের মাল কাছারীতে লটকাইবেন, কিম্বা অন্য যে কোন স্থানে লটকাইলে কালেক্টর সাহেব বিবেচনামতে সেই দরখাস্তের কথা অতি বিস্তাররূপে প্রকাশ হইতে পারে সেই সেই স্থানে লটকাইবেন। তাহাতে এই হুকুম থাকিবেক যে, মালিকের কি তাহিষয়ের সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির যদি ঐ তালুকাদি কি ইজারা রেজিষ্টরী করণের কিম্বা ঐ দরখাস্তের লিখিত কোন কথার কিছু আপত্তি থাকে, তবে সেই আপত্তি ঐ এস্তেলা জারী হইবার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে লিখিয়া দাখিল করে। যদি নিরূপিত কালের মধ্যে কিছু আপত্তি না করা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ তালুক আদি কি ইজারা রেজিষ্টরী করিবেন। যদি সেই নিরূপিত সময়ের মধ্যে কোন লিখিত মালিক, কিম্বা মালিক না হইয়া তাহাতে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত লোক কোন আপত্তি করে, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ আপত্তিকারির কি তাহার ক্ষমতাপন্ন মোক্তারের জোবানবন্দী লইবেন, ও সেই লোকেরা আপত্তি করিবার কোন সম্ভাবিত কারণ আছে কালেক্টর সাহেব যদি ইহা দেখিতে পান তবে তিনি ঐ কার্য্য মুলতবী রাখিয়া উভয়পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন নতুবা তিনি ঐ দরখাস্তমতে কার্য্য করিবেন। দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি যদি দরখাস্তকারির সপক্ষে হয়, তবে শে[illegible] ডিক্রীর নকল দাখিল হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ তালুক আ[illegible] কি ইজারা রেজিষ্টরী করিবেন।

(বিশেষ রেজিষ্টরী হইবার দরখাস্ত হইলে যেকার্য্য করি[illegible]তে হইবেক তাহার কথা।)

৪২ ধারা। যদি বিশেষ রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্ত [illegible] তবে কালেক্টর সাহেব ইহার পূর্ব্বের ধারার নির্দ্দিষ্ট এস্তেলা জারী ও প্রকাশ করিবেন। সেই নিরূপিত সময়ের মধ্যে যদি

কোন আপত্তি না করা যায় তবে সরকারী মালগুজারী রক্ষা হইবার জন্যে কালেক্টর সাহেব যে কোন তদন্ত লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা লইবার হুকুম করিবেন। ও সেই তালুক আদি কি ইজারার দ্বারা সরকারের মালগুজারীর যে পর্য্যন্ত ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে সেই পর্য্যন্ত ঐ তালুক আদি যে মহালের পেটাও থাকে সেই মহালের সরকারী মালগুজারীর কিছু ভয় নাই, ইহা যদি তিনি খাত্তির জমামতে জানিতে পান, তবে তিনি সেই কথার রিপোর্ট কমিসানর সাহেবের নিকটে করিবেন, তিনিও যদি সেই কথা খাত্তির জমামতে বুঝেন, তবে দরখাস্তমতে ঐ তালুকাদি ইজারা রেজিষ্টরী হইবার আজ্ঞা করিবেন; নতুবা দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। সেই নিরূপিত সময়ের মধ্যে যদি কোন লিখিত মালিক, কিম্বা মালিক না হইয়া যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন লোক, রেজিষ্টরী হইবার আপত্তি করে, তবে কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তিকারির কি তাহার ক্ষমতাপন্ন মোক্তারের জোবানবন্দী লইবেন, ও তাহার আপত্তি করিবার সম্ভাবিত কারণ আছে বটে ইহা যদি দেখিতে পান, তবে তিনি ঐ কার্য্য মুলতবী রাখিয়া উভয়পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। নতুবা আপত্তি না হওয়ার মতে কার্য্য করিবেন। দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি যদি দরখাস্তকারির সপক্ষে হয় তবে শেষ ডিক্রীর নকল দাখিল হইলে কালেক্টর সাহেব উপরের লিখিত বিধিমতে, অর্থাৎ নিরূপিত সময়ের মধ্যে আপত্তি দাখিল না হইলে যে রূপে করিতে হয় সেইরূপে করিবেন ইতি।

(কোন কোন ভূমির পাট্টা রেজিষ্টরী করিবার কথা।)

৩ ধারা। ৩৭ ধারার বর্জ্জিত চতুর্থ শ্রেণীতে যে জমী নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই জমীর পাট্টা পাট্টাদারের ইচ্ছামতে রেজিষ্টরী হইতে পারে, অর্থাৎ তালুকদারী ও তদ্রূপের অন্যান্য জমী যে প্রকারে ও যে বিধিমতে রেজিষ্টরী হইবার বিধান এই আইনেতে হইয়াছে সেই প্রকারে ও সেই বিধিমতে রেজিষ্টরী হইতে পারিবেক ইতি।

(পুরাতন জমী রেজিষ্টরী করিবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।)

৪৪ ধারা। ৩৭ ধারার বর্জ্জিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমী দখীলকারেরা স্বেচ্ছামতে রেজিষ্টরী করিতে পারিবেক ও যদি সেই প্রকারে রেজিষ্টরী করা যায় তবে তাহা কেবল বিশেষ রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবেক। সেই প্রকারের রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্তের মধ্যে ৪০ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা যে পর্য্যন্ত জানা যাইতে পারে সেই পর্য্যন্ত লিখিতে হইবেক ও ৪১ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে এস্তেলা বাহির হইয়া জারী হইবেক। নিরূপিত সময়ের মধ্যে লিখিত কোন মালিক কিম্বা মালিক না হইয়া যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন লোক, যদি কোন আপত্তি না করে, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ জমী ভোগের নিয়মের মাতবরী খাতির জমামতে জানিবার নিমিত্তে যে তদন্ত লওয়া আবশ্যক হয় তাহা লইবেন। তাহাতে সেই জমী ভোগের নিয়ম মাতবর বটে ইহা যদি খাতিরজমামতে জানেন, তবে তিনি সেই কথার রিপোর্ট কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করিবেন, আর তিনিও যদি সেই জমীর মাতবরীর বিষয়ে খাতিরজমা হন, তবে তাহা বিশেষ রেজিষ্টরীতে লিখিবার আজ্ঞা করিবেন। নতুবা রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। সেই নিরূপিত সময়ের মধ্যে যদি কোন লিখিত মালিক কি পূর্ব্বোক্ত-মতের অন্য ব্যক্তি ঐ জমীর রেজিষ্টরী হইবার আপত্তি করে, তবে কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তিকারির কি তাহার ক্ষমতাপন্ন মোক্তারের জোবানবন্দী লইবেন, ও সেই লোকের আপত্তি করিবার সম্ভাবিত কারণ আছে ইহা যদি দেখিতে পান, তবে তিনি ঐ কার্য্য মুলতবী রাখিয়া উভয় পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। নতুবা আপত্তি হইবার [illegible] কার্য্য করিবেন। দেওয়ানী আদালতে যদি দরখাস্তকারির পক্ষে ডিক্রী হয়, তবে শেষ ডিক্রীর নকল দাখিল হইলে কালেক্টর সাহেব নিরূপিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি না হইলে কার্য্য করিবার যে বিধি আছে পূর্ব্বোক্ত সেই বিধিমতে কার্য্য করিবেন। পরন্তু এই ধারাতে যে প্রকারের জমীর কথা লেখা আছে প্রকৃত প্রস্তাবের তদ্রূপ জমী রক্ষা করিবার জন্যে রেজিষ্টরী

করা আবশ্যক, এই ধারার কোন কথাতে এমত বুঝিতে হই-
বেক না ইতি।

(তালুক প্রভৃতির ও ইজারার রেজিষ্টরী করিবার দর-
খাস্ত করিবার মিয়াদের কথা।)

৪১ ধারা। যে তালুকআদি ও ইজারা এখন বহাল আছে
তাহার রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্ত এই আইন জারী হইবার
পর তিন বৎসরের মধ্যে করিতে হইবেক। এই আইন জারী
হইবার পরে যে তালুকআদি করা যায় তাহা রেজিষ্টরী করিবার
দরখাস্ত ঐ তালুকআদি করিবার দলীলের তারিখ অবধি তিন
মাসের মধ্যে করিতে হইবেক ইতি।

(মাপ কি জরিপ কি সরেজমীনে তদারক
করিবার খরচের কথা।)

৪৬ ধারা। এই আইনের ৪২ ও ৪৪ ধারামতে যে মাপ কি
জরিপ কি সরেজমীনে তদারক করা যায় তাহার নিমিত্তে
নিতান্ত যত খরচ লাগে তাহা, ঐ তালুকআদি কি ইজারার
রেজিষ্টরী হইবার দরখাস্ত যে জন করে তাহার দিতে হইবেক,
ও এই বাবতে কালেক্টর সাহেব যত টাকা আগাম দেওয়া আব-
শ্যক বোধ করেন, তাহা তিনি ঐ লোককে সময়ে সময়ে দিতে
আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

(বিশেষ রেজিষ্টরী বহীতে কোন কথা লিখিতে দেও-
য়ানী আদালতের হুকুম করিবার ক্ষমতা না থাকি-
বার কথা।)

৪৭ ধারা। রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবদিগকে কোন
তালুআদি কি ইজারা বিশেষ রেজিষ্টরে লিখিবার হুকুম করিতে
কোন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা নাই। কিন্তু রাজস্বের
কার্য্যকারক সাহেবেরা যদি কোন জমী কি ইজারা সেই প্রকারে
রেজিষ্টরী করিতে স্বীকার না করে, তবে স্বামির যে কোন অধি-
কার থাকে তাহার কিছু মাত্র খর্ব্বতা হইবেক না ইতি

(কোন তালুকআদির কি ইজারার রেজিষ্টরী বাতিল করিবার মোকদ্দমার কথা।)

৪৮ ধারা। যদি কোন লোক কোন তালুকআদি কি ইজারা রেজিষ্টরী হওনের দ্বারা আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে জ্ঞান করে, তবে সে ঐ রেজিষ্টরী বাতিল করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক, কিন্তু ইহাতে মিয়াদের সাধারণ আইন মানিতে হইবেক।

(তালুক প্রভৃতি রেজিষ্টরী করণেতে রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরদের কার্য্যের কথা।)

৪৯ ধারা। এই আইনমতে তালুক প্রভৃতি ও ইজারা রেজিষ্টরী করিবার কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে, রাজস্বের অধঃস্থকার্য্যকারক সকল সাহেব আপন২ উপরিস্থ রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরদের স্থানে ও স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্টের স্থানে যে সাধারণ উপদেশ পান সেই উপদেশমতে কার্য্য করিবেন, ও পূর্ব্বোক্ত ধারামতে যে সকল হুকুম করা যায় তাহার উপর রীতমতে আপীল হইতে পারিবেক। এই আইনের বিধানমতে কোন তালুক প্রভৃতির বিশেষ রেজিষ্টরী হইবার যে হুকুম কমিসনর সাহেব করেন, তাহা সরকারের মালগুজারী উপযুক্তমতে রক্ষা হয় নাই বলিয়া, কিম্বা বিষয় বিশেষে ঐ জমীর পাট্টা প্রভৃতির গরমাতবরী প্রযুক্ত রেজিষ্টরী হইবার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে বোর্ডরেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট সংশোধন করিতে পারিবেন ইতি।

(বিশেষ রেজিষ্টরের মধ্যে তালুক প্রভৃতি লিখিবার ফল।)

৫০ ধারা। বিশেষ রেজিষ্টরের মধ্যে যে তালুকআদি কি ইজারা রেজিষ্টরী করা যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হইবেক। কিন্তু সরকারী মালগুজারী পাইবার মোকদ্দমা করিবার যে মিয়াদ নিরূপণ আছে এমত মিয়াদের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিলে যদি সেই মোকদ্দমায় এমত ডিক্রী করা যায় যে ঐ রেজিষ্টরীকরণ প্রতারণাক্রমে হইয়াছে ও তা-

হাতে সরকারের মালগুজারীর ক্ষতি হয়, তবে রক্ষা হইবেক না। কিন্তু কোন লোক মূল্য দিয়া কোন তালুকআদির কি ইজারার প্রকৃত প্রস্তাবের খরীদার হইলে, তাহার দখলে যে তালুকাদি কি ইজারা থাকে তাহা উক্ত প্রকারের প্রতারণা প্রযুক্ত খেলাপ হইবেক না। কিন্তু বিশেষ রেজিষ্টরী করণ সময়ে ঐ জমীর কি ইজারার যত খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হইত তাহার তত খাজানা দিতে হইবেক সেই খাজানা কালেক্টর সাহেব নিষ্কার্য্য করিবেন ইতি।

(বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে মহাল নীলাম হইলে তাহার পেটাও তালুকদারী জমীর তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রক্ষা পাইবার কথা।)

৫১ ধারা। এই আইনের ৩৭ ধারাতে যে যে বর্জ্জিত জমী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর তালুকআদি ও ইজারার বিশেষ রেজিষ্টরী করিবার দরখাস্ত যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে করা যায়, ও তদ্বিষয়ে যদি কালেক্টর সাহেব ঐ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে তদন্ত লওয়ার কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন, তবে সেই তালুক প্রভৃতি যে মহালের অন্তঃপাতি হয় সেই মহাল বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলাম হইলে, ঐ তদন্তের কার্য্য যাবৎ চলে তাবৎ ঐ তালুক প্রভৃতির রক্ষা হইবেক, ও সেই দরখাস্তমতে যদি রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরা দাওয়াদারের স্বপক্ষে চূড়ান্ত ফয়সলা করেন, তবে উত্তর কালেও রেজিষ্টরী করণ দ্বারা রক্ষা হইবেক ইতি।

(ইস্তমরারী বন্দোবস্ত না হওয়া মহালের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে খরীদারের স্বত্বের কথা।)

৫২ ধারা। ইস্তমরারী বন্দোবস্ত না হওয়া জিলাতে যদি কোন মহালের বাকীর নিমিত্তে সেই মহালের নীলাম এই আইনমতে হয়, তবে বন্দোবস্তের কালের পরে তাহার উপর যে সকল দায় বর্ত্তিয়াছে তাহা বিনা খরীদার ঐ মহাল পাইবেক, ও বাকীদার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যক্তি আসল বন্দোবস্তকারির স্থলাভিষিক্ত বা আইনমতে হইয়া যে সকল তালুকআদি

করিয়া গিয়াছিল তাহা, ও শেষ বন্দোবস্তের পরে সেই আসল বন্দোবস্তকারী কি তাহার স্থলাভিষিক্তেরা রাইয়ত প্রভৃতিদিগের সঙ্গে যে করার করিয়াছে কি মঞ্জুর করিয়াছে তাহা, আসল বন্দোবস্তকারী আপনার বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যে সকল জমীর পাট্টা বাতিল কি বদল করিতে কি নূতন করিতে পারিত তাহা বাতিল ও অসিদ্ধ করিতে ঐ খরীদারের ক্ষমতা থাকিবেক। কিন্তু যে জমীতে কোন বসতবাটী কি কুঠী কি চিরকালের জন্য ইমারৎ প্রভৃতি করা গিয়াছে, কিম্বা যে জমীতে বাগান কি বিশেষ বৃক্ষের বাগান কি পুকুর কি কূপ কি খাল কি ভজনালয় কি শ্মশান কি কবরস্থান করা গিয়াছে কিম্বা যে জমীতে আকর খনন হইয়াছে তাহার পাট্টা কি কবুলিয়ৎ বাতিল করিবেক না, ফলতঃ সে জমী যতকাল সেই সেই কার্য্যের নিমিত্তে উচিতমতে থাকে ও করারী খাজানা যতকাল দেওয়া গিয়া থাকে ততকাল ঐ পাট্টা ও কবুলিয়ৎ বলবৎ ও ফলবৎ থাকিবেক। কিন্তু বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে জমীর নীলাম হইলে, যে কোন লোকেরদের পাট্টা কি করার পূর্ব্বোক্তমতে বাতিল হইতে পারে এমত লোকেরদের স্থানে সাবেক মাসিক যত খাজানা লইতে পারিত তাহার অধিক খাজানা ঐ নীলামের খরীদার লইতে পারে এই ধারার কোন কথার এমন অর্থ করিতে হইবেক না। কেবল জমীর নিমিত্তে ন্যায়মতে যত খাজানা লওয়া যাইতে পারে, তাহার অল্প খাজানার হারে দিবার বন্দোবস্ত করিয়া যদি সেই লোকেরা ঐ জমী ভোগ করে, কিম্বা পরগণা কি মৌজা কি অন্য স্থান বিশেষের আচার মতে সেই লোকদিগকে নূতন হারহারিমতে খাজানা দিতে, কিম্বা গবর্ণমেন্টের আইনমতে অন্য যে টাকা লইবার নিষেধ নাই তাহা দিতে আজ্ঞা হইতে পারে, ইহার যদি প্রমাণ করা যায় তবে তাহা লইতে পারিবেক ইতি।

(কোন লোক মহালের অংশি হইয়া খরীদার হইলে তাহার স্বত্বের, ও যে মহাল নিজ বাকীর নিমিত্তে নীলাম না হয় তাঁহার খরীদারের স্বত্বের কথা।)

৫ ধারা। কোন মহালের যে অংশিরা আপনার

দের অংশ ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ ও ৩৪ ধারামতের নীলাম হইতে রক্ষা করিয়াছে, ও যে অংশিরদের সঙ্গে কালেক্টর সাহেব এই আইনের ১০ ও ১১ ধারামতে স্বতন্ত্র হিসাব করিয়াছেন সেই সেই অংশি ভিন্ন, লিখিত কি অলিখিত কোন মালিক কি শরীক যে মহালের মালিক কি শরীক হয় সেই মহাল যদি খরীদ করে, কিম্বা সেই মহালের এই আইনমতে বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে পর যদি পুনরায় খরীদ করে কি অন্য প্রকারে তাহার দখল পুনরায় পায়, তবে সেই লোক, ও যে মহাল নিজবাকী কি দাওয়া ভিন্ন অন্য বাকীর কি দাওয়ার নিমিত্তে নীলাম হয় তাহার খরীদার, নীলাম হইবার সময়ে ঐ মহালের উপর যে সকল দায় থাকে সেই দায় সমেত ঐ মহাল পাইবেক, ও ঐ মহালের নীলাম হইবার সময়ে পেটাও প্রজারদের কি রাইয়তেরদের উপর সাবেক মালিকের যে কিছু স্বত্ব ছিলনা এমত কোন স্বত্ব ঐ খরীদার পাইবেক না ইতি।

(মহালের অংশের খরীদারের স্বত্ব।)

৩৪ ধারা। যদি কোন মহালের এক কি অধিক অংশ ১৩ কি ১৪ ধারার বিধানমতে নীলাম হয় তবে যে জন খরীদ করে সে ঐ অংশের সংযুক্ত সকল দায় সমেত ঐ অংশ পাইবেক। ও সাবেক মালিকের কি মালিকেরদের যে স্বত্ব ছিল না এমত কোন স্বত্ব পাইবেক না ইতি।

(বাকীদারেরদের পাওনা টাকা আদায়ের কথা।)

৩৫ ধারা। মহাল নীলাম হইলে, মালগুজারী দাখিল করিবার শেষ তারিখে পেটাও প্রজাদের কি রাইয়তেরদের স্থানে বাকীদারের যে কিছু খাজানা পাওনা থাকে তাহা আদায় করিবার জন্যে ঐ শেষ তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে বাকীদার যে কোন কার্য্য করিতে পারিত ঐ শেষ তারিখের পর ও ক্রোক করা ভিন্ন সেই প্রকারের কোন কার্য্য করিয়া ঐ বাকী আদায় করিতে পারিবেক ইতি।

(অবজ্ঞার দণ্ডের কথা।)

৫৬ ধারা। খোলা কাছারীতে কিম্বা তৎকালে যে স্থানে কাছারী হয় সেই স্থানে যে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত মতের যে কার্য্যকারক এই আইনমতের নীলাম চলাইতেছেন, তাঁহার সাক্ষাতে যদি কিছু অবজ্ঞা হয় তবে তিনি দুই শত টাকা পর্য্যন্ত জরীমানা করিয়া ঐ অবজ্ঞার দণ্ড করিতে পারিবেন, ও যদি সেই টাকা না দেওয়া যায় তবে অপরাধিকে এক মাসপর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ হইবার হুকুম করিবেন। ও কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত মতের অন্য কার্য্যকারক যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অপরাধিকে পাঠান তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম জারী করিবেন। কিন্তু এই ধারামতে যে কোন হুকুম করা যায় তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিসানর সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক ও তাঁহার নিষ্পত্তি চুড়ান্ত হইবেক ইতি।

(বায়ানা আমানৎ করিতে ত্রুটি হইলে তাহা অবজ্ঞা বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।)

৫৭ ধারা। এই আইনের ২০ ধারাতে যে আমানৎ করিবার আজ্ঞা আছে, তাহা না করিয়া যদি ডাক মঞ্জুর রাখিবার ত্রুটি হয়, তবে তাহা অবজ্ঞা বলিয়া জ্ঞান হইবেক ইতি।

(নীলামে গবর্ণমেণ্টের খরীদ করিতে পারিবার কথা।)

৫৮ ধারা। কোন মহালের বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্তে যদি সেই মহাল এই আইনমতে নীলামে ধরা যায়, ও যদি কেহ না ডাকে, তবে কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত মতের অন্য কার্য্যকারক এক টাকা ডাকিয়া গবর্ণমেণ্টের জন্যে সেই মহাল খরীদ করিতে পারিবেন। অথবা অতি উচ্চ যে মূল্য ডাকা যায় তাহাতে যদি সেই বাকী ও তৎপরে নীলামের তারিখপর্য্যন্ত অন্য যে টাকা পাওনা হয় তাহা পরিশোধ করিতে না কুলায়, তবে অতি উচ্চ যে মূল্যের ডাক হইয়াছে সেই মূল্যেতে কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের

অন্য কার্য্যকারক ঐ মহাল গবর্ণমেণ্টের নিমিত্তে লইতে কি খরীদ করিতে পারিবেন। ঐ উভয়স্থলে গবর্ণমেণ্ট এই আইনের বিধানমতে ঐ সম্পত্তি পাইবেন ইতি।

(কালেক্টর সাহেব যে রসুমের ও খরচার দাওয়া করিতে পারেন তাহার কথা।)

৫৯ ধারা। এই আইনের ১০ ও ১১ ধারা ও ১৫ ও ১৬ ধারা ও ৪০ ও ৪৫ ও ৭৪ ধারা মতে যাহারা দরখাস্ত করে, তাহারদের স্থানে কালেক্টর সাহেব এই আইনের ২ চিহ্নিত তফসীলের নির্দিষ্ট হিসাবের অনধিক রসুম গবর্ণমেণ্টের তরফে দাওয়া করিয়া লইতে পারিবেন। ঐ তফসীল এই আইনের এক ভাগ বলিয়া জ্ঞান হইবেক। ও সেই সেই ধারামতে দরখাস্ত করা গেলে যদি দরখাস্তের সঙ্গে ঐ রসুম দিবার প্রস্তাব না হয় তবে ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

(কোন কোন মহালে ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইন প্রবল থাকিবার কথা।)

৬০ ধারা। এই আইনমতে কোন মহালের কোন অংশের দায় কি জমি নিলাম হইলে যদি কোন অংশের সদর জমীর ইজারাদার হইলে সেই মহালে, ও যে যে মহাল এই আইনমতে গবর্ণমেণ্টের নিমিত্তে খরীদ করা যায় কি লওয়া যায় সেই মহালে, ১৮২২ সালের ৭ আইনের ও ১৮২৫ সালের ৯ আইনের বিধান প্রবল থাকিবেক ইতি।

(অর্থ করিবার ধারা।)

৬১ ধারা। এই আইনের অর্থ করণেতে, "কালেক্টর" এই শব্দেতে ডেপুটি কালেক্টর কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে কালেক্টরের কি ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন তিনিও গণ্য হন ইতি।

(এই আইন খাটিবার ও আরম্ভ হইবার কথা।)

৬২ ধারা। ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশের যে যে স্থানে ঐ রাজধানীর সাধারণ আইন চলন হই-

তেছে কি হয়, সেই সেই স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে এই আইন চলন হইবেক না। ইতি।

তফসীল।

A চিহ্নিত তফসীল।

আমি নিশ্চিতমতে জানাইতেছি যে শ্রীঅমুক, অমুক জিলার তৌজীতে লিখিত নীচের নির্দ্দিষ্ট মহাল (কি মহালের অংশ) ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খরীদ করিয়াছে। আর তাহার সেই খরীদ অমুক সালের অমুক তারিখ অবধি (অর্থাৎ মাল-গুজারী দিবার নিরূপিত শেষ তারিখের পর দিনাবধি) প্রবল হইল।

D, E,

কালেক্টর।

বিশেষ কথা।

(যদি পুরা মহাল হয় তবে।)

তৌজীতে তাহার নম্বর।

মহালের নাম।

সাবেক মালিকের নাম।

সদর জমা।

(যদি মহালের এক অংশ হয় তবে।)

তৌজীতে পুরা মহালের নম্বর।

পুরা মহালের নাম।

পুরা মহালের সদর জমা।

যে অংশের নীলাম হইল তাহার কৈফিয়ৎ।

যে অংশের নীলাম হইল তৌজীতে সেই অংশের বিশেষ নম্বর।

যে অংশের নীলাম হইল তাহার সাবেক মালিকের নাম।

যে অংশের নীলাম হইল তাহা স্বতন্ত্র রূপে যত সদর জমার নিমিত্তে দায়ী হয়।

B চিহ্নিত তফসীল।

রসুম

খুয়া মহালের এক অংশের স্বতন্ত্র হিসাব করিবার ১০, কি ১১ ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্যে,

যদি সেই অংশের সালিয়ানা জমা ২৫০ টাকার অধিক না হয় তবে ২৫

যদি সেই অংশের সালিয়ানা জমা ২৫০ টাকার অধিক হয় কিন্তু ১০০০ টাকার অধিক না হয় তবে জমার উপর শতকরা ১০ টাকার হিসাবে।

যদি ঐ অংশের সালিয়ানা জমা ১০০০ টাকার অধিক হয়, তবে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত শতকরা ১০ টাকার হিসাবে, ও তাহার ঊর্দ্ধ যত টাকা হয় তাহার উপর শতকরা ২ টাকার হিসাবে।

১৫ ধারামতে টাকা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের নিদর্শন পত্র আমানৎ করিবার দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্যে যত টাকা আমানৎ হয় তাহার ফি শত টাকার উপর ।।০ আনা হিসাবে।

সেই প্রকারে যে নিদর্শন পত্র আমানৎ করা যায় তাহার যে সুদ কালেক্টর সাহেব উসুল করেন তাহার ফি শত টাকার উপর ।।০ আট আনা হিসাবে।

১৬ ধারামতে আমানতের টাকা প্রভৃতি ফিরিয়া পাইবার দরখাস্ত দাখিল করিবার নিমিত্তে যত টাকা ফিরিয়া লওয়া যায় ফিঃ শত টাকার উপর ।।০ আটআনা হিসাবে।

পেটাও তালুক আদির ইজারা রেজিষ্টরী করিবার ৪০ কি ৪৩ কি ৪৪ ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্যে,

যদি পেটাও তালুক আদির সালিয়ানা খাজানা ৫০০ টাকার অধিক না হয় তবে

যদি পেটাও তালুক আদির সালিয়ানা খাজানা ৫০০

টাকার অধিক হয় ও ১০০০ টাকার অধিক না হয়, তবে খাজা-নার উপর শতকরা ৫ টাকার হিসাবে।

যদি পেটাও তালুক আদির সালিয়ানা খাজানা ১০০০ টাকার অধিক হয়, তবে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত উক্ত হিসাবে, ও তাহার অধিক যত টাকা হয় তাহার উপর শতকরা ১ টাকার হিসাবে।

ডবলিউ মর্গান।

কৌন্সেলের ক্লার্ক।

সমাপ্তঃ।

বোর্ডের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ১৭ মে। ১৭৩ নম্বর।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। ১৮৫৮ ও ৫৯ সালে ও তাহার পর, যাবৎ এই দপ্তরখানা হইতে অন্য রূপ সম্বাদ না দেওয়া যায় তাবৎ বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের বন্দোবস্ত হওয়া জিলার মধ্যে বাকী মালগুজারী দাখিল করিবার, ও চলিত আইনমতে যে সকল দাওয়া বাকী মালগুজারীর ন্যায় আদায় করিবার হুকুম আছে তাহা দাখিল করিবার শেষ তারিখ এই এই।

ছিলট ও চাটিগাঁ জিলা ছাড়া অন্য যে যে জিলাতে ও মহালে বাঙ্গালা কি অমলীসন চলন আছে সেই সেই জিলাতে,

২৮ জুন। ২৮ সেপ্টেম্বর। ১২ জ্যানুয়ারি। ২৮ মার্চ।

যে যে জিলাতে ও মহালে ফসলীসন চলন আছে সেই সেই জিলাতে ও মহালে।

৯ জুন। ২৮ সেপ্টেম্বর। ১২ জ্যানুয়ারি ২৮ মার্চ।

ছিলটে।

২৮ সেপ্টেম্বর। ১৮ জ্যানুয়ারি। ১৮ এপ্রেল।

চাটিগাঁয়ে।

২৫ মে। ২৫ সেপ্টেম্বর। ২৬ ডিসেম্বর। ২৫ ফিব্রুয়ারি।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে মহালের জমা ১০ টাকার অধিক না হয় তাহা বৎসরে কেবল একবার নীলাম হইতে পারিবেক, অর্থাৎ চৈত্র মাসের কিস্তি দেনা হইলে পর নীলাম করিবার প্রথম যে দিন হয় সেই দিনে নীলাম হইতে পারিবেক। যে যে মহালের জমা ১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হয় তাহার নীলাম বৎসরে দুই দিনে হইতে পারিবেক। ও যে যে মহালের জমা ৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হয়, তাহার নীলাম বৎসরে তিন দিনে হইতে পারিবেক।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে মহালের জমা ১০০ টাকার অধিক না হয় তাহার মালগুজারীর দিবার জন্যে শেষ যে তারিখ নিরূপণ হইয়াছে তাহা এই এই।

	১০ টাকার অনধিক মালগুজারীর মহাল	১০টাকার অধিক কিন্তু ৫০টাকার অনধিক মালগুজারীর মহাল।	১০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক মালগুজারী মহাল।
বাঙ্গালা ও অমলীগনের জিলাতে	২৮ জুন।	২৮জুন ও ১২ জানুআরি	২৮ জুন ও ১২ জানুআরি ও২৮ মার্চ
কমলীগনের জিলাতে	৭ জুন।	৭ জুন ও ১২ জানুআরি	৭ জুন ও ১২ জানুআরি ও ২৮ মার্চ
ছিলট জিলাতে	১৮ আপ্রিল	১৮ আপ্রিল ও ১৮জানুআরি	১৮ আপ্রিল ও ২৮ সেপ্টেম্বর ও ১৮ জানুআরি
চাটিগাঁ জিলাতে	২৫ মে	২৫ মে ও ২৫ ফিব্রুআরি	২৫মে ও ২৬ ডিসেম্বর ও২৫ফিব্রুআরি

ই টি ট্রবর।

বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের বোর্ডরেবিনিউর হুকুমমতে। সেক্রেটারী।

ইং ১৮৫৯ সালের ১৩ আইন। *

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইংরাজী ১৮৫৯ সাল ৪ মে গেজেট ১০৩৬ নং।

কোন কোন স্থলে কারিগর কি কর্ম্মকারক কি মজুর চুক্তি ভঙ্গ করিলে তাহারদের দণ্ডের বিধান করিবার আইন।

(হেতুবাদ।)

কারিগরেরা ও কর্ম্মকারকেরা ও মজুরেরা কোন কর্ম্ম করিবার চুক্তি করিলে পর কিছু টাকা আগাম পাইয়াও প্রতারণা করিয়া সেই চুক্তি ভঙ্গ করে, ইহাতে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে ও অন্য অন্য স্থানে শিল্পকার ও বাণিজ্য ব্যবসায়ি প্রভৃতি লোকেরদের অনেক ক্ষতি ও ক্লেশ হয়, ও দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া ক্ষতি পূরণ পাইবার যে উপায় তাহা প্রচুর নহে, ও যাহারা প্রতারণা করিয়া সেই প্রকারে চুক্তি ভঙ্গের দোষী হয় তাহারদিগের দণ্ড করা ন্যায্য ও উচিত। এই কারণে এই বিধান করা যাইতেছে।

(কোন কর্ম্মকারক কিছু কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে টাকা আগাম পাইলে যদি কসুর করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ করিবার কথা।)

১ ধারা। কোন রাজধানীর প্রধান নগরে কিম্বা পুলিপি-

---

* এই আইনের ২ ধারার সহিত দেওয়ানী আদালতের সংশ্রব থাকায়, এবং সাধারণের প্রয়োজনীয় বিবেচনায় এই আইন সংগৃহীত হইল।

নাঙ্গ কি সিংহপুর কি মলাকাতে যিনি বাস করেন কি কর্ম্ম চালান এমত কোন মুনিবের কি কর্ম্মদাতার স্থানে, কিম্বা সেই মুনিবের কি কর্ম্মদাতার পক্ষের কর্ম্মকারি কোন লোকের স্থানে সেই মুনিব প্রভৃতির নিমিত্তে, কোন কারিগরি কি কর্ম্মকারক কি মজুর কোন কর্ম্ম করিবার, কিম্বা অন্য কারিগরেরদের কি কর্ম্ম-কারকেরদের কি মজুরেরদের দ্বারা করাইবার চুক্তি করিয়া, যদি কিছু টাকা আগাম পায়, কিম্বা যদি সেই কারিগর কি কর্ম্ম কারক কি মজুর জানিয়া শুনিয়া ও কোন ন্যায্য কি উপযুক্ত ওজর না থাকিতেও আপন চুক্তির নিয়মমতে সেই কর্ম্ম করিতে কি করাইয়া দিতে শৈথিল্য করে, কি স্বীকার না করে, তবে সেই মুনিব কি কর্ম্মদাতা পোলীসের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ করিতে পারিবেন। তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কারিগরকে কি কর্ম্মকারককে কি মজুরকে নিকটে আনিবার জন্যে আপনার বিবেচনামতে শমন কি পরওয়ানা জারী করিবেন, ও সেই মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

(ঐ আগাম টাকা ফিরিয়া দিবার কিম্বা চুক্তিমতে কর্ম্ম করিবার হুকুম দিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা ও কর্ম্মকারক সেই হুকুম না মানিলে তাহার দণ্ডের কথা।)

২ ধারা। ঐ কারিগর কি কর্ম্মকারক কি মজুর কোনকর্ম্মের জন্যে ফরিয়াদী স্থানে কিছু টাকা আগাম পাইয়াছে ও জানিয়া শুনিয়া ও কোন ন্যায্য কি উপযুক্ত ওজর না থাকিতেও আপন চুক্তির নিয়মমতে ঐ কর্ম্ম চুকিয়া কি চুকাইয়া দিতে শৈথিল্য করিয়াছে কি স্বীকার না করিয়াছে, এই কথার প্রমাণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাতিরজমামতে হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ফরিয়াদীর ইচ্ছামতে ঐ কারিগরকে কি কর্ম্মকারককে কি মজুরকে, হয় ঐ আগাম টাকা ফিরিয়া দিতে, কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে তাহার যত টাকা দেওয়া ন্যায্য ও উচিত হয় তত টাকা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিবেন নতুবা তাহাকে আপন চুক্তির নিয়মমতে কর্ম্ম চুকিয়া কি চুকাইতে দিতে হুকুম করিবেন। ও যদি সেই কারিগর কি কর্ম্মকারক কি মজুর ঐ হুকুম

মতে কর্ম্ম না করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার তিনমাস পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবার হুকুম করিবেন কিম্বা যত টাকা ফিরিয়া দিবার হুকুম হয় তবে তিনমাস পর্য্যন্ত কিম্বা তাহার মধ্যে ঐ টাকা যতকাল না দেওয়া যায় ততকাল পর্য্যন্ত তাহার ঐরূপে কয়েদ হইবার হুকুম করিবেন। পরন্তু এই আইন জারী না হইলে, যদি ফরিয়াদী দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া কি অন্য কার্য্য করিয়া প্রতিকার পাইতে পারিতেন, তবে ঐ টাকা যতকাল ফিরিয়া না দেওয়া যায় ততকালের মধ্যে তাহার সেই উপায়ে প্রতিকার পাইবার বাধা, ঐ টাকা ফিরিয়া দিবার হুকুম হইয়াছে বলিয়া, হইবেক না ইতি।

(মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কর্ম্মকারকের স্থানে ঐ হুকুম মতে কর্ম্ম করিবার জামিন লইতে পারিবার কথা।)

৩ ধারা। যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন কারিগরকে কি কর্ম্মকারককে কি মজুরকে আপন চুক্তির নিয়মমতে কোন কর্ম্ম চুকিয়া কি চুকাইয়া দিতে হুকুম করেন, তবে ফরিয়াদী প্রার্থনা করিলে তিনি ঐ কারিগরকে কি কর্ম্মকারককে কি মজুরকে জামিনী দিয়া ঐ হুকুমমতে উচিত রূপে কর্ম্ম করিবার মুচলকা লিখিয়া দিতে হুকুম করিতে পারিবেন। আর সে ঐ রূপ মুচলকা লিখিয়া না দিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাতির জমামতে জামিনী না দিলে, তিনি তাহার তিনমাস পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবার হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

(যে প্রকারের চুক্তির উপর এই আইন খাটে তাহার কথা।)

৪ ধারা। এই আইনমতে "চুক্তি" যে শব্দ আছে তাহাতে দলীলে করা ও হাতের লেখা কি জবানী সকল চুক্তি কি করার বুঝায়। তাহাতে মিয়াদ নিরূপণ থাকিলে কি না থাকিলে ও কোন বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্তে হইলে কি না হইলে ও তাহা বুঝিবেক ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৯ সাল ১৩ আইন।

(গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এই আইনের কার্য্য বিস্তারিত হইবার কথা।)

৫ ধারা। হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর, কিম্বা কোন রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য নির্ব্বাহক গবর্ণমেন্ট আপন আপন এলাকার সীমা সরহদ্দের অন্তর্গত কোন স্থানে এই আইন চলন করাইতে পারিবেন। যদি এই আইন সেই প্রকারে অন্য স্থানে চালান যায়, তবে এই আইনেতে পোলীসের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গেল, সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে গবর্ণমেন্টে যে কার্য্যকারক সাহেবকে কি সাহেবদিগকে বিশেষ মতে নিযুক্ত করেন তিনি কি তাঁহারা সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

সমাপ্তঃ।